বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১
ক্রমিক সং ১
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

অঞ্জলি।

মাসিক পত্রিকা।

বর্ষ। ২ { বৈশাখ, ১৩০৫। এপ্রিল, ১৮৯৮। } ১ম সংখ্যা।

উৎসর্গ।

(১)

প্রকৃতি প্রাঙ্গণে যাঁর
চন্দ্র সূর্য্য তারকায়
খেলিছে অনন্ত জ্যোতিঃ,
অনন্ত চিন্ময় জ্ঞান ;
তাঁহার রাতুল পায়
করি এ "অঞ্জলি" দান।

(২)

আনন্দ সুষমাময়
অনন্ত মহান ভাব,
যাঁহার প্রসাদে করে
মোহিত মানব প্রাণ ;
তাঁহার রাতুল পায়
আমার "অঞ্জলি" দান।

(৩)

যে নর-প্রকৃতিময়
পুণ্যের আলোকে তাঁর
ফুটিছে কুসুমরাশি,
খুলিয়া সৌরভ ভার ;
সে নর-প্রকৃতি-করে
এই নব সংবৎসরে
সামান্য "অঞ্জলি" মোর
দিনু আজ উপহার।

নাম-করণ।

অঞ্জলি—পুষ্পপত্র চন্দন প্রভৃতি বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন উপকরণপূর্ণ বলিয়া এবং উহার প্রত্যেকটীই সতেজ, টাটকা ও পবিত্র বলিয়া;

অঞ্জলি—দেব দেবীর চরণে, বিশেষতঃ সারস্বত উৎসবে বিদ্যাদেবীর চরণকমলে অর্পিত হয় বলিয়া;

অঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলি, জলাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, শোকাঞ্জলি প্রভৃতি সুন্দর, স্বাদু, তরল, উজ্জ্বল ও ভাবপূর্ণ শব্দসমূহের অঙ্গ বলিয়া;

অঞ্জলিতে—দীনভাব, দেবভাব, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শুদ্ধি ও প্রসন্নতা একত্র মিলিত বলিয়া, পূজ্য, পূজা ও পূজক এক গুচ্ছে গ্রথিত বলিয়া, আমি এই পত্রিকার নাম "অঞ্জলি" রাখিলাম।

উদ্দেশ্য।

এই খানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।

এই শিক্ষাদান কার্য্যে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রদিগের সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যব্রত সাধনে ভগবান আমাদের সহায় হউন্ এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সিদ্ধি দান করুন।

আমি একাকী এই ব্রত উদ্‌যাপন করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই, এবং করিতে পারিব বলিয়াও মনে করি না। সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে একটী সামান্য পিনও প্রস্তুত হয় না, দুর্ব্বিসহ মানবচরিত্রের সহস্র মুখে প্রধাবিত স্রোতের কথা তবে আর কি! কতকগুলি প্রবাদ লিখিয়া পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা উদ্দেশ্য হইলে তাহা হয়ত দুচার জন মিলিয়া করিতে পারিতাম,—সে উদ্দেশ্য নয়। ভাষার পারিপাট্য সম্পাদন করিয়া পাঠকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধনও আমাদের ব্রত নয়। মানুষ শিক্ষা প্রভাবে মানুষ হয়। সেই শিক্ষা বিষয়ে মানব মণ্ডলীর কথঞ্চিৎ সেবা করা আমাদের কার্য্য। প্রার্থনা করি, অভিভাবক, শিক্ষক, পরিদর্শক ও ছাত্রমণ্ডলী সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা করিবেন। আগামী বারে বিস্তারিতরূপে এই বিষয়ে নিবেদন করিতে বাসনা রহিল।

শিক্ষা।

এক একটী মানব জীবন এক একখানি সাদা আবৃত পট। এক একটী কুসুমকোরক বটা বহুদলসমষ্টি;—জল বায়ু আলোক পাইয়া যেমন কোরক বিকশিত হয়, কুসুমদল রঞ্জিত হয়, দেখিয়া মানবের চক্ষু জুড়ায় ও প্রাণ হরণ করে, সেইরূপ মানবজীবনপটও শিক্ষার আলোক পাইয়া ক্রমশঃ বিসারিত ও চিত্রিত হয়। উহার কোন স্থান সুরঞ্জিত হয়, কোন স্থান নীলিমাময় হয়, কোন স্থান বা একেবারে সাদাই থাকিয়া যায়। এক একখানি পট কেমন মনোহর! তাকাইয়া দেখিলে প্রাণ জুড়ায়! এমন যে সাদা কাগজ

খানি তাহা কালে শিক্ষা প্রভাবে বিধাতার তুলিতে চিত্রিত হইয়া এক একটী মানব-জীবনরূপে প্রতিভাত হয়—অস্থি মাংসের ঢিবি দেবতা হয়।

শিক্ষা জীবনস্রোতের গতির নিয়ামক। একটী প্রবহমাণ স্রোতের সম্মুখে শিক্ষা খাদ কাটিয়া যায়, কাজেই উহার গতিরেখা বা নিয়তিরেখা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জীবনস্রোত সেই খাদে খাদে চলিয়া যায়, কোন রূপেই অন্যথাচরণ করিতে পারে না।

লেখাপড়া শিক্ষার এক প্রকরণ বা বিধাতার একটী তুলি। ঐ তুলিতে জীবনপট চিত্রিত হয়। অতএব লেখাপড়া, লেখাপড়ার জন্য নয়, কিন্তু জীবনপট চিত্রিত করিবার জন্যই আবশ্যক! দুঃখের বিষয় উহা অনেকেই বুঝে না। বিধাতার তুলি বা বিধির কলম, অব্যর্থ। উহাতে যাহা চিত্রিত হইবে তাহাই জীবনপটের দৃশ্য রচনা করিবে। লেখাপড়া জীবনপটের একটী প্রকাণ্ড অঙ্কের দৃশ্যপট রচনা করে। উহা মানসিক শক্তি বিকাশের একটী অমোঘ উপায়।

জীবনপট অনন্ত, অতএব শিক্ষারও সমাপ্তি নাই। জন্ম ও মরণ শিক্ষার দুদিকের দুটী রেখা। এই দুই সীমারেখার মধ্যেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়াছি। যাহা অনেকের পক্ষে অন্ধকারময়, আমি সেই অন্ধকার তিমির গর্ভে প্রবেশ করিব না মনুষ্য-জীবনের আদি ও অন্ত উভয়ই তিমিরে ঢাকা, সে তিমিরে আলো ঢালা আমার কাজ নয়, তজ্জন্য এ উদ্যম নয়।

যাহা জীবনপটে রঙ্ ঢালে, যাহা জীবন স্রোতের প্রদর্শক তাহা যে কত গুরুতর ব্যাপার সকলেরই তাহা একবার ধারণা করা উচিত।

এক একখানি পট এক একরূপ, এক একটী স্রোত এক একদিকে প্রধাবিত। সুতরাং সকলের জন্য এক বিধি ও এক পথ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তথাপি এক বিধি ও এক পথ এক এক শ্রেণীর জন্য অতিদেশ করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক একটী বিষয় শিক্ষাদানার্থ বিবিধ উপায় আবশ্যক হয়। শিক্ষাদাতাকে সে সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। এক উপায়ে শিক্ষাদান সর্ব্বত্র ফলপ্রদ হয় না। পাত্র ভেদে উপায় প্রভেদ করিতে হয়। এই জন্য আমরা একই বিষয় বিভিন্নরূপে প্রদর্শন করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ তাহা পুনরুক্তি বা বহুক্তি মনে করিবেন না।

মানব-জীবন বিজ্ঞান, প্রত্যেক জীবন স্বতন্ত্র এক এক খানি বিজ্ঞান। যাহা বিজ্ঞান গঠন করে তাহাও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকিলে সুশিক্ষা দান করা যায় না।

জগৎ শিক্ষার উপাদান। শিক্ষার উপাদান সমুদয়ই বিজ্ঞানময় হওয়া প্রয়োজন। আমরা যে ঘরে থাকি তাহাও শৃঙ্খলাময় সজ্জিত বিজ্ঞান হওয়া চাই। খাওয়া পরা, শয়ন উপবেশন প্রভৃতির কিছুই আকস্মিক বা অবিজ্ঞানময় হইলে তাহাতেই শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সুশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যাহা কিছুর সহিত সম্পর্ক হইবে তত্তাবৎ সমুদয়ই বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং শৃঙ্খলাময় ও সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজনীয়। না হইলে সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে।

ব্রহ্মচারী।

প্রস্তাবনা।

ব্রহ্ম শব্দের একটি অর্থ বেদ। বেদে যিনি চরণ করেন তাঁহার নাম ব্রহ্মচারী: অর্থাৎ পুরাকালে কৃতোপনয়ন বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত দ্বিজ-কুমার ব্রহ্মচারী নামে উক্ত হইতেন। কিন্তু উত্তরকালে তিনি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়নকালেও ব্রহ্মচারী অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি এই শব্দের আরও একটুকু ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতেছি। যদ্দ্বারা জ্ঞান জন্মে তাহার নাম বেদ। পূর্ব্বকালে জ্ঞান লাভের উপায় কেবল বেদ চতুষ্টয় ছিল। পরে বেদাঙ্গ ও আয়ুর্ব্বেদের জন্ম হয়। এখন বহু বিদ্যা জন্ম লাভ করিয়াছে। শাস্ত্র সমুদয়ই বেদ; অতএব শাস্ত্রাধ্যয়নকারী প্রত্যেককেই আমরা ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বিদ্যালয়ের বালকমাত্রই এখন ব্রহ্মচারী। হাতে খড়ি এখন উপনয়ন। অতএব শিশু হাতে খড়ি হইতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন।

পুরাকালে ব্রহ্মচারীদের প্রতিপালনার্থ বিবিধ নিয়ম ছিল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তত্তাবতের সবিস্তর বিবৃতি রহিয়াছে। এখন আর সে সকল কেহ পাঠ করে না এবং তত্তাবৎ নিয়মেও কেহ আস্থা প্রদর্শন করে না। সুজীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় সে সকল লোক মাত্রের অব্যবহার্য্য হইয়া দৃশ্যপটরূপে পরিণত হইয়াছে।

কালের পরিবর্ত্তনে দেশ ও পাত্রের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাজেই পুরাকালের ব্যবস্থার এখন বহু সংস্কার ও নব বিধানাবলির প্রয়োজন হইয়াছে। নবশাস্ত্রজ্যোতিতে পুরাতন গ্রন্থিসমূহ শিথিল ও গলিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন নবভাবানুযায়ী নূতন বিধিসমূহের প্রয়োজন হইয়াছে। গৃহে নূতন বিধি, সমাজে নূতন বন্ধন, ব্রহ্মচর্য্যে নূতন প্রণালী, গৃহকার্য্যে নব সংহিতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে আমি নব ব্রহ্মচারীর নব কর্ত্তব্যাবলির একটি সামান্য দৃশ্যপট আপনাদের নিকট ধরিতেছি। ইহা যে অপূর্ণ একটি আদর্শমাত্র তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রহ্মচারী আপনিই বক্তা; আপনিই আপনার মত, ব্রত, আচরণ ও কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিতেছেন।

[ঈশ্বর]

১। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা, তিনি অনন্ত শক্তিশালী; তিনি প্রতিদিন আমাকে অন্নজল প্রদান করেন।

২। তিনি মুক্তিদাতা; তিনি আমাকে পাপের জন্য শাস্তি দেন এবং সৎকার্য্যের জন্য নিঃশঙ্ক শান্তি দান করেন।

৩। তিনি সমুদয় জ্ঞানের মূল, সমস্ত বিদ্যার প্রসূতি—সরস্বতী, সাহিত্য, গণিত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি তাঁহারই প্রসাদ। তাঁহার প্রসাদেই আমি এই সকল বিদ্যা অধ্যয়নে অধিকার পাইয়াছি। তিনিই প্রসন্ন হইয়া আমাকে অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিতেছেন।

৪। তিনিই সৎজ্ঞান ও সাধু উপায়সমূহ আমার হৃদয়ে উদ্রেক করেন।

৫। আমি প্রতিদিন নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং শয়নের পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

৬। আমি তাঁহাকে ফলদাতা জানিয়া সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

৭। আমি বৃথা তাঁহার নাম গ্রহণ করি না, তাঁহার নাম লইয়া কখনও কোন শপথ করি না। আমি সর্ব্বদা তাঁহার নামে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।

৮। আমি সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরকে অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান জানিয়া তাঁহারই পবিত্র সন্নিধানে এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তিনিই আমাকে "ব্রহ্মচারী" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

[পিতা মাতা ও অভিভাবক]

১। পিতা মাতা ও অভিবাবক আমার ঈশ্বরনিযুক্ত রক্ষক ও প্রতিপালক। আমি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। মাতা আমার পরম-দেবী এবং পিতা আমার পরম গুরু।

২। আমি প্রতিদিন প্রাতে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি। দূরে থাকিলে উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

৩। আমি তাঁহাদিগকে দেখিলে আনন্দিত হই। তাঁহাদিগকে শুভবার্ত্তা বলিয়া সুখী করি।

৪। আমি তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হই। তাঁহাদের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সুখী হই।

৫। তাঁহাদের সেবা করিয়া স্বর্গলাভ করি। তাঁহাদের বিরক্তি কি দুঃখের কারণ দেখিলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা দূর করিতে ব্যস্ত হই।

৬। আমার অধ্যয়নের সংবাদ এবং আমার সাধুকার্য্যকলাপ সরল হৃদয়ে তাঁহাদের সমক্ষে বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করি।

৭। তাঁহারা আমাকে খাইতে পরিতে যাহা দেন তাহাতেই আমি সুখী হই।

৮। আমার যখন যাহা আবশ্যক হয়, সরল ভাবে তাহা তাঁহাদিগকে নিবেদন করি; এবং তাঁহারা যাহা দেন তাহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকি।

৯। আমি প্রতি রবিবার শারীরিক, মানসিক, অধ্যয়ন ও অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ দূরস্থ পিতা মাতাকে পত্রদ্বারা নিবেদন করি।

১০। আমি দুইটী মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি এবং প্রতিদিন তাহা জপ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥

ক্রমশঃ।

বর্ণশুদ্ধি।

কেবল ব্যাকরণ পড়িয়া কেহই কোন ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। বহু অভ্যাসেও ভ্রম বিদূরিত হয় না। শুদ্ধ করিয়া লিখিবার জন্য এক একখান অভিধান রাখা আবশ্যক, এবং সন্দেহ হইলেই অভিধান দেখিয়া সংশয় দূর করা বিধেয়। শিক্ষকদিগের বর্ণভ্রম থাকিলে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়; কারণ তদনুকরণে ছাত্রেরা ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। শিক্ষকগণ কখনও নিশ্চিত না জানিয়া কোন শব্দ বিন্যাস করিবেন না। অন্য উপায় না থাকিলে সমার্থক অন্য শব্দ প্রয়োগ করিবেন, তথাপি সন্দিগ্ধ শব্দ লিখিবেন না। প্রত্যেক শিক্ষকেরই এক এক খান অভিধান অধ্যাপনার সময়ে নিকটে রাখা আবশ্যক। প্রতি বিদ্যালয়ে অন্ততঃ এক এক খান অভিধান থাকা উচিত। সন্দেহ হইলেই শিক্ষক মহাশয় অভিধান দেখিবেন, ইহাতে কোনরূপ ভীত, লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইবেন না।

ছাত্রদের প্রতিও এইরূপ অনুজ্ঞা থাকা কর্ত্তব্য যে কোন শব্দ লিখিতে সন্দেহ হইলেই তাহারা শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বা অভিধান দেখিয়া লইতে পারিবে। শিক্ষক মহাশয়ও এই অজ্ঞতার জন্য কোন প্রকার দণ্ড প্রয়োগ না করিয়া তাহা বলিয়া দিবেন বা দেখিতে দিবেন কিন্তু যদি কোন ছাত্র কোন শব্দ অশুদ্ধ বিন্যাস করে তবে তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ শাসন করিবেন।

শাসনের অর্থ দোষ সংশোধনার্থ উপায় প্রয়োগ করা। যে শাসনে সংশোধন হয় না তাহা শাসন নামের উপযুক্ত নয়; তদ্দ্বারা উপকার না হইয়া শাস্তা ও শাসিত উভয়েরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। এই জন্য বর্ণাশুদ্ধির জন্য অর্থ দণ্ড বা শারীরিক দণ্ড সীমা বহির্ভূত দণ্ড। বর্ণাশুদ্ধির জন্য অশুদ্ধ শব্দকে শুদ্ধ করিয়া ৩০ বার লিখাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট দণ্ড হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্রের তাহাতে ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে আশা করা যায়। অল্প বয়স্কদিগকে ১০ বার লিখাইয়া লইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। বয়স অনুসারে বার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবার কোন শব্দ যদি বার বার অশুদ্ধ হয় তবে তজ্জন্য ও বার সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে কোন শব্দ শতবার লেখাইয়া লওয়াও অন্যায় নয়।

শিক্ষক প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য বই দেখিয়া দুরূহ শব্দগুলি এক খান খাতা বইতে পৃথক্ পৃথক্ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। এবং উহার সহিত ছেলেরা সচরাচর সে সকল শব্দ ভুল করে সে গুলিও লিখিয়া রাখিবেন। শ্রুতলিপি লেখাইবার সময়ে সেই খাতা বই দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শব্দ বলিবেন। অন্ততঃ সপ্তাহ কাল উহা হইতে একই বারটী শব্দ প্রতিদিন লেখাইবেন। এইরূপে সেগুলি সকলের অভ্যস্ত হইলে আবার পরবর্ত্তী অন্য বারটী শব্দ লইবেন। এই নিয়মে শ্রুতলিপি দ্বারা সচরাচর ব্যবহৃত ও পাঠ্য বহির কঠিন কঠিন শব্দ গুলির অভ্যাস হইবে। অনেক শিক্ষক শ্রুতলিপির বিষয়ে কোন নিয়মই অবলম্বন করেন না। বই দেখিয়া যথেচ্ছ শব্দ বলিয়া যান, আজ এখান হইতে কাল ওখান হইতে লেখাইয়া থাকেন। ইহাতে ছাত্রদের বর্ণশুদ্ধির বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য হয় না। বস্তুতঃ কোন ক্রম অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান না করিলে কোন শিক্ষাই কার্য্যকরী হয় না।

কোন ছাত্র বোর্ডে, কি নোট বইতে, কি বিদায়ের পত্রে কি সাপ্তাহিক কি অন্যরূপ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে কোন শব্দ অশুদ্ধ লিপি করিলে শিক্ষক মহাশয় তজ্জন্য ছাত্রকে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। এই রূপ দণ্ডদানে নিশ্চিতই বিদ্যালয় হইতে অশুদ্ধ লিখনের স্রোত বদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, কোন একটী শব্দও যেন শিক্ষক মহাশয়ের অনবধানতা বশতঃ বাদ না যায়, এবং শিক্ষক মহাশয় দণ্ড প্রয়োগে শিথিলযত্ন না হন।

ছাত্রদের বিদায়ের বা অন্য কোনরূপ আবেদন পত্রগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকিলে ঐ রূপ দণ্ডদান একটুকু অসুবিধাজনক হয়। আজ একজন ছাত্র অসুস্থ হইল, বিদায়প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র অন্য ছাত্রের দ্বারা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন তাহাতে একটী শব্দ অশুদ্ধ বিন্যস্ত হইয়াছে। "এখন তিনি কি করিবেন?" এই প্রশ্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে যে ছাত্র আবেদন পত্র আনিয়া দিবে তাহাকে দিয়া সেই অশুদ্ধ শব্দ ১০বার কি ৩০ বার লেখাইয়া লওয়ার বিধান করা অযুক্ত নয়। আপাত দৃষ্টিতে উহা "পরের জন্য পরের দণ্ড" এই ন্যায়সূত্রের অন্তর্গত বলিয়া প্রতীত ও উপেক্ষিত হয়। কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় উহা সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষাও সমধিক ফলোপধায়ী। দণ্ডভয়ে প্রত্যেক ছাত্রই পত্র গ্রহণ করিবার সময়ে বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবে পত্র শুদ্ধরূপে লিখিত কি না এবং অশুদ্ধ দেখিলে তখনই লেখক দিয়া বা নিজেই শুদ্ধ করিয়া লইবে। আবার এক জনে দণ্ড পাইলে অন্যেরা সতর্ক হইবে। লেখক ও পত্রবাহক প্রত্যেকেই বিশেষ করিয়া শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ছাত্রদের অশুদ্ধ পত্র শিক্ষক একেবারেই গ্রহণ করিবেন না। প্রত্যুত অশুদ্ধি থাকিলে এক একটী শব্দ দশ কি ত্রিশ বার লিখিয়া দিতে হইবে এরূপ আদেশ থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

ইতিহাস শিক্ষা।

ইতিহাসের অধ্যাপনা অতি কঠিন ব্যাপার। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত পুস্তক নাই, শিক্ষকগণও এবিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং বঙ্গবিদ্যালয়-সমূহে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না সন্দেহ স্থল। অতীত ঘটনাবলীর সহায়ে কোন জাতির বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া ইতিহাসের কার্য্য। দেখ, ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র দেশ, ইয়রোপের এক প্রান্তে সাগর গর্ভে অবস্থিত, সেই দেশের অধিবাসীরা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিপতি, তাহাদের অতুল ধন, অসীম ক্ষমতা, গভীর জ্ঞান! কি প্রকারে তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হইল তাহা জানিতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কুতূহল জন্মে। ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। কোন জাতির ইতিহাসের মূল ঘটনা গুলি অসংশ্লিষ্ট নহে—পরস্পর কার্য্য কারণ রূপে সম্বদ্ধ; সুতরাং ইতিহাস শিক্ষা দিতে যেমন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতে হইবে তেমন তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও দেখাইতে হইবে।

দেশের প্রকৃতি দ্বারা অধিবাসীদের চরিত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হয়; আবার অধিবাসীদের চরিত্রের উপর তাহাদের দেশের ইতিহাস নির্ভর করে। অতএব কোন দেশের ইতিহাস অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে সেই দেশের ও তাহার ইতিহাস-সম্বদ্ধ অপরাপর দেশের স্থূল স্থূল প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বলিয়া লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসই বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে অধীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ, ইহাতে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্ট হয়, কোন প্রদেশ অতি উষ্ণ, কোন প্রদেশ অতি শীত, কোন প্রদেশ বা নাতিশীত বা নাতিউষ্ণ; কোন দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ, কোন প্রদেশ সমতল, কোন প্রদেশের ভূমি অনুর্ব্বর, বালুকা ও প্রস্তরময়, আর কোন প্রদেশের ভূমি শস্যপ্রসূ কোমল মৃত্তিকা। ভারতবর্ষের কতিপয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী, আবার ইহার বহুদূরব্যাপী সমুদ্র উপকূলও আছে। এই মহাদেশের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি যে দেশের প্রকৃতির অনুরূপ—অতি বিভিন্ন প্রকার হইবে

তাহা আর বিচিত্র কি? অতএব আমরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির নানা জাতির বাস দেখিতে পাই। কতকগুলি লোক বলশালী ও সমরকুশল, কতকগুলি দুর্ব্বল ও শান্তিপ্রিয়; কতকগুলি লোক শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, কতকগুলি শ্রম-বিমুখ ও আরামপ্রিয়। তাহাদের যেমন প্রকৃতি বিভিন্ন, তেমনি ভাষাও বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মারাট্টা, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু, কর্ণাটী প্রভৃতি নানা ভাষা প্রচলিত। এই সুবিস্তীর্ণ সমগ্র দেশের এবং তদধিবাসী নানা জাতির এক ইতিহাস হইতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পৃথক পৃথক ইতিহাস। কখন কখন পাটলীপুত্রে বা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাতন্ত্র্য কোন কালে একবারে বিধ্বস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এই একটি প্রধান স্মরণীয় বিষয়।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং কতকগুলি লোক কায়িক শ্রম হইতে অবসৃত হইয়া নানা শাস্ত্রালোচনায় ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিরত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী আফগানিস্থান ও তাতার অনুর্ব্বর পর্ব্বতাকীর্ণ মরুদেশ; তাহাদের অধিবাসীরা নিরতিশয় কর্কশপ্রকৃতি, প্রভূত বলশালী ও সমরকুশল জাতি, তাহারা যে ভারতবর্ষের ধন-রত্নে প্রলুব্ধ হইয়া অধিবাসীদিগকে বারংবার আক্রমণ করিবে তাহা একান্ত সম্ভবপর।

আবার ভারতবর্ষের ধন-রত্ন এবং ইহার সুদীর্ঘ সাগরতীর সুদূরস্থিত নানা ইয়োরোপীয় জাতিকে প্রথমে বাণিজ্যের জন্য আকৃষ্ট করিয়াছিল; পরে অধিবাসীদের আত্মকলহে সুযোগ পাইয়া তাহারা নিজ নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। এবং ইংরেজ ক্রমে সমস্ত দেশ জয় করিয়া এরূপ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে যে ভারত-ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান কোন কালেও সেরূপ হয় নাই।

ইতিহাসের পুস্তক পঠন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই উল্লিখিত কথাগুলি শিক্ষক ছাত্রদিগকে গল্পচ্ছলে ম্যাপের সাহায্যে নানা উদাহরণ দ্বারা বিস্তার করিয়া বলিবেন। শিক্ষক আশা করিবেন না যে, বালকেরা সকল কথা মনে রাখিয়া তদ্বিষয়ে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। তাহারা যদি এই কথাগুলি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া থাকে তাহা হইলেই তাহাদের ভবিষ্যতে ইতিহাস শিক্ষার অনেক সহায়তা হইবে।

সকল দেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষ ঘটনা এবং শাসন বা ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তনে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে বিভিন্ন। কোন দেশের ইতিহাসের বিস্তার পাঠনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ঐতিহাসিক কালকে প্রধান প্রধান যুগে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইতে হইবে। যেমন ইয়ুরোপের ভূগোল শিক্ষা করিতে প্রথমে ফ্রান্স জর্মেনী প্রভৃতি দেশগুলির নাম ও অবস্থিতি অবগত হইয়া পরে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ শিক্ষা করিতে হয় সেইরূপ প্রথমে ইতিহাসেরও প্রধান প্রধান যুগের সহিত সাধারণ ভাবে পরিচিত হইয়া তদন্তে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা করিলে সুবিধা হয়।

ভারত ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকাল এই তিন প্রধান যুগ আছে। এই প্রত্যেক যুগকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) হিন্দুশাসনকাল—

১। বৈদিককাল ২,০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪০০ খৃঃ পূঃ।

২। পৌরাণিক কাল, ১৪০০ খৃঃ পূঃ হইতে ০০ খৃঃ পূঃ।

৩। বৌদ্ধ কাল ৫০০, খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০ খৃঃ অব্দ।

৪। বিপ্লব কাল ৫০০ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ।

(খ) মুসলমানশাসন কাল—

১। আক্রমণকাল ৭১২ খৃঃ অঃ হইতে ১১৯৪ খৃঃ অঃ।

২। পাঠানরাজ্যকাল ১১৯৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অঃ।

৩। মোগল অভ্যুদয় কাল ১৫২৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অঃ।

৪। মোগলপতনকাল ১৬৫৮ খৃঃ অঃহইতে ১৭৬০ খৃঃ অঃ।

(গ) ইংরেজশাসন কাল—

১। রাজ্যসংস্থাপনকাল ১৭৪৪ খৃঃ অঃহইতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ।

২। রাজ্যবিস্তারকাল ১৭৬৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ অঃ।

৩। শাসন নীতির সংস্কার কাল ১৭৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অঃ।

৪। মহারাণীর শাসন কাল ১৮৫৭ খৃঃ অঃ হইতে বর্ত্তমান সময়।

এই কাল সমূহের প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে—বৈদিক কালে আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন হয়, ঐতিহাসিক ঘটনা অতি বিরল, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পৌরাণিক কালে আর্য্যদিগের সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তার, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা এই কালের অন্তর্গত। উক্ত দুই যুগের কালনির্ণয় অতি দুরূহ ব্যাপার, পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই বিষয়ে নানা বিতণ্ডা চলিতেছে। বৌদ্ধকালে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব, বিস্তার ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্য সংস্থাপন ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহার পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, এই কালকে তমসাচ্ছন্ন কাল বলা যাইতে পারে। ভারতের মুসলমান ইতিহাসে আক্রমণ কালে আরব ও আফগান জাতি রাজ্যস্থাপন না করিয়া লুণ্ঠন জন্য বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। দ্বিতীয় কালে পাঠানেরা দিল্লীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করে; কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমে কাশ্মীর ও রাজপুতনা, পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর প্রভৃতি কয়েকটী হিন্দু রাজ্য ও বামনী প্রভৃতি কয়েকটী মুসলমান রাজ্য স্বাধীন ছিল। এই কালে ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। মোগল অভ্যুদয়কালে স্বাধীন রাজ্যসমূহ দিল্লীর সিংহাসনাধীনে আনয়ন প্রধান আলোচ্য বিষয়। পতন কালে ঐ সকল রাজ্যের পুনঃ স্বাধীনতা লাভ ও মারহাট্টা জাতির অভ্যুদয়, নাদিরসাহ ও আহম্মদ আবদালী বিদেশীয় রাজগণের ভারত আক্রমণ প্রধান ঘটনা। ইংরেজ ইতিহাসের প্রথম কাল অধিকার লাভের চেষ্টায় অতিবাহিত হয়; এই কালে দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালা ইতিহাসের স্থল ছিল। দ্বিতীয় কালে রাজ্য বিস্তার হয়—দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ, নিজাম ও মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ; উত্তরে কাশীরাজ্য অযোধ্যা ও রোহিলা জাতির বশীকরণ প্রধান ঘটনাবলী। তৃতীয় কাল কর্ণওয়ালিসের শাসন হইতে আরম্ভ হয়, বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শাসন প্রণালীর সংস্কার দ্বারা রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ এই কালের

প্রধান ঘটনা। ড্যালহৌসী কর্ত্তৃক শাসন নীতির পরিবর্ত্তনে বিদ্রোহ সংঘটন ও তজ্জন্য কোম্পানীর শাসনের অবসান ইংরেজ শাসন কালের তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ঐতিহাসিক কালের যুগ বালকেরা স্ব স্ব খাতায় লিখিয়া লইবে, এবং যুগ সমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় উপরোক্তরূপ মৌখিক উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। বালকেরা তৎপর একাদিক্রমে যুগ সমূহের বিশেষ বিবরণ পুস্তক হইতে শিক্ষা করিবে, প্রথমে প্রত্যেক দিনের পাঠ্য বিবরণ সম্বন্ধে শিক্ষক মৌখিক উপদেশ দিবেন; ঐ সকল তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না প্রশ্ন দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিবেন, তৎপর ছাত্রেরা পুনরালোচনার ন্যায় বাড়ীতে তাহা পুস্তক হইতে পড়িবে।

যুগবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের জীবনী সেই সেই যুগের প্রায় সমগ্র ইতিহাস; অতএব ঐ সকল লোকের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বালকদিগকে পৃথকরূপে উপদেশ দিতে হইবে। দেশ বা জাতি বিশেষের ইতিহাস অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাসে বালকদিগের মন অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা নীতিশিক্ষারও উৎকৃষ্ট সহায়, সুতরাং মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। পৌরাণিক কালের রাম ও কৃষ্ণ, বৌদ্ধকালের শাক্যসিংহ ও অশোক বিপ্লবকালের বিক্রমাদিত্য ও শঙ্করাচার্য্য, মুসলমানকালের আকবর ও শিবজী, ইংরেজাধিকারকালে ক্লাইব, হেষ্টীংস, কর্ণওয়ালসি ও লরেন্স ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত স্ব স্ব কালের ইতিহাস স্বরূপ।

এতদ্ব্যতীত মানসিংহ, তোড়লমল্ল প্রভৃতি হিন্দু-বীর ও রাজপুরুষদিগের এবং নানক চৈতন্যদেব ও রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জীবনী সম্বন্ধেও শিক্ষক সাময়িক উপদেশ দিবেন।

ইতিহাস বলিতে অনেকে রাজবংশাবলী ও তাহাদের যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিক্ষণীয় ইতিহাস কেবল তাহা নহে। ইতিহাস বংশবিশেষের বিবরণ নহে, জাতিবিশেষের বৃত্তান্ত। তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাহাদের শাসন নীতি, সমাজ নীতি ও ধর্ম্ম নীতি, তাহাদের সাহিত্য শিক্ষা ও বাণিজ্য, এই সকল আলোচনীয় বিষয়, এই সকল বিষয়ের বিবরণ শিক্ষক যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন প্রত্যেক যুগ সম্বন্ধে বলিবেন। ইতিহাস কি সকল অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা সম্বন্ধেই এই একটী ধ্রুব সত্য যে, বালকদের শিক্ষিতব্য বিষয় সুচারু রূপে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকের তাহা অপেক্ষা বেশী জানা আবশ্যক। বালকেরা যাহা পুস্তকে পড়িবে শিক্ষকের যদি তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান না থাকে তবে সহায়তার প্রয়োজন কি?

পাঠশালায় বঙ্গদেশের ইতিহাস অধীত হয়। বঙ্গ দেশের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের অন্তর্গত, তাহা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল বাঙ্গালার ইতিহাস শিক্ষাদানেও ঐ সকল উপদেশ পালনীয়। নিম্নলিখিতরূপে বাঙ্গালার ইতিহাসের যুগ ভাগ হইতে পারে।

আর্য্যশাসনকাল—

১। বৌদ্ধরাজগণ পূর্ব্বকাল হইতে ৭০০ খৃঃ অঃ। ২। পাল বংশ ৭০০ খৃঃ অঃ হইতে প্রায় ৯৫০ খৃঃ অঃ কিঞ্চিদধিক। ৩। সেন বংশ ৯৫০ খৃঃ অঃ ১২০৩ খৃঃ অঃ।

মুসলমান শাসন কাল—

১। পাঠান রাজত্ব পরতন্ত্র ১২০৩ হইতে ১৩৩৯ খৃঃ অঃ ২। পাঠান রাজত্ব স্বতন্ত্র ১৩৩৯ হইতে

১৫৭৬ খৃঃ অঃ। ৩। মোগল রাজত্ব ১৫৭৬ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ।

ইংরেজ শাসন কাল—

১। রাজ্যস্থাপন ও রাজ্য বিস্তার কাল ১৭৫৭ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ অঃ ২। শাসন নীতির সংস্কার কাল ১৭৮৫ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অঃ ৩। মহারাণীর শাসনকাল ১৮৫৭ হইতে বর্ত্তমান সময়।

মুসলমান যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ কালে দিল্লীর ইতিহাস যেমন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস সেইরূপ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস।

কৃষি বিদ্যালয়।

কৃষি ভারতের সর্ব্বস্ব। ভারতে শিল্প নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যাহা কিছু ছিল বর্ত্তমান কল কারখানাজাত শিল্পের প্রতিযোগিতায় প্রায় সে সকলের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া উঠিয়াছে। ভারতের বাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্যে। সুতরাং কৃষিই ভারতের সর্ব্বস্ব। ভারতের বৈষয়িক উন্নতি সর্ব্বথা কৃষির উপরই নির্ভর করিতেছে। এককথায় ভারত কৃষিমাতৃক দেশ বলিলেই হয়। কৃষিই মাতৃবৎ ভারতকে লালন পালন করিতেছে। কৃষির উন্নতির সহিত ভারতের দারিদ্র্যদুঃখ কেবল প্রশমিত হইবে তাহা নয়, বর্ত্তমান ঘন ঘন দুর্ভিক্ষও নিরাকৃত হইবে। কৃষির উন্নতিতে ভারতের ধনবৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে উন্নত হইবে। এখন এক বৎসর অজন্মা হইলেই অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; কিন্তু ধনবৃদ্ধি হইলে সেরূপ দুরবস্থার আশঙ্কা থাকিবে না। কৃষিধন ভারতের কৃষির উন্নতি সর্ব্বপ্রকারে ভারতের কল্যাণকর ও উন্নতিপ্রদ। গবর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতি সাধনার্থ সম্প্রতি একটী কৃষি বিদ্যালয় খুলিতেছেন। শিক্ষার্থীরা যদি কার্য্যতঃ শিক্ষালাভ করিয়া দেশের কৃষিবৃদ্ধি করিতে পারেন তবেই দেশের পরম লাভ হইবে। কৃষি বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাস হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি শ্রেণী খোলা হইবে। উহাতে দুটী শ্রেণী থাকিবে একটী উচ্চ ও অপরটী নিম্ন শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত ও তজ্জাতীয় সরকারী উচ্চপদগুলিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাঁহারা জমিদারের ম্যানেজার, সব-ম্যানেজার বা তহশীলদারের পদেও নিযুক্ত হইতে পারিবেন। নিম্ন শ্রেণীতে কানুনগো প্রভৃতি রাজস্ব সংক্রান্ত অধস্তন পদগুলিতে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। উভয় শ্রেণীতেই জুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাস পড়িতে হইবে। আবার নবেম্বর হইতে পরবৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্ট অথবা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডেসের মহালসমূহে শিক্ষানবীস রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিবপুর ক্ষেত্রে এবং সময়ে সময়ে বর্দ্ধমান ও ডুমরাওনের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে লইয়া যাইয়া ছাত্রদিগকে ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যেসমস্ত ছাত্র তৃতীয় বর্ষের অন্তে এফ, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে পারিবেন। স্থান খালি থাকিলে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত বি কোর্সের

বি, এ, অথবা তদ্রূপ শিক্ষিত কোন ছাত্রকেও লওয়া যাইতে পারিবে। উচ্চশ্রেণীতে কৃষিবিষয়, জান্তব ও কৃষি রসায়ন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগৃহের কার্য্য, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, বারিবিজ্ঞান, বুক-কিপিং ও জমিদারী হিসাব শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে গবাদি পশু চিকিৎসা বিষয়ে লেক্‌চার শুনিবার ও ব্যবস্থা করা হইবে এবং গালা, নীল, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়েও বিশেষ লেক্‌চার দেওয়া হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষানবীস বিভাগে যাহাদের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে সেই সকল ছাত্র নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতে পারিবে। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর মঞ্জুর করিলে ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকগণ ও উক্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। কৃষি, জরীপ, কারখানার কার্য্য, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জমিদারী হিসাব পাঠ্য হইবে।

চৌদ্দ মাস পরে উভয় শ্রেণীরই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে ডিপ্লোমা এবং নিম্ন শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ পারদর্শিতাসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইহার পর আবার উভয় শ্রেণীরই কার্য্যশিক্ষার পরীক্ষা হইবে। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর পূর্ব্বপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা ও প্রশংসা পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। তখন ঐ সমস্ত ছাত্র কার্য্য পাইবার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। উল্লিখিত ডিপ্লোমা-প্রাপ্তগণের মধ্যে উপযুক্ত বোধে প্রতি বৎসর এক জনকে সরকারী ডিপুটীগিরি কার্য্যে ও আর এক জনকে সব-ডিপুটীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কেহ ডিপুটী ম্যাজিষ্টরী বা আফিং বিভাগের প্রতিযোগী-পরীক্ষায় মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনা একটুক বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় যাঁহারা প্রশংসা পত্র পাইবেন তাঁহারা কানুনগো হইতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য ও পারদর্শিতানুযায়ী অন্যান্য কার্য্য পাইতে পারিবেন।

আপাততঃ কোন ছাত্রকেই বেতন দিয়া পড়িতে হইবে না। কেবল আহার, বাসস্থান ও তৈলের খরচ দিতে হইবে। কলেজের হোষ্টেলে তাহাদের থাকার বন্দোবস্ত করা হইবে।

শিবপুর কলেজে এখন সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ১০টী আছে—মাসিক ২০ টাকার একটী, ১৫ টাকার ৩টী ও ১০ টাকার ৬টী। ঐ কলেজের ছাত্রেরা ৪র্থ বর্ষে কৃষি শ্রেণীতে ঐ বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত মাসিক ৩০ টাকার আর একটী বৃত্তি থাকিবে। ৪র্থ বর্ষের যেসকল ছাত্র কৃষি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবেন তাহাদের দশ জনকে মাসিক দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এই শ্রেণীতে ১০ টাকা করিয়া আরও চারিটীবৃত্তি দেওয়া হইবে।

কৃষি শ্রেণী খুলিতে আপাততঃ ৭ হাজার টাকার যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। লেক্‌চারারদের বেতন, চাকরদের বেতন ও অন্যান্য সরঞ্জামী ব্যয় বৎসরে ১০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ১৮৯৭-৯৮ সনের শিক্ষার জন্য যে বজেট হইয়াছে তাহা হইতেই এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার শিবপুর কলেজের অধ্যক্ষের উপর থাকিবে। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর লেক্‌চারার মনোনীত করিবেন। এক্ষণে ডিপুটী কালেক্টরদের মধ্য হইতেই লেক্‌চারার নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত লেক্‌চারার আপন গ্রেডের বেতন ভিন্ন একশত টাকা ভাতা পাইবেন। ছোট লাট সাহেব বাঙ্গলায় কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়কে উক্ত লেক্‌চারার পদে নিযুক্ত করিলেন।

অভিভাবকের দায়ীত্ব।

বালকবালিকাদের শিক্ষাকার্য্যে অভিভাবকের দায়ীত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যেমন "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট" সেই রূপ অভিভাবকের দোষে সন্তান নষ্ট হয়। জ্ঞানবৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে মনে করেন শিশুরা আপনার পায় আপনারাই কুঠারাঘাত করে। আবার কেহ কেহ ভাবেন শিক্ষকের হাতেই ছেলের শিরশ্ছেদ হইল। আমি শিশু ও শিক্ষক কাহাকেই দায়িত্ববিহীন বলি না, কিন্তু শিশুর কল্যাণ অকল্যাণ পনর আনা অভিভাবকের উপরেই নির্ভর করে। অনেক অভিভাবক শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া আপন কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্ব্বেই যে শিশুর শিক্ষার সোপানমালা রচিত হয়, তাহা প্রায় কোন অভিভাবকই অনুভব করিতে পারেন না। পাঁচ বৎসর কাল শিশু বাড়ীতে থাকিয়া যে সকল কুশিক্ষা লাভ করে বিশ বৎসরেও সে সকল সংশোধন করা দুঃসাধ্য হয়। বিশেষতঃ কতকগুলি বিষয়ে প্রথম বয়সে কু-অভ্যাস জন্মিলে শেষে পরিণত বয়সে এমন কি সমস্ত জীবনেও সে সকলের সংশোধন হয় না।

দেখিয়া শুনিয়া শিশুর অনেক শিক্ষা লাভ হয়। ঘড় বাড়ী সুসজ্জিত, দ্রব্যগুলি সুশৃঙ্খলা ক্রমে স্থাপিত, কর্ত্তব্যকার্য্যের যথানির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে ছেলেরা বিনা শিক্ষায়ও অনেক শিক্ষা করিয়া থাকে। আমি বড় লোকের ঘর বাড়ী ও আসবাব আদির কথা বলি না। অতি গরীবের ঘর বাড়ীও তাহার সামান্য কয়েক খানি দ্রব্যের কথা বলিতেছি। সুসজ্জা ও সুশৃঙ্খলা যেমন রাজ প্রাসাদে হইতে পারে গরীবের কুটীরেও সেরূপ হইতে পারে। লক্ষ্মী কোন গৃহই উপেক্ষা করেন না। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী যদি আপনার ঘর বাড়ী, দ্রব্য সামগ্রী লক্ষ্মীর আবাসস্থান করিয়া রাখেন শিশুরা তাহা দেখিয়া সহজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা শিক্ষা করিতে পারে। শিশুকাল হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাক না জন্মিলে শেষে বহু সাধনা দ্বারায়ও উহা উপার্জ্জন করা যায় না। পিতামাতা যদি গৃহসামগ্রীগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রাখেন, কোন কিছুরই স্থান কাল নির্দ্দিষ্ট না রাখেন তাহা হইলে সহজেই শিশুদের প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত হইয়া পড়ে।

শিক্ষার বীজ বাধ্যতা। শিশু বাধ্য হইলেই সুশিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকে অতি যত্নে শিশুর হৃদয়ে বাধ্যতা-বীজ বপন ও প্রতিপালন করিতে হয়। অবাধ্য শিশুর শিক্ষার দ্বার অর্গলাবদ্ধ; অবাধ্য শিশুকে বৃহস্পতি তুল্য আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেও সুফল লাভের আশা নাই।

শাস্ত্রে "জীবতো বাক্য পালনং" বলিয়া সৎপুত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে "পিতা মাতার অবাধ্য হইও না" বলিয়া উপদেশ আছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানতরুর ফল আহার করিয়াও কেবলমাত্র অবাধ্যতার জন্যই আদি পিতামাতার পতন হইল। পিতামাতার বাধ্যতা, গুরুর বাধ্যতা, শাস্ত্রের বাধ্যতা, রাজার বাধ্যতা, স্বামীর বাধ্যতা প্রভৃতি আজন্ম আমরণ অনেক রকমের বাধ্যতা ধর্ম্মশাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বাধ্যতা শিক্ষার ভিত্তি ও অতি উপাদেয় ভাব। কিন্তু নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে উহাতেও

গরল উৎপন্ন হয়। এইজন্য অতি সতর্কভাবে শিশুদিগকে বাধ্য রাখিতে হয়। সহস্রলোচনে সন্তানের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, সহস্রকর্ণে তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় শুনিতে হয় এবং সহস্রবুদ্ধি হইয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শিশু যাহাতে অবাধ্য না হইতে পারে তজ্জন্য শিশুর ইচ্ছা ও রুচির দিকে অভিভাবকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ভালমন্দ বিবেচনার সময়ে শিশুর ইচ্ছারুচির দিকেও কটাক্ষ রাখা অভিভাবকের গুরুতর কর্ত্তব্য; নচেৎ শিশু সহজেই অবাধ্য হইয়া উঠে। গোবাঘ যেমন নরশোণিতের স্বাদ পাইলে কেবলই মানুষ খাইতে চায় শিশুও সেইরূপ একবার অবাধ্য হইতে পারিলে সহজে বাধ্য হইতে চায় না। অতএব কোন রূপেই শিশুকে অবাধ্যতার রসাস্বাদন করিতে দেওয়া বিধেয় নয়। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক অতি চতুর ও চৌকষ না হইলে শিশুরা সহজেই অবাধ্য হইয়া উঠে।

এইজন্য শিশু যাহা বলিবে তাহাই যে অনুমোদন করিতে হইবে তাহা নয়। সুচতুর অভিভাবক শিশুর জীবনতরির কর্ণটী নিজহাতে ধরিয়া বসিবেন, ক্ষেপণী মাত্র শিশুর হাতে প্রদান করিবেন। শিশু যথেচ্ছাক্রমে দাঁড় টানিলেও জীবনতরণী অভিভাবকের লক্ষিত দিকেই প্রধাবিত হইবে।

শিশু অবাধ্য না হইলেই যে বাধ্য হইল তাহা নয়। নানাপ্রকার কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়া শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হয়। গরীবের ঘরে শিশুকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং তদুপলক্ষে কার্য্যগত্যা তাহাকে অভিভাবকের বাধ্য থাকিতে হয়। এইরূপে বাধ্যতা দ্বারায় গরীবের ঘরের শিশুরা প্রায়ই সুশিক্ষিত হইয়া থাকে। গরীবের শিশুরা যদিও বিদ্যা শিক্ষা করিতে তেমন সময় পায় না তথাপি বাধ্যতার গুণে অল্প সময়েই অনেক শিক্ষা করিতে পারে। শিশুরা অনেকক্ষণ লেখাপড়ায় নিযুক্ত থাকিতে পারে না, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে গৃহকার্য্যে নিয়োগ করিলে উহাদের যেমন কার্য্যকুশলতা, উৎসাহ উদ্যম জন্মে সেইরূপ বাধ্যতাও শিক্ষা হয়। অবশ্যই শিশুর রুচি অনুসরণ করিয়া এরূপ গৃহকার্য্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অভিভাবক যদি বিন্দু বিসর্গেও বুঝিতে পারেন বালক অমুক কাজ করিবে না তবে তিনি কখনও তাহাকে সেই কাজ করিতে আদেশ করিবেন না; করিলে হিতে বিপরীত হইবে, শিশুর বাধ্যতার কুসুমে কীট প্রবেশ করিবে, আজ না হইলেও কাল সে ফুলটীকে কাটিয়া ফেলিবে।

শিশুরা সহজেই অভিভাবকের প্রকৃতি বুঝিতে পারে। সাধ্যাতীত বিষয়ে আদেশ প্রচার করিলে শিশু বুঝিতে পারে অভিভাবক উহা কথার কথা বলিতেছেন এবং সহজেই অবাধ্য হইবার সূত্র লাভ করে। শিশু অভিভাবকের এই দুর্ব্বল প্রকৃতির ছিদ্রপথে বিচরণ করিতে করিতে শেষে দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। অতএব অভিভাবক সাধ্যাতীত বিষয়ে বা শিশুদ্বারায় প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা করাইতে চান না এরূপ বিষয়ে কোন আদেশ করিবেন না।

অনেক সময়ে শিশুর ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কৃত-আদেশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যেমন অভিভাবক শিশুকে বলিলেন "দোয়াতটী আন্‌ত।" শিশু বলিল না আমি "পয়সাটী আনিব।" অভিভাবক তখন বালককে কেবল দোয়াত আনিতে বাধ্য না করিয়া, এইরূপ বলিলেই সমীচীন হয় "তুমি পয়সাটীও আন, দোয়াতটীও আন।" সম্ভবতঃ শিশু আনন্দিত মনে পয়সা ও দোয়াত উভয়ই আনিয়া উপস্থিত করিবে।

আবার নিরন্তর শিশুর ইচ্ছা-রুচির অনুসরণ করিতে যাইয়া অনেক অভিভাবক শিশুকে নিতান্ত দুর্ললিত ও শিক্ষার সীমা বহির্ভূত করিয়া রাখেন। এরূপ আবদেরে ছেলেকে লইয়া শিক্ষকের গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়, অথচ প্রায়ই কোন ফলোদয় হয় না। আমাদের দেশে পিতামহ ও পিতামহী প্রভৃতি বৃদ্ধেরা এইরূপে অনেক শিশুর পরকাল নষ্ট করিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" করিয়া তোলেন। শিশুর আবদার রক্ষা করার মত শিশুশিক্ষার প্রতিকূল আর কিছুই নাই।

অনেক অভিভাবক শুষ্ককাষ্ঠের মত নীরস। এরূপ অভিভাবকের নিকট শিশুরা কোন রূপেই তিষ্ঠিতে পারে না। শিশু-চরিত্র ফুলের মত সুন্দর, কোমল ও আনন্দময়। শিশু যদি অভিভাবকের নিকট ঘেঁসিতে না পারে প্রত্যুত অভিভাবককে যমের মত ভয় করে, তবে সে অভিভাবকের অন্তরালে থাকিয়া নানাপ্রকার কুসঙ্গীর সঙ্গে মিলিত ও নানাপ্রকার কুকার্য্যে রত হয়। এরূপ অভিভাবকের গৃহ শিশুর পক্ষে অগ্নিক্ষেত্র, সে সেগৃহ হইতে দূর থাকিতে ভালবাসে। অভিভাবকের চরিত্রে এরূপ মধু থাকিবে যে তজ্জন্য ঘর বাড়ী সমুদয়ই শিশুর নিকট মধুবর্ষণ করিবে, সে আর অন্যত্র যাইতে চাহিবে না। অভিভাবক আবশ্যকমতে শিশুকে দৃঢ়তর আদেশও করিবেন কিন্তু সেরূপ আদেশ বিশেষ ক্ষমতার সহিত করিবেন, শিশু যেন কোন রূপে তাহার অন্যথাচরণ করিতে না পারে। এরূপ আদেশ কুসঙ্গী পরিবর্জন, কুঅভ্যাস ত্যাগ, প্রভৃতির জন্যই করিবেন। অভিভাবক মনে রাখিবেন এরূপ আদেশ ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপ, ইহা দেশ কালপাত্র বিবেচনায় করিতে হয় এবং কোন রূপেই যেন ব্যর্থ হইতে না পারে।

শিশুকাল হইতে যথাকালে যথাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হয়, অযথা ও অনিয়মিত আহার পান দ্বারা অনিয়মের প্রশ্রয় দান করা হয়। অনিয়মিত সময়ে শয়ন স্নান ইত্যাদির দ্বারাও নিয়মিততার ব্যাঘাত ঘটে। সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে ছোট ছোট নীতি কথা, শ্লোক আওড়ান ও সাধুদের চরিত্র উপকথার মত বলিলে শিশুদের চরিত্রের বিকাশ হয়। পূর্ব্বপুরুষদের কৃতিত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিলেও ছেলের হৃদয়ে মহত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকদের হস্তে নির্ভর করিতেছে।

কুঅভ্যাস ও কুসঙ্গী দূর করা কঠিন ব্যাপার। অভিভাবক সর্ব্বদা সহস্র চক্ষে পূর্ব্বোক্ত দুই শত্রু হইতে শিশুকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। কুঅভ্যাসের মধ্যে এইগুলি ধরা যাইতে পারে। তামাক, চুরুট প্রভৃতি নেশাপান, বৃথা ভ্রমণ, বিনা কাজে অন্যের নিকটে যাওয়া, পরনিন্দা, বৃথা গল্প, অধিক কথা বলা, অনধিকার চর্চ্চা প্রভৃতি। কুঅভ্যাস হইলে তাহা দূর করা অপেক্ষা কুঅভ্যাস না হইতে দেওয়াই প্রকৃষ্ট ও সহজসাধ্য।

অধ্যয়ন।

এদেশে পূর্ব্বকালে দ্বিজগণেরই অধ্যয়নে অধিকার ছিল। কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমরণ গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপ ব্রতধারী ব্রাহ্মণ কুমার নৈষ্টিক বা বটু নামে আখ্যাত হইতেন। এখন আর নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী নামে কোন শ্রেণী নাই কিন্তু আমরণ অধ্যয়ন-ব্রত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যয়ন ভূরি পরিমাণে লোকসমাজে অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ইংরেজ শাসনের সাম্যনীতির বলে আর কেহ কাহাকে অধ্যয়ন অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেনা। এখন মুসলমানে সংস্কৃত এবং অন্ত্যজ হিন্দু সন্তানে আরবী অধ্যয়ন করিতেছেন। বেদ, বাইবল, কোরাণ এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নয়। ঐসকল গ্রন্থ এখন নরনারী নির্ব্বিশেষে অধীত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের যত্নাতিশয্যে এখন অনেকেই লেখা পড়া শিখিতেছেন এবং দিন দিন যে বিদ্যাচর্চ্চা আরো বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন দেশে সমুদয় বালক বালিকাকেই বিদ্যালয়ে প্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; নিয়ম লঙ্ঘনকারীরা রাজব্যবস্থা অনুসারে দণ্ডিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা যে কালে সমগ্র পৃথিবীময় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যয়ন জ্ঞান ও সভ্যতা লাভের প্রধান উপায়। অধ্যয়ন দ্বারায় বর্ব্বর জাতিও অনতিকাল মধ্যে সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই প্রাচীন আর্য্য জাতিকে গৌরবের মুকুট পরিধান করাইয়াছিল। এমন হিতকারী অধ্যয়ন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইলে মানব সমাজ অবশ্যই উন্নত হইবে।

অনেকে মনে করেন সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিলে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইবে। কেহ কাহাকে মানিবেনা, ভৃত্য মিলিবেনা, প্রত্যেকেই মসিজীবী হইবে, বিবিধ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এই সকল চিন্তা যে স্বপ্নবৎ অমূলক চিন্তামাত্র তাহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল দেশ লেখা পড়ায় সমধিক উন্নত হইয়াছে সেই সকল দেশে সুশিক্ষিতেরা মুটে মজুরের ব্যবসায় পর্য্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে করিয়া থাকেন। তবে অবশ্যই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উচ্চনীচের বেতনের এত বৈষম্য ক্রমশঃ হ্রাস হইবে। উহা সভ্যতা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল এবং অধ্যয়ন উহার সাহায্যকারী।

আবার অনেকে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" বলিয়া বিদ্যার কুকীর্ত্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু উহা বিদ্যার দোষ নয়, স্ব স্ব বিকৃত রুচির ফল মাত্র, অল্প বা অধিক বিদ্যা শিক্ষা উহার নিদান নয়। যখন কুলোক বিদ্বান্ হইলেও কুবাক্যহব্যে আপনার নীচ বাসনানল প্রজ্বালিত করিতে পরাঙ্মুখ হয় না তখন আর অল্প বিদ্যার বৃথা কুৎসা রটনা কেন হইবে? বর্ত্তমান সময়েও অতি শিক্ষিত অনেকে কুকথা, কুআলাপ, ও কুরুচির নিকটে আত্মবিক্রয় করিতেছেন এবং অনেকে রাশি রাশি কুলেখার দ্বারায় দুর্ব্বল মানবগণের চিত্তদৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ভয়ানক বৈরসাধন করিতেছেন।

অধ্যয়ন জ্ঞানরাজ্যের চাবি। কেবল মাত্র অধ্যয়ন দ্বারাই আমরা পূর্ব্বপুরুষ দিগের সঞ্চিত জ্ঞানরত্নের উত্তরাধিকারী হইতে পারি। অতএব

অধ্যয়ন মানব মাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য। আমরণ প্রতি দিন প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অধ্যয়ন করা বিধেয়। অধ্যয়ন অনন্তব্রত, উহার সমাপ্তি নাই, যিনি পড়িতে পারেন কোন দিন তাহার বিনা অধ্যয়নে অতিবাহিত হইলেই তাহার ব্রত ভঙ্গ হয়। এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা দু একখান সংবাদপত্র পড়িয়াই অধ্যয়নস্পৃহা চরিতার্থ করেন। সংবাদপত্র পাঠ ভাল বটে, কিন্তু উহাকে অধ্যয়ন বলা যাইতে পারে না।

অধ্যয়ন শিক্ষকমণ্ডলীর চির ও প্রিয় সহচর। অধ্যয়ন যেমন ছাত্রের তেমনি শিক্ষকের নিত্যব্রত। এই ব্রত-চ্যুত হইলে কেহই অধ্যাপকের উপযুক্ত থাকিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়নবিমুখ অধ্যাপক বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত। শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেকের পক্ষেই অধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত; কি ছাত্র, কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি পরিদর্শক প্রত্যেকেরই অধ্যয়নে নিরতিশয় অনুরাগ না থাকিলে স্ব স্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভের আশা থাকে না। ইহারা প্রত্যেকেই অধ্যয়নবিহীন হইলে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। অধ্যয়ন ব্রত, ব্রত হইলেই উহা বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হয়, অকরণে সিদ্ধিলাভ হয় না। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন—

"কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি।
বিধিংত্যক্ত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায়ফলংলভেৎ॥"

অর্থ—ব্রহ্মচারী যথাবিধি অধ্যয়ন করিবেন। বিধি ত্যাগ করিলে বেদাধ্যয়ন করিয়াও ফল লাভে সমর্থ হইবেন না।

অতএব নিত্য বিধিমতে পাঠ করা কর্ত্তব্য, আজ এ বইর একপাত কাল ও বইর একপাত এইরূপ পাঠে ব্রত রক্ষা পায় না। আজ এসময়ে কাল ওসময়ে পাঠ করিলেও ব্রত ভঙ্গ হয়। ছাত্রেরা বাড়ীতে কোন্ সময়ে কিরূপ লেখাপড়া করিবে তাহার সময় স্থির থাকা বিধেয়। রাত্রে কতকটা পর্য্যন্ত পড়িবে, প্রাতে কখন উঠিবে, কখন পড়িতে বসিবে, কতক্ষণ পড়িবে তাহারও স্থিরতা থাকা কর্ত্তব্য। অভিভাবক বা শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন; এবং নিত্য না পারিলেও সপ্তাহে দু একবার তাহার তত্ত্ব লইবেন, এবং আবশ্যকমতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন।

শিক্ষক ও পরিদর্শকদের পাঠ্যবই গুলিতে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দায়িত্ববিহীন হইয়া শিক্ষাদান ও পরিদর্শন উভয়ই দূষণীয়। পাঠ্যবইতে জ্ঞান না থাকিলে উভয়ই দায়িত্ববিহীন হইয়া পড়ে। ভাষাতে যত ভাল ভাল বই আছে শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কেরা যত্নপূর্ব্বক সেই সকল অধ্যয়ন করিবেন। নচেৎ সুচারুরূপে স্বকর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইবেন না।

আজকাল ইংরেজী বঙ্গভাষার রক্ত মাংস হইয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্যে জ্ঞান লাভার্থ সংস্কতশিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয়, ইংরেজীশিক্ষা তদ্রূপ না হইলে ও বড় কম নয়। বিশেষতঃ বিজ্ঞানাদি পাঠনায় বহু ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ থাকায় ইংরেজী শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইংরেজী অনভিজ্ঞ শিক্ষকগণের পক্ষে প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় ইংরেজী অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ইংরেজী বাঙ্গলায় এখন অনেক বই রচিত হইয়াছে; তত্তাবতের সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা যাঁহারা করেন তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা করাও অতি প্রয়োজনীয়। যাঁহারা কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছেন, তাঁহাদের

নিয়মিতরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন দ্বারা তাহার উন্নতিসাধন করা বিধেয়। চর্চ্চার অভাবে অনেকে সংস্কৃত অক্ষর পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। যিনি যাহা শিক্ষা করিয়াছেন আলোচনা দ্বারা তাহার উন্নতিবিধান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সংস্কৃতে লিখিত, তজ্জন্য সংস্কৃতে জ্ঞান লাভ করা হিন্দু মাত্রেরই একটী গুরুতর কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ধর্ম্মগ্রন্থ কি উৎকৃষ্ট-পুস্তক পাঠ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। উহাতে পুণ্য বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠিত হয়।

বই হইলেই যে পড়িতে হইবে তাহা নয়। কতকগুলি বই একেবারে অপাঠ্য, কতকগুলি বই অবিবাহিতদের পক্ষে পড়া নিষিদ্ধ। উহাতে বিকৃতচিন্তা ও কল্পনার উত্তেজনা হয় এবং ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ব্যতীত কোন্ বই পড়া উচিত তাহা অভিজ্ঞ শিক্ষকের মত লইয়া নির্ব্বাচন করা সঙ্গত। আমরা এই বিষয় ছাত্রবন্ধু-দিগকে সাহায্য করিতে যত্ন করিব।

আজকাল নিয়মিতরূপে সংবাদকাগজ না পড়িলে সভ্যসমাজে বোবা হইয়া থাকিতে হয়। এইজন্য বয়স্ক প্রত্যেকেরই নিয়মিতরূপে কোন একখান সংবাদ কাগজ পাঠ করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপকগণ নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র না পড়িলে অধ্যাপনার সময়োপযোগী প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন না। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক সংবাদ কাগজ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যেসকল সংবাদপত্র গবর্ণমেণ্টের প্রতি অযথা গালাগালি, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দায় পূর্ণ সেগুলি অপাঠ্য। কোন কোন পত্র মেয়েদের কথা বলিতে যাইয়া অন্তরের কুরুচি ও কুরসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, এইরূপ পত্র সমাজের অরুন্তুদ বিস্ফোটক ও সর্ব্বথা অস্পৃশ্য। দশখানা দেখিয়া সুরুচি-সম্পন্ন একখান সংবাদ কাগজ নির্ব্বাচন করা এবং নিয়মিতরূপে তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক দু একখান মাসিকপত্র পাঠ করাও শিক্ষকদের জ্ঞান লাভের অন্যতর উপায়। এইরূপে বিবিধ সুপাঠ্য গ্রন্থ, সুরুচিসম্পন্ন সংবাদ কাগজ ও বিজ্ঞজনসম্পাদিত মাসিকপত্রাদি পাঠ দ্বারা প্রতিজনেরই নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন ব্রত উদ্‌যাপন করা বিধিসঙ্গত

বর্ষ।

কালমাহাত্ম্য—সময় কি কেবলই অর্থশূন্য প্রবাহ, পরিবর্ত্তনের স্রোত? ইহাতে কি কোন স্থিরতা, গাম্ভীর্য্য নাই, অনন্তের কোন ভাব নাই? কালের পরিবর্ত্তনে স্থিরতা আছে, বিসর্জ্জনে অনন্ত আহ্বান আছে, বিলয়প্রলয়ে মহতী সৃষ্টি আছে, এই গভীর অভেদ্য অন্ধকারময় আদি-অন্তে অনন্ত সৌন্দর্য্যালোকে বৈচিত্রময় প্রকৃতি-প্রকাশ আছে।

কাল পরাভূত—বর্ষের পর বর্ষ আসিল, গেল। কত ক্ষুদ্র প্রাণকে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গেল; আবার কত অমর আত্মা চিরদিনের জন্য এই ভাগীরথীপ্রবাহ প্রাণে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। কত প্রলয় ধ্বংসের সাক্ষী এক একটী বৎসর, কত প্রলয় ধ্বংসকে বক্ষে ধারণ করিয়া এক একটী বৎসর অস্তিত্ব লাভ করিল, ইতিহাসে পরিচিহ্নিত হইল; আবার কত কালি-

দাস, নিউটনের প্রতিভার নিকট, ক্ষুদ্র অমর শিশুর বুদ্ধির উন্মেষে, হৃদয়ের স্পন্দনে আপনার প্রকৃতি বিসর্জ্জন করিয়া অনন্তের স্থিরতাও অমরত্ব লাভ করিল। ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে সময়ের অত্যা-চার, ইন্দ্রিয়ে যাহারা জীবিত, সময় তাহাদিগকে ক্রীড়নক করিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে দোলাইতে দোলাইতে অজ্ঞাতসারে আপন কুক্ষিগত করি-তেছে। অমরত্বের পূর্ব্বাস্বাদ, পূর্ব্ব সূচনা ও অভ্রান্ত প্রমাণস্বরূপ বুদ্ধি-হৃদয়-ইচ্ছার চির বিকাশে ও স্ফূরণে যাহারা জীবিত, সময় অনন্তভাণ্ডার বিশ্বের সমুদয় রত্নরাজি, স্রষ্টার অনন্ত সৌন্দর্য্য লইয়া তাহাদের অমর জীবনের স্তর নির্ম্মাণ করে, তাহাদের প্রকৃতিপ্রাচীরের এক এক খানি প্রস্তর রূপে, জীবনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে চিরদিনের জন্য আপনাকে স্থাপিত করে।

নবযুগ—সময়ের পরিবর্ত্তনে, রাজ্যের উত্থান পতনে, প্রকৃতির সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তিতে, কিম্বা প্রলয়ের ভৈরবী মূর্ত্তিতে বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, মানব প্রকৃতি, মানব সমাজ পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ আলোকের দিকে ছুটিতেছে। সমুদয় যুগপ্রবাহে বিধাতার এক অনন্ত ইচ্ছা প্রবাহিত হইয়া কত ইতিহাস রচনা করিতেছে, মানব সমাজ গঠন করিতেছে। সমুদয় যুগ অনন্ত অর্থ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ; সমুদয় যুগে একটী সুর আছে, একটী ধ্বনি আছে, মানব হৃদয়কে নূতন শৃঙ্খলার জন্য, ঘটনা পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে প্রকৃতি সামঞ্জস্য করিবার জন্য, নবালোকে, নবভাবে বিধাতার নবপ্রকাশে হৃদয় মন পূর্ণ করিবার জন্য সঙ্গীতময় আবাহন আছে। প্রাচীন ভারত নবীন ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে সম্বদ্ধ, বাণিজ্যরথ পৃথিবী বক্ষে সর্ব্বত্র প্রধাবিত, অর্থ-পিপাসা-উদ্দীপ্ত মানব-শক্তি সমুদয় পৃথিবীকে এক দেশে, এক রাজ্যে পরিণত করিতেছে। এই স্বার্থ-সংঘ-র্ষের মধ্যে এই যুগ ভ্রাতৃভাবের নূতন অভি-নয় দেখাইবে; এই স্বার্থের বিকট আস্ফালনে নরশোণিত পানে বিসদৃশ উন্মত্ততার মধ্যে ভ্রাতৃ-ভাব জয় লাভ করিবে।

মতের পার্থক্য, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, দেশ ও জাতিগত অনৈক্য সত্ত্বেও, মানুষে মানুষে মিলন অতি গভীর, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব প্রাণগত। রাজ্যে রাজ্যে সমাজে সমাজে মানবে মানবে এক-প্রাণতা আছে। সমাজের উন্নতিতে প্রত্যেকের উন্নতি, একের বিনাশে অন্যের হানি, এক জাতির অভ্যুত্থানে মানব সমাজের অভ্যুত্থান, এক রাজ্যের স্বার্থে, মঙ্গলে অন্য রাজ্যের স্বার্থ ও মঙ্গল—সমুদয় মানবসমাজ এক সূত্রে গ্রথিত—এই ভাব ক্রমেই পরিস্ফুট হইতেছে।

শিক্ষা—সময় মাতৃবক্ষ অঞ্চলে ঢাকিয়া, রাক্ষসীর বিকট দংষ্ট্রা বহির্গত করিয়া সমুদয় পথিককে আপনার রহস্য, আপনার প্রশ্ন বলি-তেছে। যাহারা তাহার সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে, জীবন কার্য্যে সেই প্রশ্ন মীমাংসা করিতে পারিবে তাহারা মাতৃবক্ষের অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রেমে ডুবিয়া অমরত্ব লাভ করিবে; আর যাহারা পারিবে না, করাল মূর্ত্তি তাহাদের মুণ্ড শতধা ছিন্ন করিবে। প্রকৃতির প্রতিহিংসা কেহ এড়া-ইতে পারে না। আমরা যুগের ভাব কিছু প্রতি-ফলিত করিতে, সময়ের প্রশ্ন কিছু কিছু প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

গত বৎসরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলে এত দুঃখবিপদের মধ্যে মহারাণী ভারতে-শ্বরীর জুবিলী দৃশ্যই সর্ব্বাগ্রে নয়ন পথে পড়ে। মহারাণীর শক্তি ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার নিষ্ক-লঙ্ক চরিত্রই সমস্ত পৃথিবীর ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। সমুদয় পৃথিবী সে উৎসবে যোগ দান করিয়াছে। উহা মহারাণীর রাজত্বের উৎসব, ইংরেজী সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব বিকাশ উন্নতির

উৎসব, ইংরেজী বিজ্ঞানের ইংরেজ বাণিজ্যের জুবিলী। মহারাণীর রাজত্ব ইংরেজ ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়।

গত পঞ্চাশ বৎসর মহারাণীর চরিত্র-প্রভাব ইংলণ্ডের ইতিহাসে যুগান্তর আনিয়াছে। পূর্ব্বেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজসভাসদ্‌গণ কেবলই রাজার মুখাপেক্ষী ছিলেন, রাজার হস্তে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইতেন। অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্রদ্বারা দেশে চরিত্রের সম্মান গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইত না। পালিয়ামেণ্ট নামতঃ মাত্র দেশের প্রতিনিধি ছিল। রি-ফরম বিল পার্লিয়ামেণ্টকে বাস্তবিক দেশের প্রতিনিধি করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র মহারাণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রাজসভাসদ্‌গণকে লজ্জায় ম্রিয়মান করিত; এবং ক্রমে তাঁহাদিগকে দেশে আদর্শ-স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে মহারাণীর চরিত্র প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত দেশের নৈতিক সুর পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

দণ্ডপ্রদান।

দণ্ডপ্রদান শিক্ষকের একটী গুরুতর কাজ। প্রতিদিন ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেক শিক্ষককেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হয়। দণ্ডের সংখ্যা গণিলে বিচারকের দণ্ড হইতে উহা অধিক হইবে। পড়ার ত্রুটী, অমনোযোগ, অবাধ্যতা, অনৈতিক আচরণ প্রভৃতির জন্য শিক্ষককে প্রতিদিন অনেক ছাত্রকে দণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই দণ্ডদান সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে যে নিয়ম প্রচলিত আছে, আমরা গত শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট হইতে নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম—"শারীরিক দণ্ড কেবল ঘোর দুশ্চরিত্রতার জন্যই প্রযুক্তব্য। উহা কেবল প্রধান শিক্ষকই প্রদান করিবেন। শারীরিক দণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় প্রদান না করিয়া উপযুক্ত বিবেচনার পর দেওয়া কর্ত্তব্য। পড়ার অমনোযোগ, অনুপস্থিতি, অশিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতির জন্য সাধারণতঃ অতিরিক্ত কার্য্যভার (টাস্‌ক্), অতিরিক্ত সময় স্কুলে রাখা, ও অর্থ দণ্ড করা হয়। কদাচিৎ ঘোর নৈতিক দুরাচারের জন্য ছাত্রের নাম কর্ত্তন করা হয়।

স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ ও সাধারণ নীতির বিরুদ্ধে বিগত বৎসর নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের দোষ দৃষ্ট হইয়াছে। (১) শিক্ষক ও অন্যান্য উর্দ্ধতনের প্রতি অসম্মাননা, (২) স্কুলপরিবর্ত্তনার্থ সার্টিফিকেট জাল বা অভিভাবকের নাম জাল করিয়া আবেদন করা, অথবা জাল সার্টিফিকেট দিয়া কোন পরীক্ষাদানে অনুমতি লাভ করা, (৩) থিয়েটার বা অন্য সাধারণ আমোদ স্থানে গোলযোগ করা,(৪)অনৈতিক আচরণ, (৫) প্রবেশিকা কি অন্যান্য পরীক্ষায় বয়স জাল করা।

কোন পরীক্ষা দিবার জন্য জাল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিলে তজ্জন্য ১৮৯৩ সনে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ দণ্ড প্রদান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"গবর্ণমেণ্টের, মিউনিসিপালটীর কি অন্য কোন স্থানীয় সমিতির অনুমতি ক্রমে যে সকল পরীক্ষা গৃহীত হয় সে সকল কিম্বা কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য, কি কোন পরীক্ষায় কোন অযুক্তসুবিধালাভার্থ যাহারা জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার কি কোন অসদাচরণ করিবে, তাহারা সরকারী, মিউনিসিপালিটীর, অথবা স্থানীয় সমিতির কোন কার্য্য পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে"

স্মৃতি-রত্ন।

সার কথা স্মৃতিপথে পড়িলে দুঃখে, শোকে, ভাবনা চিন্তায় জীবনে শান্তি, সান্ত্বনা ও আলো পাওয়া যায়। সার কথা কার্য্যের সহায়, শিক্ষার পথ প্রদর্শক, নির্জনবন্ধু, আলাপে রসোৎপাদক। এইজন্য আমরা যে সকল সার কথা স্মরণ রাখিলে শিক্ষা কার্য্যের বিবিধ রূপে সাহায্য হইতে পারে "স্মৃতি-রত্ন" বলিয়া ক্রমে ক্রমে সেগুলির উল্লেখ করিতে যত্ন করিব।

১। শিষ্টাচারের বন্ধন রসনার শাসক, আচরণের লাবণ্য, ও স্বভাবের নিয়ামক।

২। শিক্ষাপ্রভাবে মনুষ্য অকাতরে বিঘ্ন বিপদ সহ্য করিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মালোকে তত্তাবৎ আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়।

৩। প্রথম শিক্ষার সময়ে সকল বিষয়ই সম্যক্‌রূপে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে পরবর্ত্তী শিক্ষা সহজ হইয়া পড়ে।

৪। গণ্ডমূর্খ হইয়া শিক্ষা করিবে, চুল চিরে বিচার করিবে এবং বৃহস্পতির মত সিদ্ধান্ত করিবে।

৫। ভয় দোষের চিহ্ন, লোক অপরাধী না হইলে কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। অপ্রতিভতা কেবল কথায় প্রকাশ পায় না চোখে মুখেও প্রকাশিত হয়।

৬। আহার, নিদ্রা, চিন্তা, ভয়।
যত বাড়াও তত হয়॥

৭। অনেক জ্বাল দিলে গুড়ও তিতো হয়। অনেক শাসন করিলেও বালকবালিকা বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

৮। ফুলের সৌরভ লইবে, রগ্‌ড়াইয়া দুর্গন্ধ বাহির করিবে না। লোকের সাধুভাব গ্রহণ করিবে কুভাব অনুসন্ধান করিবে না।

৯। গুণজ্ঞ হইয়া গুণ গ্রহণ এবং দোষজ্ঞ হইয়া দোষ পরিহার করিবে।

১০। আঘ্রাণেই লোক চিনিবে। কিন্তু কাহারও প্রতি কুভাব পোষণ করিবে না।

১১। শিক্ষিত লোক স্বদেশের কি বিদেশের, আপনার কি অপরের ভাল মন্দ উভয়ই দেখিতে পান। তুমি যদি কেবল স্বদেশের কি আপনার আলোকের পক্ষই দেখিতে পাও এবং বিদেশের কি অপরের তামসপক্ষই তোমার লক্ষ্য হয় তবে আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিও না।

১২। আপাত দোষ দেখিয়া কোন চিরাগত ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবে না। ঐ ব্যবস্থা কেন হইয়াছিল, কোন্ সময়ে হইয়াছিল, এখন উহার কোন উপযোগিতা আছে কি না তন্ন তন্ন করিয়া তত্তাবৎ বিচার করিবে; এবং পরে অনুপযোগী হইলে উহার আবশ্যকমতে সংস্কার বা একেবারে পরিবর্জ্জন করিবে।

ভুলভ্রান্তি।

আমরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যে যে ভুল ভ্রান্তি দেখিব বা জানিতে পারিব অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সাহায্যার্থ তত্তাবৎ প্রকাশ করিব। এই কার্য্য আমরা সমালোচকের ন্যায় করিব না, অধ্যাপনার সাহায্যার্থ করিব। একটী কথা আছে "সয়তানের ভুল নাই," মনুষ্যের ভুল ভ্রান্তি থাকিবেই। বস্তুতঃ একবারে ভুলভ্রান্তি বর্জ্জিত গ্রন্থ অতি বিরল। কাহারও রচিত কোন গ্রন্থের অযশ ঘোষণা করা বা ব্যক্তি-বিশেষের সুনাম লোপের চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেহই আমাদের কথার অন্যভাব গ্রহণ করিবেন না, আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা।

ইতিহাস।

১। সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে মুসলমানদের বাঙ্গলা বিজয়ের কাল ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ নহে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

২। বাঙ্গলার সেন রাজবংশে লাক্ষ্মণেয় নামে কোন রাজা ছিলেন না। যে সময়ে বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকার করেন সে সময় লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গলার রাজা ছিলেন।

ভূগোল।

প্রায় সমুদয় বাঙ্গলা ভূগোলে বিষুবরেখার সংজ্ঞা এইরূপ লিখিত আছে "যে বৃত্ত উভয় মেরু হইতে সমদূরে থাকিয়া ভূগোলককে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে তাহার নাম বিষুব-বৃত্ত।" কিন্তু উহাকে বিষুববৃত্ত বা বিষুবরেখা বলে না, নিরক্ষবৃত্ত বলে।

সংবাদ।

এ বৎসর হইতে ট্রেনিং স্কুলের সেসন (বৎসর) জুন মাস হইতে পরবর্ত্তী মে মাস পর্য্যন্ত ধরা হইবে। প্রবেশার্থীদিগকে জুন মাসের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে হইবে। জুন মাসের পরে যাহারা ভর্ত্তি হইবে তাহাদিগকে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের বিশেষ অনুমতি লইয়া পরীক্ষা দিতে হইবে।

এখন হইতে মধ্যছাত্রবৃত্তিপরীক্ষোত্তীর্ণদের মোক্তারি পরীক্ষাদানের অধিকার উঠিয়া গেল; অতঃপর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহই উক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

১৮৯৯ সালের ৬ই মার্চ্চ এণ্ট্রেন্স, ২১শে মার্চ্চ এফ, এ ও বি, এ; ২৯শে নবেম্বর এম. এ, বি. এল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও আইনের অনার পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

ভারতবর্ষে ২৮ কোটী লোকের শিক্ষার ব্যয় ৮ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা পড়ে। ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে ২ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের শিক্ষা ব্যয় ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। বিলাতের শিক্ষা ব্যয় জন প্রতি আমাদের দেশের প্রায় ৫০ গুণ; অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রতি জনে এক টাকা শিক্ষা ব্যয় পড়িলে বিলাতে ৫০ টাকা পড়ে।

শ্রীযুক্ত সার জন উড্‌বারণ কে, সি, এস, আই ৭ই এপ্রিল হইতে বঙ্গদেশের ছোটলাট হইয়াছেন।

রায় দীননাথ সেন সাহেব মহাশয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে মিঃ জি, এ, রয়টার সাহেব ইষ্টার্ণ সার্কেলের ইনিস্পেক্টর হইয়াছেন।

বাবু অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান সার্কেলের ইনিস্পেক্টর হইয়াছেন। অবিনাশ বাবু কয়েক বৎসর চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ভূমির উৎক্ষেপণ ও অধঃক্ষেপণ ভূমিকম্পের অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বল্পচালিত ভূকম্পেও উহার অন্যথা হয় না, তবে অল্প বলিয়া সাধারণতঃ উহা ধরা পড়ে না। বিগত ১২ই জুনের ভূমিকম্পে শিলং ও তন্নিকটস্থ কোন কোন পাহাড় ১০০ হইতে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছে। লিসবন ও চিলি ভূকম্পের পর এইরকম ভীষণ ও বহুদূর ব্যাপী ভূকম্পের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই।

মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য, ১৮৯৯।

ক। মধ্যইংরাজী পরীক্ষা—

১। ১৮৯৯ অব্দের পরীক্ষার জন্য সাহিত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

(অ) ইংরাজী ভাষা (পূর্ণসংখ্যা ১৫০) প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

The Middle Class Reader, by Babu Krishna Chandra Roy, the whole book.

ইংরেজী ব্যাকরণ—

To be confined to *(a)* parts of speech, *(b)* simple rules of Syntax, *(c)* parsing; composition to consist of translations from Vernacular to English and *vice-versa*.

(আ) বাঙ্গলাভাষা (পূর্ণসংখ্যা ১৫০)

প্রেসিডেন্সি, ছোটনাগপুর এবং বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যশ্রেণী স্কুলের জন্য।

গদ্য—সীতার বনবাস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত (সমস্ত পুস্তক)।

পদ্য—কবিতাপাঠ, তৃতীয় ভাগ, মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত (৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।)

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের মধ্য-শ্রেণী বিদ্যালয় সমূহের এবং পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগের যে যে মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপনা হয় তাহাদের জন্য।

গদ্য—প্রবন্ধ মঞ্জরী, রজনীকান্ত গুপ্ত কৃত (সমস্ত পুস্তক)।

পদ্য—পলাশীর যুদ্ধ, (স্কুল সংস্করণ) নবীন-চন্দ্র সেন কৃত (৭৮ পৃষ্ঠা।)

সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নে, প্রবন্ধ লিখন ও রচনা বিষয়ক প্রশ্ন থাকিবে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ—বাঙ্গলা ভাষা বিশুদ্ধরূপে লিখিবার জন্য যতদূর জানা আবশ্যক (যথা—সন্ধি, তদ্ধিৎ, কৃৎ, সমাস, কারক ও স্ত্রীত্ব); রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের অধিকাংশেই কোনও পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইল না। কিন্তু, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কেরা ১৮৯৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সংশোধিত পাঠ্য পুস্তকের যে এক সম্পূর্ণ তালিকা‡ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বহির্ভূত কোনও পুস্তকের অধ্যাপনা করাইতে পারিবেন না। সাহায্যপ্রাপ্ত হউক

‡ "শিক্ষাবিভাগের আদেশ ও নিয়মাবলী" (২য় সংস্করণ) ১৫৯—১৭৯ দেখ।

যা না হউক, যে সকল বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দিবে সেই সকল বিদ্যালয়ে ঐ তালিকার বহির্ভূত কোনও পুস্তকের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ।

২। ইতিহাস এবং ভূগোল (পূর্ণসংখ্যা ১৫০) প্রশ্নের কাগজ ২ খণ্ড।

ইতিহাস—(পূর্ণসংখ্যা ৫০) ভারতবর্ষের ইতিহাস; হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকাল বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

ভূগোল—(পূর্ণসংখ্যা ১০০)

(১) পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, ও বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের বিশেষ জ্ঞান। (২) প্রাকৃতিক ভূগোল— পৃথিবীর আকার ও পরিমাণ; দিবা এবং রাত্রি; ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ; বায়ু ও বায়ুর উষ্ণতা ও শৈত্য; বায়ু প্রবাহের কারণ; বাষ্প, শিশির, কুজ্ঝটিকা, মেঘ ও বৃষ্টি; শিলাবৃষ্টি ও তুষার; উৎস, সরিৎ ও নদী, তাহাদের উৎপত্তি ও কার্য্য; ব দ্বীপের সৃষ্টি।

৩। পাটীগণিত (পূর্ণসংখ্যা ১৫০—ইয়ুরোপীয় পাটীগণিত ১০০+দেশীয় অর্থাৎ শুভঙ্করী ৫০); প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগাহার (অমিশ্র ও মিশ্র); মুদ্রা, দ্রব্যাদির ওজন ও পরিমাণ এবং ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় সচরাচর চলিত অত্যাবশ্যক নিয়মাবলী এবং তত্তৎসম্বন্ধীয় দেশীয় ধারাপাত; লঘুকরণ; দ্রব্যাদির মূল্য ও প্রাপ্য বেতনের হিসাব; সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ; ত্রৈরাশিক; সাঙ্কেতিক; কুসীদ ব্যবহার; ডিস্কৌণ্ট; বর্গপরিমাণ; আড়গুণন; ঐকিক নিয়ম; কাঠাকালী, বিঘাকালী, বৎসর মাহিনা ও মাসমাহিনা সম্বন্ধীয় শুভঙ্করের নিয়ম, মুখে মুখে সহজ প্রণালীতে অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগহার অঙ্কের সমাধান।

জ্যামিতি (পূর্ণসংখ্যা); প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

১। ইউক্লিডের জ্যামিতি—প্রথম অধ্যায়, সহজ সহজ অনুশীলনী সমেত; পরিমিতির সহজ সহজ প্রশ্ন যাহা জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের সাহায্যে সমাধান করা যাইতে পারে।

৫। বিজ্ঞান (পূর্ণসংখ্যা ১০০) প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

(অ)। সরল পদার্থবিদ্যা—

১। জড় পদার্থের গুণ।

২। শক্তি অর্থাৎ বল; শক্তির লক্ষণ অর্থাৎ বল কাহাকে বলে; আণবিক আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ (ভারকেন্দ্র; বিবিধ সাম্যভাব বা সাম্যাবস্থা; তুলাদণ্ড)।

৩। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় পদার্থের গুণ—

কঠিন পদার্থের গুণ।

দ্রব পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—চাপ সঞ্চালকতার সমতা বা চাপের সমভাব; ঐ সকলের নিয়ম। উর্দ্ধ ও নিম্ন চাপ; তরল বা দ্রব পদার্থের সাম্যাবস্থা; তরল পদার্থের উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশের সমোচ্চতা বা সমতলতা; তরল পদার্থের উদ্ভাসিতা বা উদ্ভাসিনী শক্তি; আর্কিমিডিসের নিয়ম; জলে ভাসমানতা; আপেক্ষিক গুরুত্ব।

বায়বীয় পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—

বায়বীয় পদার্থের চাপ; বায়ুমণ্ডলের চাপ; বায়ুমান যন্ত্র (টরিসেলির পরীক্ষা) বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র; জল তোলা কল; সাইফন বা বক্রনালী।

৪। তাপ এবং তাপের কার্য্য—

তাপের প্রকৃতি।

প্রাকৃতিক কার্য্য—সাধারণতঃ পদার্থের বিস্তৃতি বা প্রসারণ; উষ্ণতামান বা সাধারণ তাপমান যন্ত্র (পারদপূর্ণ)।

কঠিন দ্রব্যের বিস্তৃতি বা প্রসারণ। তরল দ্রব্যের প্রসারণ; জলের সর্ব্বাধিক ঘনত্ব; পরিবাহন স্রোত।

বায়বীয় পদার্থের বিস্তৃতি।

অবস্থা পরিবর্ত্তন

দ্রবণ—ইহার নিয়ম; প্রচ্ছন্ন তাপ, কঠিনাকার ধারণ।

স্ফুটন (ফুটন) এবং বাষ্পীভবন; চাপের ক্ষমতা; জলীয় বাষ্পের প্রচ্ছন্ন তাপ, বাষ্পীভবনজনিত শৈত্য।

রাসায়নিক যোগজনিত উত্তাপ (যথা দহন কার্য্য)।

পরিচালন, পরিবাহন, বিকীরণ।

(অ)। স্বাস্থ্যবিদ্যা—রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত স্বাস্থ্যরক্ষা।

খ। মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষা—ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজী ব্যাকরণ ব্যতীত মধ্যইংরেজী পরীক্ষার আর আর সমস্ত বিষয়।

গ। মধ্য পরীক্ষা; বালিকাদিগের জন্য; বালিকা পরীক্ষার্থিনীরা ইচ্ছা করিলে, জ্যামিতি (পরিমিতি সমেত) এবং পদার্থবিদ্যার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে।

১। পিরাণ, পায়জামা ও চাপকান কাটা ও প্রস্তুত করা; ২। বুনন, রিপু করা ও ফুল তোলা।

সাধারণ মন্তব্য। ভূগোলের প্রশ্নের কাগজে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের গ্রাম, পর্ব্বত, নদ, নদী ইত্যাদির নাম ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে পারিলে শতকরা ১০ নম্বর অধিক দেওয়া যাইবে।

অঞ্জলি।

নিবেদন।

প্রায় চারি বৎসর হইল "অঞ্জলির" অনুষ্ঠান পত্র বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন সঙ্কল্পিত সময়ে "অঞ্জলি" প্রকাশ করিতে পারি নাই। এতদিন পরেও যে প্রকাশ করিতে পারিলাম ইহাই ভগবানের বিশেষ প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

পূর্ব্বে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে এখন নানা স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, আমরা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিলাম। আশা করি তাঁহারা পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

অনুষ্ঠান পত্রে পত্রিকার আকার ডিমাই তিন ফর্ম্মা হইবে বলিয়া লিখিত ছিল, এখন রয়েল তিন ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইল। পত্রিকার আকার একটুকু বড় হইল বলিয়া মূল্য অধিক করি নাই। আমাদের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত এক টাকাই পত্রিকার মূল্য রহিল।

আমরা অনেক শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রেমাস্পদ মহোদয় ও বন্ধুদের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিলাম। আশা করি, সকলেই পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আমাদের কার্য্যের সাহায্য ও আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

নিবেদক
সম্পাদক।

অঞ্জলি।

মাসিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫। জুন, ১৮৯৮। } ২য় সংখ্যা।

নানা কথা।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্—যুক্তরাজ্য সে দিনের হইলেও পৃথিবীর মধ্যে কেবল ঐ রাজ্যেরই শিক্ষাব্যয় যুদ্ধব্যয় অপেক্ষা অধিক।

মহাবীর নেপোলিয়ন—একদা একটী সুকঠিন অঙ্ক শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছিল; নেপোলিয়ন একাদি ক্রমে ৭২ ঘণ্টা আপন কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া উহার সমাধান করিয়াছিলেন।

পাতাবাহার লেখক—বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন সমালোচক একদা কোন প্রসিদ্ধ লেখককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "তাঁহার লেখা পাতাবাহার!" আমি একটুকু হাসিলাম। তিনি একটুকু অপ্রতিভভাব দেখাইয়া বলিলেন "কেন, পাতাবাহার কত সুন্দর!" আমি বুঝিলাম পাতাবাহারের বাহার আছে, কিন্তু উহার ফুল নাই, ফল নাই, সৌরভ নাই! লেখকদিগের মধ্যেও একশ্রেণী আছেন যাঁহাদের পদলালিত্যের ও বাক্য যোজনার বাহার আছে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে কোন সার অর্থ বোধ হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজাদের নাম-ভারতবর্ষে হাইদরাবাদের নিজাম, গুজরাটের গুইকোয়ার, ইন্দোরের হলকার, উদয়পুরের মহারাণা, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ভুপালের বেগম; এসিয়ায় জাপানের মিকাডো, পারস্যের সা, আফগানীস্থানের আমীর, খিলাতের খাঁ, তিব্বতের লামা; ইউরোপে তুরস্কের সুলতান, রুসিয়ার জার; আফ্রিকায় জাঞ্জিবরের সুলতান, মিসরের খেদিব, টুনিস ও ত্রিপলীর বে।

ঝটিকা অন্তরীপ—বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামে একজন পর্টুগিজ ১২৮৬ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। তিনি তথায় অত্যন্ত ঝটিকা পাইয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম ঝটিকা অন্তরীপ (Cape of storm) রাখেন।

ডাক্তার লিভিংষ্টোন—কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ছয় বৎসর অজস্র পরিশ্রমের পর কিছু কালের জন্য বিশ্রাম করিতে ও স্বদেশ দেখিতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন

"স্বদেশে যাইতে ও সন্তানবর্গকে দেখিতে আমার নিরতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; কিন্তু আরব্ধ কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইবার সময়ে উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার হৃদয় কোনরূপেই সম্মত নয়। আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিতে আরো ৬। ৭ মাস লাগিবে, উহা সমাপ্ত না করিয়া আমি এখন কিরূপে গৃহে যাইতে পারি?"

স্পেন।—স্পেন ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান রাজ্য ছিল। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লোক সংখ্যা ১ কোটী হইতে ৬০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। স্পেনের পতনের উহাই নিদান। যদিও লোকসংখ্যা এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু এখনও নানা কারণে ক্রমাগত লোক আমেরিকায়ও আল্‌জিরিয়া প্রভৃতি দেশে যাইয়া বাস করিতেছে। স্পেনের রণতরী পুরাতন ধরণের, উহাদের সংখ্যা ১খান প্রকাণ্ড লৌহ পোত, ১০ খান প্রথম শ্রেণীর, ২০ খান মধ্যম শ্রেণীর এবং ৮০ খানেরও অধিক ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজ। শান্তির সময়ে সৈন্য সংখ্যা ৯৫ হাজার এবং যুদ্ধকালে ৪লক্ষ ৫০ হাজার।

যুক্তরাজ্যের বল—পুরাতন যুদ্ধতরী ব্যতীত নূতন ধরণে নির্ম্মিত প্রথম শ্রেণীর ৬ খান, ১৭ খান বন্দর রক্ষার্থ জাহাজ, প্রথম শ্রেণীর ক্রুজার ৭ খান ও ২য় শ্রেণীর ১৩ খান। প্রস্তুত সৈন্য সংখ্যা ২৫ হাজার; তদ্ভিন্ন ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকেই আবশ্যক হইলে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে।

প্লেগ।—কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে। ১৮৯৬ সনে হংকং দ্বীপ হইতে বোম্বে উপস্থিত হয়, তথা হইতে পুনা, করাচি প্রভৃতি কয়েকটী নগরে প্রবেশ করে। প্লেগ নামটী নূতন হইলেও উহা পুরাতন ও ভয়ঙ্কর যমদূত। ১৩৪৫ খৃঃ অব্দে উহার প্রথম আবির্ভাব, তৎপর ক্রমে ১৪৩৮, ১৫৭৪, ১৫৯৫, ১৬১১-২৮, ১৬৮৩-৯৩, ১৭০৪-৭, ১৭৭০, ১৮১২-২১ ও ১৮৩৬-৩৮ সনে পুনরাগত হয়। এই ভীষণ মারী কখন সাত কখন বা দশ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী গ্রাস করিয়াছে। কেবল ভারতেই যে প্লেগের প্রকোপ তাহা নয়, ১৩৪৮ সনে সমুদয় ইউরোপ-ব্যাপী প্লেগ হইয়াছিল, উহাতে ইংলণ্ডের তৃতীয়াংশ লোক কাল কবলিত হয়। ১৬৬৫ সনের মহামারীতে এক লণ্ডন নগরেই একদিনে ১৫শত লোকের মৃত্যু হয়। প্লেগের ইতিহাসে দেখা যায় উহা ময়লা ও পুতিগন্ধময় স্থানে ও প্রায়শঃ জনাকীর্ণ নগরেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

পুণ্যশ্লোক জর্জ মিলার—জর্ম্মান বালক ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন, বাল্যাবস্থায় দুঃশীল ছিলেন। যৌবনে শুদ্ধ হইয়া ১৮৩৫ সনে ব্রিষ্টল নগরে এক অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার আশ্রমে ৬০ বৎসরে ১৫ লক্ষ নিরাশ্রয় বালক বালিকা প্রতিপালিত হইয়া জ্ঞানধর্ম্মে শোভিত হইয়াছিল। তিনি আশ্রমের জন্য জীবনে কোটী কোটী টাকা চাঁদা পাইয়াছেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট সাক্ষাৎভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। যখনই অর্থের প্রয়োজন হইত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি রোগের জন্য অল্পমাত্রায় সুরা সেবন করিতেন; কিন্তু তাঁহার আশ্রমের শিশুরা সকলেই অপায়ী ছিল। তিনি ৯৩ বৎসর বয়সে গত ১০ই মার্চ্চ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ছিলেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বড় দেশ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন। ১৮৯৭ সনের ৩রা অক্টোবর তিনি শেষ উপদেশ দান করেন, বক্তব্য বিষয় ছিল—"আমরা এই পৃথিবীস্থ গৃহের বিনিময়ে অলোক-নির্ম্মিত ভগবানের গৃহ ভাল করিব।"

উদ্দেশ্য ও প্রার্থনা।

পত্রিকা প্রচার করিয়া মান সম্ভ্রম বা জীবিকা অর্জ্জন করা আমার লক্ষ্য নয়। যিনি যে কার্য্যে ব্রতী হন ভগবৎ প্রসাদে সেই কার্য্যেই তাঁহার প্রাণে নব নব প্রতিভার আবির্ভাব হইয়া থাকে। শিক্ষাদানকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মস্তকেও যে ভগবানের সে আশীর্ব্বাদ প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হয় তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই! যদি কেহ কেবল অর্থোপার্জ্জনার্থ শিক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং বরাবর সেই লক্ষ্যই সাধন করিয়া থাকেন তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এরূপ যে কেহ আছেন আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কোন শুভকার্য্যে প্রাণ মন হৃদয় ঢালিয়া দিলে তাহাতে দক্ষতা ও সিদ্ধিলাভ করা সনাতন সত্য। তবে অবশ্যই উহা অধিকার ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ শক্তি সেরূপই উহার পরিস্ফুরণ হয়।

শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন, ছাত্রগণ শিক্ষা করেন, অভিভাবকগণ স্ব স্ব বালক বালিকার গৃহশিক্ষার দায়ী, পরিদর্শকগণ সুশিক্ষার মন্ত্রণাদাতা ও কার্য্যনিয়ামক। ইহাদের প্রত্যেকেই বিশ্বস্তভাবে স্বকর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হইলে নব নব উদ্ভাবনী বুদ্ধি ও শক্তির অভাব হয় না। পরস্পরের মধ্যে উহার বিনিময় করিলে অচিরেই শিক্ষাকার্য্যের নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিনিময়ের সাধন স্বরূপ হইবে বলিয়াই আমি অঞ্জলি প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি। নবযুগ একটা বড় কথা বলিলাম, কিন্তু আপনারা অনুগ্রহ করিয়া উহাতে যত ক্ষুদ্র ভাব হইতে পারে গ্রহণ করিবেন।

শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক সকলেই এবং যাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ দর্শন করিয়া ব্যথিত হন তাঁহারা, কৃপা করিয়া স্ব স্ব অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা জাত তত্ত্ব আমাকে লিখিয়া পাঠাইবেন প্রার্থনা করি, এবং আমিও কৃতার্থ হইয়া তত্ত্বাবৎ দিয়া অঞ্জলি রচনা করিয়া সকলের চরণে অর্পণ করিব। যদি ইহাতে কেহ মনে করেন "তুমি কে যে, তোমার নিকট লিখিয়া পাঠাইব?" ইহার কি উত্তর দান করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় অত উন্নত নয় যে "সেবক" বলিব, আমার বিদ্যা বুদ্ধিও অত নাই যে "বন্ধু" বলির, আমার ভাবের তেমন উচ্ছ্বাস নাই যে "ভ্রাতা" বলিব, তেমন অর্থ নাই যে আপনাদিগকে পারিশ্রমিক দিব, সামর্থ্য নাই যে আপনাদিগকে বাধ্য করিব, তেমন পরিচিত নই যে বলিব অবশ্যই অনুরোধ রক্ষা করিবেন, তেমন লোক নই যে কখনও আপনাদের কোন উপকারে

আসিব, তেমন খ্যাতি নাই যে মধুলোভী ভ্রমরের মত আপনারাই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া চারিদিকে জুটিবেন, তেমন চিন্তাশীলতা দক্ষতা বা লিপিপটুত্বে নাই যে আপনাদিগকে আকর্ষণ করিব। আমি আমার দিক হইতে নয়, আপনাদেরই দয়া, উদারতা, সহৃদয়তা সহানুভূতি ও মহত্বের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছি। দীন বলিয়া দয়া করিবেন, ব্রত রক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়া সাহায্য করিবেন, আপনাদেরই ক্ষুদ্র একজন বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, সকলকেই জানান উচিত বলিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

ফুল কাননেও ফুটে জঙ্গলেও ফুটে; জঙ্গলের ফুল আপনি আপনার সৌন্দর্য্যের শোভা দর্শন করিয়া শীর্ণ হয়, ঝরিয়া যায়। কিন্তু উহাকেই কাননে দেখিয়া কতজনে মোহিত হয়। কতজনে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন করে, কতজনে উহার প্রশংসা করে, মিলিয়া মিশিয়া জল ও তৈলকে সুবাসিত করে, কতজনে উহার ছবি তোলে। হে গোপাপ! তুমিই ইহার সাক্ষী! লোকের-হৃদয়ে উদ্ভূত বিদ্যা, বুদ্ধি, সত্য, জ্ঞান, ভাব ও সেইরূপ মনোরম সমাজে প্রকাশিত হইলেই উহার সার্থকতা হইল; নচেৎ বনফুলের ন্যায় ফুটিয়া ফুটিয়া বনে সৌরভ ছড়াইয়া মলিন, বিশীর্ণ ও বিলীন হইয়া যায়। আশা করি, অনুগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠকগণ নূতন নূতন তত্ত্বগুলি বনফুল না করিয়া কানন কুসুমে পরিণত করিবেন। শিক্ষাবিষয়ে যাহা কিছু নূতন তত্ত্ব মনে উদিত হইবে, বা যাহা কিছু নূতন বোধ হইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেই, আমরা তাহা পত্রিকাস্থ করিব।

আর এক উদ্দেশ্য ভাল কথা, মহজ্জীবন ও শিক্ষণীয় বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা। আমরা অনুষ্ঠান পত্রে লিখিয়া ছিলাম—

"ইহাতে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শিক্ষাপ্রণালী, নীতি, আমোদ, ব্যায়াম অভিভাবকদের কর্ত্তব্য ও গৃহশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইবে; এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ ও সরকারী নিয়ম প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে।"

আমরা যথাসাধ্য লক্ষ্যস্থির রাখিয়া ব্রত উৎযাপন করিতে যত্ন করিব।

ব্রহ্মচারী।

[ভাই ভগ্নী]

১। ভাই বোন আমার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট সঙ্গী। আমি তাহাদিগকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।

২। তাহাদের সঙ্গে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি, তাহাদিগকে ভাল কথা বলি, তাহাদের নিকট ভাল কথা শুনি।

৩। তাহাদের সঙ্গে একত্রে স্নান করি, একত্রে আহার করি, একসঙ্গে স্কুলে যাই, একসঙ্গে বেড়াই।

৪। কিছু খাবার পাইলে সকলে ভাগ করিয়া খাই, কেহ বাড়ী না থাকিলে তাহার জন্য অপেক্ষা করি, অনেক বিলম্ব হইলে তাহার ভাগ তুলিয়া রাখি।

৫। অবসর সময়ে আমরা সকলে মিলিয়া কখন ভাল গান করি, কখন বা সমস্বরে কবিতা আবৃত্তি করি, কখন ভগবানের স্তুতিগান করি, শ্লোক পড়ি, কখন বা বিবিধ সার কথা বলি।

৬। সকলে মিলিয়া খেলা করি, খেলার সময় আমরা সকলেই জ্যেষ্ঠের আদেশানুসরণ করি। তজ্জন্য আমাদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা বা বিবাদ হইতে পারে না।

৭। কখন বা প্রাতঃকালের, কখন বা সন্ধ্যাকালের ভাঙা রাঙ্গা মেঘের বিচিত্র শোভা ভাইভগ্নীদিগকে দেখাইয়া আমোদিত করি। কখন বা পাখীর মধুর গান শুনিয়া বলি "শোনতো, কেমন মধুর গান! তোমরা ওরূপ গান কর দেখি!"

৮। বিশ্রাম সময়ে কখন কখন সকলকে আমার পড়ার কথা বলি এবং সকলের পড়ার কথা শুনি।

৯। রাত্রে আহারান্তে সকলে মিলিয়া সাধুদের উপাখ্যান শুনি। কোন দিন রামচরিত, কোনদিন পাণ্ডব চরিত, কোনদিন বা জনক, নানক, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব চরিত শুনিয়া স্তম্ভিত হই।

১০। কোন দিন বা ঠাকুরমার মুখে পূর্ব্ব পুরুষদের কীর্ত্তি কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হই। এবং "আরো বল, আরো বল" বলিয়া সকলে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলি। কোন রাত্রে বা রূপকথা শুনিয়া, কখন ভীত, কখন চমৎকৃত, কখন বা আমোদিত হই।

[আচার্য্য।]

১। শিক্ষক মহাশয়কে আমি উপাধ্যায়, গুরু ও আচার্য্য বলি। আমি তাঁহাকে দেবতা জানি।

২। তাঁহাকে দেখিলে আনন্দিত হই এবং সসম্মানে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করি।

১১। আমরা সকলে মিলিয়া কোন দিন যাদুঘর, কোন দিন চিড়িয়াখানা, কোন দিন কলকারখানা, কোন দিন বা মেলা দর্শন করিতে যাই। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতারোহণ, সাগরদর্শন, শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া সুখী হই।

১২। কোন ভাল বই কি কোন বইতে কোন ভাল কথা পড়িলে ভাইভগ্নীদিগকে তাহা পড়াইয়া শুনাই। কোন নূতন সংবাদ, শুনিলে কি সংবাদ কাগজে পড়িলে সকলকে বলি।

১৩। জন্মদিন কি নববর্ষ উপলক্ষে ভাই বোনদিগকে সাধুদের ছবি, সুচিত্রিত সাধুবাক্য, ভালগ্রন্থ কি পাঠের বিবিধ উপকরণ উপহার দিয়া থাকি।

১৪। প্রাতঃকালে আমরা সকলে বাগানে যাই, দু একটি ফুল তুলি, দু একটী পত্র তুলি। পুষ্পপত্রের নব শোভা ও সুবাস পরস্পরকে দেখাইয়া ও শোঁকাইয়া সুখী করি। আর ছোট ছোট ভাইভগ্নীদিগকে বলি "তোমরা এই ফুলের মত সুন্দর ও সৌরভময় হইবে!"

১৫। প্রাতঃসূর্য্য দেখাইয়া বলি "তোমরা এই সূর্য্যের মত তেজোময় হইবে।"

১৬। রাত্রিকালে চাঁদ দেখাইয়া বলি "তোমরা এই চাঁদের মত নির্ম্মল হইবে!"

১৭। শয়নের পূর্ব্বে গল্পস্বল্প করিয়া, পরস্পরকে আদর করিয়া ও ভালবাসা দেখাইয়া শয়ন করিতে যাই।

৩। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আমি তাঁহার নাম গ্রহণ করি না। যখন নাম গ্রহণ করি, তখনই তাঁহার দিব্যরূপ মানসে উদিত হয়, এবং মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করি।

৪। তিনি কি জানেন, কি জানেন না, কতদূর তাঁহার বিদ্যা, তাহা লইয়া আমি কাহারও সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করি না।

৫। তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি আমি ব্যবহার করি না। তিনি যে আসনে উপবেশন করেন, কি যে শয্যায় শয়ন করেন, কি যে দোয়াত কলম দিয়া লিখেন, তাহা আমি ব্যবহার করি না।

৬। তিনি যেরূপে অধ্যয়ন করিতে কি চলিতে ফিরিতে বলেন আমি সেরূপ করিতে যত্ন করি।

৭। তিনি যাহা বলেন তাহাতে কোনরূপে সায় দিতে না পারিলে আমি কখনও তাঁহার কথা ভুল বা অশুদ্ধ বলি না। কেবল বলি "আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

৮। আমি যাহা বলি, গুরুদেব তাহার ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলে এবং আমি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, আমার কথা বজায় রাখিবার জন্য আমি জিদ্ করি না।

৯। তিনি অনুমতি না করিলে আমি তাঁহাকে কোন বিষয় বুঝাইতে প্রয়াস পাই না। এবং কোন বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করি না।

১০। প্রতিদিন তিনি যখন আমাদের শ্রেণীতে প্রথম আসেন, তখন সকলের সহিত দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করি। ছুটী হইলে গৃহে আসিবার সময়েও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে অভিবাদন করি।

১১। তিনি যতক্ষণ উপদেশ দেন শ্রদ্ধার সহিত এক মনে তাহা শ্রবণ করি।

১২। আমি বৃথা কথায় বা গল্প করিয়া তাঁহার অধ্যাপনার সময় নষ্ট করি না।

১৩। আমি অধ্যাপনার সময় গুরু মহাশয়ের বিদ্যা পরীক্ষার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করি না; উহা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করি।

১৪। তিনি যখন পাঠ দেন বিন্দু বিসর্গ পর্য্যন্ত বুঝিয়া লই; যাবৎ সম্পূর্ণরূপে কোন বিষয় বুঝিতে না পারি তাবৎ "বুঝিয়াছি" বলি না।

১৫। আমি যাহা তাহাই তাঁহাকে জানিতে দেই; আমি ভান করিয়া কখনও তাঁহার নিকট প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস করি না।

১৬। পাঠ্যপুস্তকের কোন স্থানের কোন নূতন অর্থ কি কোন অভিনব তত্ত্ব মনে হইলে বিনীতভাবে তাঁহাকে নিবেদন করি।

১৭। তিনি যে সকল উপদেশ দান করেন তত্তাবৎ আত্মচরিত্রে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করি।

১৮। আমি সৎকথায় ও শাস্ত্রালোচনায় গুরু মহাশয়কে সুখী করি।

কিউবা।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কিউবা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিউবা বর্ত্তমান স্পেন রাজ্যের প্রধান উপনিবেশ ও ঐ রাজ্যেরই অধীন। কিউবার স্বাতন্ত্র্য লইয়া ইউনাইটেড্

ষ্টেট্‌স্ ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মার্কিনেরা কিউবাকে স্বাধীনতা দিবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। কিউবা স্পেনের শাসনে অসন্তুষ্ট এবং বহুকাল হইতে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী।

কিউবার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৫৯ মাইল, পরিসর ২৭ মাইল হইতে ৯০ মাইল, পরিমাণ ফল ৪১,৬৫৫ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ১৮৯০ সনের গণনা অনুসারে, ১৬,৩১ ৬৮৭ জন। কিউবা আয়তনে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অপেক্ষা বড় এবং লোক সংখ্যা চট্টগ্রাম জেলার লোক সংখ্যা হইতে প্রায় চতুর্থাংশের অধিক। কিউবার মধ্যভাগ দৈর্ঘ্যের সমান্তরাল ভাবে উন্নত; পশ্চিম প্রান্ত হইতে ক্রমোন্নত হইয়া পূর্ব্বদিকে ৮৪০০ ফুট উন্নত পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। উন্নতভাগ বেশ স্বাস্থ্যকর কিন্তু উপকূল ভাগে চট্টগ্রামের ন্যায় জ্বর ও এগু (কম্পজ্বর) হইয়া থাকে।

কিউবায় বারমাসই বৃষ্টি; মে জুন ও জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব্বভাগে ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়া থাকে। দ্বীপটী বেশ উর্ব্বর; ইক্ষু, তামাক, কাফি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিউবা "আণ্টিলেসের (বাহামা ব্যতীত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের) রাণী" বলিয়া কথিত হয়।

১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৫১১ খৃঃ অব্দে স্পেনীয়েরা প্রথমে তথায় অধিবাস করিতে আরম্ভ করে। ১৫১৯ খৃঃ অব্দে রাজধানী হাভানা নগর স্থাপিত হয়। ফরাসীরা প্রথমে ১৫৩৮ অব্দে ও পরে ১৫৫৪ অব্দে উক্ত নগর ভস্মীভূত করে। ১৭৬২ সনে ইংরেজেরা কিছু কালের জন্য হাভানা নগর অধিকার করিয়াছিল। ১৮৬৮ সনে স্পেনে রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় কিউবায়ও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল; ১৮৭৮ অব্দে উহার শান্তি হয়।

১৮৮৬ সনে কিউবা হইতে দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত কিউবা ক্রমশঃ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। কিউবাবাসীরা বহুকাল হইতে স্পেনের শাসনাধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত করিত। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একখান জাহাজ কিউবায় বিনষ্ট হওয়াতে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় কিউবায় সময়ে সময়ে প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ১৮৪৬ সনের প্রচণ্ড বাত্যায় ১৮৭২ খান গৃহ ও ২১৬ খান জাহাজ একবারে ধ্বংস হইয়াছিল।

রাজধানী হাভানা নগর পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমুদ্র হইতে নগরের পোতরক্ষণ স্থান পর্য্যন্ত ৩৫০ ফুট পরিসর এক খাল আছে; খালের মুখ সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারায় সুরক্ষিত।

হাভানার রপ্তানী দ্রব্যের শতকরা ৯০ভাগ মার্কিনেরা গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই কিউবার সহিত যুক্তরাজ্যের বিশেষ স্বার্থসম্বন্ধ রহিয়াছে। ১৭২৪ সনে হাভানা নগরে যে গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে কলম্বসের অস্থি প্রোথিত আছে বলিয়া অধিবাসীরা স্বদেশের গৌরব করিয়া থাকে।

বর্ষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বাইরণের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরিতোষক গানের পরিবর্ত্তে টেনিসনের ধর্ম্মপ্রাণ নীতি শাসনের মিষ্টতর সঙ্গীতসকলে প্রাণকে সন্ধ্যার ক্ষীণালোক প্রকাশিত, দুর্ব্বোধ্য, প্রহেলিকাময়,অনন্ত গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের সুমধুর সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট করিল, সকলের হৃদয়-বুদ্ধি-ইচ্ছাকে এক সুরে অনন্তের বিশ্বময় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। এই সময় রাজনৈতিক জগতে মারলবরোর আস্ফালনের পরিবর্ত্তে আয়র্লণ্ডের অনভিষিক্ত রাজা পার্ণেলের চরিত্রদোষে, রাজসিংহাসন হইতে পয়ঃপ্রণালীতে আত্মহত্যা দেখিতে পাই। ওয়ালপোলের পরিবর্ত্তে, গ্লাডষ্টোনকে রাজনৈতিক পরিচালকরূপে দেখিতে পাই। কবডন, ব্রাইটের স্বাধীন বাণিজ্যের মূলমন্ত্র-সমুদয় পৃথিবী একদেশ, মানব মণ্ডলী এক সমাজ। পৃথিবীর যে কোন অংশের সম্পত্তিতে অপর সমুদয় অংশের অধিকার আছে; যে দেশে যাহা সহজে উৎপন্ন হয়, অর্থ নীতি শাস্ত্রের নিয়মে, সেই দেশে তাহা উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে এখন আরো একটী ভাব পরিস্ফুট হইতেছে, সমুদয় রাজ্য এক রাজ্য, কোন রাজ্যের শক্তি-বৃদ্ধিতে সমুদয় রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি। রাজকীয় বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য, যুদ্ধাদি পাশবিক বল প্রকাশ দ্বারা অপর রাজ্যের শক্তিক্ষয় করিলে কিছুই লাভ নাই। আন্তর্জাতিক কমিটীদ্বারা সমুদয় বিবাদ মীমাংসিত হইবে। এইভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এখনও বহুদূরের কথা, পৃথিবীর বক্ষ আরও কতদিন ভ্রাতৃহত্যার ঘোর পাপে কলঙ্কিত থাকিবে কে জানে? মহারাণীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার ৭ বৎসর পূর্ব্বে মানচেষ্টার হইতে লিবরপুল পর্য্যন্ত প্রথম লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হয়। মহারাণীর রাজত্বকালেই উহা প্রায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছে।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাড়িৎবার্ত্তাবহের সৃষ্টি হইয়াছে। সমুদ্রবক্ষদিয়া টেলিগ্রাফের তার ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতসচিব গবর্ণরজেনেরেলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারেন, পররাষ্ট্র সচিব আমেরিকার প্রতিদিনের খবর ইংলণ্ডে বসিয়া পাইতেছেন। ফটোগ্রাফ, ফনোগ্রাফ রণ্ট্‌জেন আলো বিজ্ঞানের কত অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করিতেছে। এই সূর্য্যালোকে যে রাজ্য প্রকাশিত, তাহা অপ্রকাশিত রাজ্যের নিকট শর্ষপকণা সদৃশ। যুগের পর যুগ কত নূতন আলোক প্রকাশিত করিয়া কত নূতন নূতন রাজ্য প্রকাশিত করিবে।

জুবিলী—মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের ষষ্টিতম বৎসর শেষ হওয়ার পর, ইংলণ্ডের যত রাজা রাণী রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের রাজত্বকাল অপেক্ষা মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বকাল অধিক হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত জুনমাসে ইংলণ্ডে হীরকজুবিলী হইয়াছিল। ১৯শে জুন যুক্তরাজ্যের সর্ব্বত্র ভজনালয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। ২১শে জুন মহারাণী সেণ্টপল গির্জ্জায় গিয়াছিলেন। সেখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল

মহারাণীকে দেখিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। যে রাস্তা দিয়া মহারাণীর গাড়ী গিয়াছিল, সে রাস্তার দুধারে যত বাড়ী আছে সে সকল বাড়ীর প্রত্যেক জানালার এক এক জনের দাঁড়াইবার স্থল প্রায় ১ মাস পূর্ব্ব হইতে অনেক টাকায় ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। ২৩শে জুন মহারাণী ১০হাজার স্কুল ছাত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ২৪শে জুন যুবরাজপত্নীর উদ্ভাবিত নিয়মে প্রায় ৩০,০০০ হাজার লণ্ডনের দরিদ্র লোকদিগকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। যুবরাজপত্নী স্বয়ং এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন আবার রাণী ৬০,০০০ হাজার স্কুলছাত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ২৬শে জুন ইংলণ্ডের নৌশক্তির প্রদর্শন হইয়াছিল।

মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে প্রপীড়িত হইলেও ভারতবর্ষ কৃতজ্ঞতাভরে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, হৃদয়ের ভক্তি ভালবাসা ভারতেশ্বরীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল। এত কষ্ট যন্ত্রণা সেই এক জুবিলী দিনে ভুলিয়া, বিষাদের চিহ্ন মুছিয়া উৎসবালোকে সজ্জিত হইয়াছিল, 'জয় মহারাণীর জয়' প্রাণ ভরিয়া গাইয়াছিল।

আদর ও আবদার।

একদা এক দেবী মানবী ধূলিধূসরিত একটী শিশুকে যত্নপূর্ব্বক কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে ধূলি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতেছিলেন—

সোনারবেনে সোনারবেনে সোনার জানে মূল।
অন্ধের দুয়ারে সোনা রাঙ্ সমতুল॥

কবিতাটী শেষ হইলে ধূলি ঝাড়া শেষ হইল। দেবী শিশুটীর আপাদ মস্তক একবার বিশেষ করিয়া দেখিলেন কোথায়ও ধূলি আছে কি না। যে খানে একটুকু সামান্য ধূলি লাগিয়াছিল তাহাও পুছিয়া ফেলিলেন। পরে শিশুটীকে দুহাতে একটুকু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আবার সস্নেহে মুখচুম্বন করিলেন। আবার কবিতাটী পড়িলেন। দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার এইরূপ করিলেন। আদর পর্ব্ব এইরূপে সমাপ্ত করিয়া একটুকু প্রীতি প্রকোপস্বরে বলিলেন "ওগো তোমাদের কেমন বিবেচনা! এমন সোনার পুতুল কি ধূলি মাখিয়া অযত্নে রাখিতে হয়! ছেলেপিলে উষাধন! (ফুল) বড় যত্নে প্রতিপালন করিতে হয়। অযত্ন করিলে মুখে ঝাঁটা মারিয়া চলিয়া যাইবে। তখন কত কাঁদিবে কিন্তু হারাধন আর পাইবে না!"

এই স্বর্গীয় ছবি প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইল দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এ ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই দেবী এখন দেব লোকে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দেবী প্রতিমা এখনও আমি সম্মুখে দেখিতেছি। শিশুর জন্য সেই স্নেহ যত্ন, শিশুর জননীর প্রতি সেই সরল অমায়িক সপ্রেম শাসন ওরূপ দেবী প্রকৃতিতেই সম্ভব।

শিশুকে আদর করা এক স্বর্গীয় ব্যাপার! তপস্যা ও পুণ্যবল না থাকিলে কেহ শিশুকে

আদর করিতে পারে না। দেবীই শিশুকে আদর করিতে জানেন। মা যখন শিশুকে আদর করেন, শিশুর কমল মুখ চুম্বন করেন তখন তিনি মানবী নন, দেবী। শিশুর আদরের জন্যই গণেশ জননীর পূজা। কেবল মা কেন, প্রতিবেশিনীরাও যখন অমায়িক ভাবে শিশুকে আদর করেন তখন সে দৃশ্য যিনি দেখেন তিনিই দেবী দর্শন করেন, পুণ্য লাভ করেন।

আদর শিশুশিক্ষার প্রথম উপায়। যে শিশু আদরে ও স্নেহে প্রতিপালিত হয় নাই তাহার স্বভাব স্বতঃই রুক্ষ হইয়া উঠে। তাহার হৃদয়ে শিক্ষা বা কোমল ভাবের উন্মেষ হয় না। শিশু শিক্ষার প্রথম স্তর হৃদয়ের শিক্ষা। এই জন্য শিশুরা মেয়েদের নিকট থাকিয়া যেরূপ সুশিক্ষিত হইতে পারে, পুরুষদের নিকট সেরূপ পারে না। স্নেহ ও আদর ভিন্ন শিশু-শিক্ষা হইতে পারে না বা ভাল হয় না। অতএব আদর করা শিশুদের শিক্ষাদানের প্রধান সাধন। আদর কেবল শিশুশিক্ষার নয় বাল্যশিক্ষারও সহায়। ছেলে মেয়েরা পরিবারের ভিতরে থাকিলে যেমন আদর পায় অন্যত্র তেমন আদর পায় না। অতএব পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া শিশু বা বালকদিগকে শিক্ষাদান করিলে উহাদের শিক্ষার অঙ্গ বৈকল্য সংঘটিত হয়।

আদর অতি পবিত্র জিনিস; উহা সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই শিক্ষার অনুকূল। আদরে কদাচও কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না। অবশ্যই আমরা ইহা স্বীকার করিব যে যিনি আদর করিতে জানেন দেশকাল পাত্রভেদে তাহার প্রকারান্তরও তিনি করিতে জানেন। স্নেহ সময়ে সময়ে মূর্ত্তান্তর পরিগ্রহ করিয়া সুশিক্ষার আনুকূল্য করিয়া থাকে। স্নেহ ও আদরে সুশিক্ষার আরম্ভ, সপ্রেম শাসনে উহার পরিপুষ্টি, এবং মিত্রতায় উহার পূর্ণতা হয়। "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ-বর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" ইহার অর্থ আমি এই বুঝি, প্রথম পাঁচ বৎসর স্নেহে ও আদরে লালন করিবে, ঐ ৫ বৎসর হৃদয়ের শিক্ষার কাল; তার পর দশ বৎসর তাড়না করিবে, উহা বিদ্যাশিক্ষার কাল এবং পুত্র ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে মিত্রব্যবহার করিবে কারণ উহা কার্য্য শিক্ষার আরম্ভ কাল। ইহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ের শিক্ষা আদরে, বিদ্যাশিক্ষা তাড়নায় এবং কার্য্য শিক্ষা মিত্রতায় হইয়া থাকে।

আদরে হৃদয় চাই, হৃদয়হীন আদর আর জলহীন সরোবর দুই সমান। লোক দেখানো আদরে বা কর্ত্তব্যানুরোধের আদরে হৃদয়ের শিক্ষা হয় না বরং বিপরীত ফল দর্শে। আমি সরল অমায়িক আত্মপর বিস্মৃত আদরের কথা বলিতেছি. উহা অমর্ত্ত্য, শিশুশিক্ষার ভিত্তি।

আদর যেমন স্বর্গীয় আবদার তেমনি নরকের আদরে হৃদয়ের উচ্ছাস দেখিয়া শিশু সুধাপান করে, আদরকারিণী জননীর বশীভূত হয়, শিক্ষার পথ মুক্ত হয়। শিশুর আবদার দেখিয়া জনক জননী বিরক্ত হন, ক্রোধ করেন, শিশু বিষ পান করে, অবাধ্য হয়। জনক জননী আবদার রক্ষা করিলে দৈত্য দানবের দ্বারপালের নিকট শিশুকে বিক্রয় করেন, আর ফিরিয়া পান না। অতএব আবদার যাহাতে জন্মিতে না পারে তৎপ্রতি প্রতিপালকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিষয়েরই সময় ও নিয়ম থাকিলে আবদার জন্মিতে পারে না। অনেকে মনে করেন অতি আদর আবদারের জন্মভূমি, অথবা আবদার অতি আদরেরই নামান্তর মাত্র। আমি এই উভয়ই অস্বীকার করিতেছি। কথায় কথায় বা সর্ব্বদাই আদর করা দূষণীয়। যাহারা নূতন ব্রতী তাহারা কখন কখন ঐরূপ করিয়া থাকেন। অথবা যাহাদের সংসারে এক মাত্র নন্দদুলাল ঘরের শোভা, তাহাদেরও ভ্রম হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত গিন্নী বা শিক্ষিত গৃহস্থ তাঁহারা জানেন ছেলেকে কখন আদর করিতে হয়, কখন তাহাকে আপন মনে বিচরণ করিতে দিতে হয়। তাহাদের নিকট ছেলে কখনও আবদেরে হইতে পারে না। প্রকৃত আদর পাইলে শিশুরা কখনও আবদেরে হইতে পারে না, বরং কখন কখন উহার অভাবই ছেলেকে আবদেরে করিয়া তোলে।

মিষ্টার গ্লাডষ্টোন।

গ্লাডষ্টোন ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ পুরুষ। গত ১৯এ মে বৃহস্পতিবার প্রাতে একোননবতিতমবর্ষে তিনি অনন্ত বিশ্রামভবনে গমন করিয়াছেন। কবি কুলেশ্বর কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে "আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্" ইত্যাদি যে সমস্ত বিশেষণে রঘুবংশের উন্নত গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেশকাল পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত করিয়া যথাসম্ভব তত্তাবৎ এই মহাপুরুষে-সুপ্রযুক্ত হইতে পারে।

তিনি ১৮০৯ সনে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা উভয়ই স্কচ্। তিনি কুলক্রমাগত স্কচ্ চিন্তাশীলতার পূর্ণাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার দত্ত বরে বা সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন করিয়া হঠাৎ বিদ্যাভূষণ হন নাই; তাঁহাকে প্রাকৃত মানব নিয়তির অনুসরণ করিয়া শৈশবে বিদ্যা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তিনি বৃটনের নবদ্বীপ অক্সফোর্ডে পাঠ সমাপন করেন এবং তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দান করিয়া প্রথম শ্রেণীর ডবল উপাধি প্রাপ্ত হন। যৌবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাদৃপ্ত পরস্পর জয়ৈষী জ্ঞানবীরদিগের মধ্যে আপনার গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া শনৈঃ পাদবিক্ষেপে সৌভাগ্য পর্ব্বতের এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন। বার্দ্ধক্যে মান গৌরবে পরাঙ্মুখ হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুগোচিত যোগে তনুত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অধরেষ্ঠ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে।

একাধারে যতগুলি সদ্‌গুণ সম্ভবপর গ্লাডষ্টোনে সে সকলের অভাব ছিল না। তিনি জ্ঞানী, বিদ্বান্, লেখক, বক্তা, সাধু, অমায়িক, নিষ্ঠাবান্ গৃহী, সুদক্ষ নেতা ও মানববন্ধু ছিলেন। তিনি বার চতুষ্টয় বিপুলা পৃথিবীর পাদব্যাপ্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসন করিয়া শাসননীতির উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য সুখ যুগপৎ সম্ভোগ করিয়াছেন। যে তিনি বৃটনের বিদ্যাবুদ্ধির রঙ্গভূমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় গভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারায় পৃথিবীকে চকিত করিতেন, যে তিনি মন্ত্রণাগৃহে উপবেশন করিয়া বিভিন্ন জাতির ভাগ্য গণনা করিতেন, অশীতিপর সেই তিনিই সন্তান-সন্ততিগণের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া বাল্যরস ভোগ করিয়াছেন। সেই তিনিই আবার ধর্ম্মপ্রসঙ্গে, ধর্ম্মপ্রবন্ধে

ধার্ম্মিকদের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অকৃত্রিম উচ্চ প্রকৃতিরই পরিচায়ক। যৌবন তাঁহার বাল-সুলভ সরলতা ও ক্রীড়া-রসজ্ঞতা, জরা তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ কার্য্যতৎপরতা, এবং প্রবীণোচিত গাভীর্য্য ও সিদ্ধান্ত অপহরণ করিতে পারে নাই। তিনি বিদ্বৎমণ্ডলীতে, রাজসদনে, অমাত্যসমাজে, পরিবার পরিজনে, বন্ধুমণ্ডলে, ধর্ম্মমন্দিরে তৃষিত হৃদয়ে তত্তৎ রস পান করিতেন। পর্য্যালোচনা করিলে অনুভূত হইবে, একমাত্র ব্যসনবর্জ্জিত সাধু-চরিত্রই তাঁহার পরিতোষবিসারিণী উন্নতির নিদান ছিল।

যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিরোভূষণ, সাম্যবাদের জননী, বসুধৈব কুটুম্বিতার সহোদরা, গরীবের মৈত্রী, নিগৃহীতের সহচরী মানব-বন্ধু গ্লাডষ্টোন আমরণ তাহার সেবা করিয়াছেন। তিনি নিরন্তর আপনাকে সাধারণ মানব সমাজেরই এক অঙ্গ মনে করিতেন। তাঁহার মন্ত্রিত্ব কালে বহুজন লর্ড, মার্কুইস্ প্রভৃতি অভিজাত পদবী লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে নিস্পৃহ হইয়া ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাপ্য "মিষ্টার" উপাধিতেই চিরসুখী ছিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর রেল গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। একদা কোন বন্ধু উহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিয়াছিলেন "চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী নাই বলিয়া।" তিনি, যে নিম্ন শ্রেণীকে লোকে ঘৃণা করে, যে দীন দরিদ্রেরা বড় লোকদের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না, তাহাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে তাহাদেরই এক জন হইয়া ভ্রমণ করিতেন। তিনি নিশ্চিতই জানিতেন যে "বড় লোক ও ছোট লোকের মধ্যে এক গাছি কেশ মাত্র অন্তর।" এই জন্যই তিনি ছোট লোকদিগকে, গরীবদিগকে, নিপীড়িতদিগকে সম্মান, আদর ও সহানুভূতি দান করিতেন, তাহাদিগকে আপনার পার্শ্বে বসাইতেন। এই জন্য আমি তাঁহাকে "মানব মিত্র" বলিতেছি। তিনি উৎপীড়িত খৃষ্টান আর্মানিয়ান্‌দিগকে সুলতানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। বিলাতের ছোট লোকদের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য, তাহাদিগের মানসিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া অন্যদের সমকক্ষ করিবার জন্য তিনি যত্নের ত্রুটী করেন নাই। আইরিসদিগের জন্য হোমরুল চেষ্টা তাঁহার মহাবীরত্বের পরিচয়স্থান! তিনি নিশ্চিতই জানিতেন যে হাউস্ অব লর্ডসে তাঁহার হোমরুল বিল কোনরূপেই গৃহীত হইবে না, এবং তদুপলক্ষে লিবারেল গবর্ণমেণ্টের পতন হইবে। তথাপি সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে, পরার্থপরতার অনুরোধে অকুতোভয়ে তিনি হোমরুল বিল উপস্থিত করিলেন। ধন্য তুমি গ্লাডষ্টোন! ধন্য তোমার ন্যায়নিষ্ঠতা! ধন্য তোমার পরহিতৈষণা! তুমি সাধু! তুমি মানব বন্ধু! তুমি পৃথিবী ভূষণ! আমরা তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা দান করিতেছি। বিংশশতাব্দী তোমারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মানব সমাজকে সুগঠিত ও উন্নত করুক।

তুমি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান করিতে পারিতে বলিয়াই ব্রাড্‌লা যখন ভগবানের নাম লইয়া প্রতিশ্রুতি করিতে অসম্মত হইলেন তখন তাঁহার পক্ষপাতী হইলে। মনুষ্য সুশিক্ষার প্রভাবে, মিতাচার ও সাধু চরিত্রতার প্রভাবে উন্নত হইতে পারে তুমি তাহারই উজ্জ্বল উদাহরণ! আমরা তোমাকে প্রণাম করি, মানব সমাজ বহুশতাব্দী পর্যন্ত তোমাকে পূজা করিবে।

এট্‌লাস্ শিক্ষা।

ভূগোল শিক্ষা এখন সকলেরই অপ্রীতিকর। শিক্ষক, ছাত্র এমন কি, শিক্ষাপ্রণালী লেখকেরা পর্য্যন্ত উহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। এই দোষকর প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া কিরূপে উৎকৃষ্টতর প্রণালী স্থাপন করা যাইতে পারে সেই দিকে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাপ্রণালীকর্ত্তারা যে প্রণালী নির্দ্দেশ করেন তাহা এই ঃ—

প্রথমতঃ আপন স্কুল ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের বিবরণ, নিকটস্থ গৃহ ও বাটীগুলির দূরত্ব জ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া উহার একখান মানচিত্র বোর্ডে বা কাগজে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে বলিয়াছেন। ভৌগলিক নামগুলি সংজ্ঞা দিয়া বুঝাইয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিষয়জ্ঞান জন্মাইয়া নাম শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। কত বড় একটী স্থানের মানচিত্র কতটুকু স্থানে হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেও বলিয়াছেন। এই সকল বিষয় শিক্ষাদান করিয়া পরে মানচিত্র শিক্ষা আরম্ভ করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন।

এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলে যে সুশিক্ষা হয় তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহাতে অধিক সময় আবশ্যক এবং শিক্ষককে উদ্ভাবনী শক্তির বিশেষ পরিচালনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে বিষয়টীকে রসাত্মক করিয়া তোলাও যে সে শিক্ষকের কার্য্য নয়। আমরা অন্য বারে এই প্রণালীর বিশেষ বিবরণ প্রদান করিব মনে করিয়াছি।

আমরা এই প্রবন্ধে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা এই—ভূগোলে পুস্তক পড়ান একেবারে উঠাইয়া দেওয়া ভাল। ছাত্রেরা কেবল মানচিত্র বা এট্‌লাস্ দেখিয়া ভূগোল শিক্ষা করিবে। প্রত্যেক ছাত্রই ভূগোল ক্রয় না করিয়া এক এক খান এট্‌লাস্ খরিদ করিবে। যাহারা পারে তাহারা বাড়ার ভাগ ভূগোলও এক এক খান ক্রয় করিতে পারে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ের ভূগোলের স্থান এট্‌লাস্ ও এট্‌লাসের স্থান ভূগোল গ্রহণ করিলে আমাদের মতে ভূগোল শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রেণীস্থ প্রত্যেকের হাতে এক এক খান এট্‌লাস্ থাকিবে। প্রথম শিক্ষার্থী ছাত্রেরা স্ব স্ব এট্‌লাস্ হইতে পৃথিবীর মানচিত্র খান খুলিয়া বসিবে। শিক্ষক মহাশয়ের হাতে কি টেবিলের উপরেও একখান এট্‌লাস্ থাকিবে। শিক্ষক মহাশয়ও ছাত্রদের ন্যায় পৃথিবীর ম্যাপ খান সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যথাক্রমে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন এবং সদুত্তর লইবেন। এই চিত্রের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দেখাও, পৃথিবীর দুটী ভাগ কেন? উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত দুটী ওরূপ কেন? জল ও স্থল, মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির বিশেষ বিশেষ নাম প্রশ্ন করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বালকেরা ভূগোলের একখান খাতা বইতে বাড়ী হইতে তাহার মর্ম্ম এইরূপে লিখিয়া আনিবে—

পৃথিবীর মানচিত্র। পৃথিবীর আকার গোল কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিক কিঞ্চিৎ চাপা। কাগজে ভাটার মত গোল বস্তু আঁকা যায়

না, দুটী বৃত্তের মত আঁকিতে হয়। পৃথিবী ভাটার মত গোল হইলেও এইজন্য কাগজে উহাকে দুই খণ্ড করিয়া দুটী বৃত্তের মত আঁকা হইয়াছে। উহার পূর্ব্বদিকের খণ্ডের নাম পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ, ও পশ্চিম দিকের খণ্ডের নাম পশ্চিম গোলার্দ্ধ, পৃথিবী জল ও স্থলময় জলভাগ স্থলভাগের তিনগুণ। উত্তর দিকে স্থল অধিক এবং দক্ষিণ দিকে জল অধিক। স্থলভাগের বড় বড় ভাগের নাম মহাদেশ, জল ভাগের বড় বড় ভাগের নাম মহাসাগর। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এই কয়েকটী মহাদেশ আছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা দুটী মহাদেশ আছে। পৃথিবীর উত্তর ভাগ উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণভাগ দক্ষিণ মহাসাগর, এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগরের একদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা।

এই সকল লিখিত হইলে শিক্ষক মহাশয় এট্‌লাস্ ও খাতা বই আবদ্ধ করিয়া বড় মানচিত্রে তত্তাবৎ আবার পরীক্ষা করিবেন। সপ্তাহকাল এইরূপে পৃথিবীর মানচিত্র লইয়া শিক্ষা দান করিবেন। যদি এক সপ্তাহে অভ্যস্ত না হয়, দুই সপ্তাহে শিক্ষাদিতে হইবে। শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীর একটী ছাত্রও যেন গণ্ডমুর্খের মত থাকিতে বা ফাকি দিয়া এড়াইতে না পারে।

এইরূপে পৃথিবীর মানচিত্র লিখা ও শিখা হইলে এসিয়ার মানচিত্র লইয়া শিক্ষক শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিবেন। পূর্ব্ববৎ ছাত্রেরা প্রত্যেকে স্ব স্ব এট্‌লাস্ হইতে এসিয়ার মানচিত্র সম্মুখে খুলিয়া বসিবে। শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া তত্তাবতের প্রকৃত উত্তর লইবেন।

এসিয়ার উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে কি কি আছে বল? এই যে স্থলভাগে এক এক রঙ্গের এক একটী স্থান দেখিতেছ উহাদের প্রত্যেকটীকে দেশ বলে। দক্ষিণদিকে মাঝামাঝি যে দেশটী দেখিতেছ উহার নাম ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের উত্তরে কোন্ দেশ, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কোন্ কোন্ দেশ? তিব্বতের উত্তরে ও তদুত্তরে কোন্ দেশ? এইরূপে নানা প্রশ্ন করিয়া সমুদয় দেশগুলির নাম লইবেন। পরে ছাত্রদিগকে বলিবেন তোমরা স্লেট লও এবং ম্যাপ দেখিয়া স্লেট এসিয়ার সীমা ও একাদিক্রমে দেশগুলির নাম লিখ। ছাত্রেরা স্লেটে সেইরূপ লিখিবে। আবার বলিবেন দেশের নাম গুলি পুছিয়া ফেল এবং উত্তর দিকে, পূর্ব্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে ও পশ্চিম দিকে কোন্ কোন্ দেশ আছে চিত্র দেখিয়া দেখিয়া তাহা সারি সারি করিয়া স্লেটে লিখ। ছাত্রেরা সেরূপ লিখিবে এবং বাড়ী হইতে পূর্ব্বোক্ত খাতা বইতে "এসিয়ার মানচিত্র" শিরোনাম লিখিয়া তাহাতে সীমা ও দেশগুলির নাম শ্রেণীমতে লিখিয়া আনিবে। পরের দিন ম্যাপে শিক্ষক ছাত্রদিগকে এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিবেন। ভালরূপে অভ্যস্ত না হইলে দুই তিন দিন একই পড়াই থাকিবে। সকলের অভ্যাস হইলে আবার এট্‌লাস্ খুলিয়া নূতন পাঠ দিবেন।

সীমা ও দেশ হইয়া গেলে দ্বীপের পাঠ আরম্ভ করিবেন। দ্বীপের পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বেই দ্বীপ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। দুএকটী দ্বীপ শিক্ষক নিজে বলিয়া দিবেন। ৫।৭টী দ্বীপের নাম ছেলেরাও করিবে। পরিশেষে শিক্ষক বলিবেন এখন তোমরা স্থির কর প্রশান্ত মহাসাগরে কি কি দ্বীপ আছে? উত্তরদিক হইতে একক্রমে এক একটী দ্বীপের নাম কর। ভারতসাগরের দ্বীপগুলির নাম বল। এক দিক হইতে উত্তর মহাসাগরের দ্বীপগুলির নাম কর। ভূমধ্যসাগরে এসিয়ার নিকটে যে যে দ্বীপ আছে তাহার নাম কর। এইরূপে দ্বীপ গুলির পাঠ সমাপ্ত হইলে শিক্ষক মহাশয় স্লেটে ছাত্রদিগকে সেগুলি লিখিতে বলিবেন। ছাত্রেরা এক এক মহাসাগরের নাম লিখিয়া এক ক্রমে দ্বীপ গুলির নাম লিখিবে। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে—কিউরাইলপুঞ্জ, জাপান ইত্যাদি। একক্রমে লেখা সমাপ্ত হইলে শিক্ষক মহাশয় সময় থাকিলে সেদিন কি সময় না থাকিলে অন্যদিন অন্যপর্য্যায়ক্রমে আবার দ্বীপগুলি লিখাইবেন। পরদিন বাড়ী হইতে পূর্ব্বোক্ত খাতায় "দ্বীপ" শিরোনাম দিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে ছাত্রেরা দ্বীপগুলি লিখিয়া আনিবে। পরদিন শিক্ষক মহাশয় বড় মানচিত্রে দ্বীপগুলির পরীক্ষা লইবেন।

দ্বীপগুলি সুচারুরূপে অভ্যস্ত হইলে সাগর ও উপসাগর বিষয়ে পাঠ আরম্ভ করিবেন। দ্বীপের ন্যায় এক এক মহাসাগরের অন্তর্গত যে যে সাগর উপসাগর আছে ম্যাপ দেখিয়া ছাত্রেরা যথাক্রমে সেগুলির নাম একে একে বলিবে। বলা সমাপ্ত হইলে ছাত্রেরা স্লেটে তত্তাবৎ লিখিয়া দেখাইবে। দু তিন দিন এই রূপ জিজ্ঞাসা করিয়া ও লিখাইয়া পরে বাড়ী হইতে খাতা বই খানিতে দ্বীপের পরে "সাগর উপসাগর" শিরোনাম দিয়া সেগুলি লিখিয়া আনিতে বলিবেন। পরদিন বড় ম্যাপে সে গুলির পরীক্ষা করিবেন।

এই প্রণালীক্রমে পর্ব্বত, নদী, অন্তরীপ, যোজক, প্রণালী, হ্রদের বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া প্রত্যেক দেশের সীমা রাজধানী ও নগর বিষয়েও ঐ প্রকার পাঠ দান করিবেন, খাতাতে লেখাইয়া লইবেন এবং বড় মানচিত্রে পরীক্ষা করিবেন। প্রত্যেক ছাত্র এইরূপে এক এক খান ভূগোল লিখিবে।

এইরূপে একটী মহাদেশের সাধারণ ভূগোল একরূপ সমাপ্ত করিয়া মানচিত্র দেখিয়া পরিশিষ্ট লিখিতে বলিবেন। পরিশিষ্টে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাহিনী নদীগুলির একক্রমে নাম থাকিবে। আবার হিমালয় ও আল্‌টাই প্রভৃতি এক একটী পর্ব্বত হইতে কোন কোন নদী উৎপন্ন হইয়াছে তাহার তালিকা থাকিবে। স্কেল দিয়া কিরূপে মাপ লইতে হয় তাহা শিক্ষা দিবেন। এবং পরে একাদিক্রমে দেশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, নদীর দৈর্ঘ্য, পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি মাপিয়া লিখিয়া আনিবে।

এসিয়ার পরে ইউরোপ, পরে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এবং পরে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় শিখাইবেন।

সর্ব্বশেষে একটী পরিশিষ্টে কয়েকটী বড় বড় দেশ বড় বড় নদী, পর্ব্বত, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ লিখিতে বলিবেন। ছেলেরা স্কেল দিয়া মাপিয়া বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে। শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের বই দেখিয়া তত্তাবৎ সংশোধন করিয়া দিবেন এবং মধ্যে মধ্যে ভূগোলের বই লইয়া স্ব স্ব লিখিত বইর সঙ্গে মিলাইয়া লইতে বলিবেন।

বস্তুতঃ ছেলেরা এট্‌লাস্ দেখিয়া এক এক খান ভূগোল লিখিবে এবং সময়ে সময়ে

অন্যের রচিত, বইর সঙ্গে তাহা মিলাইয়া পরীক্ষা করিবে। ভূগোলের বই কেবল স্বরচিত ভূগোলের পরীক্ষার্থ ব্যবহার করিবে। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে আর ভূগোল পড়িবে না।

শিক্ষক মহাশয় মধ্যে মধ্যে ছেলেদের হাতে এট্‌লাস্ দিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এবং এরূপ প্রশ্ন করিবেন যেন ছেলেরা এট্‌লাসের ব্যবহার করিয়া সে সকলের উত্তর দিতে পারে। আমরা মনে করি বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষা দানের এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে সুফল ফলিবে। ভূগোল শিখিতে বর্ত্তমান অরুচির পরিবর্ত্তে আগ্রহ জন্মিবে। এই প্রথায় চক্ষু, বুদ্ধি, শৃঙ্খলা প্রভৃতির পরিচালনা ও তৃপ্তি হয় বলিয়া ইহাকে আমরা উৎকৃষ্টতর প্রণালী মনে করি। মানচিত্র দেখিয়া বালকদের মনে আনন্দ হয়, নূতন নূতন স্থান বাহির করিতে উৎসাহ জন্মে এবং ক্রম অবলম্বনে শৃঙ্খলা ও বুদ্ধির চরিতার্থতা হয়। নিজেরাই বই লিখিতেছে বলিয়া একটুকু আত্মগৌরব জন্মে। শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ সহজেই উপস্থিত হয়। আশা করি, শিক্ষকগণ এই প্রণালীতে ভূগোল শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

চীন-পরাচীনপরতার পরিণাম।

"হুনুরে চীন" বলিয়া চীনের নাম অতি পুরাকাল হইতে এদেশে চলিত। কেবল বাঙ্গালা ভাষার সময়ে নয়, সংস্কতের সময়েও চীন ভারতে উদাহৃত হইত। কালিদাস "চীনাংশুকমিব কেতোঃ" বলিয়া চীন বস্ত্রের সূক্ষ্মতার পরিচয় দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনের শিল্পদ্রব্য এদেশে আমদানী হইত। চীন সূক্ষ্ম শিল্পের জন্য চিরদিনই ভারতে প্রতিষ্ঠাভাজন। প্রথমে চীন হইতে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র আমদানী হইত তাহাই চীনাংশুক বলিয়া আখ্যাত হইত এবং উত্তরকালে সূক্ষ্মবস্ত্র মাত্রই সে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। চীনদেশীয়েরা বহুকাল হইতে রেশমী বস্ত্র বয়ন করিয়া আসিতেছে। বর্ম্মনেরা সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট হইতেই সেবিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছে। এই রেশমী বস্ত্রের ভারতে বড় আদর ছিল। তাহাই "চীনাংশুক" বলিয়া সম্ভবতঃ কথিত হইত।

কেবল সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য নয় কল কৌশলেও চীন তদানীন্তন এসিয়ায় অদ্বিতীয় ছিল। কেবল এসিয়ায় বলিলেও সত্য বলা হয় না; যখন বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার জনক রোমে সভ্যতার বীজ উপ্ত হয় নাই তখন ও চীন তদানীন্তন পৃথিবীর মধ্যাকাশে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় জ্যোতিঃ দান করিত। এই কল কৌশলের উন্নতির জন্যই চীন "হুনুরে চীন" খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। চীন নাম ভারতবাসীরাই প্রথম প্রদান করিয়াছে এবং ভারত হইতেই সে নাম ইউরোপময়, পৃথিবীময় হইয়াছে। চীনবাসীরা আপন ভাষায় স্বদেশের যে নাম বলে তাহার অর্থ "মধ্যদেশ" বা "মহাপবিত্র বংশের রাজ্য"। পুরাতন বাইবেলে "ছিলিম দেশ" বলিয়া চীনের নাম আছে। চীনরাজ্য আজকালের নয়, চীনের ইতিহাসে খৃষ্টের ২৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনের বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা ৩০ কোটীরও অধিক। এই জনতাময় মহারাজ্য বহু বিষয়ে অদ্বিতীয় হইয়াও এখন নিয়তির চক্রে নিষ্পেষিত হইতেছে। এখন আর সে চীন নাই, চীন এখন অচীন হইয়া "তে হি নো দিবসা গতাঃ" বলিয়া সমুদয় পুরাতন পতিত জাতির সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

চীনের এই দুর্গতি কেন হইল? ইহা অকারণ বা আকস্মিক নহে।

পৃথিবী বহু শত বৎসর পরাচীনবাদিনী ছিল। কেবল পুরাতনেরই প্রশংসা গীত গান করিত, সে গান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইত। ইউরোপ সে গান শুনিতে শুনিতে বধির হইয়া "আর ভাল লাগে না" বলিয়া নূতনের পক্ষপাতী হইল। তামস যুগের অন্ত হইল, লুথরের আবির্ভাব হইল, পোপের প্রাধান্য খর্ব্ব হইল—পৌরহিত্যের ঘোর প্রতিবাদ হইল। পুরাতনের শত্রুবংশ দলে দলে উৎপন্ন হইল। ইউরোপ জাগিল, প্রাচীনপরতার ঘোর নিগড় ফেলিয়া দিল, নব জীবন, নব বিজ্ঞান, নব সাহিত্যের প্রবর্ত্তনা হইল; ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায় নবভাব জাগরিত হইল। আর জাগিল যাহারা ইউরোপের ছায়াতলে আসিয়া দাঁড়াইল। জাপান পাশ্চত্য সভ্যতালোকে পরাচীনপরতার বন্ধন-চ্ছেদ করিয়া উঠিল। ইংরেজ জাতির সহবাসে ভারত ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল। সভ্য জগতে জাগিল না চীন; চীন সেই পরাচীনপরতার সুদৃঢ় নিগড় লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চীন জাগ্রত না নিদ্রিত, জীবিত না মৃত, নেত্র মুদ্রিত না উন্মীলিত, বহুকাল পর্য্যন্ত কেহই তাহা টের পাইল না। পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া সকলেই মনে করিল জাগ্রত, ভয়ে কেহ নিকট ঘেষিল না। ১৮৪০ সনে ইংরেজেরা এই নিদ্রিত জাতিকে তোপের বজ্রধ্বনিতে "জাগো, জাগো," বলিয়া একবার ডাকিলেন, চীন পাশ ফিরাইয়া আবার ঘুমাইল। ১৮৫৭ ও ১৮৬০ সনে ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সে অভিনয় হইল, চীনের চৈতন্য হইল না। চীনের চৈতন্য হইল না; কিন্তু পরাচীনপরতার চরমোৎকর্ষ হইল। পরাচীনপরতার প্রভাবে চীন ঝাঝরার ন্যায় শতছিদ্র সমন্বিত হইয়াছিল; সে অসারতা সহসা কেহ বুঝিতে পারিল না। জাপান চীনের প্রতিবেশী, রাত দিন যাতায়াত, চীনের কিছুই জাপানের চক্ষুর অগোচর ছিল না। জাপান বুঝিতে পারিল, চীন কেবল নিদ্রিত নয়—মৃত! জাপান প্রতিবেশী হইলেও উহা দেখিতে পাইত না, যদি পরাচীনপরতার অযুত বৎসরের সঞ্চিত আবরণ তাহার চক্ষু হইতে অপসারিত না হইত। জাপান নূতনের পক্ষপাতী হইল, চক্ষু ফুটিল, চীনের ছিদ্রপুঞ্জ দেখিতে পাইল। জাপান ছিদ্রপথে চীনে প্রবেশ করিল, চীনকে নাস্তানাবুদ্ করিল। চীনের গৌরব-প্রতিমা প্রশান্ত মহাসাগরের অতলস্পর্শগভীর জলে নিমগ্ন হইল, চীনের পরাচীনপরতার ফল ফলিল। পৃথিবী "হরিবোল হরি" বলিয়া চীনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিল! মরা গরুর উপর যেমন খাদ্যান্বেষী গগনবিহারী শকুনিপালের চক্ষু পড়ে, সেই রূপ চীনের উপর ইউরোপীয় পরাক্রান্ত রাজশক্তিনিচয়ের দৃষ্টি পতিত হইল কেবল তাহা নহে, সকলে আসিয়া মৃতদেহ ঘেরিয়া বসিলেন, কেবল তাহাও নহে, রক্ত মাংস পান ভোজন করিলেন।

পরাচীনপরতার মহা দোষ যে, উহা চক্ষু

থাকিতেও অন্ধ! ক্রমে যে ক্ষয় পাইতেছে উহা তাহার লক্ষ্য হয় না। প্রকৃতির নিয়ম বল বা বিধাতার বিধান বল কেহই নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। নিশ্চলত্বের অপর নাম জড়ত্ব বা মৃত্যু। হয় অগ্রসর হও, না হয় মৃত্যুর কবলে অন্তর্হিত হইয়া যাও! হয় অগ্রগতি, না হয় পশ্চাদ্গতি; গতিই জগতের নিয়তি, জগতে স্থিতি নাই। চীন এই নিয়তির প্রভাবে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পশ্চাদ্গত হইল। চীনের এই পরাচীনপরতার পরিণাম অহিফেণে দেহ হত্যায় পরিণত ও প্রকাশিত হইল!

একদা কোন আশালতার বালক সভার বার্ষিক অধিবেশনে বালক বৃন্দের মুখে শুনিয়াছিলাম;—

"অহিফেণ অহিফেণ বিষম গরল।
চীনের দুর্গতি তার অভিনয় স্থল॥
খাব না ছোব না তাহা দিব না কাহায়।
যাবৎ বাঁচিব মোরা এই বসুধায়॥

সে হতে আজ প্রায় বিশ বৎসর চলিয়া গেল। এই বিশ বৎসরে কালধর্ম্মে চীনের দুর্গতির ঘনঘটা ঘন হইতে ঘনতর হইল! চীনের "স্বর্গরাজ্য" পাতালে প্রবেশ করিল। চীনের গৌরব-রবি অস্তাচলের অপরদিকে উপস্থিত হইল। আবার কবে উদিত হইবে, কিরূপে উদিত হইবে, সে ভবিষ্য পুরাণ এখনও রচিত হয় নাই। কিন্তু চীনের উন্নতি-জ্যামিতির সামান্যকথন প্রস্তুত হইয়াছে, উহা এখন নয়, বহুপূর্ব্বে, বহুজাতির পতন উত্থানে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এই—"পরাচীন-পরতা পরিত্যাগ কর, অহিফেণালস নেত্রযুগল উন্মীলিত কর, নববিজ্ঞানালোকে জাগরিত হও, বাতগর্ভ অভিমান দূর কর, যাহা দেখ নাই দেখিতে পাইবে, যাহা শুন নাই শুনিতে পাইবে। আর সে চীন থাকিবে না, নব পৃথিবীতে নূতন চীন হইবে।"

হস্তলিপি।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পত্র লেখাই সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার চরম সীমা ছিল। শিশুকালে পরিহাস কথায় শুনিয়াছি, কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ পত্র পড়িতে "ঘট কচু ডামণিকে পাঠাইয়া দিবে" পড়িয়াছিল। বাড়ীর লোক ঘটও বুঝিল, কচুও বুঝিল, কিন্তু আকাশ পাতাল ভাবিয়াও ডামণির অর্থ স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে একজন মুহুরী পত্রখান নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "ওগো, এত ঘট কচু ডামণি নয়, এ যে ঘটকচূড়ামণি।" শুনিয়া স্কুলের প্রাণে জল আসিল, মাথা ঠাণ্ডা হইল। দেওশালীদের পত্র পাঠ বিষয়েও এইরূপ নানা গল্প প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ সেই সেই কালে পত্র পাঠ করা এক বিষম ব্যাপার ছিল।

পূর্ব্বে খুব জড়াইয়া লেখা এবং পেঁচানো লেখা পাঠ করা মুচ্ছুদ্দিগিরির চূড়ান্ত ছিল। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে হস্তলিপির আদর্শ বিষয়ে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখার দিকে লোকের রুচি আকৃষ্ট হইয়াছে। হাতে তেমন পরিষ্কার লেখা হয় না বলিয়া "টাইপ রাইটার" বা বর্ণ লেখক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারী বড় বড় আফিসে, বড় বড় কারবারীদের দোকানে এখন সেই যন্ত্রের সাহায্যেই পত্রাদি লিখিত হয়। মুদ্রাযন্ত্র, লিথোগ্রাফ, টাইপ রাইটার প্রভৃতি আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিপির এলাকা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও কোন কালে হস্তাক্ষর একেবারে উঠিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিতে পারি না। সত্য হইলেও তাহা কল্পান্তরের কথা।

পূর্ব্বকালে কেবল হস্তই লেখার যন্ত্র ছিল। পাঠার্থীকে সকল বই হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত। কাজেই যে লেখক যত দ্রুত লিখিতে পারিতেন তিনিই তত প্রশংসাভাজন হইতেন। এই কারণে লেখকেরা পাঠকদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন এবং পাঠকেরাও অকাতরে তাহা সহ্য করিতেন। বিজ্ঞান লিপিকরের কার্য্য স্বল্পাদপি স্বল্প করিয়াছে, এখন লিপিকরের সেরূপ অত্যাচার পাঠক কেন সহ্য করিবে? পূর্ব্বে লিপিকরেরা পাঠকের পরীক্ষক ছিলেন এখন পাঠকেরা লিপিকরের পরীক্ষক। পূর্ব্বে যদি কেহ পড়িতে না পারিত মূর্খ হইত, এখন যদি কাহারও লেখা পড়িতে না পারা যায় তাহার লেখা খারাপ বলিয়া সকলে নিন্দা করে। কাজেই পাঠকের সুখ-বোধ্য করিয়া লেখা এখন লিপিকরের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

শিক্ষার বিষয় এখন এত বাড়িয়াছে যে পূর্ব্বের ন্যায় লিপি-নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে সুদীর্ঘ সময় প্রদানের অবসর নাই। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে বোধগম্য করিয়া লিখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। লেখা সুন্দর করা এক কথা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আর এক কথা। সুন্দর করা চিত্র বিদ্যার অন্তর্গত। আমার মনে হয় কালধর্ম্ম অনুসারে সে অংশ বাদ দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। লেখা সুন্দর করিবার জন্য "মোস্ক" না করিয়া লিখিতে লিখিতে অক্ষর যেরূপ দাঁড়ায় তাহাই হস্তলিপির সীমা নির্দ্দেশ করিলে ক্ষতি নাই। তা বলিয়া বিদ্যালয়ের বালকেরা যে প্রতিদিন বাড়ী হইতে হস্তলিপি লিখিয়া আনে আমি তাহার প্রতিষেধ করিতেছি না। প্রত্যুত তাহা ভাল বলিতেছি। তবে হস্তলিপি সুন্দর করিবার জন্য বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিশেষতঃ শিক্ষার এত ছড়াছড়ির মধ্যে কোন বিষয়ে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করিলে সমস্ত শিক্ষারই ব্যাঘাত হয়। টাইপ রাইটারের প্রচারে একরূপ কেরাণীগিরি ব্যবসায় উঠিয়া গেল। কাজেই তৎসঙ্গে সঙ্গে সুলেখারও মাহাত্ম্য হ্রাস পাইল বলা যাইতে পারে।

এখন বিচিত্র লেখা ছাড়িয়া দিয়া লেখা কিরূপে সুবোধ্য হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

লিখিতে কাগজ, কলম, কালী তিনটী জিনিসের আবশ্যক। তিনটীই ভাল না হইলে লেখা ভাল হইতে পারে না। অতি পুরাতন ও পাতলা কাগজ ভাল নয়; উহাতে লিখিলে নানা কারণে অক্ষর খারাপ হয়। দু পৃষ্ঠা লেখা যাইতে পারে এমন সাদা কাগজই সচরাচর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লিখিবার জন্য কাল বা ব্লুব্লাক কালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জলা কালীতে লিখিলে লেখা অস্পষ্ট এবং পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়। আজ কাল ষ্টীল পেনেরই ভূরি ব্যবহার। আমরা নানাদিক দেখিয়া ষ্টীল পেনেরই পক্ষপাতী। খাগের কলম ও পেন কলমের প্রচার ক্রমেই বিরল হইতেছে। প্রথম

শিক্ষার্থীর পক্ষে বাঁশের কলমই উৎকৃষ্ট লেখনী। কারণ অজ্ঞতানিবন্ধন অধিক জোর দেওয়ায় অন্য কোন কলমই স্থায়ী হয় না। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা জন্মিলে অযথা বল প্রয়োগ চলিয়া যায় তখন ষ্টীল পেন ব্যবহার করা ভাল। প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে কাগজ কিরূপে ধরিবে, কলম কিরূপে ধরিবে, কালী কিরূপে তুলিবে ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষাদান করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে কোন কুঅভ্যাস থাকিলে তৎশোধন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

কলম ধরা বিষয়ে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(১) কলমের গোড়ায় ধরিবে না। উহাতে লেখনীতে অধিক বল পড়িবে, কলম ভাঙ্গিবে বা খারাপ হইবে, কাগজ ফুড়িবে, হাতে কালী লাগিবে, তাড়াতাড়ি লিখিতে পারিবে না, স্থানে স্থানে অধিক কালী পড়িয়া লেখা বিশ্রী করিবে।

২। অধিক উপরেও ধরিবে না, তাহা হইলে ভালরূপে কালী পড়িবে না। ষ্টীল পেন হইলে ধাতু ফলকের উপরে ধরিলেই হয়। আর অন্যান্য কলমেরও তৎপরিমাণ উর্দ্ধে ধরিলে চলে।

৩। খারাপ কলম দিয়া লিখিবে না। কেহ কেহ কলমের অভাব হইলে সামান্য তৃণখণ্ড দ্বারা লেখার কাজ সারিয়া থাকেন। আমরা এরূপ দক্ষতার পক্ষপাতী নহি। উহাতে তাহার বিদ্যার প্রতি অযত্নই প্রকাশ পায়।

প্রত্যেক লেখাভিজ্ঞের ঘরেই কাগজ, কলম, ও কালীপূর্ণ দোয়াত থাকা দরকার। এবং উহার যথানির্দ্দিষ্ট স্থান থাকাও আবশ্যক।

কালী অতি গাঢ় বা অতি পাতলা হইবে না। যেরূপ হইলে লেখা স্পষ্ট হয় ও তাড়াতাড়ি লেখা যায় সেই কালীই ভাল। পূর্ব্বে দোয়াতে নেকড়া দেওয়া হইত, সেই জন্য দোয়াত উলটিয়া পড়িলেও প্রায় কালী পড়িত না। কিন্তু সে প্রথা অতীত-প্রায়, এখন সহজেই দোয়াত হইতে কালী পড়িয়া যাইতে পারে। যাহারা প্রথম ব্রতী তাহাদের দোয়াতে অল্প অল্প নেকড়া দেওয়ার ব্যবস্থা মন্দ নয়; কিন্তু ওরূপ দোয়াতে ষ্টীল পেন দিয়া লিখিবার সুবিধা হয় না। একরূপ কাচের দোয়াত হইয়াছে যে উল্‌টাইয়া পড়িলেও তাহা হইতে কালী পড়ে না, সেরূপ দোয়াতেরই এখন প্রচুর ব্যবহার।

মুদ্রিত পুস্তকই হস্তলিপির আদর্শ। নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে হস্তলিপি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে পারে।

১। প্রত্যেক পংক্তি এক রেখায় ও সমান সমান অন্তরে হইবে।

২। একটুকু একটুকু ফাক দিয়া প্রত্যেকটী শব্দ লিখিতে হইবে। প্রত্যেকটী ফাক সমান হইবে।

৩। বর্ণগুলি সমান আয়তনের হইবে।

৪। প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা হইবে।

৫। প্রতি ছত্তরের শেষ শব্দটীর শেষাংশ অন্য পংক্তিতে আনিতে ছত্তরের অন্তরে এই - চিহ্ন দিতে হইবে।

৬। প্রত্যেক প্যারা আরম্ভ করিতে প্রথম শব্দটী একটুকু দক্ষিণে সরাইয়া লিখিতে হইবে।

৭। অতি দ্রুত বা অতি শিথিল ভাবে লিখিবে না।

৮। লিখিবার কালে প্রত্যেকটী অক্ষরের প্রতি মনোযোগ রাখিবে।

৯। অনেক বালক স্কুলে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হস্তলিপি লিখিতে বসে এবং যাহা হয় একটা লিখিয়া লইয়া যায়। এরূপ রীতি সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

১০। প্রতিদিন বইর একস্থান হইতে লিখিয়া আনিবে না।

১১। শিক্ষক কি অভিভাবক বিশেষ মনোযোগ দিয়া হস্তলিপি শোধন করিয়া দিবেন। অনেক শিক্ষক হস্তলিপির বইতে দস্তখত করিয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করেন। ছাত্রেরাও শিক্ষকের রাশি বুঝিয়া হস্তলিপির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে।

১২। হস্তলিপি লেখা ৫।৭ পংক্তি হইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু ঠিক বিধিমত লিখিত হইবে। একবার কুঅভ্যাস জন্মিলে তাহা দূর করা বড়ই কঠিন।

শিক্ষার অসম্পূর্ণতা।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে দেখা যায় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। যে গ্রামে দশ জন ভদ্রলোকের বাস সেই গ্রামেই একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা কখনও লেখাপড়ার কোন আবশ্যকতা স্বীকার করিত না, তাহাদের সন্তান সন্ততিরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইতেছে। মোটের উপর ইহা দেশের অতি শুভ লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু একটু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে এই গত পঁচিশ বৎসরে বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে শিক্ষিতগণের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। অপরিচ্ছন্ন দেহ অত্যুৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় আচ্ছাদিত করিলে যেমন লোক সুশ্রী হয় না, বহুবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ধার্ম্মিক জনোচিত বেশ ভূষা করিলেই যেমন লোক ধার্ম্মিক হয় না, তদ্রূপ বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিলেও লোক শিক্ষিত হয় না। ব্যাধিগ্রস্ত স্থূলাকার ব্যক্তিকে যেমন অনেক সময় সুস্থকায় বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গিতে অনেক সময় অশিক্ষিতকে শিক্ষিত বলিয়া ভ্রমোৎপাদন হইয়া থাকে। এই সংসারে ঈদৃশ শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্ররূপ কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে গেলেই তাঁহাদের শিক্ষার সীমা বাহির হইয়া পড়ে। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহারা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কি বলিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তাঁহাদের জন্মে নাই। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না। তিনি যাহা বলেন বা করেন তাহা পূর্ব্বেই যুক্তি ও বিচার দ্বারা ঠিক করিয়া লন। এইরূপ যুক্তি ও বিচার কালে তাঁহাকে দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। বিষয় অবধারিত করিয়া যখন

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কর্ত্তব্য জ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সকলকে পদানত করিয়া তিনি দণ্ডায়মান থাকেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞান বিশুদ্ধ, বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান অবধারিত। অশিক্ষিত ব্যক্তির কখনই তদ্রূপ হয় না। এইজন্যই শিক্ষিত নামধেয় মহোদয়গণ এখন এক রকম বলিতেছেন, আজ এক পথ অনুসরণ করিতেছেন, কাল অন্য কথা বলিতেছেন, পথান্তর গ্রহণ করিতেছেন। আজ যাহা দেশ হিতকর বলিয়া লোককে শিক্ষা দিতেছেন, কাল তাহা দেশের মহা অনিষ্টকর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ—এতই অসম্পূর্ণ যে তদ্দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি জন্মে না। এরূপ কেন হইল? একথার উত্তর এই যে, এদেশে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইতে দেখা যায় যে কতকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই বর্ত্তমান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য অনেকটা গৌণ। এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহার উপযোগিতার বিচার না করিয়া কেবল তত্তৎবিষয়গুলি ছাত্রদিগকে কণ্ঠস্থ করাইয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উপযুক্ত করিয়া দেন। এরূপ করা যে শিক্ষকদিগের দোষ তাহা আমরা স্বীকার করি না। কারণ তাঁহারা বিশেষ কতকগুলি প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে বাধ্য। তবে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী যে দোষজনক তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয় যে অনেক গণ্য মান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখনও বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী সদোষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা যত দোষ দেখেন বর্ত্তমান শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হতভাগ্য ছাত্রগণের! কিন্তু তাঁহারা একটী বারও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, তাঁহারা যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তদনুসারে শিক্ষিত হইলে, ছাত্রেরা এখন যেরূপ শিক্ষিত ও চরিত্রান্বিত হইতেছে তাহা ভিন্ন অন্যরূপ কখনই হইতে পারে না। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী যে কেবল নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা সমূহেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে। ইহার অপ্রতিহত ক্ষীণ প্রবাহ পাঠশালা-নির্ঝরিণী হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া প্রচণ্ড বেগে উচ্চশ্রেণীর স্কুল কলেজে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নশ্রেণীর পাঠশালায় যে শিক্ষার বীজ বপন করা হয়, উচ্চশ্রেণীর স্কুল কলেজে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখায় বিবিধ পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া, সংসারে যাইয়া ফল প্রসব করে। কাজেই দেখা যাইতেছে নিম্নশ্রেণীর পাঠশালা হইতে উচ্চশ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক হইলে আমূল সংস্কার করা আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রণালীর সংস্কার করিয়া এরূপ এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে বর্ত্তমান প্রণালীর দোষ গুলি প্রবেশ করিতে না পারে। তখন দেখিতে পাইব সুশিক্ষার স্নিগ্ধ বিমল জ্যোতিতে এই হতভাগ্য অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দেশের লোকও কেমন শনৈঃ শনৈঃ অন্যান্য লোকদিগের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, তখন

দেখিতে পাইব যে তাহারা আর এখনকার মত ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন বা অন্তঃসারশূন্য হইতেছে না। সুশিক্ষা প্রদত্ত হইলে ভারতবাসীমাত্রই আবার পূর্ব্বের ন্যায় পিতামাতা গুরুজন প্রভৃতির প্রতি ভক্তিমান হইবে, স্বদেশজাতদ্রব্যসমূহে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না, স্বদেশীয়দিগের রীতি নীতিকে বর্ব্বর জনোচিত কুসংস্কার বলিয়া আর ঘৃণা করিবে না। তখন সকলে সৎশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া সৎপথে চলিতে শিক্ষা করিবে। কুশিক্ষার ভ্রান্তপথে আর বিচরণ করিবে না। তখন সকলে বুঝিতে পারিবে যে আমাদের প্রত্যেকেরই অপরের সহিত, সমাজের সহিত, দেশের সহিত এমন এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে যে একটী ছিন্ন করিলে কোনটীই আর থাকে না।

ভুল ভ্রান্তি।

বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বিম্‌স্ সাহেব বলেন উড়িষ্যার অক্ষর গঠনে উক্ত দেশসুলভ তালপত্রসমূহ বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছে, তিনি একটী সপত্র তালতরুর ছবি স্বীয় পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, উড়িয়াগণ সর্ব্বদা সেইরূপ গোলাকৃতি কুঞ্চিতাগ্র তালপত্র দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ তালপত্রে লৌহসূচির অগ্রভাগে পুস্তকাদি লিখিতেন, সুতরাং তালপত্রের ভাঁব তাঁহাদের মনে এইরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদের অক্ষরগুলিও তালপত্রের ন্যায় কুঞ্চিতাগ্র গোলাকৃতি ছন্দ ধারণ করিয়াছে।" আমরা জন বিম্‌স্ সাহেব কৃত Comparative Grammar vol 1 এর ৬৫ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন কথা নাই। তাহাতে যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্মার্থ এই;—"তালপত্রের আঁশ লম্বালম্বি বলিয়া লৌহ লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ দ্বারা দেবনাগরীর মত মাত্রা টানিলে তালপত্র ছিন্ন হইবে বলিয়া মাত্রা কুঞ্চিত করিয়া টানা হয়। দক্ষিণ হস্তে লেখনী বাম হস্তে পত্র এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি তদুপরি বক্রভাবে থাকিয়া অবলম্বের কাজ করে বলিয়া বর্ণগুলি সহজেই কুঞ্চিত হইয়া আইসে।" আমাদের বোধ হয় কেবল লৌহ লেখনীর জন্যই উড়িয়া বর্ণমালা কুঞ্চিত হইয়াছে। যাহা হউক রিম্‌স্ সাহেবের কথা এই—

"Now, it is evident that if the long, straight horizontal Mátrá, or top line of the Devanagari alphabet, were used the style in forming it would split the leaf, because, being a palm, it has a longitudinal fibre going from the stalk to the point. Moreover, the style being held in the right hand and the leaf in the left, the thumb of the left hand serves as a fulcrum on which the style moves, and thus naturally imparts a circular form to the letters.

উষ্ণমান ও তাপমান—বাবু অক্ষয়কুমার

দত্তের অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গলা বিজ্ঞান-কর্ত্তারা সকলেই থার্ম্মমিটারের অনুবাদ তাপমান করিয়াছেন। কিন্তু সরল প্রাকৃত দর্শনের রচয়িতা বাবু কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাপমানের পরিবর্ত্তে উষ্ণমান নামের প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দের যোগ্যতা বিচার করিয়া উষ্ণমান শব্দটী সুপ্রযুক্ত হইলেও তাপমান শব্দটী আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে এত প্রচলিত হইয়াছে যে এখন উহার পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য। আমাদের মতে সুদীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত এরূপ শব্দ একটুকু অপ্রযুক্ত বা অবাচক হইলেও পরবর্ত্তীদের তদনুসরণ করাই ভাল। নচেৎ পাঠার্থীদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। আবার বিজ্ঞান প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দের এরূপ পরিবর্ত্তনে বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে কাটাকাটি হয়। যে সকল শব্দের অর্থ পরিভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেরূপ প্রচলিত শব্দ সুপ্রযুক্ত না হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেব আদেশ করিয়াছেন নিম্নপ্রাইমেরী পরীক্ষায় বালিকারা নূতনপাঠের পরিবর্ত্তে বোধোদয় পড়িতে পারিবে।

মধ্যছাত্রবৃত্তি ও উচ্চপ্রাইমেরী পরীক্ষা আগামী ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার আরম্ভ হইবে।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ১৮৯৯ সনের প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষার মডারেটর অর্থাৎ প্রশ্ন সংশোধক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এচ্ এম্ পার্সিভেল, এট্রেন্সের ইতিহাসের; ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিতের; মিঃ জে, ই, গিলিলাণ্ড প্রাকৃত বিজ্ঞানের; অনারেবেল বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী সাহিত্যের।

ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সার্ আলফ্রেড ক্রফ্‌ট সাহেবের স্মৃতিফণ্ডে ৪হাজার ১শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। উহা দ্বারা তাঁহার একটী বাষ্ট (অর্দ্ধমূর্ত্তি) নির্ম্মিত হইবে।

পূর্ব্বে এট্রেন্স পরীক্ষার্থীদের বয়স ভর্ত্তি বই বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট হইতে হিসাব করিয়া লিখিবার নিয়ম ছিল; কিন্তু এখন নিয়ম হইয়াছে যে প্রধান শিক্ষককে স্বীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বয়স লিখিতে হইবে।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সর্ জন্, ম্যাকলিন সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্‌সালার হইয়াছেন।

অঞ্জলি।

মাসিক পত্রিকা।

১ম বর্ষ। | আষাঢ়, ১৩০৫। জুলাই, ১৮৯৮। | ৩য় সংখ্যা।

নানা কথা।

পোষ্য গ্রহণ—আমাদের দেশের ন্যায় ইউরোপেও পোষ্য গ্রহণের নিয়ম আছে, তবে প্রথা অন্যরূপ। মুমূর্ষু উইল করিয়া কাহাকে আত্মসম্পত্তি ও আপন নামের উত্তরাধিকারী করিয়া যান; মনোনীত ব্যক্তি ত্যজ্য সম্পত্তির সহিত ধনীর নামও গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ পিঙ্গল পেটিসন নামে এক রমণীর উইল অনুসারে সম্প্রতি এডিনবরার প্রফেসার এড্রু হেথ্ ৭ হাজার ৪ শত পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ ও হেথ্ পিঙ্গল পেটিসন নাম গ্রহণ করিবেন।

সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট—তত্রত্য ছাত্রদের আহার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র যে আহার্য্য গ্রহণ করে তাহাতে মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি পায় না। অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে অনশন থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলি দুর্ব্বল দেহ জ্ঞানী লোক প্রস্তুত করিতেছে। এইরূপ জ্ঞানী ও নীতিমান লোক দ্বারা ভাল অপেক্ষা মন্দই অনেক হইয়া থাকে।" আমাদের ধারণা ছিল আমাদের দেশেই ছাত্রদের আহারের দুরবস্থা। আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও যে আহার্য্যদুর্গতি আছে মনে করি নাই। কিন্তু উহাও যে আমাদের দেশের রাজভোগ তাহাতে সন্দেহ নাই।

নগর ও বন—মানুষের বুদ্ধিকৌশল এবং শিল্পনৈপুণ্য নগরের সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য যতই কেন মনকে আকর্ষণ করুক্ না তাহার ভিতরে কোমলতা মধুরতা কিছুই থাকে না। স্রষ্টার স্বহস্ত রচিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যেমন হৃদয়কে আকর্ষণ করে, তেমনি প্রাণকে মুগ্ধ করে। মনের উন্নতির জন্য নগর এবং হৃদয়ের উন্নতির জন্য বন, উপবন, প্রান্তর উপযোগী।

গণ্ডূষ লওয়া—অতিক্ষুধ বা অতিতৃষ্ণ হইয়া অন্ন জল গ্রহণ করিলে বুকে ঠেকিয়া বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। অনেকে আত্মজীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠেরা ভোজনের পূর্ব্বে গণ্ডূষ লইলে সেরূপ বিপদে পড়েন না। অতিতৃষ্ণেরাও জলপান

করিবার পূর্ব্বে গণ্ডূষজলমাত্রে কণ্ঠ ভিজাইয়া লইলে বিপদ পার হন। কিন্তু যাঁহারা দিনে ৫।৬ বার আহার পান করেন তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হয় না, তাহাদের গণ্ডূষ লওয়ারও প্রয়োজন থাকে না। দিনে দুবার যাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা তাহাদের গণ্ডূষ লওয়া নিরাপদ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—এই বিশাল রাজ্যের পরিমাণ ১ কোটী ১০ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ পৃথিবীর পঞ্চমাংশ; প্রজা ৩৫ কোটী, উহাও পৃথিবীর পঞ্চমাংশ; সমস্ত মহাদেশে ইহা বিস্তৃত; ১০ হাজার দ্বীপ ইহার অন্তর্গত; এই রাজ্যে দুই হাজার নদ নদী প্রবাহিত। পৃথিবীতে যত ভেড়া তাহার তৃতীয়াংশ, গরু মহিষের চতুর্থাংশ, এবং ঘোড়ার দ্বাদশাংশ এখানে। রুষ রাজ্য আয়তনে এই রাজ্যের সমান হইলেও প্রজাসংখ্যা কিঞ্চিদধিক তৃতীয়াংশের সমান। কেবল ভারতবর্ষের প্রজাসংখ্যাই প্রায় ৩০ কোটী। এইজন্য ভারতবর্ষকে "ব্রিটিশ রাজ মুকুটের উজ্জ্বলতম মণি" বলা হয়।

প্রলোভন বিজয়—চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুর নবাব আবদুল গণিজ্ স্কুলে সম্প্রতি উক্ত নামধেয় কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত স্কুলের যে কয়েকটি বালক তামাক খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারা উক্ত পুরস্কার পাইয়াছে। তামাক খাওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুশিক্ষার একটী প্রধান অন্তরায়।

ভূদেব বাবু—নর্ম্মাল স্কুলে ভূদেব বাবুর শিক্ষাদান কেবল পুস্তক পাঠনামাত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। ভুয়োদর্শন দ্বারা ছাত্রগণের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া পরে যাহাতে তাহারা স্কুল সমূহের শিক্ষক হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রাসাদ ও মনোহর উদ্যানাদি, রাণীগঞ্জের কয়লার খনি, কলিকাতার গড়, বীরভূমের পার্ব্বত্যাঞ্চল, বারাকপুরের পার্ক প্রভৃতি স্থান দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি তাহাদিগকে তত্তৎস্থানে লইয়া যাইতেন।

পণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী—ময়মনসিংহস্থ সেরপুরের জমীদার। ইনি কখনও কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই। কেবল প্রতিভাবলে, সমৃদ্ধিপূর্ণ বঙ্গীয় জমীদার পরিবারের প্রলোভনপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গলার অগ্রণী শিক্ষিত দলের একজন এবং বিখ্যাত চারুবার্ত্তা পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। ইংরেজী সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পার্শী ভাষায় তাহার বিশেষ দখল ছিল। সেরপুর বিবরণ, মনুষ্যের মহত্ত্ব, শ্রীবৎসোপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকখান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামদাস সেন প্রভৃতি বড় বড় লোকের সহিত বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতাই, আমার মনে হয়, তাঁহার উন্নতির নিদান। বড় বড় লোকদের সহিত আলাপ ব্যবহার এক গুরুতর শিক্ষা। উহা মানুষকে নীচ ও সঙ্কীর্ণ হইতে দেয় না, প্রত্যুত উচ্চাশয় ও উদার করিয়া তোলে। পণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী ৫২ বৎসর বয়সে ৩০এ এপ্রিল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী।

[রাজা ও রাজপ্রতিনিধি]

১। আমি রাজাকে ও রাজপ্রতিনিধিকে পিতামাতার ন্যায় বিধিনিয়োজিত রক্ষক ও শাসনকর্ত্তা জানি।

২। তাঁহারই শাসনগুণে দেশময় জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বত্র শান্তি ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি। তাঁহার দর্শনে পুণ্য লাভ করি।

৪। আমরা পরস্পরে তাঁহার গুণের কথা আলোচনা করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

৫। রাজপথে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সম্ভ্রমে অভিবাদন করি।

৬। গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে স্থাপিত বিদ্যালয় গুলি তাঁহারই প্রসাদ। তাঁহার প্রসাদেই আমি বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি, জ্ঞান ও সভ্যতা লাভ করিতেছি।

৭। কদাচিৎ বিদ্যালয়ে কি অন্যত্র তাঁহার দর্শন লাভ করিলে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করি। তিনি যতকাল উপস্থিত থাকেন আচরণে ও জিজ্ঞাসিত হইলে কথায় তাঁহার প্রতি সম্মাননা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করি না।

৮। আমি রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া মহোদয়াকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করি।

৯। তাঁহার মহনীয় চরিত্র যতই পাঠ করি ততই মুগ্ধ হই। তাঁহার বরণীয় গুণগ্রাম সকলকে বলিয়া তৃপ্তি লাভ করি।

১০। "রাজরাজেশ্বরী তিনি ভিক্টোরিয়া মাতা" কবিতাটী সতীর্থ বন্ধুগণের সঙ্গে একতানে একমনেআবৃত্তি করিয়া বড়ই আমোদ পাই।

১১। আমি কখন বা গুরুদেবের আদেশ ক্রমে ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া মধুরস্বরে ভারতেশ্বরীর জয় গান (ন্যাসনাল এন্থাম) করিয়া ভক্তি সঞ্চয় করি।

১২। সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া গ্রেটবৃটন ও আয়র্লণ্ড সংযুক্ত বিশাল বৃটিশ রাজ্যের উত্তমাঙ্গ বলিয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে নিরন্তরই হৃদয়ে ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-বিমিশ্রিত অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

[ইংরেজ জাতি]

১। ইংরেজ জাতি আমাদের রাজবংশ ও রাজ্যতরণীর কর্ণধার।

২। আমি অতি যত্নে ভারতীয় জাতি সমূহের সহিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়াছি।

৩। ভারতের ইতিহাস আনুগত্যের ইতিহাস, ইংরেজ জাতির ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস। এই উভয় জাতির মিলন—আনুগত্য ও স্বাধীনতার মহাসম্মিলন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সমন্বয় অদৃশ্যপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহা ঘটনা—বিজ্ঞানের মহাসিদ্ধান্ত—ভগবানের যোগলীলার মহাগীতা!

৪। ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব ও গৌরব যত চিন্তা করি তত বিস্মিত হই। তাঁহাদের স্বাধীন প্রকৃতি, জাতীয়তা, স্বদেশ হিতৈষিতা, আত্মত্যাগ পরার্থ চিন্তা, অদম্য তেজ, উৎসাহ ও দান আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

৫। ইংরেজেরা দৌড়াইতে পারিলে দাঁড়ায় না, দাঁড়াইতে পারিলে বসে না, বসিতে পারিলে

শয়ন করে না। আমাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ইহার বিপরীত। এই বিষয়ে আমি ইংরেজ চরিত্রের অনুসরণ করিতে সদা যত্ন করি।

৬। প্রাতঃস্মরণীয় বৃটিশ-সন্তানগণের জ্ঞান গরিমা ও চরিত্র মহিমা অনুধ্যান করিয়া অন্তরে বল সঞ্চয় করি।

৭। ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধরায় অতুলনীয়। যেখানে যে রত্ন ছিল অপরাজেয় অধ্যবসায় গুণে ইংরেজেরা তত্তাবৎ একাধারে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরেজী এখন সমগ্র পৃথিবীর ভাষা। এইজন্য ইংরেজী ভাষাকে আমি বিশেষ সমাদর করি।

৮। আমি শতমুখে ইংরেজদিগের সৌন্দর্য্যানুরাগ, শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, শাসনপ্রণালী ও কার্য্যক্ষমতার প্রশংসাবাদ করিয়া থাকি।

৯। আমি সর্ব্বদাই ইংরেজদের ন্যায় অবিশ্রান্ত কার্য্য ও অক্ষুণ্ণ বিশ্রাম লাভের প্রয়াসী।

১০। ইংরেজ, ইংরেজশিল্প, ইংরেজ বাণিজ্যতরী, ইংরেজীভাষা এখন পৃথিবীময়। পূর্ব্বকালে গ্রীক ও বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ জাতির মত মহাগৌরবান্বিত জাতি ভূমণ্ডলে আর নাই।

ক্রন্দন।

তুমিষ্ট শিশুর ক্রন্দনই ভাষা। ক্ষুধা লাগিলে অসুখ বোধ হইলে, পিপীলিকায় দংশন করিলে, একমাত্র ক্রন্দনই তাহার সে সকল প্রকাশ করিবার উপায়। সুতরাং ক্রন্দনকে আমরা কোনরূপে অপ্রাকৃত বলিতে পারি না। কিন্তু প্রাকৃত হইলেও তাহা সঙ্কেত মাত্র। যে গৃহে দেবশিশু অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করে সে গৃহ অলক্ষ্মীর বাসস্থান। অচিরেই সে গৃহ ছাড়িয়া শান্তিদেবী অন্তর্ধান করেন! যে গৃহে শিশুরা আনন্দে থাকে সে গৃহে দেবতারা ক্রীড়া করেন। বহু ক্রন্দনে যে কেবল শিশুর স্বাস্থ্যই ক্ষয় হয় তাহা নহে, গৃহের শিক্ষা দীক্ষা সকলেরই ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। অতএব শিশুকাল হইতেই সর্ব্বদা গৃহশান্তি রক্ষার্থ শিশুর রোদন নিবারণে গৃহকর্ত্রীর একান্ত নিরত থাকা প্রয়োজন। সাহেবদের ঘরে এবং সাহেবদের অনুকরণে এখন বড়লোকদের ঘরে এক এক জন শিশুর জন্য এক এক জন দাই রাখিতে দেখা যায়। একজনের জন্য একজন রক্ষক রাখিতে অনেকেই অক্ষম। কিন্তু প্রতিঘরের শিশুদের ভার একজন বর্ষীয়সীর উপরে থাকা ভাল। সেরূপ কেহ গৃহে না থাকিলে গৃহিণীর নিজেই সে ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গৃহিণী যখন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা থাকিবেন তখন চাকর চাকরাণী কাহারও উপর কিছুকালের জন্য সে ভার প্রদান করিয়া যাইবেন। প্রত্যুত গৃহের শান্তিভঙ্গ যাহাতে না হয় সর্ব্বথা সেরূপে শিশুকে লালনপালন করিতে হয়। অনেক গৃহিণী শিশুকে ঘুম পারাইয়া মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যখন তখন অনিয়মে ও অসময়ে শিশুকে ঘুম পারাইয়া রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শিশু কুঅভ্যাসের অধীন হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্য জীবনে নিদ্রা তাহার সুশিক্ষার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুর কথা স্ফুরণ হইলেও রোদনের পালা সমাপ্ত হয় না। "বালানাং রোদনং বলং।" বালক নিরুপায় হইলেই কাঁদিয়া আকাশ ফাটায়, মাটি ভাসায়। বালক যদি একবার

বুঝিতে পারে কাঁদিলেই তাহার প্রার্থিত বিষয় লব্ধ হয় তাহা হইলে নিরন্তরই সেই উপায় গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে বালক আখুটে হইয়া সামান্য সামান্য জিনিসের জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়। এবং মতলবসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্ত হয় না। শিশুকে এরূপে পালন করিতে হয় যেন সে কোনরূপে কোন কু-অভ্যাসের ছবি দেখিতে না পায়। প্রথমে ধরা না পড়িলেও পত্তনেই উহার মূলচ্ছেদ করা বিধেয়। পরিবারের মধ্যে এইরূপ নিয়ম থাকিবে যে রোদন করিলে কিছুতেই বালকের মনোরথ পূর্ণ করা হইবে না। শিশু দুএকবার রোদনের ফল পাইলে সহজে সে উপায় পরিত্যাগ করিতে চায় না বা পারে না। অতএব প্রতিপালক দু তিন কি আবশ্যক হইলে ততোধিক বার শিশুর রোদনে বধির হইয়া থাকিবেন। ইহা নির্ম্মমতা নয় ইহার নাম স্নেহ। জনক জননী বা ভাইভগ্নী কখন কখন শিশুর আবদার আখুটে ও রোদনের প্রতি তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিলে শিশু উত্তরোত্তর মাত্রা বাড়াইয়া উহাদের মন আবর্জ্জিত করিয়া লয়। পরিবারের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার্থ নিয়মের কড়াকড়ি থাকা ভাল। বিশেষতঃ শিশুদের কুঅভ্যাস দূরীকরণার্থ অবলম্বিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে কোনরূপেই শিশুর শিক্ষা হয় না। অতএব "রোদন করিলে কোনরূপেই শিশুর ইচ্ছা পূর্ণ করা হইবে না" ইহা পরিবারস্থ প্রত্যেক বালকবালিকার সুপরিজ্ঞাত ও জীবনে পরীক্ষিত সত্য হওয়া অতি আবশ্যক।

শিশু অতি রোদন করিলে কাহারও আসিয়া তাহাকে আদর করা এবং সান্ত্বনা দান করা মন্দ নয়। কিন্তু তা বলিয়া সে যে জন্য ক্রন্দন করিতেছে সে অভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ করা হইবে না। শিশুকে এইটী স্পষ্ট বুঝিতে দিতে হইবে যে তাহার ক্রন্দন অরণ্যে রোদন।

সময়ে সময়ে রোরুদ্যমান শিশুর অভিলাষ রূপান্তরিত করিয়া পূর্ণ করিতে হয়। শিশু অনেক দিন অসুস্থ থাকিলে খিট্‌খিটে হইয়া উঠে, এবং নানাপ্রকার অপথ্য আহার করিতে চায়। এই অবস্থায় তাহাকে পথ্য অথচ তৃপ্তিকর আহার্য্য বস্তু মধ্যে মধ্যে প্রদান করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হয়।

শিশুরা পারিবারিক শোক দুঃখ ভাবনা চিন্তার দায় ধারে না। আপন আনন্দে বা আপন দুঃখেই তাহারা দিন কাটায়। অনেকে তাহা সহ্য করিতে পারে না। সময়ে সময়ে শিশুরা এজন্য গুরুজনের গঞ্জনা ও প্রহার সহ্য করিয়া থাকে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া গৃহের অশান্তির মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। পরিণত বয়স্ক প্রত্যেকেরই শিশু প্রকৃতিতে একটুকু অভিজ্ঞতা থাকিলে এরূপ অর্ব্বাচীনতা আসিতে পারে না। শিশু শিশুই, শিশু কখনও যুবক বা প্রৌঢ়ের মত জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না।

যুবতী মা অনেক সময়ে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলে শিশুর পৃষ্ঠে ডগর বাজাইয়া থাকেন। শিশু উভরায় কাঁদিতে কাঁদিতে কখন বেদম হইয়া পড়িয়া থাকে। শিশুরা যে গৃহে এইরূপে লাঞ্ছিত হয় সেই গৃহ মরুভূমি বা শ্মশান ক্ষেত্র, নিরন্তর বিবাদ কলহের রঙ্গভূমি। অতএব শিশুদিগকে সদা সুখী রাখিয়া, বালকবালিকাদিগকে মিষ্ট কথায়, মিষ্ট দ্রব্যে, ফল ফুলে সন্তুষ্ট রাখিয়া, গৃহকে লক্ষ্মীর আবাস ও শিক্ষার অনুকূল করিয়া রাখা প্রতি গৃহস্থেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য এবং ইহাই গৃহ ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট বিধান।

—o—

দুর্বৃত্ত ছাত্র।

বেণীর মত দুরন্ত ছাত্র এখনও বিরল নয়। অনুসন্ধান করিলে প্রতি পাঠশালায় ও প্রতি স্কুলেই বেণীর বন্ধু দুএকজন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের দৌরাত্ম্যে স্কুলের ছাত্রগণ, প্রতিবেশিগণ, অনেক সময়ে নগরবাসিগণ পর্য্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে। ইহারা মারপিট, ভদ্রলোকের প্রতি গালি-বর্ষণ, ঢিল ছোড়া, গৃহে অগ্নিদান প্রভৃতি যাবতীয় কুকার্য্য করিতে সক্ষম। জোর জুলুম ইহাদের নিত্য সহচর, চুরী ডাকাতিও রূপান্তরিত ভাবে ইহাদের মধ্যে বিচরণ করে। ইহারা যে প্রথমেই এইরূপ হয় তা নয়। অনেকে সঙ্গ-দোষে নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক-যোগ আছে, উহাদের চরিত্রের মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহাতে তাহারা ওরূপ সঙ্গই অনুসন্ধান করে এবং তাহার সহিত মিলিত হয়।

দুর্বৃত্ত ছাত্রদের চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, উহারা সকলেই উৎসাহী, কার্য্য-কুশল, অক্লান্ত পরিশ্রমী ও আমোদপ্রিয়। ইহার কোনটীই দোষাবহ নয়, প্রত্যুত সৎপথে পরিচালিত হইলে ঐ সকল গুণেই মানুষ উন্নত হইয়া উঠে। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও দস্যুর মধ্যে যে প্রভেদের রেখাপাত হইয়াছে এই সকল দুর্বৃত্ত সাধু চরিত্র উৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে মাত্র সেরূপ একটী রেখাপাত করা যাইতে পারে। উত্তমশীল মনুষ্যের চরিত্র গিরিনদীর ন্যায় অনিবার্য্য। উহার গতি কেহ নিবারণ করিতে পারে না, তবে ভগীরথানুগতা গঙ্গার ন্যায় উহার পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এবং ভগীরথের মত সুনিপুণ সাধক পরিচালকের হাতে উহা কলের পুতুলের মতই চলিতে থাকে। যে গ্রামে বা যে নগরে সাধুকার্য্যে উত্তম উৎসাহ চরিতার্থ করিবার সুযোগ নাই, তথায় ছাত্রেরা সহজেই নীচ আমোদে মত্ত হইয়া দুঃশীল ও অদম্য হইয়া থাকে, এবং তথায় দুর্বৃত্ত ছাত্রদের একটী নামজাদা দল গঠিত হয়। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই দুর্বৃত্ত ছাত্রদের এইরূপ এক একটী দল ছিল। দেশের নৈতিক চরিত্র বিকাশ হওয়াতে অনেক বিদ্যালয় হইতেই এখন সে দলের তিরোধান হইয়াছে, কোথায় বা বিষদন্তহীন অহির মত তাহারা বাস করিতেছে, কুত্রচিৎ তাহাদের প্রতাপ এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রতিবেশীরা তাহাদের ভয়ে তটস্থ। কোন প্রকার আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রক্ষোগণের ন্যায় উহারা উৎপাত করিবে বলিয়া ভাবনায় আকুল। শিক্ষক ইহাদিগকে কোনরূপ শাসন করিলে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হন। গত বাৎসরিক রিপোর্টে বঙ্গদেশের ডিরেক্টর সাহেব ছাত্রদের যে যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে থিয়েটার প্রভৃতি সাধারণ আমোদ স্থানে গোলযোগ করা একতর ও প্রধান। সময়ে সময়ে নগর বা গ্রামের বদমায়েসগণও এই দুর্বৃত্ত ছাত্রদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উৎপাতের পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। এই ছাত্রবৃন্দের অবস্থা উন্নতিরদিকে চিন্তাশীল স্বদেশবন্ধু প্রত্যেকেরই শক্তি নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় এরূপ ছাত্রের সংশোধন জন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র তিনেরই একীকরণ আবশ্যক। শিক্ষক তো উৎসাহী, কার্য্যতৎপর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইবেনই, অভিভাবক ও তাঁহাদের কার্য্যের সহিত সম্যক্ সহানুভূতি দিয়া স্বতঃ পরতঃ সাহায্য করিবেন, পরামর্শ দান করিবেন ও গ্রহণ করিবেন। অনেক অভিভাবক সমুদয় দোষের বোঝা শিক্ষকের স্কন্ধে চাপাইয়া ছেলেকে দেবকুমার মনে করেন। এবং এই সংস্কার হইতেই ছেলের মুণ্ডপাত করেন। বস্তুতঃ এইরূপ দুর্বৃত্ত ছাত্রের সংস্কার অভিভাবকের সাহায্য ব্যতীত কোন রূপেই সম্ভাবিত নয়। শিক্ষক উদ্যোগী হইয়া, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অভিভাবকের সঙ্গে মিলিবেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন এবং বিদ্যালয়ের সচ্চরিত্র ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। দুর্বৃত্ত ছাত্র অনেক সময় শাসনে বশীভূত হয় না কিন্তু অপরাজেয় প্রেমে বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রেমের বন্ধন দুশ্ছেদ্য। ছাত্র যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে শিক্ষক তাহাকে নিঃস্বার্থ প্রেম করিতেছেন তবে সে কখনও তাহার সপ্রেম শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। একদিকে ভালবাসা আর একদিকে দৃঢ়তর শাসন এই উভয়েরই প্রয়োজন। ক্ষমতাশালী শিক্ষকের তেজোময় প্রকৃতি দেখিয়া দুর্বৃত্ত ছাত্র সহজেই ভীত হয়। শিক্ষকের চরিত্র যাদোরত্নপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অপ্রধৃষ্য ও অভিগম্য হওয়া চাই। ভালবাসা প্রধান শাসনের নাম অভিভাবক এবং শাসন প্রধান ভালবাসার নাম শিক্ষক। শিক্ষক কখনও ভালবাসার অনুরোধে শাসনের সঙ্কোচ বা খর্ব্বতা করিবেন না। শাসকের ক্ষমতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া হিংস্রক ব্যাঘ্র ও খল সর্প পর্য্যন্ত বশীভূত হয়, দেব বীজাবতার মনুষ্যের আর কথা কি?

একদিকে ভালবাসা ও শাসন, অপরদিকে উৎসাহ, উত্তম ও আমোদপূর্ণ কার্য্যের অবতারণা করা প্রয়োজন। নীতিসভা, আলোচনা সভা, রচনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির সভা সমিতি করিয়া ছাত্রদের সঙ্কুচিত উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগকে লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর ও কলকারখানা প্রভৃতি দর্শন করিলে ছেলেদের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া চিত্তনির্বৃতি উপস্থিত হয়। বিবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় ক্রীড়া দ্বারা ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের চরিতার্থতা জন্মে। মধ্যে মধ্যে নগরবাসী বা গ্রামবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বিদ্যালয়েই সুনীতিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান বা উপাখ্যানাংশ অভিনয় করিলে আমোদস্পৃহা নির্দ্দোষভাবে তৃপ্ত হয়।

বিষ প্রয়োগের ন্যায় আর একটী উপায় আমার মনে হইতেছে। কদাচিৎ অবাধ্য ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রদের বাধ্যতার রক্ষক নিযুক্ত করিলে, দুর্বৃত্ত ছাত্রকে বিদ্যালয়ের সাধুতা রক্ষার প্রহরী নিযুক্ত করিলে দুষ্টামি ও দুর্ব্যবহারের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। এবং সে স্বতঃই আত্মাপরাধ স্বীকার করিয়া কুকার্য্য হইতে বিরত হয়।

উপরে যাহা বলিলাম তাহার সংক্ষেপ এই—(১) দুর্বৃত্ত ছাত্রের শাসনের জন্য অভিভাবক ও স্কুলের ভাল ভাল ছাত্রদের সহিত পরামর্শ ও উপায় নির্ণয় করা। (২) ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। (৩) পূর্ণমাত্রায় শাসন করা। (৪) সভা সমিতি করিয়া উৎসাহ উত্তমের চরিতার্থতা করা। (৫) সঙ্গে লইয়া অভিনব স্থান ও কলকারখানা প্রদর্শন করা। (৬) ব্যাট বল, ফুট বল, হেরে ডুডু প্রভৃতি খেলা করা, (৭) বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ অভিনয় করা, এবং (৮) বিদ্যালয়ে সাধুতা রক্ষার ভার অর্পণ করা।

বণিক-বন্ধু।

"নীল বাঁদরে সোণার বাঙ্‌লা কল্লে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ ম'লো লঙের হলো কারাগার।"

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর নীল দর্পণে নীলের এবম্বিধ অশান্তি, অত্যাচার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখন রায় বাহাদুর ও মহাত্মা লঙ্ সাহেব উভয়েই পরলোকের অটুট শান্তি ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। সর্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের দণ্ডাজ্ঞা এখন আর তাঁহাদের নিঃশঙ্ক শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে না। সেই এক ব্যাপার বঙ্গ ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে।

এক সময়ে নীলকর সাহেবেরা সমস্ত বঙ্গদেশে নীলের চাষ করিতে অক্ষুণ্ণ উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীলের কুঠী সমগ্র বঙ্গদেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এখন বঙ্গদেশে নীলের চাষ আছে কিন্তু সেরূপ দব্‌দবি নাই। এখনও স্থানে স্থানে নীল কুঠীর ভগ্নাবশেষ শত শত আখ্যায়িকার স্মৃতিচিহ্ন হইয়া রহিয়াছে। এখনও যাতায়াত উপলক্ষে পথিকেরা সে সকল উপাখ্যান শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া পথক্লান্তি অপনোদন করিয়া থাকে। নীল এখন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবন্মৃত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

নীলের চাষ যে সেই একবারই কেবল এদেশে জাঁকাল হইয়াছিল তাহা নয়। পূর্ব্বকালে যখন রোম রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তখন কি তাহার পূর্ব্বেও নীলের চাষ দেশময় হইয়াছিল। এখন যেমন নদীমাতৃক নিম্নবঙ্গে পাটের বিস্তৃত চাষ ধান্য প্রভৃতি কৃষির প্রাণশোষণ করিতেছে, তখনও নীলের প্রাদুর্ভাবে অন্যান্য কৃষি সশঙ্কিত হইয়াছিল। তবে তখন নীলকরের উৎপীড়ন ছিল না। প্রজারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নীল উৎপাদন করিত।

পুণিক বা পণিকদের ভাগ্যলক্ষ্মী রোমের অঙ্কশায়িনী হইলে পর ভারতীয় পণ্যজাত বাণিজ্য রোমাণদের হস্তগত হইল। ট্রয়ের পরিবর্ত্তে আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলশোভী বেণিস্ (ভেণিজিয়া) নগর ইউরোপীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হইল। বাণিজ্যলক্ষ্মী পণিকদের ন্যায় বণিজ্‌দের হস্তে ও অব্যাহত রূপে কয়েক শতাব্দী থাকিয়া মুসলমানদের অভ্যুদয়ে সম্ভবতঃ তাহাদেরই উৎপীড়নে অন্তর্ধান করিলেন। কিছুকাল পরে আরবেরা ভারতীয় বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিয়া ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা চালাইয়াছিল। পণ্যজাত উপলক্ষে ভারতীয় সৌভাগ্যলক্ষ্মী লোক পরম্পরা কল্পনার সূক্ষ্ম তুলিতে চিত্রিত হইতে হইতে আদর্শ-তলপ্রবিষ্ট্য রমণীয় মূর্ত্তির ন্যায় তদানীন্তন প্রতীচ্য ইউরোপে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহাই ইদানীন্তন ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের পক্ষে ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিবার সাগ্রহ নিমন্ত্রণ। পর্টুগিজ্, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীরা তদুপলক্ষে ভারতে আগমন করেন।

ইটালীর চিত্রবিদ্যা ভুবন বিখ্যাত। উহা আজকালের নয়, রোম রাজ্যের সহিত, রোমীয় সভ্যতার সহিত উহারও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎপ্রসঙ্গে বিবিধ বর্ণের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভারতভূমি নীলের প্রসূতি, ভারত হইতে জন্ম বলিয়াই উহাকে ইউরোপে কেহ ইণ্ডিকাস্ (Indicus) কেহ ইণ্ডিকো, কেহ বা ইণ্ডিগো Indigo বলে। উহাদের সকলের এক

অর্থ—ভারতীয়। লাটীন রোমের প্রাচীন ভাষা, রোমের মহাগৌরবের সময়ে উহার সৃষ্টি বৃদ্ধি, ঐ ভাষায় ইণ্ডিকাস্ অর্থাৎ ইণ্ডিয়াজাত বলিয়া নীলের নামকরণ হইয়াছে। রোমীয় চিত্রবিদ্যা ভারতীয় নীলের সমাদর অতিবৃদ্ধি করিয়াছিল। তখন একবার নীলের দব্‌দবিতে ঋষিদেরও তপস্যা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহারা শঙ্কাতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে শব্দশাস্ত্রের দুএকটী কথা বলিতে হইল। অনেক সংস্কতজ্ঞ বিদ্যারত্ন মনে করেন সংস্কতে অন্য ভাষার শব্দ যোগ নাই; উহা সম্পূর্ণরূপে অন্য-স্পর্শ-দোষ রহিত। এই সংস্কার হইতে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায়ও সংস্কতেতর শব্দ প্রয়োগ অনৈসর্গিক ও অস্বর্গ্য মনে করেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই তাঁহাদের সে ভ্রান্তির নিরসন হইবে। প্রবন্ধ বিস্তার না করিয়া এখানে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে প্রত্যেক ভাষাই অসঙ্কোচিতভাবে যথা তথা শব্দসম্পদ্ সংগ্রহ করিয়াছে। উহাতে ভাষা পতিত হয় না, প্রত্যুত বেগবতী, বিসারিতা ও গৌরবান্বিতা হইয়া থাকে। কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া বলেন বাঙ্গলা ভাষা কাঙ্গালিনী বলিয়া অপরাপর ভাষার নিকট ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেছে। যদি বাঙ্গলার এ অপবাদ হয় তবে প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাষাই সেই অপবাদ-দূষিতা। ইংরেজী রাক্ষসী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতেছে অথচ ইংরেজীর মত গৌরবার্হ ভাষা ভূমণ্ডলে দ্বিতীয়টী নাই। সংস্কত ভাষাও যখন জীবিত ছিল, যখন উহার জীবনী শক্তি ছিল, তখন এদিক ওদিক হইতে অজস্র শব্দ আহার করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিত। প্রত্যেক ভাষারই এই জীর্ণকরণ শক্তিই উহার জীবিত থাকার লক্ষণ। সংস্কত এখন মৃত—জীর্ণ-শক্তি বিরহিত। অনেকে বাঙ্গলাকেও দুগ্ধ-পোষ্য শিশু অবস্থায়ই মারিয়া ফেলিতে উদ্যত।

সংস্কত পণধাতু হইতে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা বণধাতু না করিয়া পণধাতু কেন, করিলেন উহার তত্ত্ব এক রহস্যময় ব্যাপার। পুরাকালে রোমাণেরা ফিনিসিয়ান্ দিগকে "পুণিক" বলিত। পুণিকেরা অতিবৈয়াকরণিকযুগে ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করিত। ভারতবাসীরা পুণিকদিগকে পণিক বলিত। পণিক সাধিবার জন্য পণ ধাতুর সৃষ্টি হইল। উত্তরকালে (আভিধানিক কালে) পণধাতুর চিহ্ন পণ্য রাখিয়া পণিকদের মাহাত্ম্য বিলোপ হওয়াতে পণিক নাম ও সংস্কত অভিধান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

পণিকদের পরে—সুদীর্ঘকাল পরে—ভেণিজিয়া বা বণিজগণ ভারতে আগমন করে। তখন বৈয়াকরণিক ঋষিযুগ অতীত হইয়াছে। সংস্কতের আইন কানুন হইয়াছে, সংস্কত পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী, কাজেই পরবর্ত্তীরা অনন্যোপায় হইয়া নবাগত বিজাতীয় শব্দগুলিকে নিপাতনের হাত ছোঁয়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। বণিজ্ শব্দও সেইরূপে শোধিত ও পণধাতুর পোষ্যপুত্র হইল।

এই ভেণিস্ বা বণিজ্‌দের অতি আদরের সামগ্রী বলিয়া নীল "বণিকবন্ধু" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বণিজ্‌দের ভারতে আগমনের বহু পরে যে এই অভিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বণিক্‌বন্ধু ও বণিক্‌বহ দুটীই এক বৃন্তে দুটী পত্র। বণিজ্‌দিগকে বহন করিত বলিয়া উষ্ট্র "বণিক্‌বহ" নামে অভিহিত হইত। পুণিক্‌দের পদ অনুসরণ করিয়া বণিক্‌গণ তাহা-

দেরই পথে ভারতে উষ্ট্রযানে গতায়াত করিত এবং উষ্ট্র বোঝাই করিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। ইংরেজেরা ভেণিস্ বলে, কিন্তু ইটালিয়ানেরা ঐ নগরকে ভেণিজিয়া বলিয়া থাকে। ভেণিজিয়া হইতে বেণিয়া ও বণিজ্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাকালে ভেণিস্ নগর হইতে যাহারা বাণিজ্যার্থে ভারতে আগমন করিত তাহারাই বেণিয়া বা বণিজ্ (বণিক্) বলিয়া উক্ত হইত। এখন ব্যবসায়ীমাত্রেই বণিক নামে পরিচিত। আমাদের বিশ্বাস অথবা বিশ্বাসই বা বলিব কেন ইহা এখন উপপন্ন সত্য যে শব্দতত্ত্ব পৃথিবীর এবং সংস্কৃত শব্দবিজ্ঞান ভারতের পুরাতন ইতিহাসের তমোময় লিপি স্থিরবিদ্যুল্লেখায় প্রভাসিত করিবে।

সেই প্রাচীনকালে নীল চিত্রবিদ্যা অপেক্ষা বস্ত্ররঞ্জনেই অধিক ব্যবহৃত হইত। নীল বসনের মহা আদর ছিল। নীলাম্বরী ভারতীয় বিলাসিনীদের অতি সাধের জিনিস ছিল। ইউরোপে নীলের আদর, ভারতে নীলের আদর, তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র নীলের সমাদর। ইণ্ডিগো ইণ্ডিয়ার একচেটিয়া কৃষি। ভারতের প্রান্তর নীলীক্ষেত্রে পরিণত হইল। আহার্য্যকৃষির অভাব হইল। ঋষিকুল ব্যাকুল হইলেন, নীলের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা সংহিতা প্রণয়নের ভার পাইলেন। তাহাতে বিধির কাঠিন্য ও অক্ষমার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াই নীলের কি প্রবল অধিকার ছিল আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষির ত্রয়োদশ শ্লোকাত্মক নীলপ্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিব না। কেবল দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পালনে বিক্রয়েচৈব,
তদ্বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেৎ বিপ্র
স্ত্রিভিঃকৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥

নীলবৃক্ষ পালনে বিক্রয়ে বা তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিলে বিপ্র পতিত হইবে এবং তিন কৃচ্ছ্রদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

অঙ্গিরা আরো বলিলেন, নীলীবস্ত্র ধারণ করিয়া কেহ স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণ করিতে পারিবে না। নীলীবৃক্ষ দ্বারা অন্নপাক করিয়া খাইবে না। একবার যে ক্ষেত্রে নীল রোপণ হইয়াছে সে ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য যে ভোজন করিবে সেও পতিত হইবে। সেই দূষিতা ভূমিতে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে না। সর্ব্বশেষে বলিলেন

"বাপিতা যত্র নীলীস্যা
ত্তাবদ্ভূম্যশুচি র্ভবেৎ।
যাবদ্ দ্বাদশ বর্ষাণি
অতঊর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ।"

যে ক্ষেত্রে একবার নীলী উৎপন্ন হইবে দ্বাদশ বর্ষ পতিত না থাকিলে সে ভূমি শুচি হইবে না।

প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকটী দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিপ্রেরা তখনও কৃষিকার্য্য করিতেন; অথবা প্রলোভনে পড়িয়া নীলীচাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরার শাসনের ফল ফলিল, নীলবস্ত্রের ব্যবহার ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে বিরল প্রচার হইয়া উঠিল। নীলাম্বরীর মান হানি হইল। নীলীর চাষ হ্রাস পাইল। এখন যদি ঋষিযুগ থাকিত, অঙ্গিরা থাকিতেন, পাটের চাষের প্রতিকূলেও এইরূপ সংহিতার অভাব হইত না। ঋষিযুগের নীলদর্পণ অঙ্গিরা-সংহিতা, কলিযুগের অঙ্গিরা-সংহিতা রায় দীনবন্ধুর নীলদর্পণ। যুগধর্ম্মের বৈলক্ষণ্যে দুই যুগের দুই বিভিন্ন চিত্র, দুই বিভিন্ন সংহিতা।

সাপ্তাহিক পরীক্ষা।

পূর্ব্বকালে পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা সে দিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানে পাঠনা, জিজ্ঞাসা ও বিচার এই ত্রিবিধ উপায়ে শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। অধ্যাপক ব্যাখ্যা করিয়া পাঠ প্রদান করিতেন, তত্তাবৎ শিক্ষার্থীর অভ্যস্ত হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, সুশিক্ষা হইলে নূতন পাঠ দান করিতেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সমাগত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে বিচারে বিজয়লাভ দ্বারা শিক্ষার্থী যশোভাজন হইলে উপাধি বিভূষিত করিয়া তাহাকে বিদায় দান করিতেন। বর্ত্তমান পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা অতি অল্প কাল হইল ভূমণ্ডলে জন্মলাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হইতে ভারতে উহার অস্তিত্ব। সুতরাং ভারতে এখনও উহার বয়ঃক্রম অর্দ্ধশতাব্দী হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে মধ্যবৃত্তি, ভর্ণাকিউলার মাষ্টারসিপ্ ও অন্যান্য পরীক্ষাগ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন চতুষ্পাঠীসমূহের ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাবত্তা ও বর্ত্তমান প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রণালী দেশময় এবং পুরাতন প্রথা ইতিহাসগত হইয়াছে। এই দুই প্রণালীর দোষ গুণ এখানে বিচার করিব না। কেবল বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষায় কিরূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায় তাহারই উপায় প্রদর্শন করিব।

জীবের পক্ষে মৃত্যু, শিশুর পক্ষে অন্ধকার যেরূপ বিভীষিকাপ্রদ পরীক্ষার্থীর পক্ষে পরীক্ষাও তেমনি। অধ্যেতৃগণের পক্ষেও উহার ভীষণতা বড় কম নয়। পরীক্ষার নামেই এখন ছাত্রবৃন্দের মুখ শুকাইয়া যায়, হৃদয় কাঁপিতে থাকে। বহু যত্ন করিয়াও সে কম্প নিবারণ করিতে পারে না। পরীক্ষার্থী পরীক্ষার পূর্ব্বে কতবার দৃঢ় সঙ্কল্প করে সে এবার আর কোনরূপেই চঞ্চল ও ভীত হইবে না; কিন্তু কি বিপদ্! পরীক্ষার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই তাহার প্রাণ ভয়ে ধড়ফড় করিতে থাকে, পরীক্ষার ঘণ্টারব শমনমহিষগলঘণ্টাধ্বনির ন্যায় তাহার প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ ছাত্র ও শিক্ষকের পক্ষে পরীক্ষার ন্যায় রক্তমাংসশোষক দ্বিতীয় আর একটী নাই।

এই পরীক্ষা কোনটী বা বর্ষান্তে কোনটী বা দ্বিবর্ষান্তে গৃহীত হয়। কেবল অধ্যাপনা দ্বারা ছাত্রগণকে এই মহাপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। এতদর্থ সময়ে সময়ে সামান্য সামান্য পরীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। এই অনুশীলনী পরীক্ষাগুলি নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার অনুরূপ হওয়া বিধেয়। নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতালাভের সাধন বলিয়া ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। প্রায় সকল বিদ্যালয়েই বৎসরান্তে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যোগ্যতা বিচার করা ও প্রোমোশন দেওয়া হয়। বর্ত্তমান অধ্যাপনায় প্রকৃত শিক্ষাদান অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

করার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দান করিতে হয়। এখন পরীক্ষার ফলের উপরেই অধ্যপনার সমগ্র দোষ গুণ নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, কার্য্যলাভ, মানগৌরব, কৌলীন্য, উন্নতি সকলেরই ঘনীভূত কেন্দ্র পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সর্ব্বলাভ হইল। এই জন্য বর্ত্তমান সর্ব্বগুণনিকষ পরীক্ষায় কিরূপে ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইবে অভিভাবক ও শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত প্রতিজনেরই উহা উগ্র চিন্তার বিষয়।

যখন পরীক্ষাই শিক্ষাদানের পরীক্ষক তখন শিক্ষাদাতার বৎসরের প্রথম হইতেই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিদিনের অধ্যপনা কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কিরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে, কিরূপে নম্বর দেওয়া হয়, কি কি ভুল ভ্রান্তির জন্য নম্বর কাটা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলে শিক্ষক ছাত্রগণকে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন না। ঐ সকল বিষয়ের প্রতি নিরন্তর চোক রাখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে উপদেশ ও আদেশ করিতে হইবে। পরীক্ষার ২।৩ মাস পূর্ব্বে প্রশ্ন সমালোচনা করা অন্যতর উপায়। উহাদ্বারা ছেলেরা কিরূপ প্রশ্ন হয়, প্রশ্নের ব্যাপ্তি কতদূর, উত্তর কোথায় আরম্ভ করিয়া কোথায় সমাপ্ত করিতে হয়, প্রশ্নে ভুল থাকিলে কি করিবে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।

আর এক উপায় সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা গ্রহণ করা। পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাগজ পরীক্ষা করার ন্যায় নীরস ও বিরক্তিকর ব্যাপার শিক্ষকের পক্ষে দ্বিতীয়টী নাই। যাঁহারা অর্থ পাইয়া পরীক্ষা করেন তাঁহাদের মনে তথাপি একটা উৎসাহ থাকে। কিন্তু স্ব স্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আপাতলাভহীন কাগজ পরীক্ষণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে একান্ত কর্ত্তব্যনিরত শিক্ষক ব্যতীত কেহ সমর্থ হন না। কোন কোন শিক্ষক বিদ্যালয়ের কর্ত্তার নিদেশ অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণে বাধ্য হইয়া এরূপ প্রশ্ন করেন যেন কাগজ পরীক্ষা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, ছাত্রগণের উত্তর যেন দুএক কথায়ই সমাপ্ত হয়। এই জন্য এরূপ নিয়ম থাকা মন্দ নয় যে সমুদয় প্রশ্নপত্রই বিদ্যালয়ের কর্ত্তার হাত হইয়া যাইবে। নিতান্ত পক্ষে উহা সুবিধাজনক না হইলে মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার প্রশ্ন পরিদর্শন করা বিধেয়। কাগজ পরীক্ষার কষ্ট নিবারণার্থই শিক্ষকগণ সাপ্তাহিক পরীক্ষা তেমন ভাল বোধ করেন না। এইজন্য প্রায় স্কুলেই মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সপ্তাহে পাঁচ দিন অধ্যয়ন, এক দিন পরীক্ষা এবং এক দিন বিশ্রাম করা আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নিয়ম মনে করি। শনিবার পরীক্ষার দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিলেই ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে ভাল ছাত্রেরা রবিবার দিন নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। বৎসর আরম্ভের ন্যূনকল্পে একমাস পরে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা ভাল। কিন্তু কোন রূপেই দুই মাসের অধিক বিলম্ব করা বিধেয় নহে। প্রতি মাসের শেষে পরবর্ত্তী মাসে কোন্ শনিবার কি কি পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহার বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত।

সাপ্তাহিক পরীক্ষা ও একরূপ শিক্ষাদান। উহাতে শিক্ষার সুবিধার্থ কোন বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে ক্ষতি নাই বরং উপকারই হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় লিখিতে লিখিতে বর্ণবিন্যাস কি ভাষা বিষয়ে ছাত্রের কোন সন্দেহ হইলে তাহা ভঞ্জন

করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় লিখিত প্রত্যেক অশুদ্ধ শব্দ দশ দশ বার করিয়া লিখাইয়া লওয়া ভাল। এই দ্বিবিধ উপায়ে বর্ণাশুদ্ধি অনেক শুধ্‌রাইয়া যায়। বার্ষিক বা তদ্রূপ অন্য পরীক্ষায় যেরূপ প্রতি প্রশ্নের নম্বর নির্দ্দিষ্ট থাকে সাপ্তাহিক পরীক্ষায়ও সেরূপ পূর্ব্বে নম্বর নির্ব্বাচন করিয়া দিলে ভালই হয়। সাধারণতঃ দুই কি আড়াই ঘণ্টায় লিখিতে পারে এরূপ প্রশ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। কাগজ দেখার ভয়ে কোন কোন শিক্ষক ২।৩টী প্রশ্ন দিয়াই পরীক্ষার নাম রক্ষা করেন। প্রধান শিক্ষকের এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পর্য্যায়ক্রমে সকল বিষয়েরই পরীক্ষা করা চাই। ছাত্রদের যদি কোন বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞতা থাকে তন্নিবারণার্থ দুএকবার সে বিষয়ের অধিক পরীক্ষা গ্রহণ মন্দ নয়। যাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা লিখিত প্রশ্নদ্বারা গৃহীত হয় তাহাদের কাগজে পরীক্ষা করিতে হইবে। অন্যদের শ্লেটে বা মৌখিক লইলেই চলিতে পারে।

কাগজ পরীক্ষা করিতে লাল কালী দিয়া অশুদ্ধ সংশোধন করিয়া দিলে সোণায় সোহাগা হয়। খারাপ ছাত্র সাপ্তাহিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর রবিবার দিন বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে। খারাপ ছাত্রদের জন্য কখন কখন পূর্ব্বের দিন প্রশ্ন দান করিয়া পরের দিন তদুত্তর লেখাইয়া লওয়া মন্দ নয়। উহাতে মন্দ ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা লাভ হয়।

সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষার্থ আমি একটী সহজ উপায়ের প্রস্তাব করি। উচ্চশ্রেণীতে সে উপায়ে কাগজ পরীক্ষা করিলে বিশেষ সুবিধাই হইবে আশা করি। উপায়টী এই, শনিবার দিন সকল স্কুলই অর্দ্ধ দিন হইয়া থাকে, দুই ঘণ্টায় উত্তর হইতে পারে এরূপ প্রশ্ন দিয়া ছাত্রদিগেরদ্বারাই কাগজগুলি পরীক্ষা করা। পরীক্ষক উত্তরের কাগজগুলি সমুদয় লইয়া সুবিধামতে একজনের কাগজ আর একজনকে দিবেন, সমুদয় কাগজগুলি এইরূপে বাটিয়া দিবেন। শিক্ষক এক একটী প্রশ্নের ও উহার প্রত্যেক অংশের নম্বর স্থির করিয়া দিবেন। এক একজন ছাত্রকে একটী একটী উত্তর জিজ্ঞাসা করিবেন এবং আবশ্যক মতে সংশোধন করিয়া প্রশ্ন বা প্রশ্নাংশের উত্তর কি হইবে ঠিক করিয়া দিবেন। ছাত্রেরা হস্তস্থিত কাগজে প্রত্যেক উত্তরের নম্বর দান করিবে। সন্দেহ হইলে শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। প্রত্যেকটী বর্ণাশুদ্ধি কাটিয়া দিবে। এইরূপে সমুদয় কাগজ পরীক্ষা হইলে প্রথমপাতে প্রাপ্ত নম্বরের সমষ্টি এবং যে যে শব্দ অশুদ্ধ লিখিয়াছে তাহা লিখিয়া দিবে। নীচে পরীক্ষক বলিয়া নিজের নাম সই দিয়া কাগজ শিক্ষক মহাশয়কে ফিরাইয়া দিবে। শিক্ষক মহাশয় যাহার কাগজ তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন এবং আপত্তি থাকিলে তাহা ভঞ্জন করিয়া নম্বর সংশোধন করিয়া দিবেন। এবং যাহার যে যে শব্দ অশুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে সেই সেই শব্দ ১০ কি ২০ বার লিখিয়া সোমবার দিতে বলিবেন। আশা করি, এই নিয়মে সমুদয় কাগজ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পরীক্ষিত হইতে পারিবে। প্রত্যুত উহাতে প্রশ্নগুলি পুনরালোচিত হইবে। অধিকন্তু শিক্ষককে কাগজ পরীক্ষা করার মহাবিপদে পড়িতে হইবে না। ছাত্রেরা প্রতি প্রশ্নের ব্যাপ্তি কতদূর এবং কিরূপে উত্তর পরীক্ষিত হয় তদ্বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই কি কি অশুদ্ধির জন্য

কত কত নম্বর কাটিবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

এই নিয়মে নিয়মিতরূপে পরীক্ষা গৃহীত হইলে ছাত্রগণ যে মূল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ হয় না। বড় বড় অধ্যাপকগণ অবশ্যই এত পরিশ্রম করিতে সম্মত নন। তাঁহারা প্রতি ছাত্রের জন্য আপনাকে দায়ী মনে করেন না। পক্ষান্তরে যেখানে শ দেড়শত ছাত্র এক এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে সেখানে প্রতিজনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে মনোনিবেশ করা শিক্ষকেরও দুঃসাধ্য। কিন্তু উপরে যে প্রণালী লিখিত হইল, যে শ্রেণীতে ২০ কি ২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে সে শ্রেণীতে সে প্রণালীর অনুসরণ করা যাইতে পারে। এবং আমার মনে হয় এই প্রণালীতে সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা গ্রহণ করিলে এবং ছাত্র নিতান্ত অনাবিষ্ট, গণ্ডমূর্খ ও উদাসীন না হইলে প্রত্যেক ছাত্রই মূল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে।

ভগ্নাংশের ভাগহার।

"ভাজকের লবকে হর হরকে লব কর। এইরূপে প্রাপ্ত ভগ্নাংশ দ্বারা ভাজ্যকে গুণ করিলেই ভাগফল লব্ধ হইবে।" ভগ্নাংশের ভাগফল স্থির করিবার এই বিধান রহিয়াছে। এই নিয়ম প্রমাণার্থ নানা জনে নানা উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। পাটীগণিত বীজগণিতের ছায়া; পাটীগণিতকারেরা প্রায় বীজগণিতের নিয়মই অঙ্কে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মটীর ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। কোন পাটীগণিতে উহার প্রমাণ উপেক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় উহার কাঠিন্য ও জটিলতাই ওরূপ পরিত্যাগের কারণ। আমাদের মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গলা ভগ্নাংশের অঙ্ক নাই। এইজন্য আমাদিগকে ইংরেজী অঙ্কে বক্তব্য প্রকাশ করিতে হইল, তাহাও অধিক না থাকাতে গণিতাচার্য্যগণের নিয়মগুলিও উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কেবল সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম।

বাবু অম্বিকাচরণ বসু বাঙ্গলাতে পাটীগণিত লিখিয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে নিয়মটীর প্রমাণ লিখিত হয় নাই। বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পি ঘোষ মহাশয়ের ইংরেজী ও বাঙ্গলা পাটীগণিত আছে। উহাদের একখান অন্য খানার অনুবাদ। এদেশে এই তিনখান পাটীগণিতেরই ভূরি প্রচার। যাদব বাবু স্বরচিত বাঙ্গলা পাটীগণিতের (পঞ্চম সংস্করণ) ১২১ অনুচ্ছেদে "ভগ্নাংশের ভাগহার গুণনের বিপরীত কার্য্য।" লিখিয়া উহারই প্রমাণ করিয়াছেন।

পি ঘোষ মহাশয় তাঁহার পাটীগণিতের (২১শ সংস্করণ) ১৩৩ অনুচ্ছেদে উহার যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহা এইরূপ—ভাজ্যটীকে প্রথমতঃ ভাজকের লবটী দিয়া ভাগ কর। উহা অবশ্যই ভাজকের হরাঙ্কের একভাগ হইবে। এখন হরাঙ্কটী দিয়া উহাকে গুণ করিলেই ফল লব্ধ হইবে।

ভগ্নাংশের ভাগহারের অন্য একটী প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল। পাঠকগণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অন্যান্য পাটীগণিত ও বীজগণিতগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। শ্রীযুক্ত কে, পি, বসুর ১ম ভাগ (১ম সংস্করণ) ১৭৫ পৃষ্ঠা, এস, সি, বসুর (৬ষ্ঠ সং) ২৩৫ পৃষ্ঠা, টড্‌হণ্টারের (নূতন সং) ৬৩ পৃষ্ঠা, উড্‌সের (লাণ্ড ৯ম সং) ৫২ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি। এস, রায়ের লিখিত প্রমাণটী স্বতন্ত্র রূপের।

আমাদের প্রমাণটী এইঃ—$\frac{a}{b}$কে $\frac{c}{d}$ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাজ্য ও ভাজককে কোন এক রাশি দিয়া গুণ করিলে উহার মানের ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং—

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \left(\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}\right) \div \left(\frac{c}{d} \times \frac{d}{c}\right) = \left(\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}\right) \div 1$$

$$= \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

অর্থাৎ ভাজকের হরকে লব ও লবকে হর কর। এইরূপে প্রাপ্ত ভগ্নাংশটী দ্বারা ভাজ্যকে গুণ করিলেই ভাগফল লব্ধ হইবে।" বৈজিক প্রক্রিয়ায় উক্ত নিয়মটী এইরূপ প্রমাণিত হইবে। কেবল সাংখ্য রাশির পরিবর্ত্তে বৈজিক রাশি ধরিতে হইবে।

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট।

গ্রেটব্রিটনের শাসনপ্রণালী নিয়মিত রাজতন্ত্র। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা উহার শাসনকর্ত্তা—রাজা, হাউস্ অব কমন্স ও হাউস্ অব লর্ডস্ লইয়া এই মহাসভা গঠিত।

এই মহাসভার উৎপত্তি, বিস্তার এবং বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতির ইতিহাস অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া এখানে উহার সংক্ষেপে উল্লেখ কোন রূপেই অসঙ্গত নহে। ইহার ইতিহাস ইংরেজ জাতির ইতিহাস, ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ইহার স্থল নহে; তবে মোটের উপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরেজ জাতি ব্রিটিন দ্বীপ অধিকার করিয়া কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সায়ার নিয়া একটী একটী রাজ্য গঠন করেন। তাহার রাজা নিয়োগ এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা প্রভৃতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের জন্য "উইটনা গিমট" অর্থাৎ প্রবীণ সমিতি নামে একটী সভা গঠিত হয়। ইহাতে রাজা, রাজপরিবারের কয়েকজন লোক, ধর্ম্মযাজকগণ ও রাজভৃত্য কয়েকজন সভ্য থাকিতেন। এই "উইটনা গিমট" হইতেই পার্লিয়ামেণ্টের সৃষ্টি

বিজেতা উইলিয়মের ইংলণ্ড জয়ের পর হইতে এই সভা নামান্তর গ্রহণ করিয়া "গ্রেট কাউন্সিল" অর্থাৎ মহাসভা নামে পরিচিত হয়। তখন ধর্ম্মযাজক ও জমিদারগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বড় বড় ঘটনা উপলক্ষে এই সকল লোক মিলিত হইতেন এবং সাধারণতঃ বড় বড় লোকই সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিতেন। অতিরিক্ত সাহায্য, ট্যাক্স স্থাপন প্রভৃতির জন্য ভোটের দরকার হইলে "ম্যাগনা চার্টার" নিয়মানুসারে আরল্, ব্যারণ্ প্রভৃতি প্রত্যেকের নিকট তলবচিঠি এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ব্যারণদিগের নিকট সাধারণভাবে এক নিমন্ত্রণ চিঠি প্রেরিত হইত। কিন্তু সকলে এই সুবিধা অনুসরণ করিবে না বলিয়া নিম্নশ্রেণীর ব্যারণদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবার প্রথা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে ১২৫৪ খৃঃ অব্দে ঐ সভাতে এইরূপে প্রথম প্রতিনিধি আহূত হয়। এবং ১২৬৪ সনে তৃতীয় হেনরীর ভগ্নীপতি ব্যারণদিগের দলপতি সাইমন ডি মণ্টফোর্ট নামক লিষ্টরের আরল্ প্রথম ঐ সভাকে পার্লিয়ামেণ্ট নাম দেন এবং প্রত্যেক সায়ার হইতে দুইজন "নাইট" নির্ব্বা-

চন করিয়া সভা আহ্বান করেন। সেই হইতে এই সভার নাম পার্লিয়ামেণ্টই রহিয়াছে। কিন্তু অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ও বিবাদ বিসংবাদের পর বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে ইহার কার্য্যকলাপ সম্পন্ন হইয়া থাকে সংক্ষেপে তাহার আভাসমাত্র প্রদান করিতেছি।

রাজাই কেবল এই মহাসভা আহ্বান করিতে কি ভঙ্গ করিতে পারেন। এই সভায় আইন কানুন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে। পাণ্ডুলিপি আইনে বিধিবদ্ধ হওয়া রাজার অনুমতি-সাপেক্ষ, পরন্তু এই পাণ্ডুলিপি লর্ডস্ সভা ও কমন্স সভা হইতে পাশ হইয়া আসিলে রাজার তাহাতে কখনও অসম্মতি হয় না। যদি কখনও কোনপাণ্ডুলিপি কি বিল সম্পর্কে রাজার অসম্মতি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে স্পষ্ট কথায় সম্মতি নাই না বলিয়া "পরে বিবেচনা করা যাইবে" বলা হয়। কিন্তু রাণী এনের পর আর কেহই এ ক্ষমতা পরিচালন করেন নাই। রাজাই কেবল যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন; কিন্তু কমন্স সভা ব্যয়ভারবহনে অস্বীকৃত হইলে যুদ্ধ ঘোষণা কেবল কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

হাউস্ অব কমন্স—এই সভায় ৬৭০ জন মেম্বর। ইহার মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রতিনিধি আর অন্যান্যেরা ভিন্ন ভিন্ন সায়ার ও কাউণ্টি হইতে নির্ব্বাচিত। সাধারণ ব্যয় সঙ্কোচ করিতে এই সভার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই সভাকে অতিক্রম করিয়া কর ধার্য্য করিবার কি সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। কর সম্পর্কে সর্ব্ব-প্রকার বিল এই সভায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সভাপতির আসনের সম্মুখে দুইদিকে দুই সারিতে সভ্যগণের বসিবার স্থান এই দুই লাইনের মাঝে যাওয়া আসার জন্য একটী সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে। ডানদিকে এই পথের উপরে সম্মুখের বেঞ্চে শাসনসংক্রান্ত উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ ও অন্য বেঞ্চে গবর্ণমেণ্টের সমর্থনকারী দল আর বামদিকে অপহৃত-ক্ষমতা প্রতিপক্ষগণ উপবেশন করেন।

এই সভার সভাপতির নাম Speaker (বক্তা) কিন্তু ইহার নামে ও কার্য্যে অনেক প্রভেদ। ইনি স্পিকার হইলেও সভায় ইহার কিছুই বলিবার অধিকার নাই। কমিটীতে কদাচিৎ বলিতে ও ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন। উভয় পক্ষে ভোট সংখ্যা সমান হইলেই কেবল ইহার ভোট গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তখন ইনি যে পক্ষে ভোট দেন সে পক্ষেরই জয় হয়। সভার শৃঙ্খলা স্থাপন ও নিয়ম রক্ষা করাই ইহাঁর প্রধান কাজ। ইহার হুকুম তামিল করিবার নিমিত্ত একজন সশস্ত্র সার্জ্জেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। কোন সভ্য কাহারও নাম ধরিয়া অথবা দ্বিতীয় পুরুষে কিছু বলিতে পারেন না; আবশ্যক হইলে তাঁহার নাম না লইয়া তিনি যে স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেই স্থানের মাননীয় সভ্য বলিয়া তৃতীয়পুরুষে তাহাকে উল্লেখ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। সভার সমস্ত মন্তব্য স্পিকারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। কোন সভ্য অন্যের প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের অননুমোদিত ভাষা ব্যবহার করিলে তাহাকে তাহা প্রত্যাহার করিতে হয় অথবা সস্পেণ্ড হইয়া থাকিতে হয়।

এই সভাতে কোন বিল উপস্থিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। অনুমতি পাইলে প্রস্তাবক বিল উপস্থিত করেন

এবং বিল প্রথম বার পাঠের পর ছাপাইতে দেওয়া হয়। তদনন্তর অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহা আবার দ্বিতীয় বার পাঠ করিয়া কমিটীতে আলোচনা করা হয়। কমিটীর আলোচনা শেষ হইলে সংশোধনাদি সহ রিপোর্ট দেওয়া হয় এবং আর একবার পড়িয়া হাউস্ অব লর্ডস্এ পাঠান হয়। লর্ডস্ সভায়ও আবার তিনবার পঠিত হইলে পরিবর্ত্তনাদির পর রাজার অনুমতিক্রমে আইন রূপে বিধিবদ্ধ হয়।

সভায় কোন একটী বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইলে সে বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিবার জন্য ন্যূনকল্পে ১০০জন সভ্যের ভোটের দরকার হয়। সভায় কোন বিল প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে "আজ হইতে ৬ মাস পরে ইহা বিবেচিত হইবে" এই মাত্র বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য তখন আর পার্লিয়ামেণ্ট থাকে না। কোন বিষয়ে এই সভা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা না করিলে "পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্ন অবতারণা হইবে" উল্লেখ করিয়া সভ্যগণ কার্য্যান্তর গ্রহণ করেন। কেহ সভ্যপদ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সরকারী কোন কার্য্য গ্রহণ করিয়া সভ্যপদ ত্যাগ করিতে হয় এবং পুনরায় সভ্য হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে হয়।

হাউস্ অব লর্ডস—লর্ডস্ সভা দুই শ্রেণীর লোক নিয়া গঠিত। এক শ্রেণীতে ধর্ম্মযাজকগণ অপর শ্রেণীতে রাজপরিবারের পিয়ার, ডিউক, ব্যারণ, মার্কুইস সকল উপবেশন করেন। ১৮৯৪ সনে ইহার সভ্যসংখ্যা ৫৭৬ জন ছিল। লর্ড চান্সেলার এই সভার সভাপতি। ইহাঁর কর্ত্তব্য কমন্স সভার Speaker এর কর্ত্তব্য হইতে অনেক বিভিন্ন। প্রশ্ন উত্থাপন করা ইহার প্রধান কাজ; আন্দোলনাদিতে যোগদান করিতেও ইহার অধিকার আছে। ইহাঁর ভোট কমন্স সভার সভাপতির ভোটের ন্যায় শেষ ভোট নহে।

এই সভার সভ্যগণ সকলেই শিক্ষিত এবং আইনজ্ঞ। ইহাঁরা তাড়াতাড়ি করিয়া কোন বিলই পাশ করেন না। বিলের প্রত্যেক পদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া যখন দেখিতে পান যে ইহাতে সাধারণের ইচ্ছাই অভ্রান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তখনই ইহাঁরা আপনাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। রাজার সম্মতি লর্ড সভাতেই দেওয়া হয়। মহারাণী যখন মহাসভা খোলেন তখন কমন্স সভা ও লর্ডস্ সভায় আহূত হয়।

আমাদের দেশে যেমন সমাজে দুই তিনটী কি ততোধিক দল থাকে, বিলাতের মহাসভায়ও সে রূপ রক্ষণশীল (Conservative) ও উদারনৈতিক (Liberal) নামে দুইটী বিশেষ ক্ষমতাশালী দল আছে। এই দুই দল পূর্ব্বে হুইগ (Whig) ও টোরী (Tory) নামে পরিচিত ছিল। উদার-নৈতিকগণ গবর্ণমেণ্টের উন্নতিকল্পে যথা-সাধ্য চেষ্টা করেন; আর রক্ষণশীল দল প্রাচীন নিয়ম প্রণালীতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে তাহাই রক্ষা করিতে যত্নবান। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা যুক্তির সহিত সেখানে প্রদর্শিত হয় এবং সে সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবারও যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহাসভায় র‍্যাডিকেল (Radical) নামে উদারনৈতিক দলের আর একটী শ্রেণী আছে, ইহাঁরা লর্ডস্দিগের আবশ্যকতা পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউনিয়নিষ্ট (Unionist) ও সেপারেটীষ্ট (Separatist) বা গ্লাডষ্টোনিয়ান্ নামে দুই দল আছে। ইহার মধ্যে প্রথম দল আয়-

র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্টের বিরোধী এবং গ্লাডষ্টোনিয়ান্‌রা ইহার পক্ষপাতী। মন্ত্রি-সভাও এই মহাসভার অন্তর্ভুক্ত। কোন মন্ত্রি-দল সভ্যপদ ত্যাগ করিলে, রাজা প্রতিপক্ষ দলের অগ্রণীকে মনোনয়ন করেন এবং মনো-নীত ব্যক্তি নিজে প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার দলের অন্যান্যকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন। স্বর্গীয় মহাত্মা গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন "এই মন্ত্রি-সভা ত্রি-শক্তি-সমন্বিত, রাজ্য অথবা রাণী, লর্ডস্ এবং কমন্স এই তিনটী শক্তি সমবেত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যপথ নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। ইহার প্রত্যেক সভ্যই রাজ্যের কোন না কোন বিভাগের প্রধান কার্য্য-কারক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং রাজার গুপ্তপরামর্শদাতা এই ত্রিবিধরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন।"

সভ্যতার ইতিহাস।

একটী প্রাচীন কথা আছে "শিখেছ কোথায়? ঠেকেছি যথায়।" এখন বিদ্যালয়ে না ঠেকিয়াও অনেক শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যখন বিদ্যা ছিল না, শিক্ষক ছিল না, শিক্ষা ছিল না, তখন পূর্ব্বোক্ত বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। সেই আদমের কালে লোক না ঠেকিলে কিছুই শিক্ষা করিতে পারিত না। প্রতিকূল প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে ভীত হইয়া সকলকেই প্রকৃতির পরিপন্থী হইতে হইত। নচেৎ আত্ম-রক্ষা ও জীবনরক্ষার গত্যন্তর ছিল না। তখন এই প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত বাদ সাধিতে সাধিতেই মনুষ্য বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছে।

প্রথমতঃ শীত, বাত, ঝড় বৃষ্টির সহিত মনুষ্যকে বিবাদ করিতে হইয়াছে। সমুদ্রের উপকূল ভাগে ঐ সকলের যেমন প্রতাপ দেশাভ্যন্তরে তেমন নয়। এই জন্য উপকূলবাসীদিগকে সুদৃঢ় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে হইয়াছে। উচ্ছ-লিত সাগরকবল হইতে আত্মরক্ষার্থ জলযান প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এইরূপে তাহারা তত্তৎবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া একটী ভৌগলিক সত্য স্থাপন করিয়াছে যে, যে দেশে যত উপকূলভাগ অধিক সেই দেশই তত সভ্য। এই তত্ত্ব অনুসারে অভ্যন্তরস্থ অনেক-গুলি দেশ এখনও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উপকূলভাগের আর এক সুবিধা জলযানযোগে স্থানান্তরে যাওয়া। ইহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" মন্ত্র অনুসারে দেশ লক্ষ্মীর বাস-ভূমি হইয়া উঠে। বিদেশী বণিকেরাও ভিন্ন দেশের উপকূলের সঙ্গেই বাণিজ্যযোগ স্থাপন করে। বিদেশীদের সংশ্রবে উপকূল ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠে। উপকূলের উন্নতির ইহা অপর কারণ বা দ্বিতীয় অবস্থার কারণ। ইহার নাম বিদেশ হইতে সভ্যতার আমদানী।

বাণিজ্য পণ্যজাতেই আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে ইহা সাধারণ ও পরিদৃশ্যমান সিদ্ধান্ত। কিন্তু তৎসঙ্গে যে সভ্যতারও আমদানী রপ্তানি হয় তাহা সূক্ষ্ম দর্শন ভিন্ন অনুভূত হয় না। সভ্যতার ব্যবসা বাণিজ্য চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তাহাতেই পৃথিবী এত শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানবিজ্ঞানে ঋদ্ধিমান হইতে পারিয়াছে।

দেশ বা পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির যদি একটা পঞ্জিকা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে

উহা ক্রমবর্দ্ধমান গতির উদাহরণ।

অধঃক্ষিপ্ত বস্তু যখন যতই নিম্নদিকে আইসে ততই উহার বেগ বৃদ্ধি পায়, সভ্যতাও যতই ইদানীংএর দিকে আসিতেছে ততই উহার গতি বেগ প্রচুর বৃদ্ধি পাইতেছে। মানবজাতির প্রথম শতাব্দীর সভ্যতা এক হইলে, দ্বিতীয় শতাব্দার সভ্যতা দুয়ের বর্গ চার এবং তৃতীয় শতাব্দীর সভ্যতা তিনের বর্গ নয় হইয়াছে। বস্তুতঃ জগতের সভ্যতা বৃদ্ধির উদাহরণ একটী অখণ্ড রাশির ক্রমবর্দ্ধিত শ্রেঢ়ী—সমান্তর বা সমগুণ। বাণিজ্যের বিনিময়ে আদান প্রদান আছে কিন্তু সভ্যতার বিনিময়ে আদান আছে, প্রদান নাই। এই জন্য উহার বৃদ্ধি বই ক্ষয় নাই। সকল দেশের সভ্যতাই এইরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে।

কোন জাতির পতন উত্থানের কথাটা রাজ-সংক্রান্ত। আগে হিন্দু রাজা ছিল ভারত উন্নত ছিল, এখন অহিন্দু রাজা অতএব ভারত পতিত। এই সূত্রে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াও পতিত; আফ্রিকাও পতিত। আমেরিকা পতিত নয় কিন্তু নির্ব্বংশ।

পতন উত্থানের কথাটা আবার রাজার দব্‌দবির উপরও নির্ভর করে। এক কালে মিসর, আফ্রিকা ও এসিয়ার বহু দেশ অধিকার করিয়া ধন রত্ন লোক জন হরণ পূর্ব্বক আকাশ-ভেদী পিরামিড্ উঠাইয়াছিল। তখন মিসর-রাজার প্রতাপে পার্শ্বস্থ রাজগণ কম্পিত হইত। এইরূপ আসিরিয়া, গ্রীস, রোম ছিল। এখন সেই রাজপ্রতাপ ও রাজ্যপ্রতাপ কাহারো নাই। অতএব এই সকল রাজ্য পতিত হইয়াছে।

পতন উত্থানের আর একটী কথা আছে। তাহা হইলেই এই গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত হইয়া যায়। জাতীয় পতন উত্থান অনেকটা আপেক্ষিক। আজ তোমার হাতে সভ্যতার জ্বলন্ত বর্ত্তিকা আছে দেখিয়া সকলেই তোমার প্রশংসা করে। সকলেই তোমার উজ্জ্বল শিখায় বাতি জ্বালাইয়া লয়। কাল আর একটী বাতি উজ্জ্বলতর হইল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল, আর কেহ তোমার কাছে আইসে না, কেহ তোমার দিকে তাকায় না, সকলের মুখেই নূতন আলোর প্রশংসা। এইরূপে গ্যাস লাইট হইতে ইলেক্-ট্রিক লাইটের মহিমা বাড়িল। গ্যাস লাইট মনে করিল তাহার আর আলো নাই সে পতিত হইয়াছে। ভারত, মিসর, গ্রীস তোমরাও সেরূপ পতিত। তোমরা গ্যাসের আলো নও মান্ধাতার কালের তৈলের বাতি। বর্ত্তমান ইলেক্‌ট্রিক সভ্যতালোকের নিকট দাঁড়াইলে তোমাদিগকে কিরূপ দেখাইবে তুলনা কর।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পাত কাহাকে জুড়িয়া থাকিবে তাহা লইয়া বিষম বিবাদ। প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতা নিদর্শনপত্র লইয়া স্ব স্ব অগ্রজত্ব প্রমাণ করিতে আসরে নামিয়াছে। কেহ বা পাণ্ডিত্য বিতণ্ডার পথ অনুসরণ করি-য়াছে। সি বি ক্লার্ক সাহেব মিসরবাসীদিগকে প্রথম আসন দান করিয়াছেন। আমরা অগ্র পশ্চাৎবর্ত্তিতার বিতণ্ডাজালে জড়িত হইব না। আম খাওয়া উদ্দেশ্য, আঠি দিয়া কি করিব? সভ্যতার ইতিহাসে অগ্রপশ্চাৎ আসন গ্রহণ আঠি মাত্র।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে অভাবই জগতের প্রাথমিক সভ্যতার জনক জননী। এখন সভ্য-তার মহা বাণিজ্যের মধ্যেও অভাবের মাহাত্ম্য কমে নাই। এখনও অভাব হইতেই সর্ব্বপ্রকার নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্ম হইয়া থাকে। অতি সামান্য একটী আবিষ্ক্রিয়াও কারণ-সূত্র-বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা নয়।

দেশের প্রকৃতি প্রাচীন সভ্যতার অতি প্রধান উপাদান। মিসরের সভ্যতা নীল নদের মহাবন্যার পরিণাম ফল মাত্র। ফিনিসিয়ার একদিকে সমুদ্র অন্যদিকে অলঙ্ঘ্য লিবানন পর্ব্বত অধিবাসীদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল। পর্ব্বতস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সাহায্যে তরণী নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাসীরা অপার সিন্ধুবক্ষে ভাসিল, বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিল। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের সঙ্গে সভ্যতার বিনিময় করিয়া তদানীন্তন পৃথিবীর রাজা হইল। নানা দেশে ঘর বাড়ী করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। দূর দেশে চিঠিপত্র প্রেরণের আবশ্যকতা হইল; ফিনিসীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হইল।

মিসরের সভ্যতার কথাটা ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহা এই—নীল নদের ভীষণ বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইত। পলি পড়িয়া পথ ঘাট মাঠ পরিপূর্ণ হইত। নিকটস্থ পর্ব্বত পাষাণময়, অধিবাসীরা বাঁধ দিবার জন্য পাষাণ কাটিয়া আনিত। একখানির উপর আর একখানি দিত। এইরূপে গগনভেদী পিরামিডের নির্ম্মাণের সঙ্কেত পাইল। বন্যা হইলেই বর্ষা হয়, বর্ষার সময় আছে। কোন্ সময়ে দেশবৈরী বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইল। এক বন্যা হইতে অন্য বন্যার আসন্ন কাল স্থির হইল। মিসরে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল। মিসরকীর্ত্তির সর্ব্বোন্নত পতাকা জ্যামিতি শাস্ত্র। তাহাও নীল নদের বন্যার প্রসাদ। পিরামিডের বহ্বায়ত দেহ, সমুন্নত শির এক দিন ধূলিসার হইবে; কিন্তু জ্যামিতি আরো বহু শাস্ত্রের জননী হইয়া চিরদিন মিসরকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। কথিত আছে মিসরের পলিব্যাপ্ত প্রান্তরের কৃষাণদের স্ব স্ব ভূমির সীমারেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইত। বন্যান্তে প্রতিজনকে পূর্ব্ব পরিমিত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া দিতে হইত। এই চেষ্টা হইতেই জ্যামিতির সৃষ্টি হইল। মিসর সভ্যতার ইতিহাসে উচ্চ স্থান লাভ করিল। (ক্রমশঃ)

এড্‌মিসন্ বুক।

ছাত্রদের স্কুল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দিনের পর দিন কড়াকড়ি নিয়ম করা হইতেছে। কিন্তু কিছুতেই আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। কাজ কর্ম্মের অভাবে বেগার গরীব বেচারীরা যেখানে সেখানে স্কুল পাঠশালা খুলিতেছে, ফিকির জোগার করিয়া বা নানা প্রলোভন দেখাইয়া অন্য বিদ্যালয়ের ছেলে ভুলাইয়া আনিতেছে। আজ কালের দিনে স্কুল করা ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কোথায় বা দলাদলির ধুমে এক গ্রামেই দুটি এণ্ট্রেন্স স্কুল হইয়াছে। কোথায় বা পুরস্কারের প্রত্যাশায় এক পাড়ায়ই দুই তিনটী পাঠশালা হইয়াছে। যদিও এখন পরীক্ষা দানের অধিকার বিশেষ বিচার করিয়া দান করা হয়, তথাপি অনেক স্থানে বিদ্যালয়ের সঙ্খ্যা যে প্রয়োজনাতিরিক্ত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বেসরকারী স্কুলগুলিতে আয়বৃদ্ধির জন্য ছাত্র টানাটানির পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। ছাত্র টানাটানিতে শিক্ষা কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। ইহা নিবারণার্থ কর্ত্তৃপক্ষ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না। শ্রীযুক্ত বঙ্গদেশের ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার বিগত বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে ট্রান্‌স্ফার রুলের কার্য্যকারিতার উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন—

"But the rules are not an unmixed good. False statements are frequently being made by boys in order to evade them, and guardians and teachers often violate the rules and then pervert facts to justify their actions."

অর্থাৎ ট্রান্‌স্ফার রুল দ্বারাও সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে না। বালকেরা নিয়মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অহরহঃ মিথ্যার সৃষ্টি করিতেছে। অভিভাবক ও শিক্ষকগণও সর্ব্বদা নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করেন এবং প্রকৃত ঘটনার অন্যথা করিয়া আপন আপন কার্য্য সমর্থন করেন।"

এই সকল জাল জুয়াচুরি রহিত করিবার একটী উপায় আমাদের মনে হইতেছে। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বদোষ দূরীকরণে সমর্থ হইবে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান জাল জুয়াচুরি যে অনেকটা নিবারিত হইবে তাহা আশা করিতে পারি।

এখন যেমন সরকারী কাজ পাইলেই এক একখান সার্‌বিস্ বুক প্রত্যেককে রাখিতে হয় তদ্রূপ কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেই ভর্ত্তির বই (এড্‌মিসন্ বুক) নামে এক একখান বই তাহাকে রাখিতে হইবে। সার্‌বিস্ বইর প্রথম দুই পৃষ্ঠায় যাহা যাহা লিখিত আছে এড্‌মিসন্ বুকের প্রথম দুইপৃষ্ঠায়ও তাহাই লিখিত থাকিবে। বালক প্রথম যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেই ঘরগুলি পূরণ করিয়া সই করিয়া দিবেন। চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ঘর গুলি থাকিবে। (১) যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল তাহার নাম, (২) ভর্ত্তির তারিখ, (৩) যে শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল, (৪) দুশ্চরিত্রতা বা অবাধ্যতার জন্য কোন গুরুতর শাস্তি পাইয়া থাকিলে তাহা, (৫) শাস্তির তারিখ, (৬) ছাত্রের সই, (৭) প্রধান শিক্ষকের সই, (৮) স্কুল পরিত্যাগের তারিখ, (৯) স্কুল পরিত্যাগের কারণ, (১০) ছাত্রের চরিত্র, (১১) বিদ্যালয়ের প্রধান, শিক্ষকের সই।

এই এড্‌মিসন্ বুক প্রতি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট থাকিবে। ছাত্র যখন স্কুল পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তখন সেই বই তাহার হাতে দেওয়া হইবে। ছাত্র এড্‌মিসন্ বুক প্রদান করিতে না পারিলে কখনও অন্য কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে না। কদাচিৎ কাহারও এড্‌মিসন্ বুক হারাইয়া ফেলিলে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রকে সবইন্‌স্পেক্টর, মধ্য-স্কুলের ছাত্রকে ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর, এণ্ট্রেন্স স্কুলেরছাত্রকে ইন্‌স্পেক্টর বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দ্বিতীয় এড্‌মিসন্ বুক দিতে পারিবেন; এইরূপ প্রদত্ত বহিতে প্রদাতার সই থাকিবে। নূতন এড্‌মিসন্ বুকের জন্য কিছু অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট থাকিলে বই রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন থাকিবে। এড্‌মিসন বুক গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়া বিক্রীত হইলে উহাতে জাল জুয়াচুরি হইতে পারিবে না। অথচ উহাতে ডিপার্টমেণ্টের লাভ ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবে না।

এইরূপ এড্‌মিসন্ বই রাখিলে ফল এই হইবে যে কোন ছাত্র দেয় না দিয়া কোন স্কুল পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। শিক্ষকেরা কোন ছাত্রকে দোষারোপ করিয়া বৃথা যন্ত্রণা দিতে পারিবেন না। কারণ দণ্ডের ঘরের সম্মুখে ছাত্রের সই থাকিবে। এখন পুরস্কারী পরীক্ষায়

গুরু মহাশয়েরা যেরূপ যথা তথা হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরীক্ষার কালে হাজির করেন তখন আর তেমন পারিবেন না। কারণ তাহাদিগকে এড্‌মিসন্ বইর সহিত ছাত্র মিলাইয়া দিতে হইবে। বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠের মোহর থাকিলে রামকে রহিম বলিতেও সাহস হইবে না। এখন মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা কোন স্কুলে ২।১ মাস পড়িয়া সার্টিফিকেট না লইয়া চলিয়া যায় এবং সে স্কুলে যে পড়িয়াছে তাহার নামও করে না। জাল সার্টিফিকেট দিয়া অন্য স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হয়। এড্‌মিসন্ বই হইলে আর সেরূপ পারিবে না। ছাত্র কখন কোন্ স্কুলে পড়িয়াছে তাহার একটী সত্য ইতিহাস থাকিবে। বয়স বরাবর একই থাকিবে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না।

নৈতিকবল বৃদ্ধি না হইলে যত উপায়ই অবলম্বন করা হউক সাধারণ লোকে চোখে ধূলা দিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না। অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় লইয়া অসৎ উপায়ে লাভবান্ হইতে চেষ্টা করিবেই। তথাপি দুষ্টের শাসন জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শাস্তি দান করিতে হইবে।

স্মৃতি-রত্ন।

১৩। হিত-মিত-মধুরবাদী হইবে।

১৪। ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইবার পূর্ব্বেই অন্ন বা জল গ্রহণ করিবে। পরিশ্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্রাম করিবে। বিরক্ত হইবার অগ্রেই অধ্যয়নে বিরত হইবে।

১৫। ভালর সহিত মন্দ ও দেখিবে এবং মন্দের সহিত ভাল পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুর ও গুণ দেখিবে এবং বন্ধুর ও দোষ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

১৬। সুশিক্ষালাভ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের উত্তরাধিকার অপেক্ষা প্রার্থনীয় ও লাভজনক।

১৭। পরসুখে সুখী হওয়া সুশিক্ষার একটী সুফল এবং সুখী হইবার অমোঘ উপায়।

১৮। সহিষ্ণুতা মনুষ্যকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করে।

১৯। আরব্ধ সৎকার্য্য কখনও সম্পন্ন না করিয়া পরিত্যাগ করিবে না। অনেকে প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া ভয় পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০। চলচ্চিত্ততা কর্ত্তব্য কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং মনের শান্তি হরণ করে। অতএব যখনই মন চঞ্চল হইবে তখনই কারণ নির্ণয় করিয়া তন্নিবারণ করিবে।

২১। অনুমান অনেক সময় বিপদ ঘটায়।

২২। অধ্যয়নে শিক্ষার আরম্ভ, অধ্যাপনায় উন্নতি এবং লিখনে উহার পূর্ণতা হইয়া থাকে।

২৩। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে কাহারও হৃদয়ে ব্যথা না দেওয়া ভদ্রতা। ভদ্র ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত ও বাধ্য হয়।

২৪। ভাষা জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস বা ছবি। কোন জাতির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে সেই জাতির প্রকৃতি সহজেই ধরা পড়ে।

২৫। সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশ করিবে। অল্প বল প্রয়োগে অধিক কার্য্য করিবে। ইঙ্গিতে সকলকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত রাখিবে। ভ্রূভঙ্গিতে সকলকে শাসন করিবে।

২৬। সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই মহাশক্তি। উহাতে

সাপ, বাঘ, মানুষ সকলেই ভীত হয়।

২৭। আদেশের দৃঢ়তাই সকলকে শাসনে রাখিবার সঙ্কেত।

২৮। কল্পনাকে বিচার শক্তির হস্তে সমর্পণ করিবে। অবিচারিত কল্পনা রজ্জুকে সর্প ও ছায়াকে জাগ্রৎ শত্রু দেখায়।

২৯। সন্তুষ্ট লোক গোলাপ ফুল। যেখানে যায় আপনার প্রকৃতিতেই সকলকে সুখী করে। অসন্তুষ্ট লোক নিজে কষ্ট পায় এবং অপরকেও অসুখী করে।

৩০। অসূয়া বৃশ্চিকের মত দংশন করে। অসূয়ুরা কখনই সুখী হইতে পারে না। অসূয়া ও রাগ জীবন ক্ষয় করে।

৩১। ন্যায় রক্ষা ও সত্য বিচারের উপর সামাজিক শান্তি নির্ভর করে।

৩২। ধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের সহোদর। চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।

৩৩। অনেক শুনিবে, অল্প বলিবে। অনেক দেখিবে, অল্পই মনে রাখিবে।

৩৪। তুমি একজনের নিকট যাহা বল জগতের নিকট তাহা বলিলে মনে রাখিবে। রসনাকে সংযত রাখিবার এই এক নীতি।

ভুল ভ্রান্তি।

কাকু—পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি কাব্য নির্ণয়ের কাকু দ্বারা বক্রোক্তির উদাহরণে "উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না?" এই দুটী বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় বাক্যেই "কি" থাকাতে স্বরভঙ্গী দ্বারা কোন রূপেই ভিন্নার্থ প্রতিপাদন করা যায় না। উহাদের একই অর্থ হয়—কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে, দাহ শক্তি থাকে। সুতরাং এখানে কাকু দ্বারা বক্রোক্তির উদাহরণ হয় নাই। উভয়েই "কি" না থাকিলে উদাহরণ হইত।

কীর্ত্তিনাশা—অনেকের সংস্কার রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ বিনাশ করিয়াই পদ্মা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা লাভ করিয়াছে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে লিখিত হইয়াছে "পদ্মার প্রবল তরঙ্গে রাজবল্লভের কীর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; লোকে তাহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নদীর নাম রাখিয়াছে—"কীর্ত্তিনাশা।" কিন্তু বাস্তব ঘটনা তাহা নহে। সুবিখ্যাত চাঁদরায় কেদাররায়ের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংশ করাতেই পদ্মার নাম কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। চাঁদরায় বারভূঁয়ার মধ্যে একজন ও বিক্রমপুরের সমাজপতি ছিলেন। তাহার বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে—পদ্মার উত্তর পারে। কথিত আছে তিনি সন্দ্বীপ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীপুরে তাঁহার বাড়ী ছিল, এখন শ্রীপুরের চিহ্নও নাই। বর্ত্তমান রাজাবাড়ীর মঠ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের শেষ সাক্ষী। চাঁদরায় কেদাররায়ের পরেই রাজা রাজবল্লভের আবির্ভাব। চাঁদরায় সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রথমতঃ রথখোলা ভাঙ্গিয়া নেওয়াতে পদ্মার নাম রথখোলা এবং পরেই কীর্ত্তিনাশা নাম হয়। রাজা রাজবল্লভের বাড়ী বলিয়া রাজনগর এবং সম্ভবতঃ চাঁদরায় কেদাররায়ের নাম অনুসারে রাজাবাড়ী নাম হইয়াছে এবং ইহাও অসম্ভব নয় যে রাজবল্লভ রাজাবাড়ীর

নামের উপরে জাঁকাল করিবার জন্য স্বীয় বাস গ্রামের নাম রাজনগর রাখিয়াছিলেন। রাজা 'রাজবল্লভের কীর্ত্তি বিনাশ করাতে অবশ্যই পদ্মার কীর্ত্তিনাশা নাম আরো জাঁকাল হইয়াছে।

সংবাদ।

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মার্টিন্ সাহেব দুই মাসের বিদায় লওয়াতে পাটনা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এ, পেডলার সাহেব একটীং ডিরেক্টর হইয়াছেন।

ঢাকার আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় পাটনা বিভাগের একটীং ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

যে সকল মধ্যছাত্রবৃত্তিপরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী বিগত মোক্তারি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহারা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে মোক্তারি পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহা প্রদান করিতে পারিবে।

পণ্ডিত কালীকান্ত শিরোমণি একখানা মুদ্রিত পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে সম্প্রতি বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব স্থির করিয়াছেন "গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল কর্ত্তৃক রেজিষ্ট্রার রূপে বঙ্গদেশীয় টোল সমূহের যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, ঐ পরীক্ষার জন্য আমি সেই সমাজকে আদি ও প্রকৃত পূর্ব্ব বঙ্গ সারস্বত সমাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, যে সমাজের সভাপতি পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র বিদ্যারত্ন।"

এবার বি, এ পরীক্ষায় অনারে ৭৮ জন এবং পাশকোর্সে ৩৪৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত সংবাদ ও মাসিক পত্রগুলির প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। সময়, বসুমতী, ত্রিপুরা হিতৈষী, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, সারস্বত পত্র, Unity and the minister, Behar Herald, the world and New Dispensation. মাসিক, মুকুল, বামাবোধিনী, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-পরিষৎ, প্রদীপ, হিন্দু পত্রিকা।

অঞ্জলি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

মাসিকপত্রিকা।

১ম বর্ষ। শ্রাবণ, ১৩০৫। আগষ্ট, ১৮৯৮। ৪র্থ সংখ্যা।

নানা কথা।

প্রত্যুপকার—উপকারের পরিশোধ হয় না। যাহারা প্রত্যুপকার করিয়া আপনাদিগকে ঋণমুক্ত মনে করে তাহারা কৃতঘ্ন। যাঁহারা উপকারস্মৃতির উজ্জ্বল রত্নমালা চিরজীবন কণ্ঠে পরিধান করেন তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। উপকার অনেকেই করে, কিন্তু অতি অল্প লোকেই উপকার স্মরণে রাখে। উপকৃতের উপকার স্মৃতির অশ্রুজল ও অনুরাগ রঞ্জিত মুখ-কমল যিনি দর্শন করেন তিনিই মুগ্ধ হন ও পুণ্য লাভ করেন।

রিজার্ভ ফোর্স বা রক্ষিত বল—প্রতিরাজ্যের ন্যায় দেহ রাজ্যেরও রিজার্ভ ফোর্স আছে। উহা অসময়ের বন্ধু। সাধারণ বলের সাধ্যাতীত বা ক্ষয় হইলেই রিজার্ভ বলের তলপ পড়ে এবং তৎপ্রভাবে দুর্ব্বল ও মহাবল হইয়া উঠে। অতিক্রুদ্ধ, অসহায় ও প্রাণান্ত বিপৎপাত হইলে দেহীমাত্রেই রিজার্ভ ফোর্স প্রয়োগ করিয়া থাকে। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে উহা শেষ অভিনয় দেখাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। মানুষের নিয়মিত বল বা Regular force এর নাম পিত্ত, তদভাব বা তৎক্ষয়ের নাম বাত এবং রিজার্ভ ফোর্সের অবতরণের নাম কফ। কফের জোরে কঙ্কালসার মানুষ অসম্ভব কার্য্য করিয়া থাকে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা রিজার্ভ ফোর্সের প্রভাবেই জ্বলিয়া উঠে।

স্কুল পরিভ্রমণ—পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে অনেক ছাত্রের স্কুল পরিবর্ত্তনে ইচ্ছা জন্মে। পরীক্ষার ফলের জন্য পরীক্ষার্থী নিজেই বহু পরিমাণে দায়ী। বিদ্যালয় ও শিক্ষকের দোষ দর্শনের অগ্রে নিজের ত্রুটী সংশোধন করা ভাল। তারপর শিক্ষকেরও শিক্ষাদানের দোষ দেখিবে। এক বিদ্যালয়ে থাকিলে বরং শিক্ষার সুবিধা হয়, পূর্ব্ব শিক্ষকগণ দোষ ত্রুটী জানেন বলিয়া তত্তাবৎ সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

বাবু দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী—একটী বীজ পুতিলেই বৃক্ষ জন্মে। মনুষ্য যদি আপন চরিত্রে একটী মাত্র সৎগুণও বপন করে তাহাই কালে তাহার চরিত্রকে উন্নত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তোলে। দুর্ব্বল, দুর্গত ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি দ্বারিকা বাবুর

চরিত্রের প্রধান নিশান। এই গুণেই সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে। এই গুণেই তিনি দুর্গত বঙ্গীয় নারীকুলের সঙ্গে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেন, উহাতেই "অবলা বান্ধবের" জন্ম। উহা হইতেই তাঁহার সমগ্র চরিত্র বিকাশিত হইয়াছিল। দ্বারিকা বাবু বিক্রমপুরের সামান্য পরিবারে জন্ম লাভ ও শৈশব অতিবাহিত করেন। তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত। তথাপি কতগুলি লোকের দুঃখ কষ্ট আপন হৃদয়-তুলে ওজন করিতেন বলিয়া হৃদয়টা অত বড় হইয়াছিল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা পরের জন্য চিন্তা করেন! তাঁহাদের স্বর্গীয় আত্মা নিশ্চিতই পরলোকে শান্তি লাভ করে।

সার সৈয়দ আহাম্মদ—স্বজাতির উন্নতির জন্য যথেষ্ট খাটিয়াছেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উচ্চ বংশীয় মুসলমানদের জন্য আলিগড়ে একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থানের অভিজাত মুসলমান বালকগণ সেখানে যাইয়া সুশিক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন চেষ্টায় মুসলমান জাতি অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সার সৈয়দ আহাম্মদ বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যদি কেবল স্বীয় পরিবার পরিজনের সেবাতেই এই দীর্ঘ জীবন যাপন করিতেন তাহা হইলে কেহ তাঁহার নাম লইত না। মানুষ স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া অমরত্ব লাভ করে, সার সৈয়দ আহাম্মদ তাই আজ অমর!

মিসরের পিরামিড—উচ্চে ৪৮২ ফুট, ৩৯ বিঘা জমিতে ব্যাপ্ত। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সেণ্টপলের দেব মন্দিরও এত উচ্চ নয়। খৃষ্টের ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য এক লক্ষ লোকে ২০ বৎসরে সমাধা করিয়াছিল। উহা তদানীন্তন মিসর রাজ চিয়াপ্সের সমাধি স্তম্ভ। কালের সুদীর্ঘ অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও উহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাই জনৈক পারস্য কবি বলিয়াছেন "সকলেই কালকে ভয় করে কিন্তু কাল স্বয়ং পিরামিডের ভয়ে ভীত।"

পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরী—পারি বা পারিস্ নগরের ন্যাসনেল লাইব্রেরী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাইব্রেরী। উহাতে ১৪ লক্ষ মুদ্রিত, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার হস্তলিখিত গ্রন্থ, ৩ লক্ষ ম্যাপ ও সমুদ্রাদির চিত্র এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা ও পদক আছে।

বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়—সম্প্রতি সাক্সনির রাজধানী লিপ্‌জিগ নগরে স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় আর কোথায়ও নাই। জর্ম্মেনীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানেও বিদেশীরা অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। এখানে কর্য্যাদিতে সুশিক্ষা লাভ করিলে সকলে Ph. D. উপাধি লাভ করিবেন।

অধ্যয়ন সমিতি—অনেকে তাস পাশা খেলিয়া জীবনের দুর্ব্বহ সময় অতিপাত করেন, তথাপি ধর্ম্মগ্রন্থের দু এক ছতর পড়িতে অবসর পান না। আবার অনেক গরীব দুঃখী এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরিয়া দু এক খান বই কি সংবাদ-কাগজ সংগ্রহ করিয়া অতৃপ্ত মনে পাঠ করেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর জন্য স্বতঃই সকলের সমবেদনা জন্মিয়া থাকে। ইহাঁদের অতৃপ্ত পাঠেচ্ছা চরিতার্থ করিবার একটী উপায় আমরা দেখিতেছি—স্থানে স্থানে অধ্যয়ন-সমিতি স্থাপন করা। গরীবেরা মাসে এক আনা কি দুআনা করিয়া দিলে যাহা কিছু সংস্থান হয় তদ্দ্বারা অনায়াসেই দু এক খান সংবাদ-কাগজ ও ৩।৪ খান মাসিক পত্রিকা গৃহীত হইবে। একজন কার্য্য-সম্পাদক হইয়া সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলে, দশজনে কোন এক স্থানে মিলিত হইয়া কোন রূপে পাঠেচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারেন। এখন প্রায় প্রতি নগর উপনগরেই বড় লোকদের এক একটী লাইব্রেরী বা ক্লাব আছে, তাহাতে নানা পত্রিকা ও পুস্তক গ্রহণ করা হয়। বড় লোক ও মধ্যবিত্তদেরও তাহাতে অধ্যয়নের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু গরীবদের সে রূপ অধ্যয়ন-সভা প্রায়ই নাই।

চট্টগ্রামে কয়েক জন শিক্ষিত লোক চেষ্টা করিয়া "অধ্যয়ন সম্মিলনী" নাম দিয়া তদ্রূপ একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদকের কার্য্যকুশলতায় সম্মিলনীর কাজ অতি সুশৃঙ্খলাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে। এই সভার মাসিক চাঁদার হার আট আনা ও চারি আনা। আমাদের মনে হয় ইহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর গরীব লোকদের জন্য দু এক আনা মাসিক চাঁদায় স্থানে স্থানে অধ্যয়ন-সমিতি সমূহ স্থাপিত হইলে দেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

ব্রহ্মচারী।

[পরিদর্শক]

১। কোন পরিদর্শক আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিবেন শুনিলেই আমি যথা-সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা করিয়া সে দিন স্কুলে যাই।

২। সে দিন স্লেট খান বেশ করিয়া মাজিয়া নিই। বড় একটী স্লেট-পেন্সিল ও লেড্ পেন্সিল সঙ্গে নিই। পাঠ্যবই সকল গুলিই সঙ্গে লইয়া যাই। খাতা বইতে অঙ্ক কষিবার ব্যবস্থা থাকিলে, ভাল এক খান খাতা বই সঙ্গে রাখি। সকাল সকাল স্কুলে যাই।

৩। তিনি আসিতেছেন শুনিলেই পরিহিত কাপড় চোপড় ও বই স্লেট প্রভৃতি ঠিকঠাক করিয়া রাখি।

৪। তিনি শ্রেণীতে আসিবামাত্র আমরা দণ্ডায়মান হই। তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করি, এবং তিনি যতক্ষণ বসিতে না বলেন ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকি। তিনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন কেবল মাত্র সেই কথার সদুত্তর প্রদান করি। তাঁহার অগ্রে অনর্থক কথা বা অগ্রবর্ত্তী হইয়া কোন কথা বলি না, তিনি পরীক্ষার্থ যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যতদূর জানি সরল ভাবে তত্তাবতের উত্তর প্রদান করি। আমি কখনও তাঁহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করি না; না জানিয়া তাঁহার কোন প্রশ্নের উত্তর দান করি না।

৭। পরিদর্শক মহাশয় চলিয়া যাইবার সময় পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করি। তাঁহার নিকটে আমি সর্ব্বদা শান্ত ও সুস্থির ভাবে অবস্থান করি।

৮। কোন বিশেষ বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহার অনুমতি পাইলে বিনীত ভাবে একজনে তাহা নিবেদন করি।

৯। তাঁহার শুভাগমন জনিত বিদায় লাভের আবেদন পত্র অতিশান্তভাবে আমাদের এক

জন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনিই তাহার সদুত্তর দেন; তজ্জন্য আমাদের মধ্যে কোন গোলযোগ হয় না।

১০। বিদ্যালয়ের গম্ভীর নিস্তব্ধতা আমরা কেহই ভঙ্গ করি না। সেই ভয়-ভক্তি-মিশ্রিত নিস্তব্ধতা দ্বারা আমরা সকলে তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।

১১। তিনি চলিয়া গেলেও আমরা সকলে হৈ চৈ করিয়া বিদ্যালয়ের শান্তি ভঙ্গ করি না। শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া অতি শান্তভাবে তাঁহার আগমন বিষয়ক নানা কথা বার্ত্তা বলিয়া থাকি।

১২। তিনি যতক্ষণ আমাদের মধ্যে থাকেন বাক্যে ও আচরণে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে সতর্কতা গ্রহণের ত্রুটী করি না।

[সতীর্থ বন্ধু]

১। সমপাঠী ও সমবয়সী বন্ধুদিগকে আমি সহোদরের ন্যায় ভালবাসি।

২। তাঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তায়, আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়াকৌতুকে আমি বিশুদ্ধ প্রীতি ও আমোদ অনুভব করি।

৩। প্রীতি বর্দ্ধনার্থ সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন, ধর্ম্ম বা নীতিবিষয়ক বা শিক্ষাপ্রদ কোন পুস্তক, সাধুসজ্জনের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যপট অথবা সাধুবাক্য (Motto) উপহার দিয়া থাকি।

৪। নিয়মিতরূপে তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সংবাদ লইয়া থাকি।

৫। তাঁহাদের সুখসৌভাগ্যে আনন্দিত হই ও আনন্দ প্রকাশ করি। দুঃখ বিপদে সমবেদনা জানাইয়া থাকি।

৬। কেহ পীড়িত হইলে আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করি। বিবিধ উপায়ে তাঁহার রোগ যন্ত্রণা লাঘব করিবার চেষ্টা করি। যাহাতে চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য হয় সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখি।

৭। সঙ্কটাপন্ন রোগ হইলে রাতদিন পর্য্যায়-ক্রমে তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবা করি। একখান ডায়েরিতে দু দু ঘণ্টা অন্তে রোগীর যেরূপ অবস্থা হয়, কখন ঔষধ কখন পথ্য দেওয়া গেল, কখন মলমূত্র ত্যাগ, কখন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল লিখিয়া রাখি। এবং চিকিৎসক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাহা দেখাই।

৮। কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে অর্থ, উপদেশ অথবা অন্য উপায়ে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি।

৯। কোন কারণে কাহারো মনোবেদনা হইলে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সুপরামর্শ দিয়া সাধ্য-মত তাঁহার কষ্ট দূর করিয়া থাকি।

১০। পড়ায় কেহ খাটো থাকিলে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে একত্র পড়িয়া তাঁহার অভাব মোচনে যথাসাধ্য যত্ন করি।

১১। সকলের সঙ্গে সময়ে সময়ে সদা-লোচনা করিয়া নিজের ও তাঁহাদের শিক্ষা ও উন্নতির পথে সহায়তা করি।

১২। কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে গুরু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রে সতীর্থ বন্ধুদের নিকট তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করি।

১৩। বন্ধুগণকে ভাল বাসি ও আদর করি কিন্তু কখনও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিই না।

১৪। তাঁহাদের মধ্যে কোন পাপের অনুষ্ঠান, দোষ বা ত্রুটী দেখিলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া

বন্ধুভাবে তাহা প্রদর্শন করি এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলি।

১৫। এমন কোন আলাপ বা কার্য্য করি না যাহাতে আমাদের মধ্যে অপ্রেম বা অপবিত্রতা আসিতে পারে।

১৬। অপবিত্র ও অসার গ্রন্থাদির নাম করিয়া সর্ব্বদাই আমি সে সকল পড়িতে নিষেধ করি। ভাল কোন গ্রন্থ পড়িলে সকলকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

১৭। সর্ব্ব প্রযত্নে আমাদের মধ্যে রাগ হিংসা বা বিদ্বেষের কারণ থাকিতে দিই না।

১৮। সকলের সহিত সদা সরল ও মধুর ব্যবহার করি, কখনও মিথ্যা ও কপটতার ধার ধারি না।

১৯। আমি জানি বরং একাকী থাকাও ভাল, তথাপি অসৎ বন্ধুর আপাতমধুর সঙ্গ বিষবৎ বর্জ্জনীয়।

২০। আমাদের প্রেম পবিত্র, ভালবাসা উদার। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং পরস্পরের পাপ দূর করিতে প্রাণপণ যত্ন করি।

২১। আমরা একত্রে মিলিয়া কখন কখন বন, উপবন, সাগর, প্রান্তর প্রভৃতি দৃশ্য স্থান দেখিতে যাই। বেড়াইতে বেড়াইতে ভাল ভাল বিষয়ের আলাপ করি। আমরা বাজে কথা লইয়া বাক্ বিতণ্ডা করি না।

২২। কখন বা আমাদের মধ্যে যিনি ভাল গান করিতে পারেন পাহাড়ে, নদীর ধারে, বা প্রান্তরে বসিয়া সকলে তাহার ভাল ভাল গান শুনি।

২৩। মধ্যে মধ্যে সভা সমিতি করিয়া রচনা পাঠ ও বক্তৃতা করি ও শুনি। ভাল গ্রন্থের ভাল ভাল অংশ অভিনয় করিয়া সুখী হই ও সকলকে সুখী করি।

২৪। আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী। বন্ধুদের মধ্যে কেহ দূর দেশবাসী হইলে নিয়মিত পত্র লিখিয়া তাঁহার কুশলাদি সংবাদ লইয়া থাকি। তাঁহার বৈষয়িক ও পারিবারিক শুভ সংবাদ পাইলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখি।

বাধ্যতা।

নত না হইলে কেহ উন্নত হইতে পারে না। যাহারা শিশুকালে বাধ্য থাকে তাহারাই বয়সে স্বাধীন হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন বাধ্যতা ও স্বাধীনতা একে অন্যের শত্রু; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা হরিহর আত্মা, একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যেখানে বাধ্যতা সেখানেই স্বাধীনতা, যেখানেই স্বাধীনতা সেখানেই বাধ্যতা। বর্ত্তমান যুগে ইংরেজগণ স্বাধীনতার বুকের মাংস, অথচ ইংরেজদের ন্যায় নেতার অনুগত জাতি অতি অল্পই আছে। সৈন্যদল বাধ্যতার আদর্শ অথচ তাহারাই দেশের স্বাধীনতার রক্ষক। পক্ষান্তরে যে জাতি বহুদিন অবধি পরাধীন সে জাতির মধ্যে যে প্রকৃত বাধ্যতার অভাব হইবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। অধীন জাতির ছলনা চাতুরী নিত্য সহচরী। শিশুকাল হইতে যাহারা কপটতা বা অসরলতা শিক্ষা করে তাহারাই অবাধ্য হইয়া কালে দুর্গতির বিষফল ভোজন করে।

শিশুকাল হইতে বাধ্যতা শিক্ষা করিলে কালে লোক অদ্বিতীয় হইয়া উঠে। বড়লোকের বাল্য জীবন অনুসন্ধান করিলে উহার সাক্ষ্য লাভের অপ্রতুল হইবে না। "ভাল মায়ের

ছেলে ভাল হয়” এই শ্রুতির মূলে বাধ্যতার প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত রহিয়াছে। মা ভাল হইলে ছেলেকে মুঠে রাখিয়া প্রতিপালন করেন। অথবা যে ছেলে ভাল মার অনুগত থাকে সে ছেলেই ভাল হয়। এক মার অনেক ছেলে থাকে, কিন্তু সকল সহোদরই আর নিউটন বা ওয়াশিংটন হয় না। সকল পাণ্ডব অর্জ্জুন নয়, সকল ভাই নেপোলিয়ান হয় নাই। এক মার অনেক ছেলে কেশবচন্দ্র বা কৃষ্ণদাস নয়। আমার মনে হয় প্রতিজনের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে বাধ্যতার সমগ্র মহিমা প্রতিপন্ন হইবে। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিশুর জীবনকে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া তোলে। ভাল মা হইলে শিশুরা প্রথম হইতেই বাধ্যতা শিক্ষার সুবিধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বৃক্ষাবলম্বনে লতার ন্যায় তাহাদের সাধুবৃত্তি গুলি অবলম্বন প্রাপ্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

কেবল ভাল মার ছেলে হইলেই যে ভাল হয় তাহা নয়। যাহাদের মা তেমন ভাল নয় এমন কত লোকের চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মাতৃকাহিনী ভুবন ব্যাপ্ত। তথাপি আলেকজাণ্ডার গোবরে পদ্মফুল। শিশু যদি আশৈশব উন্নতচরিত্র কাহারো বাধ্য থাকে তবেই সে মহল্লোক হইতে পারে। এখন তিনি মাতা হউন, কি পিতা হউন, ভ্রাতা হউন কি ভগিনী হউন, শিক্ষক হউন কি গুরু হউন। মাতা হইলে চন্দ্রার্কের যোগ হয়, চরিত্রে তেজকটাল উৎপাদন করে।

গৃহে পরিজনদের মধ্যে কাহারো বাধ্য থাকিতে হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বাধ্য থাকার নিতান্ত প্রয়োজন; নচেৎ শিক্ষালাভ হয় না। পূর্ব্বকালে কাহাকে শিষ্য করিবার পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরা বাধ্যতা বিষয়ে অগ্নিপরীক্ষা করিয়া লইতেন। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। উপমন্যু ও একলব্য প্রভৃতির উপাখ্যান মহাভারতে শিষ্যকীর্ত্তির পিরামিড হইলেও উহাদ্বারা তদানীন্তন শিষ্যবাধ্যতার একটা নমুনা পাওয়া যায়। অবাধ্য শিষ্যকে শিক্ষাদান আর মরুভূমিতে জল ঢালা উভয়ই সমান। কুশিষ্যের অধ্যাপনায় অধ্যাপকের কুযশঃ রটনাই কেবল ফললাভ নয়, নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

কার্য্যক্ষেত্রে অধীনস্থগণ বাধ্য না হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়না। অবাধ্যতা অধীনবর্গের অক্ষমার্হ দোষ। শত দোষ মার্জ্জনা করা যায় কিন্তু অবাধ্যতা কোনরূপেই প্রশ্রয় দিতে নাই। অবাধ্যতা হইতেই রাজ্য নষ্ট, পরিবার নষ্ট ও বিদ্যালয় নষ্ট হয়। এইরূপ সর্ব্বদোষকর অবাধ্যতার অণু পরমাণু ও রক্তবীজের রক্তবিন্দু জানিয়া নির্ম্মূল করা বিধেয়।

বাধ্যতা বোবা বা মূক। বোবার শত্রু নাই। যে বাধ্য তাহার শত দোষ মার্জ্জনীয়, তাহার সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। বাধ্যতা কি বাল্যে কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে, কি শিক্ষার অবস্থায়, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি ধর্ম্ম সাধনায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই প্রয়োজনীয়। পরিবারে পিতামাতার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের, কার্য্য ক্ষেত্রে বিধানের ও প্রভুর এবং ধর্ম্ম সাধনায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভগবানের বাধ্য থাকিতে হয়। বাধ্যতা সকলের বন্ধন। অন্য কথায় এই বলা যাইতে পারে কর্ত্তার বাধ্যতার নাম পরিবার, শিক্ষকের বাধ্যতার নাম বিদ্যালয়, নিয়মের বাধ্যতার নাম রাজ্য, প্রভুর বাধ্যতার নাম কার্য্যক্ষেত্র, শাস্ত্রের বাধ্যতার নাম সমাজ, প্রকৃতির বাধ্যতার নাম সভ্যতা, এবং ভগবৎ বাধ্যতার নাম ধর্ম্ম। অভিভাবক, গুরু, প্রভু, রাজা ও নেতা সকলেই বাধ্যতার রাজত্ব স্থাপনার্থ ভারপ্রাপ্ত। প্রতিজনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া এই রাজ্য স্থাপন করিতে হয়।

উচ্চারণ দোষ সংশোধন।

ভাষা দ্বিবিধ;—লিখিত ও কথিত। উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কথিত ভাষার কোন দোষ থাকিলে, লিখিত ভাষায় উহা প্রতিফলিত হয়। আমরা কেবল কথিত ভাষার বিষয়ই আলোচনা করিব। উচ্চারণভেদে, কথিত ভাষার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এমন কি কোন কোন স্থানে অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাঙ্গলার বাঙ্গালীরা যে বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার বাঙ্গলাভাষী চাক্‌মা জাতির তাহা অবোধ্য। আবার চাক্‌মারা যে বাঙ্গলা বলিয়া থাকে, পূর্ব্ব বাঙ্গলার সাধারণ বাঙ্গালীর তাহা দুর্বোধ্য। নদিয়ার বাঙ্গলায় ও ঢাকার বাঙ্গলায় যেমন পার্থক্য, ঢাকা নোয়াখালী ও কুমিল্লার বাঙ্গলা ও পরস্পর তেমনি পৃথক; নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম কাছাকাছি হইলেও কথিত বাঙ্গলার কিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হয়। উচ্চারণ বৈষম্য কথিত ভাষার এত পরিবর্ত্তনের একটা প্রধান কারণ।

যে স্থানের লোক যে পরিমাণ লিখিত ভাষার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা কহিতে পারে, সে স্থানের লোকের ভাষা তত উন্নত বা মার্জিত। লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার যখন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন যাহাতে কথিত ভাষা শুদ্ধ ও মার্জ্জিত হয় তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ শিশুরা ৯।১০ মাস বয়সের সময় কথা কহিতে শিখে। তখন তাহার উচ্চারণ অস্ফুট ও অবোধ্য থাকে; ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে উচ্চারণ মার্জ্জিত হয় ও স্পষ্ট কথা কহিতে শিখে। ২॥ বৎসর বয়সের শিশু মনের ভাব একপ্রকার ব্যক্ত করিতে পারে ও প্রায় সমস্ত ব্যবহারিক কথা বুঝিতে পারে। ৩ বৎসরে পড়িলেই শিশুর উচ্চারণ দোষ সংস্কারে যত্নবান হওয়া উচিত। কোন কোন বালক স্বভাবতঃ কোন কোন বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না। জিহ্বাই উচ্চারণের প্রধান সাধন। বলিবার সময় জিহ্বার পরিচালন ও অবস্থান দোষেই বর্ণ অপ্রকৃত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যাহাতে শিশু যথাযথ স্থানে জিহ্বা রাখিতে শিখে, অভিভাবক এবং শিক্ষকের সেই দিকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক শিক্ষক, ছাত্র যে বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না বার বার সেই বর্ণ নিজে উচ্চারণ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে উপদেশ দান করেন। অনেক সময়ে এই উপায়ে ছাত্রের উচ্চারণ সংশোধিত হয় না, প্রত্যুত ছাত্র শিক্ষক উভয়ে ত্যক্ত বিরক্ত হন। অভিভাবকেরা সাধারণতঃ শিশুর উচ্চারণ সংস্কারে মনোযোগী হন না। উচ্চারণ দোষ কখন কখন বংশ পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। ইহার কারণ শিশুরা মাতা পিতার অনুকরণে কথা কহিতে শিখে। যে পরিবারের বয়স্ক লোক ত কে ট ও শ কে ছ বলে সেই পরিবারের বালক বালিকারাও সেই সেই বর্ণ অশুদ্ধ বলে বা

বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। উচ্চারণ দোষ সভ্য ও শিক্ষিত লোক হইতে অসভ্য ও অশিক্ষিতদের মধ্যে অধিক। বালক বালিকারা সাধারণতঃ পাঠাগারে যাইয়া বর্ণ পরিচয় করে। শিক্ষক মহাশয়কে সে সময়ে প্রতি বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হয়। শিক্ষক মহাশয় সে সময়ে শিশুর উচ্চারণ দোষ সংশোধন করাইয়া না দিলে সে শিশু যে পর্য্যন্ত সমধিক উন্নতি লাভ না করে, তাবৎ তাহার সে ভুল উচ্চারণ থাকিয়া যায় এবং পরে সংস্কার করাও বিশেষ আয়াস সাধ্য হয়। বৈয়াকরণিকেরা এ সকল অসুবিধা নিরাকরণার্থ ব্যাকরণের প্রথমেই প্রতি বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষক বা অভিভাবক মহাশয়েরা শিশুদিগকে উচ্চারণ স্থান দেখাইয়া দিয়া উচ্চারণ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আবশ্যক হইলে পেন্‌সিল প্রভৃতির সাহায্যে জিহ্বার অগ্রভাগের অবস্থান দেখাইয়া দিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে বালক ত বা ট উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাকে হাঁ করিতে বলিয়া জিহ্বাকে সঙ্কোচ করিয়া উপরের পাটীর দাঁতের গোড়ায় স্থাপন করিতে বলিবেন। তাহা হইলে আপনা হইতে ত বর্ণ উচ্চারিত হইবে। ছাত্র না পারিলে পেন্‌সিল প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের জিহ্বাকে যথা স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া ত বলিতে বলিবেন। তখন সহজেই ত হইবে। আর সঙ্কোচিত অগ্রভাগকে উল্‌টাইয়া তালু স্পর্শ করাইয়া রাখিলে, স্বভাবতঃ ট উচ্চারিত হইবে। এরূপে বালকবালিকাদিগকে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিলে, উচ্চারণ দোষ সংশোধন হইবে। বালক বালিকারা শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিলে শ্রুতলিখনেও ভুল করে না। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ও বর্ণের স্পষ্টতা, ধ্বনির তারতম্যতার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন বালক কিম্বা বালিকা কোন একটী বিশেষ বর্ণ কিম্বা শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিলে ঐ বর্ণ বা শব্দের সহিত সংযোজিত একটী নিত্য ব্যবহৃত শব্দ বাছিয়া ঐ শব্দটী উচ্চারণ করিতে বলিবেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার অংশগুলি বিশ্লেষণ করাইবেন, আবার সংযোগ করিয়া পড়িতে বলিবেন। এইরূপ কয়েকবার করিলে, আপনা হইতেই উচ্চারণ ঠিক হইয়া আসিবে।

ভৌগলিক নাম লিখন ও পঠন।

বাঙ্গলা ভূগোল ইংরেজী ভূগোলেরই অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হইলেও উহার একটুকু বিশেষত্ব আছে, সেটুকু নামের বর্ণবিন্যাস বা উচ্চারণ। ইংরেজী ট স্থানে ত ও ড স্থানে দ অনেকেই লিখিয়া থাকেন। ইটালী না লিখিয়া ইতালী, হিরাট না লিখিয়া হিরাত এবং বোগডাড্ ও মাড্রাজের পরিবর্ত্তে বোগদাদ ও মাদ্রাজ লিখেন। এইরূপ আরো কতকগুলি বিষয়ে বর্ণ দ্বৈধ রক্ষা করা উচিত কিনা এবং কিরূপে রক্ষা করা বিধেয় সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিবেচনা করিব।

বাঙ্গলাতে যাহারা ভূগোল পড়ে তাহাদের অনেকেই পরে ইংরেজী স্কুলে ইংরেজীতে ভূগোল পড়িয়া থাকে। বালকেরা একই স্থানের দুই

নাম লইয়া বিশেষ গোলযোগে পতিত হয়। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেব মধ্য পরীক্ষায় নিয়ম করিয়াছেন "ভূগোলের প্রশ্নের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের গ্রাম, পর্ব্বত নদ, নদী ইত্যাদির নাম ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিলে শতকরা ১০ নম্বর অধিক দেওয়া যাইবে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের নাম গুলি বাঙ্গলাতে শিক্ষা হয় শিক্ষাবিভাগের সেইরূপ মত নয়। ইংরেজীতে নামগুলি লিখিলে ও তদ্রূপই উচ্চারণ করিলে বাঙ্গলা উচ্চারণ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে। এই জন্য আমি মনে করি ইতালী ও ইজিপ্ত না লিখিয়া বাঙ্গলাতেও ইটালী ও ইজিপ্ট লেখাই ভাল।

ভারতবর্ষের যে সকল নাম বহুকাল হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হইয়াছে সেগুলির ইংরেজী নাম অনেকেরই প্রীতিকর হইবে না। কলিকাতা না বলিয়া কাল্‌কাটা বলিলে অনেকেই বক্তাকে উপহাস করিবেন। অথচ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কষ্ট নিবারণার্থ উহার প্রতিবিধান করাও আবশ্যক। এইজন্য বাঙ্গলা নামটীর সঙ্গেই ইংরেজীতে ইংরেজী নামটী লিখিয়া দিলে সে কষ্ট নিবারণের উপায় হইবে। যেমন কলিকাতা (Calcutta), কুমিল্লা (Comilla), মহীশূর (Mysore) &c

বাঙ্গলাতে ভূগোল, মধ্যশ্রেণী ও ট্রেণিং স্কুলেই পড়া হয়। ট্রেণিং স্কুলের পাঠ্যে ভূগোলের নামগুলি ইংরেজীতে পড়ানেরই নিয়ম। সুতরাং বাঙ্গলা ভূগোলে বাঙ্গলাতে নাম লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজীতে নামটী লিখিয়া দিলে সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হয়। বাঙ্গলায় এখন ভূগোল যে প্রণালীতে রচিত হইতেছে সেই প্রণালীতে প্রত্যেকটী নামই বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে লিখিয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু পুনরুক্তির সময়ে কেবল বাঙ্গলা নাম উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের নামগুলি ইংরেজীতে যেরূপ উচ্চারিত হয় বাঙ্গলাতেও অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিদেশী যে সকল স্থানের বহুকাল হইতে বাঙ্গলাতে অন্য নাম আছে সেগুলির বাঙ্গলাতে নূতন নাম না দিয়া পূর্ব্ব নামের পাশে ইংরেজী নামটী লেখাই ভাল। যেমন মক্কা (Mecca,) মদিনা (Medina), বোগদাদ (Bogdad) ইত্যাদি।

যে সকল স্থানের নাম ইংরেজীতে লিখিত হয় নাই, কিম্বা লিখিত হইলেও তদ্রূপ লেখা প্রচলিত হয় নাই সে সকল নাম ইংরেজীতে কিরূপে লিখিতে হইবে এবং ইংরেজী ভূগোলে যে সকল নাম লিখিত আছে সেগুলি কিরূপে পড়িতে হইবে তাহার নিয়ম প্রণালী বহুদিন হইল লণ্ডনস্থ রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটী স্থির করিয়াছেন। সম্প্রতি মার্কিণ গবর্ণমেণ্টও সে সকল নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে নিম্নে তত্তাবতের অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ হইল।

১। স্পেনিস্, পর্টুগিজ, ডাচ্ প্রভৃতি যে যে জাতি রোমাণ অক্ষর (ইংরেজী অক্ষর) ব্যবহার করে তাহারা আপন আপন দেশের স্থানগুলি যে যে অক্ষর দিয়া লিখে ইংরেজীতেও সেই সেই অক্ষর দিয়া লিখিত হইবে। এই নিয়মে কোন কোন স্থানের নাম করিতে গোল হইয়া থাকে। যেমন Paris, Chicago, &c ইংরেজী বিন্যাস দেখিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলাতে পেরিস ও চিকাগো বলা ও লেখা হইত। কিন্তু ফরাসিসেরা পেরি ও মার্কিণেরা সিকাগো উচ্চারণ করে। কাজেই বহুদিনের পরে হই-

লেও আমাদিগকে পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধন করিয়া এখন পেরী ও সিকাগো বলিতে হইবে।

২। সেইরূপ আবার যে যে স্থানের নাম রোমাণ অক্ষরে লিখিত হয় না কিন্তু বহুকাল হইতে প্রচলিত বলিয়া ইংরেজী পাঠকদের সুপরিচিত, সেই সকল স্থান সেরূপই লিখিত ও পঠিত হইবে। যেমন Mecca, Calcutta Cutch &c.

৩। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের নাম তত্তৎ-স্থানবাসীরা যেরূপ উচ্চারণ করে সেইরূপই লিখিত হইবে।

ইংরেজী নাম পড়িতে যে যে বর্ণের বাঙ্গলায় যেরূপ উচ্চারণ হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। যে যে বর্ণগুলির বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সেগুলির আর উল্লেখ করিলাম না।

a=আ কখন বা অ, e=এ, i=ই, o=ও, g=গ, u=উ, i=আই, ao=অও, aw=অ, au=আউ, ei=এই c=ছ, ch=চ, chh=ছ hw=হো, k=ক, gh=ঘ, ph=ফ, th=থ বা দ, y=য বা j, zh=ঝ।

স্থানগুলির নাম ইংরেজীমতে উচ্চারণ করিলে কেবল বিদ্যালয়ে পড়ারই যে সুবিধা হয় তাহা নয়, সাহেব ও ইংরেজী অভিজ্ঞ ভিন্ন দেশীয়দের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়ও সুবিধা হইয়া থাকে। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের রাত দিন কারবার এবং আজকাল আমাদের দেশে কাজকর্ম্মের ভাষাই ইংরেজী। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্থানের উচ্চারণ বিষয়েও ইংরেজদের অনুকরণ করাই আমাদের বিধেয়।

পুনরালোচনা।

পঠিত বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা করা তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অমোঘ উপায়। পাঠ্য বিষয়গুলি যে প্রণালীতে একবার পঠিত হয় পুনরালোচনার সময় সেপ্রণালী পরিবর্জন করিয়া অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়; নচেৎ তাহাতে ছাত্রদের অনুরাগ থাকে না। অনেক শিক্ষক প্রথম বার যে ক্রমে পড়ান দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারও সেই ক্রমই অবলম্বন করেন। এইরূপ শিক্ষায় মনুষ্যমাত্রেরই কোন আসক্তি থাকিতে পারে না। ছাত্রেরা শ্রেণীতে বসিয়া যম যন্ত্রণা ভোগ করে এবং সমস্ত শ্রেণীই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। যে শিক্ষাতে জ্ঞান কি ভাব কিছুরই উন্মেষ হয় না সে শিক্ষায় ছাত্রদের আগ্রহ থাকিবে কেন?

সকল বিষয়েরই প্রথমবার শিক্ষায় জ্ঞানের চরিতার্থতা হয় বলিয়া ছাত্রেরা অভিনিবেশ সহকারে সে বার শিক্ষা করিয়া থাকে। চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম নয়, এইজন্য উহা মানুষের অরুচিকর। পৌনঃপুনিক আবৃত্তিতে শিক্ষক কি শিক্ষার্থী কাহারো উৎসাহ উদ্যম থাকে না। পুনরালোচনার সময়ে প্রতিবারেই শিক্ষক এক একটী নূতন ক্রম অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিবেন। উহাতে অধ্যেতা ও অধ্যয়নকারী সকলেরই জ্ঞানস্পৃহা, শিক্ষানুরাগ তৃপ্ত হইবে অথচ উহাতে পুনরাবৃত্তির দোষস্পর্শ থাকিবে না।

উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নব নব ক্রম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। এইজন্য শিক্ষককে অনেক চিন্তা, এক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাঠ এবং এক বিষয়ে অনেকের সহিত আলোচনা

করিতে হয়। অনেকে এক বিষয়ে একখান বই পড়িয়াই আপনাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করেন এবং অন্য বই পড়া বৃথা সময় ক্ষয় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন। আবার অনেকে প্রতি বিষয়ের যে বহুদিক আছে, এক বিষয়েরই যে নানারূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে তাহা মনে করিতে পারেন না। যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাহারা অনায়াসেই পঠিত কোন বিষয়ের অন্যান্য বইগুলি চোখ বুলাইয়া পড়িতে পারেন। পড়িতে পড়িতে অনেকেরই এমন একটা স্বাভাবিক শক্তি (instinct) জন্মে যে বইর পাত উল্টাইয়াই বই খান কেমন বুঝিতে পারেন। এবং জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিতে অতি সহজেই তাহাদের চক্ষু নিপতিত হয়। আলোচনায়ও আবার অনেকের এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে দু এক কথায়ই অন্যের মত সংগ্রহ করিতে পারেন। এরূপ পরিশ্রমী তীক্ষ্ণধী শিক্ষকের পক্ষে নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করা কঠিন ব্যাপার নয়।

একটুকু মন থাকিলেই শিক্ষক এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সরস্বতী তত্ত্বজিজ্ঞাসু অধ্যাপকের হৃদয়ে ও কণ্ঠে অবতরণ করিয়া ছাত্রদিগকে নব নব প্রসাদ দান করেন। একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে শিক্ষাদান করিলে সে বিষয়ের নানাদিক প্রতিভাত হয় এবং সন্দেহ, অপূর্ণতা ও বিতর্ক বিদূরিত হইয়া অভ্রান্তকল্প সংস্কার জন্মে। অনেক শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালী স্থাবর না হইলেও ঘটিকাযন্ত্র—চিরদিনই এক টক্ টক্ টক্ শব্দ করে, চিরদিনই দোলন একরূপই দোলে। এইরূপ শিক্ষক অবশ্যই আলস্যের বড় পুত্র এবং শিক্ষাকার্য্যের অনুপযুক্ত। তাঁহারা সরস্বতীর প্রসাদ চান্ না, প্রসাদ পান্ না।

পুনরালোচনা ত্রিবিধরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। (১) শিক্ষক ছাত্রদিগকে লইয়া আলোচনা করিবেন, (২) শিক্ষক দুজন কি তিন জন ছাত্রকে এক একটী দল করিয়া দিবেন, তাহারা মিলিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনা করিবে, (৩) প্রত্যেক ছাত্র নিজে নিজে আলোচনা করিবে।

প্রথম প্রকারের আলোচনা শিক্ষক স্বয়ংই করিবেন, সুতরাং সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া যখন যেমন প্রয়োজন সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার আলোচনায় সমুদয় বিষয় শিক্ষক স্বয়ং ঠিক করিয়া দিবেন। সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে তাহারা একত্র হইবে, কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় আলোচনা করিবে, কে কোন্ বিষয়ের আলোচনায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, কে কতটা বলিবে, কে কতটা শুনিবে ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থির করিয়া দিবেন; ছাত্রেরা সে সকল কথা লিখিয়া লইবে। এই দল গঠনে শিক্ষককে বিচার ও বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ এক একজন খারাপ বা মধ্যবিত্ত ছাত্রের সঙ্গে এক একজন ভাল ছাত্র দিতে হইবে। আবার সব বিষয়ে একজন ভাল থাকে না তাহাও বিবেচনা করিবেন। ধীর ছাত্রের সঙ্গে চঞ্চল, মিতভাষীর সহিত বাচালকে দিবেন। এইরূপ দল করিতে দুইজন হইলেই ভাল হয়, কিন্তু কদাচও তিনজনের অধিক একত্র হইতে দিবেন না; তাহা হইলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজা ধ্বংস সার হইবে, কাজ কিছুই হইবে না। আবার এইরূপ আলোচনা উচ্চশ্রেণীর স্কুলেই সুফলপ্রদ হয়। নিম্নশ্রেণী বা অল্প বয়স্কদের মধ্যে এরূপ সমালোচনা

সম্ভবপর নয়। মধ্যপরীক্ষার নিম্নশ্রেণীতে এরূপ আলোচনার ভার দিলে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার আশা করা যায় না। তবে কোথায়ও শিক্ষক উপযুক্ত ও আবশ্যক মনে করিলে সেরূপ ভার দিতে পারেন। ছাত্র যখন নিজে নিজে আলোচনা করিবে তখনও শিক্ষক যথানিয়মে তাহার সাহায্য করিয়া সমুদয় বিষয় স্থির করিয়া দিবেন।

এক বিষয়ে কি কি নূতন প্রণালী হইতে পারে তাহার সীমাবদ্ধ একটা নমুনা দেওয়া যাইতে পারে না। তথাপি প্রতি বিষয়ের অপূর্ণ ও সামান্য এক একটা আদর্শ প্রদান করিলাম। কার্য্যকুশল অধ্যাপকগণ যে উৎকৃষ্টতর নব নব প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এখন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ সাহিত্য, ব্যাকরণ, পাটী ও বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রাকৃত ভূগোলের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। আমি একে একে উহাদের প্রত্যেকের আলোচনা করিবার ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটী প্রকার উল্লেখ করিতেছি।

সাহিত্য।

১। নিয়মিতরূপে পুস্তকের অধ্যাপনা।

২। সংক্ষেপে বাচনিক সমালোচনা।

৩। কঠিন কঠিন শব্দের প্রতিশব্দ, বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির ব্যাখ্যা, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ কথা, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৪। গ্রন্থোল্লিখিত পাত্রগণের মধ্যে কাহার কোন্ ভাব প্রবল, গ্রন্থে কি কি উপদেশ আছে, কোন্ কোন্ কথা বিশেষ স্মরণীয়, কোন্ অংশ উৎকৃষ্ট, কোন্ অংশ নিকৃষ্ট।

৫। গ্রন্থের দোষ গুণ সমালোচনা করা।

ব্যাকরণ।

১। নিয়মিতরূপে গ্রন্থের অধ্যাপনা।

২। আবশ্যকীয় সূত্রগুলির সংক্ষেপ লিখা।

৩। প্রত্যেক সূত্রের পাঠ্য বই হইতে বা পুস্তকে অনুক্ত দুইটী দুইটী উদাহরণ দান।

৪। দুইখান ব্যাকরণ লইয়া তুলনা ও বিচার করা।

পাটী ও বীজগণিত।

১। প্রত্যেকটী নিয়ম শিখাইয়া সহজ সহজ উদাহরণ মুখে মুখে ও কঠিন উদাহরণ স্লেটে কি কাগজে কষিতে দেওয়া।

২। সাহিত্যের মত কোন একখান বই ধরিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

৩। সকলগুলি নিয়মের সার সঙ্কলন করিয়া লিখা ও বলা।

৪। বাড়ী হইতে প্রত্যেক নিয়মের কয়েকটী করিয়া অঙ্ক কষিয়া আনা।

৫। বাড়ী হইতে প্রত্যেক নিয়মের ৪।৫টী করিয়া প্রশ্ন লিখিয়া আনা।

ক্ষেত্রতত্ত্ব।

১। নিয়মিতরূপে প্রতিজ্ঞাগুলির পাঠ দান ও গ্রহণ।

২। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সার কথা বলা। যেমন ১ম প্রতিজ্ঞায় "সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা," ২য় প্রতিজ্ঞায় 'সরলরেখা টানা,' ৩য় প্রতিজ্ঞায় 'সমান রেখাচ্ছেদ,' এইরূপ।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত ও অতিরিক্ত ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দেওয়া।

৪। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার দু একটী অনুশীলনী করা।

৫। কোন্ কোন্ প্রতিজ্ঞা সম্পাদ্য, কোন্ কোন্ প্রতিজ্ঞা উপপাদ্য, কোন্ প্রতিজ্ঞার

সহিত কোন্ প্রতিজ্ঞার সম্বন্ধ আছে, কোন্ প্রতিজ্ঞা কোন্ প্রতিজ্ঞার বিপরীত।

৬। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার সামান্য কথন বলা।

৭। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার বিশেষকথন শুনিয়া সামান্যকথন বলা।

৮। প্রত্যেকটী প্রতিজ্ঞা, কোন্ কোন্ প্রতিজ্ঞা, স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যথাক্রমে তাহার উল্লেখ।

৯। প্রতিজ্ঞাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা।

১০। এক একটী প্রতিজ্ঞা এক এক অধ্যায়ের কোন্ কোন্ প্রতিজ্ঞায় প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইতিহাস।

১। নির্দ্দিষ্টরূপে পাঠদান ও গ্রহণ।

২। সমগ্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট করা।

৩। সমগ্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বাচনিক সমালোচনা অর্থাৎ বইখানে কত অধ্যায় আছে, কোন্ জাতির ইতিহাস কোন্ কোন্ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রত্যেক অধ্যায়ে কি কি আছে?

৪। এক এক জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা।

৫। প্রতি রাজার নাম, রাজত্বকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা বলা।

৬। ইতিহাসোক্ত রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল উল্লেখ করিয়া এক এক বংশের এক একটী লতা অঙ্কন।

৭। এক এক জাতির সাহিত্য, নূতন আবিষ্ক্রিয়া, কবি, গ্রন্থকার ও প্রধান প্রধান লোকের নাম করা।

৮। ইতিহাসোক্ত এক এক জাতির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও তাহার উদাহরণ।

৯। প্রত্যেক জাতির সাধু মহাজনদের নাম ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং দুরাত্মাদের নাম, দুষ্কার্য্য ও তাহার প্রতিফল বলা।

১০। দেশের প্রকৃতি সভ্যতা বিস্তারে কিরূপ আনুকূল্য করিয়াছে, সভ্যতা কোন্ সময়ে কিরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান।

১। নিয়মিত পাঠ দান ও গ্রহণ।

২। প্রত্যেক বিষয়ের গ্রন্থোল্লিখিত দৃষ্টান্ত ব্যতীত আরো দুইটী করিয়া উদাহরণ দান।

৩। কেবলমাত্র সংজ্ঞা ও মূল সূত্রগুলির উল্লেখ।

৪। সংক্ষিপ্ত নোট লেখা।

৫। বিজ্ঞান আলোচনায় কিরূপে লোকের কুসংস্কার বিদূরিত হইয়াছে, এক একটী বিষয়ে এক একটী উদাহরণ দান করা।

ভূগোল।

১। ভূগোল দেখিয়া ম্যাপ শিক্ষা।

২। মানচিত্র দেখিয়া ভূগোল লেখা।

৩। মানচিত্র অঙ্কন করা।

৪। পৃথিবীর ভূগোল বলা অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডল, সমমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের দেশগুলির নাম বলা; প্রত্যেক মহাসাগরের দ্বীপগুলি ও সাগর উপসাগরগুলি এক পর্য্যায়ে বলা; উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বতগুলির নাম করা; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির উল্লেখ; উত্তর ও দক্ষিণমুখ প্রায়দ্বীপগুলির নাম; বড় হইতে হ্রদগুলির নাম করা; কোন্ নগর উপকূলস্থ ও কোন্ নগর অভ্যন্তরস্থ।

৫। পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় কয়েকটী নদী, পর্ব্বত ও দেশের নাম করা।

৬। বড় বড় জাতির অধিকার, রাজ্যের

লোকসংখ্যা, বড় বড় নগরের লোক সংখ্যা। কোন্ আকরিক অধিক পরিমাণে কোন্ কোন্ দেশে জন্মে, ধান, পাট, কার্পাস প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য বহুল পরিমাণে কোন্ কোন্ দেশে উৎপন্ন হয়।

প্রাকৃত ভূগোল।

১। নিয়মিত পাঠ।

২। মানচিত্র দর্শন।

৩। সংক্ষেপ করা।

৪। প্রতি অধ্যায়ের স্মরণীয় নামগুলি ও তাহার সংজ্ঞা বলা ও পুস্তকে চিহ্নিত করা।

এক একটী সামান্য আদর্শ প্রদান করিলাম। অনেকে পুনরালোচনা না করাইয়া একবারেই সমুদয় বলিয়া দেন এবং আলোচনা ও পুনরালোচনার ভার সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদের হাতে সমর্পণ করেন। বড় বড় স্কুল ও কালেজের অধ্যাপনা কার্য্য এই শেষোক্ত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ স্কুল প্রভৃতিতে এই প্রণালী অনুসরণ করিলে কোন সুফল লাভের আশা নাই। বিশেষতঃ ঐ রূপ শিক্ষার উৎকৃষ্ট ছাত্রেরাই কৃতিত্বলাভে সমর্থ হয়, নিকৃষ্ট ছাত্রদের একেবারেই কিছু শিক্ষা হয় না।

পুনরালোচনার আর দু একটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। ১০।১২ বৎসরের পরীক্ষার প্রশ্ন সমালোচনা দ্বারাও পুনরালোচনা হইয়া থাকে। অধিকন্তু উহাতে প্রশ্নের ব্যাপ্তি এবং আরো কতকগুলি বিষয়ে অধিক শিক্ষালাভ হয়।

কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে দুই দল করিয়া ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতির প্রতিযোগী প্রশ্নোত্তর করিতে দেন। ইহাও একরূপ পুনরালোচনা। কিন্তু এইরূপ আলোচনাতে শিক্ষককে সদা অবহিত ও শ্রোতা হইতে হয়; নচেৎ গোলযোগ মাত্র সার হয়। এইরূপ আলোচনায় পুস্তক ভাগ ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। এই প্রণালী তেমন সুফলপ্রদ নয়।

সোণা রূপার বিবাদ।

বাটা বিভ্রাটের কথা লইয়া আজকাল সকলেই বিব্রত। ভারত গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি টাকা এই বিভ্রাটে বাষ্প হইতেছে। বড় বড় জ্ঞানবৃদ্ধেরা এই বিভ্রাটের সীমারেখা কোথায় এবং পরিণাম ফল কি হইবে ভাবিয়া মাথা গরম করিতেছেন! কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। পৃথিবীর বড় বড় পত্রিকা ন্যূনাধিক এই মহাকাণ্ডের আলোচনা করিয়াছে ও করিতেছে। বিলাতে ইহার উপায় নির্দ্ধারণার্থ এক কমিটী বসিয়াছে। মার্কিণ প্রভৃতি বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টও ইহাতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে কথাটার গূঢ়তত্ত্ব কি তাহা বুঝেন না এবং বিষয়ের জটিলতা দেখিয়া একটুকু প্রবেশ করিলেও ফিরিয়া আইসেন। এই বিষয়ে আমরা যাহা বুঝিয়াছি বিবৃত করিলাম।

এই বিতণ্ডাকে আর এক কথায় বলা যায়—সোণা রূপার বিবাদ বা রূপা হইতে সোণা কত বড়? আমরা জানি মানুষে মানুষে বিবাদ, পশুতে পশুতে বিবাদ, জীবে জীবে বিবাদ করে। জড়ে জড়ে বিবাদের কথা আমরা শুনি নাই কিন্তু না শুনিলেও উহা প্রকৃত কথা। বিবাদটা মনে মনে থাকিলে উহার নাম হয় মনান্তর, ভাবে ভাবে থাকিলে হয় ভাবান্তর। জড়ে

জড়ে ভাবান্তর হয়। ধানের সঙ্গে টাকার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল এখন আর সে ভাব নাই। পূর্ব্বে একটী টাকা ৫।৬ মণ চাউলের সমান ছিল, এখন ৫।৬ টাকা এক মণ চাউলের সমান হইয়াছে; কাজেই টাকায় ধানে ভাবান্তর উপস্থিত। সোণা রূপায়ও সেরূপ ভাবান্তর হইয়াছে। তাই সোণা রূপার বিবাদ!

আমাদের চোখের উপর চাউলের দর নিত্য কম বেশ হইতেছে। ইহার প্রধান একটী কারণ ধানের ফসলের ন্যূনাধিক্য। সুফসল হইল দাম কমিল, অজন্মা হইল ধানের মণ ৪ টাকার স্থানে চারি টাকা হইল। মূল্য হ্রাস বৃদ্ধির আর একটী কারণ গ্রাহক সংখ্যার বেশ কম। এই মুহূর্ত্তে গ্রাহক নাই বাজার মন্দা পর মুহূর্ত্তে গ্রাহক জুটিল বাজার চড়িল। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধির মোটামুটি দুটা কারণ স্থির হইল। একটা কম উৎপত্তি, আর একটা অধিক কাট্‌তি। সোণা রূপা উভয়েরই উৎপত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু কাট্‌তিটা রূপা অপেক্ষা সোণার বেশী, এই জন্যই সোণার দাম চড়িয়াছে, রূপার বাজার মন্দা পড়িয়াছে।

কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই প্রতি বৎসর এক কোটী পাউণ্ডের স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা পৃথিবীতে উৎপন্ন স্বর্ণের প্রায় তৃতীয়াংশ। ব্রিটিশ রাজ্যের স্বর্ণভূমি—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড ও ভারতবর্ষ; স্বর্ণোপকূল, কানাডা, গিয়েনা ও কেপ (কেপ্‌কলোনী) ও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ দান করিয়া থাকে। এত স্বর্ণের প্রধান একটা প্রয়োজন স্বর্ণমুদ্রা নির্ম্মাণ। ইউরোপের সর্ব্বত্রই স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সমগ্র বাণিজ্যই ইউরোপের হস্তে, ইউরোপের বাণিজ্য বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধির নিদান। ইউরোপের ধন বৃদ্ধির অর্থ স্বর্ণমুদ্রার বৃদ্ধি—অতি বৃদ্ধি।

স্বর্ণের আর এক প্রয়োজন অলঙ্কার। ভারতীয় অবলাকুলের অতি সাধের ভূষণ এখন পৃথিবীময় হইয়াছে। ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ রমণীরা হস্তে বলয়, গলায় হার ও কর্ণে কর্ণভূষণ পরিতেছেন। ভারতেও সোণার বালা কাণের ইয়ারিং এখন যার তার অঙ্গভূষণ। ইহাতেও স্বর্ণের কাট্‌তি কম হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন আর যে সব সামান্য সামান্য কাজে সোণার প্রয়োজন সেসব তৃণ হইলেও একত্রে গুণ হইতে পারে কিনা বলিতে পারি না। সোণার এই বিপুল কাট্‌তিই উহার মহার্ঘতার নিদান।

প্রতি বৎসর রূপাও কম উৎপন্ন হয় না। কেবল ব্রিটিশ রাজ্যেই ৩৫ লক্ষ পাউণ্ডের রৌপ্য পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আমেরিকাতো রজতভূমি বলিলেই চলে। রজতের এতদ্রূপ বৃদ্ধিই উহার মানহানির প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন এখন আর রৌপ্য বাসনের তেমন কাট্‌তি নাই। জর্ম্মাণ সিল্‌ভার, নিকল, সিল্‌ভার কেবল যে বিশুদ্ধ সিল্‌ভারের রঙ্‌ই চুরি করিয়াছে তা নয়, উহার গৌরবেরও হানি করিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল তৈজসপত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে প্রস্তুত হইত এখন তত্তারতের অনেকগুলি অন্যান্য সিল্‌ভারে নির্ম্মিত হয়। আবার রূপার মান হানিবশতঃই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক রমণী মহলে উহার তেমন আদর নাই। রূপার গয়না সামান্য মধ্যবিত্ত লোকেও এখন পরে না। এই সব কারণে রূপার কাট্‌তি নাই, বাজার মন্দা। রূপার মানে টাকার মান ছিল, কাজেই টাকার মূল্য কমিল। আগে এক পাউণ্ডের মূল্য ছিল ১০৲ টাকা এখন হইয়াছে ১৫৲ টাকা। সোণা

মাঘ্যি, ও রূপা শস্তা হইয়াছে। সোণার এই দর বৃদ্ধি কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী-ময় হইয়াছে।

এখন একটা কথায় অনেকের খট্‌কা লাগে। কথাটা এই—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১ পাউণ্ডের দাম ছিল ২০ শিলিং তখন এক টাকাতে দুটী শিলিং মিলিত, অর্থাৎ দুটী শিলিংএর ওজন প্রায় একটী টাকার সমান। টাকা ও শিলিং উভয়ই রূপার, ওজনও সেই রহিয়াছে; অথচ এখন একটী আধলি দিয়া একটী শিলিং পাওয়া যায় না। শিলিংএর মূল্য এখন প্রায় তিন সিকি হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অনেকের মনে প্রশ্ন হয় শিলিং বিলাতের বলিয়া কি উহার মান বাড়িয়াছে? উহার উত্তর আমরা প্রদান করিতেছি।

বিলাতে স্বর্ণমুদ্রা পাউণ্ডের চলন। এক পাউণ্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ শিলিং এক পাউণ্ডের ২৪০ ভাগের এক ভাগ পেনী এবং ৯৬০ ভাগের ভাগ ফার্দ্দিং। প্রথমে যখন ফার্দ্দিং, পেনী ও শিলিংএর সৃষ্টি হয়, অবশ্যই তখন কুড়িটী শিলিংএ একটী পাউণ্ড, ১২টী পেনীতে একটী শিলিং, এবং ৪টী ফার্দ্দিংএ একটী পেনীর মূল্য হইত। কিন্তু এখন উহারা প্রকৃত মূল্য নয়, মূল্যের স্বীকারপত্র মাত্র। শিলিং, পেনী ও ফার্দ্দিং প্রভৃতির পরিবর্ত্তে এক এক খান ব্যাঙ্ক নোট থাকিলে যেমন হইত এও সেইরূপ। দশ টাকার একখান নোটের মূল্য যেমন দশ টাকা নয়, উহা দশ টাকার অঙ্গীকার পত্র মাত্র। শিলিং, পেনী, ফার্দ্দিংও সেইরূপ যথাক্রমে এক পাউণ্ডের ২০ ভাগের, ২৪০ ভাগের, ৯৬০ ভাগের এক ভাগের স্বীকৃতিপত্র- মাত্র। যেদেশে স্বর্ণ-মুদ্রা চলিত সে দেশে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাগুলি স্বর্ণমুদ্রারই অংশ প্রকাশ করে, প্রকৃত মূল্য নয়। ভারতবর্ষে রৌপ্য মুদ্রার চল বলিয়া তাম্রমুদ্রাগুলি উহার অংশ প্রকাশক মাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে উহার তত মূল্য নয়। পয়সার মত ৬৪ খান তাম্রখণ্ডে এক টাকা হয় না। গোরক্ষপুরী বা ডাবুয়া পয়সা এক টাকায় ২৮ গণ্ডা পাওয়া যায়, অথচ উহাদের প্রত্যেকটী প্রায় দেড় পয়সার সমান। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশে তাম্রমুদ্রা স্বীকারপত্র মাত্র উহাদের লিখিত মূল্যে টাকা পাওয়া যায় না। যে দেশে স্বর্ণমুদ্রার চল সে দেশে অন্যান্য রকমের মুদ্রা স্বীকার পত্র স্বরূপ, তদ্রূপ যে দেশে রৌপ্যমুদ্রার চলন সেই দেশের অন্যান্য ধাতুর মুদ্রাও স্বীকৃতিপত্র মাত্র প্রকৃত মূল্য নয়।

আরো একটা কথাও এখানে বলিবার আছে। সোণা রূপার মূল্যের এই বেশী কমীতো সকল দেশেরই কথা, তবে আমাদের অত চীৎকার করিবার কি আছে? আমাদের দেশ হইতে অনেক পাউণ্ড নানা বাবতে প্রতি বৎসর বিলাতে দিতে হয়। সোণার মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ভারত হইতে এখন এক টাকার স্থলে প্রায় দেড় টাকা দিতে হইতেছে। উহাই বাটা বিভ্রাট। এই বাটা বিভ্রাটে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় কোটী কোটী টাকা বৎসরে লোকসান পড়িতেছে।

পৃথিবীতে কতগুলি দেশে স্বর্ণমুদ্রা, কতগুলি দেশে রৌপ্যমুদ্রা, এবং কতগুলি দেশে ঐ উভয়বিধ মুদ্রারই চলন আছে। স্বর্ণমুদ্রা যে দেশে চলিত সে দেশে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত রৌপ্যমুদ্রা চলে না কার্য্যগত্যা কাহাকে

অধিকসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রা দিতে হইলে নিয়মিত বাট্টা দিতে হয়। উভয়বিধ মুদ্রা যে দেশে প্রচলিত আছে সে দেশে দাতা স্বর্ণ কি রৌপ্য যে কোন মুদ্রাতে আপনার দেয় পরিশোধ করিতে পারে, গ্রহীতা কোন আপত্তি করিতে পারে না। স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে এই সব দেশে রৌপ্য মুদ্রা মেকী টাকার ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়াছে, আইনে থাকিলেও প্রায় কেহ গ্রহণ করিতে চায় না। বিশেষতঃ বৈদেশিক ব্যাপার বাণিজ্যে রৌপ্যমুদ্রা দিতে চাহিলেই তদ্ভাবৎ রূপার দরে দিতে হয়, তাহার অর্থ পূর্ব্বে একটীর স্থলে এখন দেড়টী রৌপ্যমুদ্রা দিতে হয়। ইহাতে কিছু আসে যায় না, রূপার দাম কমিয়াছে মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু যে সব দেশে দ্বিবিধ মুদ্রাই চলিত সে সব দেশের কাজ কর্ম্ম চলার কিছু গোল বাঁধিয়াছে।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট রূপার বাজার দর বৃদ্ধি করিতে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন অধিক পরিমাণে রূপা খরিদ করিলেই ক্রমশঃ রূপার দর বাড়িবে। কিছুকাল সেরূপ খরিদ করিলেন, রূপার ভাগ্য একটুকু ফিরিয়াও ফিরিল না। কতকাল গবর্ণমেণ্ট অনর্থক ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন? গবর্ণমেণ্ট খরিদ বন্ধ করিলেন, আবার যেই সেই হইল।

রূপার দর কমাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের যেমন লোক্‌সান এমন আর কাহারও নাই। কারণ বিলাতের সমস্ত দেয় স্বর্ণমুদ্রাতে দিতে হয়, এদেশে যে সকল বিলাতী সাহেব কাজ করেন তাঁহাদের অনেকের বেতন স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে দিতে হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট রূপার মন্দ ভাগ্য দেখিয়া, উহার মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা অসাধ্য-সাধন বুঝিলেন। অনন্যগতি হইয়া টাকার মূল্যবৃদ্ধির উপায় করিলেন। পূর্ব্বে বণিকেরা কি অন্য সাধারণেও রূপা ও মজুরী দিয়া সরকারী টাকশাল হইতে টাকা তৈয়ার করাইয়া আনিতে পারিত। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা রদ্ধ করিয়া দিলেন, টাকা বাজারে কম পড়িল, টাকার দর বাড়িল। বিলাতী বণিকেরা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মূল্যে টাকা ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে ভারতবর্ষ বিলাতের রক্ত মাংস। ভারত হইতে জিনিসপত্র লইতে ভারতবাসীদিগকে টাকা দিতে হয়, কাজেই বিলাতী বণিকেরা গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত মূল্যে টাকা খরিদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। টাকার সংখ্যা যাহাতে অধিক না হইতে পারে তজ্জন্য ভারতসচিব একপ্রকার নোট চালাইতেছেন। বিলাতী বণিকেরা তাহা স্বর্ণমুদ্রায় খরিদ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিতেছেন। এবং সে সকল রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছেন।

টাকার মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতীয় লোকদের রূপার জিনিস, তৈজসপত্রাদি ও গৃহ সামগ্রীরও মূল্য কমিয়াছে। পূর্ব্বে এক টাকা পাইতে যত জিনিস দিতে হইত এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দিতে হইতেছে। অন্নকষ্টের সময়ে লোকে যখন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় তখন তাহারা দ্রব্যাদির বিনিময়ে অল্প টাকা পাইয়া থাকে। কুসীদগ্রাহী, নির্দ্দিষ্ট হারে বেতনভুক্, করগ্রাহী জমিদার, তালুকদারদের সুবিধা হইয়াছে। শ্রমজীবী ও কৃষকদের অসুবিধা হইয়াছে। সুদের হার বৃদ্ধি হইয়াছে। লোকের শ্রমের মূল্য কমিয়াছে।

প্রিন্স বিস্‌মার্ক।

প্রিন্স বিস্‌মার্কের পরলোক গমনে ১৮৯৮ সনের ৩০এ জুলাই উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। দুই প্রকৃতির দুইজন বড়লোকের জীবন উনবিংশ শতাব্দীর দুইটী প্রধান ঘটনা; একজন মানববন্ধু গ্লাডষ্টোন আর একজন শক্তি-ভক্ত বিস্‌মার্ক। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান শতাব্দীর জর্ম্মাণ ইতিহাসের কেবল অস্থি মজ্জা নন্, অনেকটা রক্ত মাংসও। তিনিই চক্র ঘুরাইয়া গৌরবরবি জর্ম্মেণির শিরোবিন্দুতে আনয়ন করিয়াছেন। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান শতাব্দীর চাণক্য, কৌশলে ও বুদ্ধিবলে অপ্রস্তুত অবস্থায় অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন, জর্ম্মাণলক্ষ্মী অষ্ট্রীয়ার করভ্রষ্ট করিয়া প্রুসিয়ার হস্তে প্রদান করেন। সমগ্র জর্ম্মাণজাতির একীকরণে জর্ম্মেণির বল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, জর্ম্মেণি ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সরাজ প্রবল প্রতাপ লুই নেপোলিয়নকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া সে শক্তির পরিচয় দান পূর্ব্বক পৃথিবীকে চকিত করে। প্রুসিয়ারাজ জর্ম্মাণ বংশের নেতা হইয়া সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এ সকলই বিস্‌মার্কের কুশাগ্রবুদ্ধির ফল। তিনি জর্ম্মেণির নামে মন্ত্রী কার্য্যতঃ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারই অপ্রতিহত প্রভাবে জর্ম্মেণি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়াকে অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশসিংহ ও রুষ ভল্লুকের পার্শ্বে আসন লাভ করিয়াছে। এখন রাজসিংহ সমাজে প্রথম আসন ব্রিটিশের, দ্বিতীয় আসন রুষের এবং তৃতীয় আসন জর্ম্মেণির।

বিস্‌মার্ক শক্তি গৃধ্নু—ইংলণ্ডের মন্ত্রী উইলিয়ম পিটের সমশ্রেণীর লোক, উভয়েই স্বদেশ ও স্বজাতি ভক্ত এবং বিদেশের মহা শত্রু। উভয়েরই অনির্ব্বাণ শক্তি-লালসা; উভয়েই ফ্রান্সের সহিত বল পরীক্ষায় বিজয়ী, এবং স্বদেশকে গৌরবের রাজধানী করিতে নিয়ত যত্নপর ছিলেন। এইজন্য বিস্‌মার্ক একমনে এক ধ্যানে জর্ম্মেণির বিপুল বলবৃদ্ধি করেন। তাঁহারই পদানুসরণে সমস্ত ইউরোপে বল বৃদ্ধির ধুম পড়িয়াছে। তিনি অনেক দিন হইল রাজ-মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বল বৃদ্ধির তৃষ্ণা এখনও ইউরোপে প্রশমিত হয় নাই।

পৃথিবীতে যাহারা কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের স্বার্থই অন্বেষণ করে তাহারা স্বার্থপর, যাহারা নিজ জাতি ও নিজ দেশের স্বার্থ সেবা করে তাহারাও স্বার্থপর—উন্নত স্বার্থপর। পৃথিবী এই শেষোক্ত দলকে স্বদেশ ভক্ত বলিয়া পূজা করে। বিস্‌মার্ক এই দলের লোক এবং এইজন্য স্মরণীয় ও পূজিত।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক আছে—এক শ্রেণী সিংহবাহিনীর সন্তান, সকলকে পদতলে রাখিতে প্রয়াসী, পরের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিতে মজবুদ্, পরের উন্নতিতে অসূয়াপর, মনে করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, অন্যেরা চণ্ডালের বংশধর, অন্যেরা সেবক তাঁহারা প্রভু, অন্যেরা সেলাম দিবে তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাহারা রাজপুত্র, অন্যেরা পাত্রমিত্রের পুত্রও নয় প্রজা—অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। প্রিন্স বিস্‌মার্ক এই শ্রেণীর উন্নত লোক। আর এক শ্রেণী সাম্যবাদী, সকলের বন্ধু। গ্লাডষ্টোন এই দলের শিরোভূষণ। বিস্‌মার্ক ও গ্লাডষ্টোনের মধ্যে একজন স্বদেশের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর পদতলে পৃথিবীকে বলিদান দিতে ব্রতী—মহাশাক্ত, আর একজন "দয়া, দয়া, চারিদিকেই দয়া" ঘোষণাকারী—মহাবৈষ্ণব; একজন অতৃপ্ত—জগতের স্বাধীনতার ভক্ষক, আর একজন পরিতৃপ্ত—স্বাধীনতার রক্ষক, একজন পূজা পাইতে অভিলাষী—প্রিন্স, আর এক জন পূজা করিতে নিরত—মিষ্টার; একজন মানী ও মানাকাঙ্ক্ষী, আর একজন অমানী ও মানদ। বস্তুতঃ ইহাঁরা দুই জন দুই মেরুর লোক।

১৮১৫ সনের ১৮ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু যুদ্ধের দিন বলিয়া ইংরেজ ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই দিন প্রিন্স বিস্‌মার্কের জন্ম দিন। বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল, গ্লাডষ্টোনের ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। বুদ্ধি বিদ্যায় উভয়েই বৃহস্পতি, উভয়েই দুই প্রধান রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। উভয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব সমসাময়িক, একজন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্য; আর একজন স্পৃহনীয় চন্দ্রমা।

—o—

বাচনিক শিক্ষা।

(এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।)

বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদিগের শিক্ষাদান অনেক স্থলে পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ বিষয়সমূহের পাঠনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়। এইরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষার অঙ্গহানি হয়। রাশি রাশি পাঠ্যপুস্তকেও ছাত্রদিগের সমগ্র শিক্ষনীয় বিষয় নিবদ্ধ রাখিতে পারা সম্ভব নহে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্নিহিত বিষয় সমূহ ব্যতিরিক্ত ছাত্রদিগকে শিখাইবার বিষয়গুলি বাচনিক শিক্ষা দিতে হয়।

বিলাতের শিক্ষাদানকুশল শিক্ষক মহাশয়গণ এই বাচনিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং তথাকার স্কুল কলেজে বাচনিক শিক্ষা কতকটা নিয়ম মত ধারাবাহিক রূপেই দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহেও এইরূপ শিক্ষাদান বিষয়ে যত্ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

একটু তলাইয়া দেখিলে এই বাচনিক শিক্ষা প্রণালীর উপকারিতা যে কতদূর তাহা বুঝিতে পারা যায়। আজকাল আমাদের স্কুল কলেজে যেরূপ বিধানে শিক্ষাদান হইয়া থাকে তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোনই সূচনা নাই। অথচ আদর্শ শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ঠতা না জন্মিলে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইতে শিখে না; শিক্ষকের আদর্শ চরিত্রের অনুরূপ ছাত্রের চরিত্র সংগঠিত হইবার সুযোগ হয় না; শিষ্যের প্রতি গুরুর তেমন প্রসাদ জন্মিতে পায় না। সুতরাং বিশিষ্ট বিদ্যালাভ ও শিক্ষার পথ সুপরিষ্কৃত হয় না শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

গুরু গৃহে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষার রীতি এদেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য গুরুর সহিত নিয়ত অবস্থান হেতু পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা উৎপাদন এবং গুরুর প্রমুখাৎ বাচনিক "ইতিহাস পুরাণাদি" ধর্ম্ম ও নীতি প্রসঙ্গে নানাবিধ শিক্ষালাভ। ফলে বাচনিক শিক্ষা যে প্রকৃত শিক্ষাদানের একটী প্রধান অঙ্গ তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে।

ছাত্র কায়মনোবাক্যে শিক্ষকের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, শিক্ষকও ছাত্রকে পুত্র তুল্য দেখিবেন, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। "যথা পুত্রস্তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্র শিষ্যয়োঃ।" আচার্য্যের মৃত্যু হইলে হিন্দু শিষ্যের অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, প্রকৃষ্ট অধিকারী অবর্ত্তমানে আচার্য্যের বিষয় সম্পত্তিতে শিষ্যের অধিকার

জন্মে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ যে কতদূর ঘনিষ্ঠ হইতে হয় তাহা এই ব্যবহারেই সুস্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে।

বাচনিক শিক্ষাদান ব্যবস্থায় ছাত্রগণের সহিত নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন সংঘটিত হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ক্রমশঃই একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিতে থাকে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত বাচনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বিশিষ্টরূপে প্রচলিত করিতে পারিলে আজকাল স্কুল কলেজে উহা কিয়ৎ পরিমাণে উল্লিখিতরূপ ঘনিষ্ঠতা উৎপাদনের হেতুস্বরূপ হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়।

হোষ্টেল ও বোর্ডিং হাউস।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারী পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং সম্পূর্ণ রূপে গুরুদেবের চক্ষুর প্রহরিতায় ও চরিত্রের প্রভাবে প্রতিপালিত ও সংশুদ্ধ হইতেন। পরিবর্ত্তনের স্তরের পর স্তর পড়িয়া সে সমুদয় বিলুপ্ত ও ইতিহাসের কুক্ষিগত হইয়াছে। এখন গুরু বেতনভোগী শিক্ষক, ব্রহ্মচারী বেতনদায়ী ছাত্র হইয়াছেন। এখন শিক্ষকের সঙ্গে অহোরাত্রে পাঁচ ঘণ্টার সম্পর্ক, ইহার মধ্যেও আবার বৎসরের তৃতীয়াংশ প্রায় অবকাশ। সুতরাং ছাত্রগণ সুশিক্ষকদের চরিত্রের প্রভাব অতি অল্প অনুভব করিতে পারে। মুক্তভাব না পাইলে চরিত্র পরিস্ফুট হয় না। বিদ্যালয়ে কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলেই কলের পুতুলের মত স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করেন সুতরাং সেখানে চরিত্র বিকাশের অবসর অতি অল্পই।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রসারের প্রভাবে সামান্য গণ্ডগ্রামেও বিদ্যালয়ের অভাব নাই। ছাত্রেরা এখন বাড়ীতে বসিয়া, মাতৃঅঙ্কে থাকিয়াই বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। পরিবারের প্রীতি স্নেহে লালিতপালিত হইলে বাল্য শিক্ষার যে পূর্ণতা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রাম্য শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের সে সৌভাগ্য লোপ হয়। সে সময়ে অনেককেই অভিভাবকবিহীন হইয়া ছাত্রদলের সঙ্গে বাস করিতে হয়। তরলস্বভাব যুবকদের এক সঙ্গে বাস করা কোন রূপেই নিরাপদ নয়। অভিভাবকবিহীনতার নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা সহজেই ছাত্রজীবনে আধিপত্য বিস্তার করে। একদিকে ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, অন্য দিকে নিরঙ্কুশ বাসনা-বিক্ষোভ এই উভয়ই কাণ্ডারিবিহীন বাত্যাকুল তরীর ন্যায় কত যুবককে পাপসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সর্ চার্লস্ ইলিয়ট ছাত্রদের এই দুর্গতির সংবাদ ও কারণ অবগত হইয়া সর্ব্বত্র ছাত্রাবাস (হোষ্টেল ও বোর্ডিং) স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার সেই চেষ্টা হইতে ১৮৯৭ সনে সমগ্র বঙ্গদেশে ২১০টী ছাত্রাবাস হইয়াছে। উহাতে ৭,৮৮৪ জন ছাত্র বাস করিতেছে। কলিকাতার ইডেন হিন্দু হোষ্টেল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহাতে ১৮৯৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ২৩৫ জন ছাত্র ছিল। সমগ্র বঙ্গদেশের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ হইবে। ইহার মধ্যে অন্যূন দুই লক্ষ ছাত্র অভিভাবকবিহীন। ইহাদের তুলনায় পাঁচ হাজার ছাত্র সাগরে জল বুদ্ বুদ্ মাত্র। সরকারী ও

বে-সরকারী বড় বড় বোর্ডিংগুলিতে এক একজন তত্ত্বাবধায়ক আছেন, কিন্তু এখনও অনেক বোর্ডিং আছে যেখানে বোর্ডিংকে ছাত্রদের মেছ্ বলিলেই হয়, ছাত্রেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। এইরূপ বোর্ডিংএ যে উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হয় তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ বোর্ডিংগুলিতে যে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ উন্নতচরিত্র শিক্ষকেরা অবস্থিতি না করিতেছেন সে পর্য্যন্ত আশানুরূপ কললাভের সম্ভাবনা নাই। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্য এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোর্ডিং হইয়াছে। হিন্দুদের বোর্ডিংএ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা থাকিতে পারে না। সুতরাং বোর্ডিংগুলিতে অনায়াসেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত উচ্চ রীতি নীতি সমূহের প্রচলন হইতে পারে। প্রতি ছাত্রাবাসে স্ব স্ব ধর্ম্মের নীতিমান ধর্ম্মনিরত ও কার্য্যক্ষম ২।১ জন শিক্ষক বাস করিলে তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে ছাত্রেরা সহজেই চরিত্রবান হইতে পারে। এবং পূর্ব্বকালের গুরু গৃহে অবস্থানের ফল লাভে সমর্থ হয়। আমরা সকলেই স্বীকার করি, সঙ্গই চরিত্র গঠনের নিদান। কিন্তু সাধুচরিত্র শিক্ষকদের সহবাসে ছাত্রদিগকে রাখিবার এখনও কোন বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা এদেশে অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান হোষ্টেল ও বোর্ডিংগুলি তাহার পথ মুক্ত করিয়াছে, আমাদের মনে হয়।

বোর্ডিংএর প্রথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে আমাদের ধারণা। কিন্তু উহাদের ভার উপযুক্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত না হইলে সুফল লাভের আশা নাই। বোর্ডিংএর তত্ত্বাবধানের ভার কেবল একজনের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহা আছে তাহা থাকিলে কিছু শিক্ষা হইল না। বোর্ডিং কেবল অবস্থিতি স্থান নয় শিক্ষারও স্থান করা বিধেয়। প্রথমতঃ নিয়মিততা ও শৃঙ্খলা এই দুটী বিষয় ছাত্রাবাসে শিক্ষা দিতেই হইবে। প্রত্যেক কার্য্যেরই নির্দ্দিষ্ট কাল থাকিবে প্রতিজনকে অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে। কোনরূপে তাহার এক মিনিট এদিক ওদিক হইতে দেওয়া অপরাধ। তার পর প্রত্যেক ছাত্রেরই দ্রব্যাদি রাখিবার বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে কেবল তাহা নয়, কোন্ দ্রব্য কোথায় থাকিবে তাহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিবে। কেহ কোনরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। যেখানে দশ জন লইয়া কারবার সেখানেই নিয়মের কড়াকড়ি থাকা প্রয়োজন; অন্যথা কার্য্যক্ষেত্র জঞ্জাল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। বোর্ডিংএ সমুদয়গুলি নিয়মই নিক্তিতে রত্তিতে ওজন করিয়া লইতে হইবে।

যেমন নিয়মিততা ও শৃঙ্খলা সেইরূপ বাধ্যতাও শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রেরা অনুমতি না লইয়া নিয়মাতিরিক্ত কিছু করিতে পারিবে না। পীড়িত হইলে একে অন্যের সাহায্য ও সেবা করিয়া সহানুভূতি শিক্ষা করিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি অনুরক্তি শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রেরা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র ও ছেঁড়া জুতা ব্যবহার করিতে পারিবে না। সকলকেই মনে রাখিতে হইবে আত্মাশুদ্ধির পরেই দেহশুদ্ধি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। সভাসমিতিতে যাইতে পূর্ব্বেই বোর্ডিংএর অভিভাবকের অনুমতি লইতে হইবে। কোথায় ছেলেদের যাওয়া উচিত, কোথায় যাওয়া উচিত নয় তাহা নির্ব্বাচন করা অভিভাবকের কর্ত্তব্য। অভিভাবক ধর্ম্ম, নীতি ও পড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা স্থির করিবেন।

স্বাস্থ্য, নীতি ও পড়ার সুবিধার দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া ছাত্রাবাসের সমুদয় নিয়ম স্থির করা বিধেয়। ছাত্রাবাস এক একটী নিয়মতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য, উহা ছাত্রদের বা অভিভাবকের স্বেচ্ছাচার ক্ষেত্র নয়। বোর্ডারদের ও অভিভাবকদের তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ছাত্রাবস্থায় অনেকের পত্র লেখার বায়ু থাকে। আবার অনেকে পিতামাতাকে পর্য্যন্ত আপনার সুস্থতার সংবাদ মাসে একবার লিখে না। অনেকে ভাবোচ্ছাসে কতই কিছু লিখিয়া থাকে। পত্র লেখা সম্বন্ধে নিয়মিততা থাকা প্রয়োজন। সপ্তাহে শনিবার দিন পত্র লিখিবার দিন স্থির থাকিলে শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হয়। পত্রে যেন যাহা তাহা লিখিত না থাকিতে পারে, এইজন্য বোর্ডারদের সমুদয় পত্রই অভিভাবকের হাত হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তদ্রূপ বোর্ডিংএ ডাকে কি লোক সঙ্গে যে সকল পত্র আসিবে সেগুলিও সর্ব্বাগ্রে অভিভাবকের পড়িয়া দেখার নিয়ম থাকিলে ভাল হয়। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে ছাত্রেরা পরস্পর যেরূপ পত্রাদি লিখিয়া থাকে তাহা তেমন সুরুচির পরিচায়ক নয়। এইজন্য পত্র লেখার উপরও একটা শাসন থাকা মন্দ নয়।

ছাত্রদিগকে লইয়া কোন এক দিন ধর্ম্মালোচনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে ভাল হয়। রবিবার দিন ছাত্রাবাসের তত্ত্বাধায়কসকলকেলইয়া কোন ধর্ম্ম কি নীতিগ্রন্থ পাঠে কিছুকাল অতিবাহিত করিলে ছাত্রদের ধর্ম্মনীতি বিষয়ে বহুজ্ঞতা জন্মিতে পারে।

ছাত্রনিবাসের টাকা কড়ি তত্ত্বাবধায়কের নিকট থাকিলেই ভাল হয়। যার যার টাকা তার তার নিকট থাকিলেও প্রতিজনের আয় ব্যয়ের এক একটী হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। তত্ত্বাবধায়ক সময়ে সময়ে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যাহা ভাল বোধ করেন বলিবেন।

ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনার্থ কতকগুলি নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি ছাত্রাবাসের কার্য্য ভালরূপে চলিলে ছাত্রবৃন্দের ও এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে। প্রত্যেক ছাত্রাবাসেরই নিয়মগুলি একটী বইতে লিখিত থাকিলে বা বোর্ডে লিখিয়া ছাত্রাবাসের বিশেষ কোন স্থানে রাখিলে সকলেই দেখিতে পারে এবং প্রতিপালনের সুবিধা হয়। আমরা পুনরায় বলি ছাত্রাবাস কেবল থাকিবার স্থান নয়, বিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্র।

ভুল ভ্রান্তি।

বাঙ্গলা বিভক্তি—সংস্কৃতে প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি দ্বারা কারক জ্ঞান জন্মে এবং অর্থবোধের সুবিধা হয়। চলিত ভাষাসমূহে অর্থবোধ কারক কি বিভক্তি-জ্ঞান সাপেক্ষ নয়। যেখানে অর্থবোধানন্তর কারক নির্ণয় করিতে হয় সেখানে সেই বিভক্তিকে তত্তৎ-কারকের চিহ্ন বলাই প্রকৃষ্ট বিধান। বাঙ্গলা বৈয়াকরণেরা এ ও য় সপ্তমী বিভক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু এ ও য় সমুদয় কারকেই প্রযুক্ত থাকে সুতরাং এই দুইটী কোন বিশেষ কারকের বিভক্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে দর্শ জনের প্রাপ্য একজনকে দেওয়া হয়। অথচ উহাতে অর্থ জ্ঞানের সুবিধা নাই, কেবল কার্য্যবাহুল্য মাত্র। আমি যে কয়েকখান বাঙ্গলা ব্যাকরণ

দেখিয়াছি সে সব খানিতেই এ ও য় কে সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া পরে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয় বলা হইয়াছে। ইহাতে এই কয়েকটী দোষ হয়।

(১) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন "তে" কখনও অন্য কারকে প্রযুক্ত হয় না। কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয় বলিলে "তে" ও তন্মধ্যে গণিত হয়।

(২) এ ও য় সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন বলিয়া আবার তাহাদিগকে কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি কারকে প্রয়োগ করিলে অনর্থক কার্য্যবাহুল্য হইয়া পড়ে। কার্য্যবাহুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বর্জনীয়। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ কার্য্যবাহুল্য "ব্যাকরণ দুষ্ট" বলিয়া পরিহার করিয়াছেন।

সংস্কৃতে তস্ যেমন অনেক বিভক্তির চিহ্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গলাতে এ ও য় কে সমস্ত বিভক্তির একবচনের চিহ্ন বলিলেই সমুদয় গোল মিটিয়া যায়। এ ও য় কে একমাত্র সপ্তমী বিভক্তি বলিয়া অন্যান্য কারকেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে এইরূপ অনর্থক কার্য্য বাহুল্যের অবতারণা করিতে হয় না।

কর্ত্তায় ও কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি—বাঙ্গলা বাক্যকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া উহার প্রতিপদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করিলে বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব বিলোপ হয়। সংস্কৃতজ্ঞদের হস্তে বাঙ্গলাকে সমর্পণ করিলে তাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ যে সংস্কৃতেরই অক্ষরানুকরণ করিবেন তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ কেবল বাঙ্গলা ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভাষাগুলি প্রাচীন ভাষা সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কোন ভাষাই আত্মস্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে নাই। তবে কেবল বাঙ্গলা কেন সে অধিকারে বঞ্চিত হইবে? "এতৎ ময়া কর্ত্তব্যম্" ইহার অনুবাদ ইহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া আমার কর্ত্তৃপদ বলা আর বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দোহাই দিয়া কারাবদ্ধ করা একই কথা। যদি কেহ It is my duty ইহার অনুবাদ করিয়া বলেন "ইহা আমার কর্ত্তব্য" তখন হয়তো 'আমার' ষষ্ঠী পদ বলিতে আপত্তি হইবে না।

পক্ষান্তরে কেহ যদি I have two books ইহার অনুবাদ "আমার দুইখান বই আছে" করিয়া 'আমার' কর্ত্তৃপদ বলেন তখন আমরা বলিব এখানে আমার সম্বন্ধ পদ হইবে। অথচ ইংরেজীর অনুবাদ বলিয়া বলিতে হইলে, এখানে 'আমার' কর্ত্তৃপদ বলিতেই হইবে। সুতরাং আমি মনে করি বাঙ্গলাকে নিজের পায় ভর দিয়াই উঠিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর শয়ন, আমার কর্ত্তব্য, অর্থের দান, দুষ্টের শাস্তি ইত্যাদি এবং এইরূপ অন্যান্য স্থলে কর্ত্তা কি কর্ম্ম না বলিয়া সম্বন্ধ বলিলেই বাঙ্গলা ভাষার রীতি রক্ষা পায়।

—o—

সমালোচনা।

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠদের সমালোচনা করিলে অনধিকার চর্চ্চা ও জ্যেঠামী দোষে কলঙ্কিত হইতে হয়; বিশেষতঃ আমাদের ক্ষুদ্র দেহে তাহার স্থান সমাবেশ করিলে আয়তন আরো ক্ষুদ্র

হইবে। এইজন্য আমরা সমালোচনা করিব কিনা সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। সমালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সমালোচনা করা সম্পাদকদের একতর কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহা স্মরণ করিয়া অতঃপর সমালোচনার্থ প্রাপ্ত গ্রন্থাদির একটুকু একটুকু সমালোচনা আমরা প্রকাশ করিব।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫ম ভাগ ১ম সংখ্যা। আমাদের বোধ হয় এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য বঙ্গীয় ভাণ্ডারে যে সকল পুথি বা লেখা অযত্নে বিনষ্ট হইতেছে সে সকলের উদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকারগণের তত্ত্ব প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষিত মাত্রেরই যে পূর্ণ সহানুভূতি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখা পরিপাটী ও সমালোচনা সুন্দর হইয়াছে। এবারের পত্রিকায় ৫টী প্রবন্ধের মধ্যে তিনটীই আমাদের লিখিত উদ্দেশ্যানুযায়ী, অপর দুটীর মধ্যে পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের "ইতিহাস রচনার প্রণালী" প্রবন্ধটী সুচিন্তা-প্রসূত ও অতি উপাদেয় হইয়াছে। দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গলের সমালোচনায় দুর্গামঙ্গলের সময় যে দুই শত বৎসর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা আমাদের সঙ্গত বোধ হইতেছে না। মেট্রপলিটান কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপক যে সময় লিখিয়াছেন তাহাই সুসঙ্গত বোধ হইল। বর্ণনা আধুনিকত্বের পরিচায়ক। প্রবন্ধকার ফিরিঙ্গীর অর্থ পর্টুগিজ করিয়া গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ফিরিঙ্গী অর্থ ইংরেজ। একটী মাল্‌সি গানে আছে "গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা"। চট্টগ্রামে ও ঢাকায় ফিরিঙ্গী বাজার নাম আছে তাহাতে পর্টুগিজদিগকে ফিরিঙ্গী বলিত প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইংরেজদের আগমনের পরে পর্টুগিজগণ "মেটে ফিরিঙ্গী" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য—মাসিকপত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা। আমরা স্বাস্থ্য পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। প্রবন্ধগুলি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ে লিখিত এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বিশেষ উপযোগী।

——০——

সংবাদ।

মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা—১১ই অক্টোবর মঙ্গল বার পূর্ব্বাহ্নে ইংরেজী সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদ। ১২ই বুধবার পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গলা সাহিত্য ব্যাকরণ ও রচনা, অপরাহ্নে ভূগোল। ১৩ই বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে পাটীগণিত; অপরাহ্নে ইতিহাস। ১৪ই শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে জ্যামিতি ও পরিমিতি; অপরাহ্নে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পদার্থ বিদ্যা।

উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা—১২ই অক্টোবর বুধ বার পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ; অপরাহ্নে ইতিহাস ও ভূগোল। ১৩ই বৃহস্পতি বার পূর্ব্বাহ্নে পাটীগণিত, অপরাহ্নে জ্যামিতি ও পরিমিতি। শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পদার্থ বিদ্যা, অথবা কৃষি বিজ্ঞান।

স্পেন মার্কিণ যুদ্ধ—থামিয়াছে, সন্ধি হইবে, সন্ধির স্থূল স্থূল কথা ঠিক হইয়াছে, বিশেষ সর্ত্তগুলি শীঘ্রই স্থির হইবে।

শ্রীহট্টে তত্রত্য ডিপুটী ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে বঙ্গদেশের ন্যায় টোল সমূহে সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং তাঁহার যত্নাতিশয্যে তথায় সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে।

গত জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলাভাষায় ১৬৩ খান পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে ৮৬ খান স্কুল পাঠ্য।

লর্ড এলগিনের পরে অনারেবল জর্জ্জ নাথানিয়েল কুর্জ্জন আমাদের বড় লাট হইবেন। কুর্জ্জন সাহেবের বয়স ৩৯ বৎসর, তিনি একজন এম, এ।

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। ভাদ্র, ১৩০৫। সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮। ৫ম সংখ্যা।

নানা কথা।

জীবনের লক্ষ্য—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদীগুলি অগম্য ও অদৃশ্য পর্ব্বত গহ্বর হইতে জন্ম লাভ করে; সে সকল সমবেত হইয়া সমভূমিতে বিশাল সরিৎরূপে মহাবেগে সাগরপানে প্রধাবিত হয়। পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাসঞ্জাত শিশুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা জীবনের পরিসর ভূমি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া বেগবতী নদীভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্থির গতিতে একদিকে চলিতে থাকে, উহার নাম লক্ষ্য।

অসম্ভব নাই—কোন সময়ে দুরারোহ পর্ব্বতমালা মহাবীর নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রী বাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিল। মহাবীর সৈন্যদলের গতি-নিবৃত্তি দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে একজন সেনাপতি বলিলেন "সম্মুখে অলঙ্ঘ্য গিরি, চলা অসম্ভব।" অমনি নেপোলিয়ন আহত ভুজঙ্গের ন্যায় স্থির হইয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "অসম্ভব! অসম্ভব!! অসম্ভব শব্দ ফরাসী ভাষায় নাই! উহা অপদার্থদের অভিধানের শব্দ।" অমনি তাঁহার আদেশে তোপের বজ্রাঘাতে গিরিচূড়া গুড়া হইয়া সৈন্যদলের পথ দান করিল।

মার্কিণ দেশের লাইব্রেরী—ওয়াসিংটনের "নেশনাল লাইব্রেরী" পুস্তকের সংখ্যায় পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম; কিন্তু সমগ্র মার্কিণ রাজ্যের লাইব্রেরীগুলিতে যত পুস্তক আছে ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটন ও জর্ম্মাণ রাজ্যের লাইব্রেরীগুলি একত্র করিলেও তত পুস্তক হইবে না। ১৮৯৩ সনে যুক্তরাজ্যে সরকারী ও সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ৩,৮০৪টী লাইব্রেরী ছিল। এখন অবশ্যই উহার সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এক বোষ্টনের "পাব্লিক লাইব্রেরী"তে প্রতি বৎসরে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার ব্যয় হয়। এক ডলারে তিন টাকা, সুতরাং টাকার হিসাবে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচ পড়ে।

ছাত্রদের স্কুলে গমন—স্কুল বসিবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে পৌছিতে পারে এরূপ সময়ে বাড়ী হইতে রওয়ানা হইবে। দুষ্ট ছেলেরা অনেক পূর্ব্বে আসিয়া পথে ও বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার গোলযোগ করে। ভাল ছেলেরাও পূর্ব্বে আসিলে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া নষ্ট হয়। অভিভাব-

কেরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন যেন বিনা কারণে কোন বালক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বাহির না হয়। কে কোন্ সময়ে স্কুলে গমন করিবে অভিভাবক তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং যথাসময়ে ছেলে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিল কিনা তাহারও খবর লইবেন।

চার্লস্ ডিকেন্স—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক চার্লস্ ডিকেন্স স্বীয় শিশু পুত্রগণের মধ্যে দর্শন-শক্তির নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় উহাতে কি কি জিনিস আছে পুত্রদিগকে তাহা ভাল করিয়া দেখিতে বলিতেন। ঘরে ফিরিয়া গেলে তাহারা কি কি জিনিস দেখিয়া গেল তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিতেন।

বুদ্ধদেব মূর্ত্তি—জাপানের নারা নগরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার নির্ম্মাণে ৯,২৪৪ মণ তামা, ১৫৮ মণ নিকেল্, ১৯ মণ সোণা, ১০৫ মণ পারদ লাগিয়াছে। সমুদয় গালাইয়া মূর্ত্তি গঠন করিতে প্রায় ৮০ হাজার বুসেল কয়লা লাগিয়াছিল। দেবমূর্ত্তি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং উচ্চে সাড়ে ৫৩ ফুট। প্রায় দুই বৎসরে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। জাপানের তদানীন্তন সম্রাট স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০ হাজার বৌদ্ধ পুরোহিত সূত্র আবৃত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধান করেন। আজ ১১ শত বৎসর ধরিয়া এই দেবমূর্ত্তি পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। নারা নগর সেই সময়ে জাপানের রাজধানী ছিল। যে দেবালয়ে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত তাহার নাম "তোদৈজি-মন্দির।"

দেব-শ্রী রামতনু লাহিড়ী—মানব চরিত্র এক একটী পর্ব্বতশ্রেণী—বিবিধ বিচিত্র শিখরমালাময়। হিমালয়, আল্পস্, রকি, আণ্ডিস্ কত গণ্ড শৈলের আলয়। প্রত্যেক পর্ব্বতেরই সর্ব্বোন্নত শিখর উহার কীর্ত্তিধ্বজা। প্রতি মনুষ্যের চরিত্রেরই এভারেষ্ট শৃঙ্গ আছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে তন্নিম্নে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবল গিরি প্রভৃতি আরো কত শৃঙ্গ থাকে। সত্যনিষ্ঠা রামতনু চরিত্রের এভারেষ্ট শৃঙ্গ। উহার প্রভাবেই তাঁহার সমগ্র চরিত্র উন্নত ও বলিষ্ঠ হইয়া ছিল। সত্য তমোময় দেশে উজ্জ্বল মশাল হইয়া পথ প্রদর্শন করে। সত্য প্রতি চরিত্রের অস্থি, প্রতি সমাজের অস্থি; সত্য অন্য-নিরপেক্ষ, আপনার বলে বলবান! পূজনীয় রামতনু বাবু সত্যের সেবা করিয়া যথেষ্ট নৈতিক বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। রামতনু বাবু ১৮১৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি একজন পুরাতন ব্রাহ্ম, বয়সে গ্লাডষ্টোন অপেক্ষা ৪ বৎসরের ছোট এবং বিস্‌মার্ক হইতে ২ বৎসরের বড় ছিলেন। গ্লাডষ্টোন ৮৯ বৎসরে বিস্‌মার্ক ৮৩ বৎসরে এবং রামতনু বাবু ৮৫ বৎসরে পরলোক গমন করিলেন। তিন মাসের মধ্যে তিনজন বৃদ্ধ লোক হাত ধরাধরি করিয়া পরলোকের অদৃশ্যভূমি আশ্রয় করিলেন। রামতনু বাবুর পরলোক গমনের দিন গত ৭ই আগষ্ট।

নিউটন—নিউটন স্কুলে বড় উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন না; কিন্তু গৃহে যন্ত্র নির্ম্মাণে অবিশ্রান্ত যত্ন করিতেন। সর্ব্বদাই হাতুড়ী, বাটাল, করাত লইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি বায়ুযন্ত্র, সূর্য্যঘড়ী, জলঘড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। একবিংশ বর্ষ বয়সে নিউটন বাইনোমিয়েল থিওরেম আবিষ্কার করেন, ত্রয়োবিংশ বর্ষে বিশ্লেষণ প্রণালী, চতুর্বিংশ বর্ষে আলোক পরাবর্ত্তন এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষে জগদ্বিশ্রুত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশ করেন।

কর্ত্তব্য—অল্প করিলে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে না, যাহা করিবে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে করিতে যত্ন করিবে। প্রথমে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে অমনি তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটী সমাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় আরএকটী কর্ত্তব্য দেখিতে পাইবে। কোন নূতন কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনের অগ্রে পুরাতনকে নূতন করিয়া লইতে পার কিনা দেখিবে। যখনই কোন কর্ত্তব্য হৃদয়ে আঘাত করিবে, হয় তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবে, না হয় তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে; বৃথা চিন্তা করিয়া সময় ক্ষেপ করিবে না, ত্যক্ত বিরক্ত হইবে না, অন্য কর্ত্তব্যের বিঘ্নোৎপাদন করিবে না। অন্যের কর্ত্তব্য লইয়া বৃথা ব্যস্ত হইয়া নিজের শক্তি ক্ষয় করিবে না।

ব্রহ্মচারী।

[দীন দুঃখী]

১। আমি দীন দুঃখীদের নিকটে বসিয়া সহানুভূতি শিক্ষা করি।

২। তাহাদের বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে এক নিস্তব্ধ শান্তিময় রাজ্যে চলিয়া যাই।

৩। আমি কথায়, কার্য্যে তাহাদের দুঃখ দূর করিতে যত্ন করি।

৪। আমি কেবল দয়া করিয়াই তৃপ্ত হই না, দানও করিয়া থাকি।

৫। আমার সামান্য আয়ের এক অংশ নিয়মিত রূপে গরীবদিগকে দান করি।

৬। আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে একটী 'দানভাণ্ডার' স্থাপন করিয়াছি। আমরা প্রতিজনে মাসে মাসে তাহাতে কিছু পয়সা ও দু এক খান পুরাতন বস্ত্র দিয়া থাকি।

৭। কোন গরীব দুঃখী আমাদের স্কুলে আসিলে তাহা হইতে তাহাকে সাহায্য করা হয়।

৮। যেমন শারীরিক শিক্ষার জন্য ক্রীড়াভূমি, মানসিক শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির, ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য দেবালয়, সেই রূপ হৃদয়ের শিক্ষার জন্য দীন দুঃখীদের গৃহ। আমি এইজন্য মধ্যে মধ্যে গরীবদের পর্ণকুটীর দর্শনে তীর্থ দর্শন করিয়া থাকি।

৯। গরীবদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান করিবার সময় আমি মিষ্ট কথা ও সমবেদনা ও দান করিয়া থাকি।

১০। দান করিয়া আমি কোন কালে প্রতিদান প্রত্যাশা করি না। কিন্তু দান-গ্রাহীর প্রসন্নমুখ দেখিয়া বড় তৃপ্তি লাভ করি।

[বিদ্যা মন্দির]

১। বিদ্যালয় সরস্বতীর মন্দির। আমি থুথু ও কাশ ফেলিয়া তাহা অপবিত্র করি না। থুথু, কাশ বিদ্যামন্দিরের বাহিরে ফেলিয়া থাকি।

২। আমি কালি, পেন্সিল বা চক দিয়া বিদ্যামন্দিরের দেওয়ালে, কপাটে বা বেড়ায় কিছু লিখি না বা কোন প্রকার দাগ দিই না; অথবা উহার শোভা সৌন্দর্য্যের কোন হানি হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য করি না।

৩। আমি বিদ্যালয়ের শান্তি নষ্ট করি না। আমি এরূপ কোন শব্দ করি না যাহাতে শ্রেণীস্থ বা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধ্যাপনার

ব্যাঘাত হইতে পারে। এইজন্য আমি হাই তুলিবার সময় কোন শব্দ করি না, কাশ আসিলে নিঃশব্দে বাহিরে যাইয়া কাশি, ঢেকুর বা অন্য কোনরূপ শব্দ আসিলে বাহিরে চলিয়া যাই।

৪। আমি সর্ব্বদা বিদ্যামন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকি। আমি কাহাকে গালি দিই না ও কটুকথা বলি না, অথবা কোন পাপ কার্য্য, পাপালাপ, বা পাপ চিন্তা করিয়া বিদ্যালয়কে নরক করি না।

৫। আমি বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য্য শান্তি ও পবিত্রতা যাহাতে বৃদ্ধি হইতে পারে তজ্জন্য নিয়ত যত্ন করি।

৬। আমি গুরু মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ বিদ্যামন্দিরের চারি ধারে রোপণ করি, যত্নে সে সকল পালন করি।

৭। আমি গুরুদেবের অনুমতি লইয়া নানাস্থান হইতে "সাধু বাক্য" সকল সংগ্রহ করিয়া বিদ্যামন্দিরের স্থানে স্থানে ঝুলাইয়া রাখি।

৮। বিদ্যামন্দিরের সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতা কেহ নষ্ট করিলে, আমি বড় ব্যথা পাই। বিনীত ভাবে শিষ্ট বাক্যে তাহাকে বলি 'ভাই ওরূপ করিও না, ইহাতে যে বিদ্যাদেবীর অবমাননা হয়।'

৯। সহাধ্যায়ী বা বিদ্যালয়স্থ কোন বন্ধু কোন অন্যায় বা অনৈতিক কার্য্য করিলে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করি। তাহাতে সফলকাম না হইলে গুরু মহাশয়কে তাহার দোষের কথা নিবেদন করি। আমি গুরুদেবের নিকট কাহারো দোষ বা ত্রুটী গোপন করি না।

১০। গুরু মহাশয় আমাদের উৎকৃষ্ট চিকিৎসক। আমরা প্রত্যেক ছাত্র বিদ্যালয়ের এক একটী অঙ্গ, কোন অঙ্গ পচিলে চিকিৎসককে তাহা বলা আবশ্যক, নচেৎ কিরূপে তাহার প্রতিকার হইবে? প্রত্যুত উহা মহারোগের ন্যায় ক্রমশঃ সমস্ত দেহ আক্রমণ করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবে।

১১। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে স্কুল বসিবার অল্প পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকি এবং স্কুল ছুটী হইলেই বাড়ীতে চলিয়া আসি। আমি পথে কাহারো সঙ্গে গোলযোগ করি না।

১২। আমি প্রতিদিন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া বসি। কোন স্থানে বসিবার জন্য কাহারো সঙ্গে বিবাদ করি না।

১৩। আমি বসিয়া হাত কি পা দোলাই না এবং অন্য কোনরূপ মুদ্রাদোষ প্রদর্শন করি না। আমি ঠিক সোজা হইয়া আমার স্থানে বসি। অসুস্থ না হইলে পায়ের উপর পা রাখিয়া বসি না।

১৪। আমি কখনও বিদ্যালয়ে খোলা গায় থাকি না। কোন দিন গায় জামা না থাকিলে উত্তরীয়বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া উপবেশন করি।

১৫। আমি শ্রেণীতে বসিয়া কাহারও সহিত কথা বলি না, এক মনে গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করি, অধ্যাপক মহাশয় শ্রেণীতে না থাকিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি; কখনও বা মনে মনে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করি।

১৬। শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতি কালে হট্টগোল করিয়া বিদ্যালয়ের শান্তি ভঙ্গ করা আমি মহাপাপ জানি।

১৭। আমি প্রতিদিনই স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে আমার পাঠ্য বইগুলি দেখিয়া লই। শ্লেট পেন্‌সিল, খাতা বই, এক একটী করিয়া দেখিয়া

বাঁধি। পাঠ্যবই, কি আবশ্যকীয় কোন দ্রব্য ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছি বলিয়া কখনও আমাকে মনস্তাপ সহ্য করিতে হয় না।

নিদ্রা।

গর্ভস্থ শিশু চির নিদ্রিত, ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহার নিদ্রাপ্রবণতা বিদূরিত হয় না। শিশু প্রথম প্রথম মুদিত নয়নেই দিন রাত অতিবাহিত করে। ক্রমশঃ তাহার জাগরিত থাকিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। দু, চার, দশ মিনিট করিয়া এক এক বারে জাগরিত থাকিতে অভ্যাস করে।

বলিতে গেলে মনুষ্য অচৈতন্য হইতে জীবন আরম্ভ করিয়া নিদ্রায় এবং নিদ্রা হইতে জাগরণে বা চৈতন্যে প্রবেশ করে। চৈতন্য-লাভই মনুষ্যের সিদ্ধি লাভ। মনুষ্য যতকাল জাগরিত থাকে তত কালই তাহার শিক্ষার সময়। জাগরণ কাল যত বাড়িবে শিক্ষার সময়ও তত বাড়িবে। কাজেই নিদ্রাপরায়ণতা শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।

এক নিদ্রা বিশ্রাম, আর এক নিদ্রা মৃত্যু। পরিশ্রমের পর যে নিদ্রা তাহা বিশ্রাম, তাহাতে নূতন কার্য্যশক্তি ও স্ফূর্ত্তি জন্মে। সে নিদ্রা বা বিশ্রাম বিধাতার বিধান। আর এক নিদ্রা আলস্য বা মৃত্যুর কিঙ্করী বা স্বয়ংই মৃত্যুরূপা! এ কালনিদ্রায় অভিভূত লোক "জীবন্নপি মৃতোপমঃ।" কথিত আছে কুম্ভকর্ণের জাগরণ বা জীবনকাল বৎসরে এক দিন ছিল। এখন আর সে কুম্ভকর্ণ নাই; কিন্তু কুম্ভকর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহোদর যে অনেক আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতি জীবনের আলস্য, নিদ্রা, জড়তাই কুম্ভকর্ণ, উহার বিনাশ সাধন করিতে না পারিলে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় না, উন্নতিরও আশা নাই। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা শাস্ত্রোক্ত ষড়্ দোষের চারি দোষ। উহারা সকলেই কুম্ভকর্ণের রক্ত মাংসে গঠিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্য নিদ্রা হইতে চৈতন্যে প্রবেশ করে, এবং যত সচেতন থাকে ততই শিক্ষার অবসর প্রাপ্ত হয়। এই মহা নিদ্রাকে সাধন অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে হয়। সময়ে যাহারা জাগরিত হয় তাহারাই উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। মহাকবি কালিদাস "যথাকাল প্রবোধী" বলিয়া রঘুবংশের গুণস্তুতি করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত লোক কৃতিত্ব লাভ ও গৌরবের মুকুট পরিধান করিয়াছেন সকলেই নিদ্রাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাবীর নেপোলিয়নের নিদ্রার উপর আধিপত্য—দেবলীলা। তিনি যখন ইচ্ছা জাগরিত হইতেন। ঘড়ী ধরিয়া বলিতেন আমি অমুক সময়ে জাগরিত হইব, আর ঘড়ীতে যখন তত ঘণ্টা তত মিনিট হইত অমনি জাগিয়া উঠিতেন। অথচ যতক্ষণ নিদ্রা যাইতেন কিছুমাত্র সুষুপ্তির ব্যাঘাত হইত না।

নিদ্রাতুরেরা কখনও কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে না। জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করাই তাহাদের পক্ষে ভারাবহ। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেরই

নিদ্রার কালকবল হইতে বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করিতে যত্ন করা গুরুতর কর্ত্তব্য। নিদ্রা অনেককে জড়ভরত করিয়া তাহাদের প্রতিভার প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। শিশুকাল হইতে বিধিপূর্ব্বক নিদ্রাকে আয়ত্ত করিতে শিক্ষাদান না করিলে শেষে আর নিদ্রার সঙ্গে আটিয়া উঠা যায় না। ভবিষ্য জীবনে অনেকেই মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ও অসার হইবার কারণ নিদ্রা। পৃথিবীতে এত দুঃখ যন্ত্রণা স্থান পাইতে পারিত না, যদি লোক এত নিদ্রালু না হইত। নিদ্রা আলস্যের প্রসূতি। "অলসেরা দুঃখ পায়" একটী চিরন্তন গাথা।

শিশুদিগকে যে নিদ্রার গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে হয় তাহা আমাদের দেশে প্রায় কাহারো মনে লাগে না। অনেক পিতামাতা শিশুদিগকে ঘুম পারাইয়া রাখিতে পারিলেই আপনাকে আপদ্‌মুক্ত মনে করেন। অনেক মাতা নাকি শিশুদিগকে আফিং খাওয়াইয়া, অচেতন করিয়া নিবিষ্ট মনে কাজ কর্ম্ম করিবার সুবিধা করিয়া লন। এই কথাটী সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, মনুষ্য অচৈতন্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাকে যত সচেতন রাখা যাইবে ততই তাহার জীবন। তা বলিয়া অর্ভককে জাগ্রৎ রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে না। উহাকে সম্পূর্ণ রূপে উহার শারীরিক প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিতে দেওয়াই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শিশুর দেহ বৃদ্ধির সহিত শারীর চেষ্টা আপনিই উৎপন্ন হয়। তৎপ্রভাবে ক্রমশঃ জড়তা বিনষ্ট হইয়া চৈতন্য বৃদ্ধি পায়। মাতা কিংবা লালনপালনকারিণীর কেবল মাত্র ইহা স্মরণ রাখিতে হয় যে, এই শিশুই বড় হইবে, এই শিশুরই অক্লান্ত দেহ কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত জীবন ব্রত উদ্যাপন করিবে।

শিশু ক্রমশঃ নিদ্রার গ্রাস হইতে মুক্ত হইতেছে কিনা তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিশুর বয়ঃক্রম এক বৎসর হইলেই দিনে যখন তখন তাহাকে ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তখন পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে ও পরাহ্নে এই তিন বার নিদ্রার ব্যবস্থা থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। ক্রমে পূর্ব্বাহ্নের ও পরাহ্নের নিদ্রার নিয়ম উঠাইয়া কেবল মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাওয়ার ব্যবস্থা কিছুকাল রাখিতে হইবে। দুই বৎসর হইলেই কেবল মাত্র মধ্যাহ্ন নিদ্রার নিয়ম থাকিবে। তিন বৎসর হইলেই দিবানিদ্রা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চার বৎসর হইলেই আর শিশুরা দিবানিদ্রা যাইবে না। পাঁচ বৎসর হইলে কিছুক্ষণ রাত্রি জাগরণের ব্যবস্থা করা ভাল। আট বৎসরের ছেলেদিগকে দুই ঘণ্টা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে সাত বৎসরের শিশুরা ৭টার, ৮ বৎসরের ছেলেরা ৮টার ও ৯ বৎসরের ছেলেরা ৯টার পর ঘুমাইবে। দশটার সময় সকলেরই ঘুমাইবার নিয়ম থাকা ভাল। ১০ টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ঘুমাইলেই পর্য্যাপ্ত নিদ্রা হইবে ও শরীর সুস্থ থাকিবে। আবশ্যক হইলে ৭ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৬ ঘণ্টা ঘুমাইলেও যুবকদের স্বাস্থ্য হানি হইবে না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ৬ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ থাকিলে পরীক্ষার সময় ২।১ মাসের জন্য নিয়মের অন্যথা করা যাইতে পারে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

স্পেন মার্কিণ সমরের প্রথম কাণ্ড ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ। স্পেনীয়দিগের অত্যাচারে কিউবায় বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কিউবানদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন, স্পেন মার্কিণে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট তদুপলক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মানিলা প্রভৃতি কিয়দংশ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত-মহাসাগরে, চীন সাম্রাজ্য ও জাপানের দক্ষিণে অবস্থিত; স্পেনের অধিকার ভুক্ত। এখানেও স্পেনের শাসনপ্রণালী স্বার্থপরতা বিমুক্ত নহে; মাঝে মাঝে স্পেন গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহাদি দমনের সময় অত্যন্ত কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দান করিয়াছেন। এইজন্য এখানকার সাধারণ প্রজাপুঞ্জ এই শাসনপ্রণালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কিউবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মার্কিণের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া ইহারাও এবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। স্পেন গবর্ণমেণ্টের অধীনতা ইহারা আর স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। ইহারা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছে ব্রিটিশ শাসন অথবা মার্কিণ সাধারণ-তন্ত্রের অধীনে থাকিতে না পারিলে মার্কিণ সৈন্যের প্রস্থানের পরই আবার ইহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান যুগের সমর-ইতিহাসে কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। এইজন্য আমরা সাধারণ পাঠকদিগের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

১৫২১ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত ভূ-প্রদক্ষিণকারী নাবিক ম্যাগেলিন এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং ইহারই একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে নিহত হন। তদানীন্তন স্পেন অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে ইহার নাম ফিলিপাইন রাখা হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ ন্যূনাধিক ২ হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ লইয়া গঠিত। ইহাদের আয়তন ১ লক্ষ ১৬ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৫ ও ৯৫ লক্ষের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে লুজন ও মিণ্ডানিও ই বড়। ১৫৬৯ খৃঃ অব্দে এই বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ কার্য্যতঃ স্পেনীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইলে লুজন দ্বীপে ইহারা ১৫৭১ খৃঃ অব্দে ইহার প্রধান নগর মানিলা নগরী স্থাপন করে। সেই হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহাদেরই শাসনাধীনে আছে।

মানিলা পৃথিবীর যাবতীয় বন্দর অপেক্ষা সুন্দর। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিলেই মনে হয় কোন প্রাচীন দুর্গ রক্ষিত নগরের ভগ্নাবশেষ। এই নগরীতে ৩ লক্ষ লোকের বাস তন্মধ্যে স্পেনীয়দিগের সংখ্যা ৫ হাজারের অধিক নহে। এখানকার বণিকগণ অধিকাংশই চীনদেশীয়।

ইহার প্রত্যেক দ্বীপেই বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত না থাকিলেও মোটের উপর এই দ্বীপপুঞ্জকে পর্ব্বত সমাকীর্ণ বলা যাইতে পারে। পর্ব্বতশ্রেণী দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বীপসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আগ্নেয় পর্ব্বতের সংখ্যাই পূর্ব্বে অধিক ছিল, এখন আগ্নেয় পর্ব্বতের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আপো মিণ্ডানিওর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ইহার উচ্চতা ১০,৪০০ ফুট। ১৮১৪ ও ১৮৬৭ সনে দুইবার ইহার ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়,

তন্মধ্যে প্রথম বারে প্রায় ১২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়।

ভূমিকম্প এখানে খুব ঘন ঘন হইয়া থাকে বলিয়া এই দ্বীপবাসিগণ গৃহ নির্ম্মাণাদি বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দ্বিতল গৃহ অপেক্ষা উচ্চগৃহ প্রায় কেহই প্রস্তুত করে না। গৃহগুলি খুব সুদৃঢ় কিন্তু অন্ধকারময়, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ভয়ানক ভূমিকম্পে মানিলা নগরী বিনষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছিল। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে আর একবার ভূমিকম্প হয় তাহাতেও মানিলা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়; প্রভূত অর্থ নাশ ও প্রধান দেবমন্দিরটী বিনষ্ট হইয়া যায়।

ঝটিকাবর্ত্ত এখানকার তৃতীয় উৎপাত। দেশীয় ভাষায় ইহাকে 'টাইফুন' কহিয়া থাকে। ১৮৭৬ সনের ঝটিকায় লুজন দ্বীপের মেয়ন পর্ব্বতের কিয়দংশ ধসিয়া পড়ে এবং ন্যূনাধিক হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হয়। উপকূলভাগেই ঝটিকার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। বিগত অক্টোবর মাসের যে প্রবল বাত্যা চট্টগ্রামকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছিল তাহারই কিয়দংশ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়াও প্রবাহিত হইয়া অনেক দেশ, নগর, গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

ভূমি সাধারণতঃ একটু উচ্চ এবং সমুদ্রের বাতাস লাগে বলিয়া আব হাওয়া একটু, আর্দ্র ও গরম হইলেও গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশের ন্যায় এ দেশ তত অস্বাস্থ্যকর নহে। এখানে ধান্য, ভুট্টা, ইক্ষু, কার্পাস, কাফি এবং তামাক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চিনি, শণ ও তামাক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এ দ্বীপ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮৯ সনে চুরট সহ ৭৫০০০০০ লক্ষ টাকার তামাক রপ্তানি হইয়াছে। তামাকই এদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিউবার পরেই এখানে তামাকের চাষ। এক মানিলায় এবং তাহার আসেপাশে প্রায় ২২০০০ লোক চুরট প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহার মধ্যে মাত্র ১৫০০ পুরুষ আর অবশিষ্ট বালিকা এবং স্ত্রীলোক। ইহারা প্রায়ই অনেক দূর হইতে নৌকায় যাওয়া আসা করে। আমাদের দেশে যে সমস্ত চুরট বিক্রী হয় তাহার অনেকই মানিলা হইতে আসে। মানিলা উৎকৃষ্ট চুরটের জন্মভূমি বলিয়া পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। লৌহ ও কয়লার খনি চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত। অন্যান্য আকরিক পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, সীস, তাম্র, গন্ধক, পারদ, সিন্দুর, ফিটকারী প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহার বিস্তীর্ণ জঙ্গলা ভূমিতে সারবান বৃক্ষ, রংএর গাছ এবং ঔষধের গাছও জন্মিয়া থাকে। স্তন্যপায়ী বন্য জন্তুর মধ্যে মহিষই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এতদ্ব্যতীত উল্লুক ও অন্যান্য জাতীয় বানর, হরিণ প্রভৃতিও আছে। মাংসাশী জন্তুর মধ্যে ভিন্ন জাতীয় সিভেটই প্রধান। মৃগনাভি কস্তুরীর ন্যায় এই সমস্ত জন্তু হইতে সুগন্ধি দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পতঙ্গভুক্‌দিগের মধ্যে শজারু শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন নানা জাতীয় পতঙ্গ ও পক্ষীও যথেষ্ট আছে।

নেগ্রিটো এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম নিবাসী। ইহাদের সহিত মালয় এবং ইণ্ডোনেসিয়ানদিগের (ইহারা পলিনেসিয়ানদিগের এক শাখা) সংমিশ্রণে সঙ্কর নেগ্রিটোর উৎপত্তি হইয়াছে। এই সঙ্কর নেগ্রিটোর সংখ্যাই এখন অধিক। মালয় এবং নিগ্রেটোরা প্রায়ই নদীর তীরে বাঁশ, বেত ও তালপত্র দিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ছাতার পরিবর্ত্তে ইহারা বড় বড়

টুপি বা হ্যাট ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশ ইণ্ডোনেসিয়ানই পৌত্তলিক কিন্তু মালয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমান কেহ বা রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী।

এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয়দিগের অধিকারভুক্ত হইলেও সুলু ও মিণ্ডানিওর মুসলমানগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতে ছিল; এমন কি মিণ্ডানিওর অধিকাংশ স্থানে এখন পর্য্যন্তও কার্য্যতঃ স্বায়ত্তশাসন প্রথাই প্রচলিত।

আইবেড়িয়া উপদ্বীপ অথবা স্পেন দেশজাত স্পেনীয়গণ এ দেশীয়দিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে জাত্যভিমান অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই জাতি বিভাগ প্রথা খুব প্রচলিত। এইজন্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশীরাই ইহার মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষভাজন। সুতরাং চীন দেশীয়দিগের প্রতি ইহাদের নিতান্ত নিরনুগ্রহ।

মানিলা ব্যতীত এই দ্বীপপুঞ্জে আরও কয়েকটী সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। গবর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি (captain general) এখানকার প্রধান রাজশক্তি। ইহাদের অধীনে আরও ৪ জন গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তা আছেন।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের হস্তচ্যুত হইতেছে এবং স্পেনের বিদেশীয় অধিকার যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশ স্পেন মার্কিণ যুদ্ধে স্পেনের অধিকারভ্রষ্ট হইতেছে। ১৬শ শতাব্দীতে যে স্পেন ধনে, মানে, গৌরবে ও বিস্তৃত অধিকারে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় রাজ্য ছিল, নিয়তির অলঙ্ঘনীয় শাসনে সে স্পেন এখন নগণ্য রাজ্যরূপে পরিণত হইল!

বাধ্যতা শিক্ষা।

গতবারে বাধ্যতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি। এবারে কিরূপে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হয় তাহাই বিবৃত করিব।

পৃথিবীতে নবাবতার শিশুর বাধ্যতাই জীবন রক্ষা ও শিক্ষার সোপান। শিশুকাল হইতে নিঃস্বার্থ ও শান্তভাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত লালনপালন করিলে শিশুরা কোন রূপেই অবাধ্য হইতে পারে না।

বাধ্যতা সহ-জাত এবং স্বতঃই উহার শিক্ষা হয়। শিশুর বাধ্যতা আর মৃত্তিকা পতিত বীজের অঙ্কুরোদ্গমন ও বৃদ্ধি উভয়ই একরূপ ও স্বাভাবিক। প্রতিকূল যাহা কিছু দূর করিয়া দিলেই আপনিই বীজ ও বাধ্যতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লালনপালনের ত্রুটীতেই শিশুরা অবাধ্য হইয়া উঠে। সুদক্ষ পালয়িতার হাতে পড়িলেই সুনিপুণ কুম্ভকারের নির্ম্মিত সুগঠিত প্রতিমার ন্যায় শিশুরা সুন্দর হয়। শিশুরা যাহাতে অবাধ্য না হইতে পারে তজ্জন্যই সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

শিশু নির্দ্দোষ কোন কার্য্যে এক মনে নিযুক্ত থাকিলে তাহার মনোযোগ ভঙ্গ করা বা অন্য কিছু দেখিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য নয়। যাহা দেখিবার জন্য ডাকা হইল তাহা তাহার পছন্দ না হইলে হয়তো সে অমনি তাহার পূর্ব্ব কার্য্যে চলিয়া যাইবে। এখানেই অবাধ্যতার বীজ রোপণ হইল। দ্বিতীয়বার

ডাকিলে শিশু আর তেমন বিশ্বাস করিবে না, তেমন সরল মনে, ডাকা মাত্র, দৌড়িয়া আসিবে না। তদ্রূপ শিশু যখন কোন তামাসা দেখিতেছে তখন কোন কার্য্য করিতে তাহাকে আদেশ করিলে সে কোন রূপেই সে আদেশ প্রতিপালন করিতে চায় না, বার বার আদিষ্ট হইলে অনিচ্ছার সহিত আদেশ পালন করিয়া থাকে। এইরূপ ঘটনায় আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে শিশুর সাহস জন্মে। দ্বিতীয়বার কি তৃতীয় বার এই রূপ আদিষ্ট হইলে সে আদেশ পালনে অমত প্রকাশ করে।

নিজ বাড়ীতে গান, বাদ্য, কি অন্য কোন রূপ আমোদপ্রমোদ হইলে এবং সে সময়ে বালকবালিকাদিগকে পড়িতে কি ঘুমাইতে আদেশ করিলে সে আদেশ প্রতিপালনের আশা করা বকাণ্ডপ্রত্যাশা মাত্র। এইরূপ আদেশে বালকবালিকারা প্রায়ই "যাই, যাচ্ছি" বলিয়া কাল বিলম্ব করে। যে বাড়ীতে বালকবালিকা আছে সে বাড়ীতে তাহাদের অধ্যয়ন বা শয়নের সময়ে, কোনরূপ তামসা দেখার সময় করা অভিভাবকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়-প্রদ নয়, সে বাড়ীতে আমোদপ্রমোদ "কাকতালীয়" হওয়া বিধেয়; অর্থাৎ পড়ার সময়ও শেষ হইল তামসাও আরম্ভ হইল, নিদ্রারও সময় হইল আমোদও বদ্ধ হইল।

গৃহে রুগ্ন বালকবালিকা থাকিলে আহার্য্য বিষয়ে সংযম আবশ্যক। সে গৃহে অপথ্য নূতন ফল কি অপর কিছু নূতন খাদ্য আনিলে শিশু প্রায়ই তাহা খাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। না দিলে কিছুতেই ছাড়ে না, শিশু সহজেই গুরুজনের কথার অবাধ্য হইয়া উঠে। রুগ্ন শিশুর গৃহে অপথ্য নূতন ফল, নূতন আহার্য্য না আনাই ভাল। একান্ত পক্ষে আনিতে হইলেও রুগ্ন শিশুর পথ্য নূতন কোন ফল কি দ্রব্যও আনিতে হয়; নচেৎ অভিভাবকের সম্যক্‌দর্শিতা প্রকাশ পায় না, এবং তাহারই দোষে শিশু অবাধ্য হইবার সূত্র লাভ করে।

পালিত ও পালয়িতার ইচ্ছার যে কখনও সংঘর্ষণ হইবে না এমন বলা যায় না। কিন্তু সে সংঘর্ষণ, শিশু বয়স্ক হইলে, আত্ম ইচ্ছাকে দমন করিতে শিক্ষা করিলেই হওয়া উচিত। বয়স্ক বালকবালিকারা যখন দেখিতে পায় পিতা মাতার ইচ্ছানুসরণ তাহাদের কল্যাণকর তখন তাহারা সহজেই আত্মেচ্ছা পরিত্যাগ করে। বোধশক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ হইলেই তাহারা অনায়াসে সেরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইচ্ছার সংঘর্ষণ যাহাতে অধিক মাত্রায় না হয় তৎপ্রতি গুরুজনের নিয়ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান অধিক বয়স্ক হইলে সময়ে সময়ে পিতামাতাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার ইচ্ছার অনুমোদন করিতে হয়।

কখন কখন শাস্তিদানের ত্রুটীতেও বালকবালিকা অবাধ্য হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের জন্য সামান্য শাস্তিই যথেষ্ট। কার্য্যের যথানির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিলে সেই কার্য্যের কোন বিশেষ অংশ অকরণ বা বিলম্বে করণ দ্বারাই শাস্তিবিধান করা কর্ত্তব্য। খাইতে বিলম্বে আসিলে কোন আহার্য্য বস্তু না দিলেই যথেষ্ট হইবে, অনর্থক শুইতে গৌণ করিলে সে দিন কি তাহার পর দিন সে "রূপকথা" শুনিতে পারিবে না এইরূপ শাস্তিদানই প্রকৃষ্ট। যে বালক অযত্নে বা অসাবধানতায় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলে গৃহের অন্য সকলকে বস্ত্র দানের সময় সে বস্ত্র পাইবে না এইরূপ বিধানই তাহার যথেষ্ট শাস্তি। সব বিষয়েই এরূপ কৌশলময় শাসন প্রয়োগ করিলে অবাধ্যতা আসিতে পারে না।

বিধাতার বাধ্যতা শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়। প্রথমতঃ পিতামাতা আত্মচরিত্র ও কার্য্য দ্বারা তাঁহারা যে ঈশ্বরকে মানেন তাহা শিক্ষা দিবেন। নিত্য পূজা অর্চ্চনা, উপাসনা প্রার্থনা করিতে দেখিলে এবং নিত্য দেব মাহাত্ম্য ও ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে শিশুরা সহজেই বিশ্বাসী, প্রার্থনাশীল ও বিধাতার বাধ্য হয়। যাহারা শিশুকাল হইতে অনন্ত ঐশীশক্তির পরিচয় পায় এবং তাঁহার বাধ্য হইতে উপদিষ্ট হয়, তাহারা সহজেই পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাধ্য হইয়া থাকে। ভগবৎ বাধ্যতা সর্ব্বপ্রকার বাধ্যতার প্রসূতি।

শিশুরা সময়ে সময়ে যে সকল অকার্য্যকরণে প্রবৃত্ত হয়, অতি দক্ষতার সহিত তাহাদিগকে সেই সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিতে না পারিলে তাহারা অবাধ্য হইবার সূত্র প্রাপ্ত হয়। কখন বা বলিতে হয় "তুমি যখন দাদার মত বড় হইবে তখন ইহা করিবে।" কখন বা বলিতে হয় "তুমি যখন পড়িতে শিখিবে তখন ইহা করিবে" কখন বা "তোমার যখন বল হইবে" কখন বা "তোমার যখন বুদ্ধি হইবে তখন করিবে" ইত্যাদি বলিয়া শিশুকে নিবৃত্ত রাখিতে হয়। এই সব কথা শুনিলে শিশুও আনন্দমনে কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হয়।

মনুষ্যের সহজাত সদ্‌গুণের জন্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা সমীচীন নয়। বাধ্য শিশুর প্রতি গুরুজনের প্রসন্নভাবই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার। কিন্তু কখন কখন প্রসিদ্ধ বাধ্য শিশুকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিলে অন্যদের তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে।

"তুমি দুষ্ট," "তুমি অবাধ্য," "তোমার মত খারাপ ছেলে আর নাই," "তুমি গাধা, গোমূর্খ" ইত্যাদি গাল দিলেও শিশুরা ক্রমে অবাধ্য হইয়া উঠে। গুরুজনদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে শিশুকে অতি যত্নে, অতি আদরে প্রতিপালন করিতে হয়; সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিয়া সৎপথে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়।

বুঝাইয়া দেওয়া।

নিজে বুঝা সহজ কিন্তু অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই শক্ত কাজ। বুঝাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের কার্য্য; এবং এই জন্যই শিক্ষাদান দুরূহ ব্যাপার! অনেক শিক্ষক "আঁধারে ঢিল ছোড়েন।" কোন একটি বিষয় শিক্ষাদান করিতে দু চার কথা বলা আবশ্যক, তাই ছাত্রেরা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই দু চার কথা বলিয়া দেন। কখন বা "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" গান, কখন বা "নখাশ্রিতে কুঠার প্রয়োগ" করেন। বস্তুতঃ গোলে হরিবোল দিয়া কার্য্যসিদ্ধি হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই বিধি ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেক কার্য্যই বিজ্ঞানময়। সে বিধি গ্রহণ ও প্রয়োগ না করিলে কৃতকার্য্যতালাভ সুদূর পরাহত।

আবার একজনকে বুঝান অপেক্ষা দশজনকে বুঝান কঠিন। সকলের বুদ্ধি একদিকে গমন করে না, সকলের জ্ঞানের সীমা সমান নয়, এক রূপে সকলে বুঝে না। এইজন্য প্রত্যেক

বিষয় শিক্ষাদানেরই চার পাঁচটী প্রণালী জানা না থাকিলে শিক্ষকের "হাত যশঃ" জন্মে না। অনেক শিক্ষক "সহস্রমারী চিকিৎসকঃ" অর্থাৎ অনেক ছাত্রের সর্ব্বনাশ করিয়া তিনি একজন বহুদর্শী শিক্ষক হইয়াছেন। অনেকের ছাত্র-জীবন ঊষরভূমি করিয়া করিয়া শিক্ষাদানের দু একটী নিয়ম বুঝিতে পারিয়াছেন। শিক্ষা-দান শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান হাতুড়ে বৈদ্যের সমান। আবার অনেকের জ্ঞান থাকিলেও তাহা "পুস্তকস্থা বিদ্যা" কার্য্যকালে কোন কার্য্যেই আসে না। প্রকৃত পক্ষে 'সরস্বতীর বর পুত্র' না হইলে কেহই উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যে নব নব প্রতিভাই সেই কার্য্যে পারদর্শিতা লাভের নিদান।

কোন বিষয় বুঝাইবার অগ্রে তদ্‌বিষয়ে নিজের পরিষ্কার জ্ঞান ও ভাব সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক; নচেৎ সেই বিষয় অন্যকে বুঝাইতে যত্ন করা বিড়ম্বনা। কখন কখন শিক্ষকদিগকে যে এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয় তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ যেমন শিখাইতে প্রতিভার আবশ্যক সেইরূপ শিখিতেও প্রতি-ভার প্রয়োজন; যাঁহারা শিখিবার সময়ে কোন একরূপে শিখিয়াছেন তাঁহারা শিখাইবার সময়েও কোন একরূপে শিখাইয়া থাকেন। তবে কখন কখন যে ইহার অন্যথা হয় না তাহাও নয়।

বুঝাইয়া দেওয়ার ধারা বা ক্রম উদ্ভাবন করাই শিক্ষাদান প্রণালীর মহদুদ্দেশ্য। মানবীয় শক্তি বিকাশের সহিত এই ধারা বা ক্রমও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন; নচেৎ উহা দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্তই পরিবর্ত্তনাধীন বলিয়া সব বিষয়েরই যে যখন তখন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নয়। যেমন ঘড়ীর কাটা সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে একটুকু একটুকু করিয়া পরিবর্ত্তিত হয় সেইরূপ বিন্দু বিন্দু করিয়া পরিবর্ত্তনই ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তবাদের নিয়ম। মনুষ্যের জ্ঞান ও অন্যান্য শক্তির যেরূপ বিকাশ হইবে শিক্ষাদানপ্রণালীও তদনুযায়ী উন্নত করিয়া লইতে হইবে। অন্যথা সময়ের সহিত উহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না, পুরাতন প্রণালী পুরাতন পত্রবৎ জীর্ণ ও শুষ্ক বলিয়া উপেক্ষিত এবং উহার কার্য্যকারিতা শক্তি বিলুপ্ত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বুঝাইয়া দেওয়ার যে কয়েকটী ক্রম আছে তাহার কয়েকটী নিম্নে সংগ্রহ করি-লাম। বসুন্ধরার কোথায় কোন্ রত্ন নিহিত আছে কে তাহার সন্ধান লইতে পারে? বুঝাইয়া দেওয়ার কত ক্রম আছে কে সে সকল বিবৃত করিবে? কুবেরের ও সরস্বতীর ভাণ্ডার অফুরন্ত! বিশেষতঃ আমার পক্ষে উহা চির অনন্ত!

১। সাদৃশ্য বৈষম্য—জ্ঞাতপূর্ব্ব বস্তু বা ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু বা অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার অংশ ও উপাংশগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার নাম সাদৃশ্য। ইহাকে উপমা বা তুলনা দ্বারা বুঝানও বলা যায়। জ্ঞাতপূর্ব্ব বস্তু বা শ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার সহিত প্রস্তাবিত বস্তু বা ঘটনার বিভিন্নতা বুঝাইয়া দেওয়া বৈষম্য বা বৈপ-রীত্য। দুই ভ্রাতার সৌভ্রাত্র বুঝাইতে রাম লক্ষ্ম-ণের ভ্রাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সাদৃশ্য। দয়া বুঝাইতে নির্দ্দয়তার অবস্থা বর্ণনা করিয়া দয়ার ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া বৈষম্য।

২। সামান্য বিশেষ—জ্যামিতির সামান্য কথন ও বিশেষকথন যেরূপ। যদি কোথাও বিষয়টি সামান্য ভাবে বিবৃত থাকে তাহাকে

বিশেষ একটী উদাহরণ দ্বারা এবং যদি কোথাও বিশেষ কথা বা উদাহরণ থাকে তাহাকে সামান্য কথনে পরিবর্ত্তন দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া। যেমন "লক্ষ্মণ অগ্রজ রামের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।" এই বাক্যটী বুঝাইতে হইলে, ইহা বলা আবশ্যক যে, বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হইলে আর্য্যপ্রথানু-সারে জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ কনিষ্ঠকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে হয়। এখানে রাম লক্ষ্মণ বিষয়ক বিশেষ অবস্থাটী আর্য্যদিগের সামান্য রীতির উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ভগ্নাংশের ভাগহারের একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া যখন ভগ্নাংশের ভাগহারের সাধারণ নিয়ম "ভাজকটীকে উল্টাইয়া ভাজ্যকে গুণ করিলেই ফল লব্ধ হয়।" বুঝাইয়া দেন, তখন বিশেষ উদাহরণ অবলম্বন করিয়া সামান্য নিয়ম প্রতিপাদন করা হইল বলিয়া বিশেষের দ্বারা সামান্য অভিজ্ঞান বলা যায়।

৩। কার্য্য কারণ—কারণের উল্লেখ করিয়া কার্য্য এবং নানা কার্য্য উল্লেখ করিয়া একটী কারণ বুঝাইয়া দেওয়া। যেমন কোন দেশের বা সমাজের কোন বিশেষ পদ্ধতি বুঝাইতে সেই পদ্ধতি কোন্ সময়ে এবং কেন হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিলে কারণের উল্লেখ করিয়া কার্য্য বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ক্রোধ হইলে লোকের কিরূপ অবস্থা হয় তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া ক্রোধ বুঝাইয়া দিলে কার্য্যমালা দ্বারা কারণ বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

৪। উদাহরণ—কোন কঠিন বিষয় সহজ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া। বৈজিক প্রশ্ন পাটীক উদাহরণ দ্বারা এবং পাটীগণিতের কঠিন কোন প্রশ্ন মুখে মুখে কষিতে পারে তদনুরূপ অপর প্রশ্ন দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া।

৫। পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ—রসায়ন, তাড়িৎ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দুই কি ততোধিক পদার্থ সংশ্লেষণ বা কোন পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহার নাম পরীক্ষণ (Experiment)। দূরবীক্ষণ, অণু-বীক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে কোন বিষয় পরিস্ফুট রূপে বুঝানকে পর্য্যবেক্ষণ (Obscrvation) বলে। উদ্ভিদ-বিদ্যা ও জ্যোতিষ্ শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত সুষ্ঠু রূপে বোধগম্য হয় না।

৬। চিত্র—আজকাল চিত্র দ্বারা অনেক বিষয়ই বুঝান হয়। মানচিত্র ভূগোল শিক্ষার একমাত্র সাধন, প্রাকৃত ভূগোল শিখিতেও তদ্বিষয়ক এট্‌লাসই প্রধান সাধন। উদ্ভিদ বিদ্যা, জীবতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানও চিত্রময়। লোকের ছবি, তাহার বুদ্ধি, দয়া, দৃঢ়তা, সরলতা, সাধুতা, কার্য্যক্ষমতা প্রভৃতি গুণের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক ঘটনাও চিত্র দ্বারা পরিস্ফুট হইতে পারে। স্থান ও অবস্থা বিশেষের চিত্র কাব্যের কঠিন কঠিন স্থানের কুঞ্চিকার কার্য্য করে। কোন কোন পাঠের চিত্র কেবল যে শিশুদের কৌতূহলবৃত্তিই চরিতার্থ করে তাহা নয় সেই বিষয়টী অতি বিশদরূপে চিরজীবনের তরে তাহাদের মানসে আঁকিয়া দেয়। বস্তুতঃ বুঝাইয়া দিবার জন্য চিত্র একটী অমোঘ উপায়। চিত্র দ্বারা কোন বিষয় বুঝান যায় কিনা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষকের সে বিষয় পরিচিন্তা করা বিধেয়; এবং সম্ভব হইলে বিষয়টী পড়াইবার অগ্রে বোর্ডে উহার একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইবেন।

৭। ব্যাখ্যা—শিক্ষাপ্রণালীতে "ব্যাখ্যানিক ধারা" বলিয়া শিক্ষাদানের একটী ক্রম উল্লিখিত হইয়াছে। অনেকে কতকগুলি প্রতিশব্দ দান

করিয়াই ব্যাখ্যার চূড়ান্ত করিয়া থাকেন, কেহ বা বুঝাইতে একটুকু প্রয়াস করাকে পর্য্যাপ্ত মনে করেন। কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিবার অগ্রে সে বিষয়টী অধ্যাপকের প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হওয়া আবশ্যক; পরে তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে যাহা যাহা লাগিতেছে অধ্যাপিতবর্গের বোধগম্যরূপে তাহার সহজ বর্ণনা করাই ব্যাখ্যা। একরূপ ব্যাখ্যা সকলের বুদ্ধিগম্য হয় না, এইজন্য দুই তিন রকম করিয়া এক একটী বিষয় ব্যাখ্যা করিতে হয়।

নিমেষ।

সমষ্টি ভিন্ন জড় জগতের প্রকৃত পক্ষে স্থিতি নাই, মিলন ভিন্ন তাহার প্রকাশও সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি নাই। এই সুবিশাল বিশ্বে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত পৃথিবী! এই অসঙ্খ্য অগণ্য বিভিন্ন সুরের গভীর সংযোগে কি এক মহান্ অনন্ত সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উচ্ছ্বাস! আমরা ইহা জানি যে, আমাদের এই যে সাধের সোণার ক্ষুদ্র পৃথিবীটী, যাহাকে আমরা প্রাণের সহিত এত ভালবাসি, তাহা কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম অতি তুচ্ছ পরমাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই পরমাণুনিচয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যদি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া যায়, তবে কোথায় থাকে এই অতি প্রিয় আরামের নিকেতন! উহার পরিবর্ত্তে এই ধূলিপ্রবাহ এক অদ্ভুত অদৃশ্য প্রেমচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া কত রকমের, কত বর্ণের কত লতা, ফল, ফুল প্রভৃতির আকারে নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর কথাও ছাড়িয়া দেও। ঐ যে সম্মুখে একটী গোলাপ পূর্ণবিকশিত হইয়া হাসিতেছ, উহার জীবনের আরম্ভ কোথায়? উহার জীবনের স্থিতি কোথায় খুজিয়া পাইবে? তুমি বলিবে ঐ ফুলটী এক মুষ্টি ধূলি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমিও তাহাই বলিতেছি। কিন্তু এই অতি সামান্য ধূলি ক'টীর ভিতরে ভালবাসার কি এক মধুর অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত!—এই প্রেমের আবেগপূর্ণ গূঢ় মিলনে কি এক শান্তির আধার মাধুর্য্যের সার পূণ্য-মূর্ত্তি রচিত।

মহাযোগের মহালীলা কি আর বুঝিবে? প্রেমের বিস্ময়পূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব কি আর পাঠ করিবে?

তাই বলিতেছি সংযোগ ভিন্ন জড়বিশ্বের স্থিতি নাই, মিলন ভিন্ন তাহার বিকাশ ও সৌন্দর্য্য স্ফুরণ নাই।

কিন্তু মনুষ্যের জীবন সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে কি? এস আমরা নির্জ্জনে বসিয়া কিছুক্ষণ এই রহস্যময় বিষয়ের চিন্তা করি। চিন্তাশক্তি করুণাকর পরমেশ্বরের বিশেষ দান, ইহার সুকৌশল যাদুমন্ত্র-প্রয়োগে কত নবীন সৃষ্টি মানুষের নয়ন পথে উদিত হয়, এবং ইহারই সুবিমল স্বর্ণ-রশ্মির বিকিরণে সাধকের নীরব নিস্তব্ধ হৃদয়ে কত অচিন্তনীয় নবযুগের অবতারণা হয়! এই দেবশক্তির তিরোধানে মনুষ্যত্ব কোথায়!

জীবন কি? অনেকে বলিবেন কালের

সমষ্টি। কয়েকটী মিনিট আসিয়া একটী ঘণ্টা রচনা করিল; কয়েকটী ঘণ্টার সংযোগে একটী দিনের সৃষ্টি এবং কয়েকটী দিবসের শুভ মিলনে একটী বৎসরের প্রবাহ। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর আসিয়া জৈবন দেহকে নূতন নূতন স্তরে বর্দ্ধিত করিতেছে।

কিন্তু ঐ যে একটী একটী মুহূর্ত্ত আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তাহা কি সত্যই জীবনের রক্ত মাংসে পরিণত হয়। যে জীবনের পক্ষে ইহা সম্ভব তাহা নিশ্চয়ই অসাধারণ ও অলৌকিক। কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টির সহিত তাকাইয়া দেখিলে অধিকাংশ মনুষ্যই বুঝিতে পারিবেন যে এক একটী নিমেষের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু কখনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। নিমেষের পর নিমেষ আসিতেছে আর চলিয়া যাইতেছে; কোথা হইতে আসিতেছে তাহাও কেহ জানে না এবং কোথায় চলিয়া যায় তাহাও কেহ দেখে না। আমি আমার কল্পিত জীবনের মূলে অবতরণ করিয়া দেখিয়াছি যে আমার জীবনের ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে এখনও গঠিত হয় নাই। জীবন বলিয়া যে অনন্তের জন্য মহাযাত্রা তাহার আরম্ভ আমার এখনও হয় নাই। আমার অনেক সময় মনে হয় যেন পথের ধূলির ন্যায় আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটী অনিশ্চিত বায়ু প্রবাহে এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইয়া বেড়াইতেছে।

মানুষ সাধারণতঃ মনে ভাবে যে সে যতকাল এই পৃথিবীতে বাস করে তাহাই তাহার জীবন। কিন্তু যাহা দেখা দিয়াই চলিয়া যায়, অনন্ত পথের চিরসঙ্গী ও সম্বল রূপে অবস্থান করে না তাহা যে জীবন নয় কেবল মৃত্যুরই অনুসরণ তাহা কে চিন্তা করিয়া দেখে? মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত আমার নিকটে আসিল আর আমি আদর ও যত্ন করিয়া একটীকেও গ্রহণ করিলাম না—কার্য্যে নিয়োগ করিলাম না। আমার নিদ্রালসতায় সমস্তই কোথায় চলিয়া গেল, ইহাতো কখনই জীবন নহে। আমি এই ভাবে যতকাল বাচিয়া থাকি, তত কাল প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুকেই আশ্রয় করিয়া থাকি। আমার মোহাচ্ছন্ন প্রাণ জীবনের মধুরস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে ইহা অপেক্ষা বিষম পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে!

আমার এই বিশ্বাস যে জীবন কালের প্রবাহ নহে; অথবা কাল বহিতে বহিতে যে স্মৃতির তটে প্রবল তরঙ্গাঘাতের চিহ্ন সকল শ্রেণীবদ্ধ রেখাকারে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায় তাহাও জীবন নহে। জীবন একটী মাত্র নিমেষের প্রকাশ ও বিকাশ। জীবনের ভিত্তি একটী মাত্র নিমেষের উপর স্থাপিত। একটী স্বর্ণ-মুহূর্ত্ত আমার নিকটে বিদ্যুৎচমকে আসিল, আর আমি অমনি এক লম্ফে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইলাম—ইহাই জীবন।

প্রিয় পাঠক! তোমার বর্ত্তমান অবস্থিতি কোথায় তাহা একটী বার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমার অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া দেখ তুমি উর্দ্ধ হইতে লম্বিত একগাছি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া মহাশূন্যে দুলিতেছ! তোমার উর্দ্ধে অতি দূরে অনন্ত-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত নীলঘন আকাশ; তথায় কত প্রেমালোকের নিত্য নবীন লীলা!—কত রসময় আনন্দ সঙ্গীতের নিত্য নবীন উদ্ভব! কিন্তু নিম্নে চাহিয়া দেখ কি ভীষণের ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য;—অকূল অসীম পারাবার!—ঘন ঘোর অন্ধকারে

আচ্ছন্ন!—দিগন্তব্যাপী মহোর্ম্মির অবিশ্রান্ত ভৈরব নিনাদ!

তুমি যে সূত্রটী ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা তুচ্ছ করিও না! উহা অতি সূক্ষ্ম হইলেও মহা-শক্তিধর। তোমার ন্যায় অসংখ্য প্রাণ উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তুমি যত্ন ও সহিষ্ণুতার সহিত উহাকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হও, সুখ শান্তি ভরা অতুল বৈভবময় অনন্তরাজ্য তোমারই। কিন্তু একটী বার উহাকে ছাড়িয়া দেও, অমনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু-জলধি তোমাকে গ্রাস করিবে।

এই অদৃশ্য সূত্রটী কি? একটী নিমেষ মাত্র—স্বর্গরাজ্যের হিরণ্ময় রাজপথ!

আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি আমার সমস্ত অস্তিত্ব একটী মাত্র নিমেষের চিরবিদ্যমানতা; আমার জীবনের উৎপত্তি ও বিবৃদ্ধি উহারই বিস্ময়পূর্ণ অবিরাম লীলা। আমি নিয়ত নিমেষকে ছাড়িয়া থাকি, এবং মনে করি সেও আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখনই আমার মোহ-নেশা ভাঙ্গে তখনই দেখিতে পাই যে আমি তাহার সহবাস-জালে নিত্য আবদ্ধ। অতীতের কোন অর্থ নাই; ভবিষ্যতেরই বা তাৎপর্য্য কি? নিমেষ চিরজীবন্ত বর্ত্তমান।

হে নিমেষ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মহান্ অস্তিত্ব। তুমি অনন্ত জীবন। যখন আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করি না তখন আমার প্রাণ তোমা হইতে বিচ্যুত হইয়া মৃত্যুর ঘোর কবলে পতিত হয়। তুমি ঊর্দ্ধ হইতে নিত্য অবতীর্ণ করুণা। তুমি অনন্ত উন্নতির এক মাত্র সোপান।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা।

একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন "আমি শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ হইতে প্রশ্ন করিলেও বড় বড় বিদ্বানের উত্তর দান করা দুঃসাধ্য হইবে।" ইহার অর্থ এই যে বই সহজই হউক আর কঠিনই হউক প্রশ্নের কাঠিন্য সর্ব্বথা প্রশ্ন-কর্ত্তার হাতে, তিনি ইচ্ছা করিলে সহজ পুস্তক হইতেও সুকঠিন প্রশ্ন এবং কঠিন পুস্তক হইতেও সহজ প্রশ্ন করিতে পারেন। পরীক্ষায় সফলতা লাভ প্রশ্নের প্রকৃতির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। অধ্যেতৃবর্গ যে যে প্রণালী বা ক্রম অবলম্বনে শিক্ষা দিয়া থাকেন প্রশ্ন সে ক্রম বহির্ভূত হইলে বুধোপম পরীক্ষার্থীও আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে আলোচিত প্রশ্ন পরীক্ষায় আসিলে নিরাশ আঁধারে পতিতেরাও আশার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পায়। প্রশ্ন কিরূপ প্রকৃতির হইতে পারে তাহার অধিকাংশ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জানা থাকা আবশ্যক। সরস্বতীর প্রসাদে সম্পূর্ণরূপে অনালোচিতপূর্ব্ব প্রণালীতে প্রশ্ন করিতে যে কেহ না পারেন তাহা নয়, কিন্তু সেরূপ প্রশ্ন হইলেই মহা নবমীর অভিনয় হয়, দলে দলে পরীক্ষিত বংশের মুণ্ডপাত হয়! বহু বৎসরের প্রশ্ন আলোচনা করিলে প্রশ্ন-প্রকৃতির একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যে চিরানুগত প্রথারই অনুসরণ করিবেন তাহা বলা যায় না। অন্য কোন অঙ্কুশ না থাকিলে তিনি

তাহার অন্যথাও করিতে পারেন। এইজন্য যাহাতে পরীক্ষার্থীদের অনেকোচ্ছেদন না হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক পরীক্ষারই প্রশ্নের প্রকৃতি কিরূপ থাকিবে তাহার যতদূর সম্ভব বিশদ ব্যবস্থা থাকা বিধেয়। ব্যবস্থাগুলি কেবল অধ্যাপকগণের নয় পরীক্ষার্থীদেরও পরিজ্ঞাত থাকিবে। শিক্ষকেরা সারা বৎসর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং ছাত্রেরাও অধ্যয়ন কালে সে লক্ষ্য বিস্মৃত হইবে না।

প্রশ্নের প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া দিলেই যে প্রশ্ন সুসঙ্গত হইবে তাহাও বলা যায় না। একই প্রকৃতির প্রশ্ন কঠিন ও সহজ দুইই হইতে পারে। যত কেন বিধি ব্যবস্থা হউক না প্রশ্নের হালটী প্রশ্নকর্ত্তার হাত ছাড়াইয়া নেওয়া কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়। এইজন্য পরীক্ষার্থীদের বরাতলিপি অনেকাংশে প্রশ্নকর্ত্তাই লিপিবদ্ধ করেন। প্রশ্নকর্ত্তা ছাত্রদের অবস্থানভিজ্ঞ হইলে সর্ব্বথা সঙ্গত প্রশ্ন হইবে আশা করা যায় না। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ছাত্রেরা সদুত্তর করিতে পারে এরূপ ত্রিচতুর্থ প্রশ্ন থাকিলে, প্রশ্ন সঙ্গত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। চতুর্থাংশ কি পঞ্চমাংশ প্রশ্ন উৎকৃষ্ট ছাত্রদের জ্ঞানগরিমা পরিচয়ার্থ নিয়োজিত হইলেই যথেষ্ট হয়।

প্রশ্নের ভাষার জটিলতা ও সন্দিগ্ধতাও কখন কখন পরীক্ষার্থীদিগকে ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে; তাহারা জানিয়া উত্তর লিখিতে পারে না, প্রশ্নের উত্তর ইহা না উহা ভাবিতেই আকাশ পাতাল পরিভ্রমণ করে! প্রশ্নের ভাষা সরল ও উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক হইলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না।

কখন কখন পাঠ্যবহির্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের বৃথা চেষ্টায়ও পরীক্ষার্থীদের মন কম বিরক্ত এবং সময় কম অপব্যয় হয় না। যদিও সে সকল প্রশ্ন পরে বাদ পড়ে তথাপি সেগুলি অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দানের পক্ষে অনেক অসুবিধা উপস্থিত করে।

পরীক্ষার্থীদের ভাগ্যলিপির বাকী অংশ নম্বর-দাতারা লিখিয়া থাকেন। নম্বর-কুণ্ঠ পরীক্ষকগণের হস্তে পরীক্ষার্থীদের নম্বর তিলে তিলে বাষ্পবৎ উড়িয়া যায়, স্বয়ং সহস্রলোচনও তাহা দেখিতে পান না। কোন বিষয়ের বহু পরীক্ষক থাকিলে তাঁহাদের সকলের নম্বর দানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অবশ্যই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম হইয়া থাকে। সে নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব প্রতি বৎসরে একইরূপ হওয়া বিধেয়। নম্বর কিরূপে দেওয়া হইবে তাহার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম থাকিলে এবং সে নিয়মগুলি শিক্ষক ও শিক্ষিত সকলের জানা থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত অধিক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য্য হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আমাদের অন্যান্য সকল পরীক্ষার আদর্শ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নম্বরদানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে অন্যান্য পরীক্ষায়ও ক্রমে তদনুরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইবে আশা করা যায়।

এণ্ট্রেন্স স্কুলের অনেক শিক্ষকই জানেন না কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাষা অশুদ্ধি ও বর্ণ অশুদ্ধির জন্য নম্বর কাটা হয়, এবং কি হারে নম্বর কাটা হয়, অঙ্কের নিয়ম শুদ্ধ হইলে নম্বর দেওয়া হয় কিনা, ক্ষেত্রতত্ত্বের অংশবিশেষ শুদ্ধ হইলে কিরূপ নম্বর দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে সাধারণ কোন নিয়ম নাই বলিয়াই তাঁহারা তাহা অবগত নন। এই সকল বিষয় অবগত থাকিলে অধ্যাপনা কার্য্য আরো ফলপ্রদরূপে সমাহিত হইতে পারে।

যেমন প্রশ্ন করা সম্বন্ধে তেমনি নম্বর দান

বিষয়েও যতদূর হইতে পারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিলে এবং সে নিয়মগুলি সাধারণের পরিজ্ঞাত থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পরীক্ষায় অনেকোচ্ছেদন হইবে না, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা কমিয়া আসিবে। অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষক সমিতি সকলে সমবেত চেষ্টা করিলে এই বিষয়ে একটা কড়াকড়ি নিয়ম হইতে পারে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও চাক্‌মা ভাষা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বিবিধশ্রেণীর পার্ব্বত্যজাতির বাসস্থান। পরিমাণফল ৫৪১৯ বর্গ মাইল। অধিবাসী সংখ্যা ১০৭২৮৬। পার্ব্বত্য জাতির সাধারণ নাম জুমিয়া। ইহাদের কৃষির নাম জোম। ইহারা লাঙ্গল গরুর সাহায্য ব্যতীত দা দিয়া জোম করিয়া থাকে। দা, কুড়াল, (কুঠার) ও কাস্তা ইহাদের কৃষিকার্য্যের উপকরণ। জোম করে বলিয়া ইহাদিগকে জুমিয়া বলে। জুমিয়ারা উন্নত গিরি গাত্রে ও অধিত্যকায় আপনাদের জোম (কৃষি) ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সমভূমিতে জোম কম হইয়া থাকে। বংশ সমাকীর্ণ ঢালু স্থান জোম কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র। জোমে তিল, ভুট্টা, কার্পাস, কুমড়া, শশা প্রভৃতি শাক শব্‌জির বীজ ও ধান এক সঙ্গে সমদূরবর্ত্তী গর্ত্তসমূহে রোপিত হয়। জুমিয়ারা সাধারণতঃ নদী সৈকতে পল্লী নির্ম্মাণ করিয়া শীত ঋতু যাপন করে। বর্ষার সময় বৃদ্ধ বা অক্ষমদিগকে গৃহে রাখিয়া সকলে নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহপালিত পশু পক্ষ্যাদিসহ জোম বা কৃষিক্ষেত্রে বর্ষা যাপন করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী পুত্র সকলেই কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল। স্ত্রীগণ স্বামীদের সহিত সমভাবে জোম ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষগণ কেবলমাত্র স্বাধীন ভাবে জোম কাটিয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও দাহন কার্য্য সম্পাদন করে। অপর সকল বিষয়ে স্ত্রীগণ স্বামীদিগের দক্ষিণ হস্ত। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে কেবল রিয়াং, কুকি ও লুসাই উন্নত গিরি শৃঙ্গে এবং গিরি গাত্রে পল্লী নির্ম্মাণ করে। পাহাড়ীদিগের বাস ঘর মাচানে বা মঞ্চের উপর নির্ম্মিত; এবং বনজাত বাঁশ ও গাছের দ্বারা উহা প্রস্তুত।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম তিন ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক একজন সার্কেল চিফ বা সর্দ্দারের অধীন। ইহারা বংশপরম্পরায় রাজা নামে অভিহিত হন। চক্রাধিপদিগের মধ্যে ২ জন মগ ও একজন চাক্‌মা।

সাধারণ শাসন ভার সার্কেল চিফ মহাশয়দিগের হস্তে ন্যস্ত। পাহাড়ীগণ সাধারণতঃ জড়োপাসক। ইহাদের মধ্যে মগ ও চাক্‌মা বৌদ্ধ মতাবলম্বী।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মগ, চাক্‌মা, ত্রিপুরা, রিয়াং মুরুং, বন জুগী, পাঙ্কু, কুকি ও তংচঙ্গীয়া প্রভৃতি জাতীয় লোকের বসতি। ইহাদের মধ্যে মগ ও চাক্‌মা সামাজিক বিষয়ে উন্নত ও অপেক্ষাকৃত সভ্য ও শিক্ষিত।

চাক্‌মা ও তংচঙ্গীয়ারা একপ্রকার সংস্কৃত মূলক অপকৃষ্ট বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমরা আজ কেবল এই দুই সম্প্রদায়ের কথিত ভাষার বিষয়ই আলোচনা করিব।

চাক্‌মাগণ আপনাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করে এবং ইহারা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাম্পারণ বা চম্পকনগর হইতে আসিয়াছে বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা চাম্পারণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া আপনাদিগকে চাম্মা বা চাক্‌মা বলে।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে, বিজয়গিরি নামক চাক্‌মারাজকুমার সসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অভিযান উপলক্ষে আরাকাণ উপস্থিত হন। এবং তথায় দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার (তদীয় পিতৃদেবের) মৃত্যু হওয়ায় তাহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়গিরি তদীয় সিংহাসনারূঢ় হন। যুদ্ধ সমাপনান্তে কুমার বিজয়গিরি স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন করিবার সময় শুনিতে পাইলেন, তাহার কনিষ্ঠ সহোদর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তচ্ছ্রবণে তিনি আর স্বদেশে না যাইয়া সখ্যভাবে আরাকাণ রাজের সহিত আরাকাণেই অবস্থান করেন। এই সময় তংচঙ্গীয়াগণ অর্থাৎ আরাকাণের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়। তংচঙ্গীয়াগণ চাক্‌মাদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাক্‌মার অনুকরণে কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিলেও চাক্‌মাগণ তাহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া লয় নাই, এমন কি, বিবাহাদি কার্য্যে কোনরূপে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। চাক্‌মারা সাধারণতঃ ইহাদিগকে একটুকু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাদিগের কথিতভাষা চাক্‌মা ও মগ ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ইহারা মগীবাঙ্গলা সুরে চাক্‌মা কথা বা কদর্য্য বাঙ্গলায় কথা কহিয়া থাকে।

পাহাড়ীদিগের মধ্যে মগ ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ের লিখিত ভাষা নাই। চাক্‌মাদিগের এক প্রকার লেখা আছে, তাহা মগা অক্ষরে বাঙ্গলা কথায় লিখিত হয়। অর্থাৎ অক্ষরগুলি মগা বা বার্ম্মিজ, আর ভাষা তাহাদের কথিত ভাষা—কদর্য্য বাঙ্গলা। অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই লিখিত বাঙ্গলায় যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়, কথিত ভাষায় তাহার প্রয়োগ অতি অল্প—যেমন হৃদয় কৃপা, কলুষ, প্রতীতি, প্রত্যয় ইত্যাদি চাক্‌মারা যে ভাষায় কথা কহে, তাহার অনেক শব্দ লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, নমুনাস্বরূপ আমরা নিম্নে ইহার কয়েকটী আদর্শ দিলাম।

সংস্কৃতের অনুরূপ ইহাদের এক ও বহুবচনে ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; অনেক শব্দের বিশেষতঃ বহুবচনান্ত শব্দের ক্রিয়ার ং থাকে। বাঙ্গলা পদ্যের মুই ইহারা উত্তম পুরুষে ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সকল ভিন্ন অন্যান্য অনেক শব্দ বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতের অনুরূপ।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি উচ্চারণ বৈষম্যে, অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হয়, আমাদের বিশ্বাস উচ্চারণ দোষেই ইহাদের উচ্চারিত ভাষার এত দুর্গতি হইয়াছে, নিম্নোক্ত উদাহরণে ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

চাক্‌মা ভাষা	বাঙ্গলা ভাষা।
বিউন	বেগুণ
মেদে	মে দেহি বা আমাকে দাও।
ছন্দভাষ	সন্দেহ ভাষা।
পিচ্ছা	পিচ্ছিল।
কুলুকপানি	কুলুষ পানি বা কুলুষিত জল।
ছেতখানা	শেতখানা বা পায়খানা।
ছবা শাল	শব শালা।
উনান ছাল	উনন শালা।
গোছান	গোয়াল।
পাত্যায়	প্রত্যয়।

কৃপা—কৃপা।
খোজা—খুঁজিয়া দেখা।
মাগা—চাওয়া।
কুত্থ—কুত্র বা কোথায়।
কুয়ৎ—কুত্রাৎ বা কোথায় হইতে।
লুংথছ—লজ্জিয়াছে।
হিদত—হৃদয়েতে।
উড়ানী—উত্তরীয় বা উড়নি।
ধুঁধা—ধুয়া।
পীড়া—বেদনা।
পিষুল—পিষুণ।
এই সকল নিত্য ব্যবহৃত শব্দ।

পরীক্ষার্থীর প্রতি।

অন্ততঃ পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্ব হইতে ভাল আহারের ব্যবস্থা করিবে, শরীর সুস্থ রাখিবে, সুনিদ্রা যাইবে।

যাহাতে শরীর কি মনের উত্তেজনা হয় এমন কোন বিষয়ে আপনাকে নিযুক্ত করিবে না। উত্তেজনায় ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হয়, মনঃসংযম শিথিল হয়।

পাঠ্যবই ব্যতীত অন্য বই পড়িবে না। থিয়েটার প্রভৃতি দর্শন করিবে না, উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিবে না। তর্ক-বিতর্ক পরিহার করিবে, সর্ব্বপ্রযত্নে মন প্রযত ও সংযত রাখিবে।

উৎকট বিষয় চিন্তা করিবে না। কঠিন বলিয়া পূর্ব্বে যাহা শিক্ষা কর নাই তাহা শিখিতে শ্রম করিবে না। সংসার চিন্তা ও অন্য বিষয়ক চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত থাকিয়া অধীত বিষয় পরিচিন্তনেই নিযুক্ত থাকিবে।

সর্ব্বপ্রযত্নে চিত্ত প্রসন্ন রাখিবে। লঘু আমোদ, লঘু ভ্রমণ, মধুর আলাপ প্রভৃতি দ্বারা বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করিবে। নিয়মিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত করিবে না। প্রতিদিন সরল মনে প্রার্থনা করিবে।

আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েই নিয়মিত হইবে। নিমন্ত্রণ খাওয়া বর্জ্জন করিবে, অতি ভোজন বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অতি মাত্রায় অধ্যয়ন করিয়া শরীর অসুস্থ করিবে না।

আগামী দিন কি কি বই কত দূর পড়িবে আজই শয়নের পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া রাখিবে; এবং পর দিন নিবিষ্ট চিত্তে তাহা পরিসমাপ্ত করিবে।

পরীক্ষা গৃহে;—

সিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম লইয়া পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবে।

নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া কাগজ, দোয়াত, কলম প্রভৃতি আছে কিনা দেখিবে এবং তত্তাবৎ যথা স্থানে রাখিয়া দিবে।

পরীক্ষার বিষয় ভাবিয়া আপনাকে ব্যাকুলিত করিবে না। প্রশ্নপত্র পাইবার অন্ততঃ দশ মিনিট পূর্ব্বে শান্তভাবে আপন স্থানে বসিয়া ভগবানকে স্মরণ মনন করিবে ও হৃদয়ের অশান্তি দূর করিতে যত্ন করিবে।

প্রশ্নপত্র পাইলে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতি শান্তভাবে, অতি সাবধানে প্রশ্নপত্র পাঠ করিবে। তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া যাইবে না।

প্রশ্নপত্র পড়িতে প্রথম বার যাহা ভুল করিবে দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার পাঠেও তাহা সংশোধিত হইবার আশা অল্প। প্রথম বার "অরবিন্দ" কে অরিন্দমও পড়িলে পরেও তাহাই পাঠ করিবে। একবারে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে দ্বিতীয় বার পাঠ করিবে।

কতটা প্রশ্ন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে কত সময় দিতে পার, প্রথমেই নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। যে সকল প্রশ্নোত্তর তুমি নিশ্চিত অবগত আছ সে গুলির উত্তর অগ্রে প্রদান করিবে। পরিজ্ঞাত উত্তরের মধ্যেও যে প্রশ্নের উত্তর লেখা অতি অল্প সময়ে হইতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তরই সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিবে। ক্রমে অধিক সময় সাপেক্ষ উত্তর, উত্তর উত্তর প্রদান করিবে।

অনিশ্চিত নম্বর অপেক্ষা নিশ্চিত নম্বর প্রাপ্তির আশা যেখানে, সে প্রশ্নের উত্তরই অগ্রে প্রদান করিবে। সাহিত্যের ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা ব্যাকরণঘটিত প্রশ্নোত্তর ও শব্দার্থ প্রভৃতি লেখার নম্বর নিশ্চিত।

সংক্ষেপে সম্পূর্ণ উত্তর দিবে। অনর্থক অধিক কথা লিখিবে না। যে সকল প্রশ্নের উত্তর স্তম্ভাকারে প্রদত্ত হইতে পারে সে সকলের উত্তর রচনার ন্যায় লিখিয়া দিবে না। যেমন শব্দার্থ, পুং স্ত্রী লিঙ্গ, প্রকৃতি প্রত্যয়; রাজগণের নাম, রাজত্বকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা প্রভৃতি।

যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া লিখিবে। কাগজের উপরে ও বামদিকে অন্ততঃ দু আঙ্গুল স্থান রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তিটী যাহাতে সোজা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ভাল মনে করিলে কাগজে প্রথম পঙ্‌ক্তিটীর স্থান ভাজ করিয়া লইবে।

অক্ষর বড়ও করিবে না, অতি ক্ষুদ্রও করিবে না। মধ্যে মধ্যে যাহাতে অধিক কালি না পড়ে তজ্জন্য সতর্ক থাকিবে। কালি পড়িলে আঙ্গুল বা হাত দিয়া পুছিয়া ফেলিবে না, ব্লটিং বা নেকড়া দিয়া শুষিয়া উঠাইবে।

লিখিবার সময় অনেকের হাতে ও আঙ্গুলে কালি লাগে। একখান নেকড়া সঙ্গে রাখিবে, ওরূপ কালি লাগিলে তাহা সময়ে সময়ে মুছিয়া ফেলিবে।

পরীক্ষক যাহাতে সুখী হয়, সর্ব্বথা সে চেষ্টা করিবে। পরীক্ষক বিরক্ত হইলে তোমার স্বার্থ হানি হইবে মনে রাখিবে।

কোন প্রশ্ন দ্ব্যর্থ বুঝিলে তুমি উহার দুই রকম অর্থ করিয়া যে উত্তর ভাল জান তাহাই প্রদান করিবে। জানা থাকিলে উভয় রকম উত্তরই দিবে।

কোন প্রশ্নের অর্থ না বুঝিলে, তুমি যে জন্য উহা বুঝিতেছ না লিখিয়া দিবে। ভুল বুঝিলে, প্রশ্ন শুদ্ধ করিয়া তাহার উত্তর দান করিবে। কোন প্রশ্নে কোন অর্থ প্রতিপন্ন না হইলে তাহাও লিখিয়া দিবে। পাঠ্য বহির্ভূত প্রশ্ন হইলে সে বিষয় তোমার পাঠ্য নয় বলিয়া লিখিবে এবং যতদূর পার উত্তর লিখিবে; না জানিলে কিছুই লিখিবে না।

প্রশ্ন অধিক হইলে এবং সময়ের অভাব হইবে অনুভূত হইলে অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিবে। কখন কখন এক প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতরূপে না দিয়া সেই সময়ে সংক্ষেপে দু তিন প্রশ্নের উত্তর দিলে অধিক নম্বর পাওয়া যায়।

যে সকল প্রশ্নের উত্তর কঠিন বা চিন্তা করিয়া দিতে হইবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর

সকলের শেষে দিবে। প্রথমেই সেগুলি লইয়া টানাটানি করিয়া মনের শান্তি নষ্ট করিবে না। অধিক নম্বর হইলেও সেগুলি প্রথমে ধরিবে না।

উত্তর মনে হয় হয় অথচ হইতেছে না এরূপ উত্তর চিন্তনেও মনকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে না, উহা পরের জন্য রাখিয়া দিবে। হয়তো ইহার মধ্যে হঠাৎ উহা মনে পড়িবে। যদি সেই প্রশ্নের উত্তরই শেষ উত্তর হয় অথবা লিখিতে লিখিতে কোন কথা মনে না পড়ে, তবে বরং কিছু কালের জন্য সে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে।

সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতেই যত্ন করিবে। কোন প্রশ্নের উত্তর আংশিক লিখিয়া থাকিলেও তাহা উত্তর স্বরূপ প্রদান করিতে সঙ্কোচিত হইবে না।

উত্তরের কোন স্থান কাটিয়া ফেলিতে হইলে তদুপরি একটী রেখা টানিয়া রাখিবে। কালি দিয়া উহার বিলোপ চেষ্টা করিবে না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে পরিজ্ঞাত সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে প্রথম হইতেই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। পরে যেন তোমাকে "আহা! সময় পাইলাম না" বলিয়া মনস্তাপ ও বৃথা আক্ষেপ করিতে না হয়। অধিক প্রশ্ন হইলে যত্দূর পার তোমার উত্তর সংক্ষেপে লিখিতে যত্ন করিবে। আবশ্যক হইলে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নও ব্যবহার করিবে।

পরীক্ষা গৃহের যে সকল নিয়ম আছে সে সব প্রতিপালন করিবে। কোনরূপে তাহার বিন্দু পরিমাণেও অন্যথা করিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করিলে মনের শান্তি নষ্ট হইবে, ভাল উত্তর দিতে পারিবে না।

সময় থাকিলে প্রশ্নোত্তরগুলি অতি মনোযোগের সহিত পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখিবে।

যদি কোন শব্দের বর্ণবিন্যাস বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে প্রতিশব্দ দিয়া বা বিষয়টী অন্যরূপে লিখিবে, তথাপি সন্দিগ্ধ শব্দ লিখিবে না।

সময়ে সময়ে মন চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে ভগবানের নাম লইয়া সে ভাব দূর করিতে যত্ন করিবে। প্রশ্নোত্তর লেখা হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে স্মরণ করিবে। কাগজ প্রদানের ৫ মিনিট পূর্ব্বেই সর্ব্বতোভাবে কাগজ প্রদানে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

পরীক্ষাগৃহ পরিতাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। বাহিরে যাইয়া কে কি লিখিল, তোমার উত্তর শুদ্ধ হইল কিনা তজ্জন্য আলোচনা বা ব্যস্ততা প্রকাশ করিবে না।

ভুল-ভ্রান্তি।

অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার—বাঙ্গলার অলঙ্কার সংস্কৃত অলঙ্কারেরই উপনিবেশ। সংস্কৃতে দণ্ডি-কৃত কাব্যাদর্শ, মম্মটভট কৃত কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সাহিত্যদর্পণ বিশেষ আদৃত। তন্মধ্যে সাহিত্যদর্পণ আধুনিক হইলেও নকল নয়, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও নূতন। দণ্ডী অর্থান্তর ন্যাসের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

জ্ঞেয়ঃ সোহর্থান্তর ন্যাসো বস্তু প্রস্তুত্য কিঞ্চন।
তৎসাধন সমর্থস্য ন্যাসো যোহন্যস্য বস্তুনঃ॥

অর্থ—প্রস্তুত বস্তুর বর্ণন করিতে তৎসাধন সমর্থ অন্য কোন বস্তুর স্থাপনকে অর্থান্তরন্যাস বলে।

এই লক্ষণ অনুসারে কাব্য প্রকাশ ও সাহিত্য-দর্পণোক্ত দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ও অর্থান্তরন্যাসের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এইজন্য দণ্ডী দৃষ্টান্তের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। দণ্ডী দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস উভয়কেই অর্থান্তরন্যাস নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ডীর অর্থান্তর ন্যাসের বিভাগগুলিও সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু দণ্ডীর টীকাকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রত্যেক উদাহরণেই সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে অযথা যত্ন করিয়াছেন। মম্মট ভট যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অর্থ "সামান্য দ্বারা বিশেষ ও বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থনকে অর্থান্তরন্যাস বলে।" বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার সঙ্গে "কার্য্যদ্বারা কারণের এবং কা..., অথবা চাটু...র সমর্থন" যোগ করিয়াছেন। ...তু পারি। যা...র টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়লঙ্কার সামান্য বিশেষের কোন ব্যাখ্যা বা অর্থ করেন নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজও কেবল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন।

বাঙ্গালাতে অনেকগুলি ব্যাকরণে অলঙ্কার পরিচ্ছেদ নিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ বা দণ্ডীর কেহ বা মম্মট ভটের লক্ষণের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কাব্য নির্ণয়কার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি পূর্ব্ব সংস্করণের কাব্যপ্রকাশের এবং নূতন সংস্করণে সাহিত্যদর্পণের লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "সামান্য = সাধারণ" লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে সামান্য শব্দের যে বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ হইয়াছে বোধ হয় না।

আমি মনে করি ভাষা পরিচ্ছেদকার সপ্ত পদার্থের মধ্যে "সামান্য, বিশেষ" বলিয়া যে দুইটী পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত সামান্য বিশেষও তাহাই। কেবল ভাষা পরিচ্ছেদেই যে উহাদের উল্লেখ আছে তাহা নয়, বৈশেষিক দর্শনে ও সপ্তপদার্থের মধ্যে সামান্য বিশেষ গৃহীত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত। ভাষা পরিচ্ছেদের টীকাকার সামান্য অর্থ "অনেক সমবেতত্ব" লিখিয়াছেন। অনেক সমবেতত্বের অর্থ জাতি বলা যাইতে পারে। ইংরেজী লজিকের জিনাস্ (Genus), স্পেসিজ্ (Species) ও ইণ্ডিভিজুয়েল (Individual) শব্দে সামান্য বিশেষের সম্বন্ধ আছে। জিনাস্ সামান্য হইলে স্পেসিজ বা ইণ্ডিভিজুয়েল বিশেষ, কখন বা স্পেসিজ্ সামান্য হইলে ইণ্ডিভিজুয়েল বিশেষ হইয়া থাকে। মম্মট ভট ও বিশ্বনাথ কবিরাজের উল্লিখিত অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের উদাহরণগুলি একে একে পরীক্ষা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

সামান্য অর্থ জাতি বা অনেকের সমষ্টি, বিশেষ অর্থ সেই জাতিরই এক অংশ। সামান্য বিশেষকে অন্য কথায় সমষ্টি ব্যষ্টিও বলা যাইতে পারে। সামান্য ব্যাপক, বিশেষ ব্যাপ্য। যেমন পশুর মধ্যে গো, পশু সামান্য গো বিশেষ; সতীর মধ্যে সীতা, সতী সামান্য সীতা বিশেষ; বেদনার মধ্যে সর্পদংশনবেদনা, বেদনা সামান্য সর্পদংশনজনিত বেদনা বিশেষ। সামান্য বিশেষ এইরূপ একটী অপরটীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। যেখানে সেরূপ হয় না সেখানে কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্যদর্পণের মতে অর্থান্তরন্যাস হয় না, দৃষ্টান্ত হয়।

ব্যাকরণ মঞ্জুষায় কাব্যাদর্শের লক্ষণ লিখিয়া দৃষ্টান্তকে স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলা সঙ্গত হয় নাই।

প্রত্যুত দৃষ্টান্তের যে দুইটী উদাহরণ লিখিত হইয়াছে উভয়ত্রই সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম থাকাতে অর্থান্তরন্যাস হইয়াছে। সামান্য বিশেষের অর্থ সংস্কৃত কোন অলঙ্কার গ্রন্থে লিখিত না থাকাতে অনেককে ভ্রমে পড়িতে হয় এবং অর্থান্তরন্যাসও দৃষ্টান্ত অলঙ্কার লইয়া চিন্তাকুল হইতে হয়। কাব্য নির্ণয়কার "যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয় গৃহিণী হতো এ দাসী।" ইত্যাদি যে দৃষ্টান্তটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম নাই বলিয়া ওটী অর্থান্তরন্যাসের উদাহরণ হয় নাই, দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। আবার "একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।" এই উদাহরণে সামান্য আছে কিন্তু বিশেষের উল্লেখ নাই বলিয়া অর্থান্তর ন্যাস অলঙ্কার হয় নাই।

সংবাদ।

ডাক্তার সি, এ, মার্টিন সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর স্বীয় কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে অস্থায়ী ডিরেক্টর মিঃ এঃ পেড্লার সাহেব ইয়োরুপীয় স্কুলসমূহের ইনিস্পেক্টর হইয়াছেন।

মিঃ পার্শিভেল সাহেবের পরিবর্ত্তে মিঃ জে, এন, দাসগুপ্ত এবং ডাক্তার পি, কে, রায়ের পরিবর্ত্তে রেভারেণ্ড এ, পি, বেগ সাহেব আগামী ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষার ইংরেজী সাহিত্য ও তর্কশাস্ত্রের প্রশ্নকর্ত্তা হইয়াছেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে মোক্তারী পরীক্ষার নূতন নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যবাঙ্গলা ও মধ্যইংরেজী পাশ হইলেই আসামের মোক্তারী পরীক্ষা দিতে পারিবে। বাঙ্গালার অন্যত্র মোক্তারী করিতে হইলে এন্ট্রেন্স পাশ করা চাই। ১৮৯৮ সন পর্য্যন্ত যাহারা পরীক্ষায় ফেইল হইয়াছে অথবা পরীক্ষার্থী হইয়াও কোন কারণে পরীক্ষা দিতে পারে নাই, তাহারা কেবল ১৮৯৯ সনের পরীক্ষা দিতে পারিবে। আসামের অধিবাসীরা কেবল আসামের মোক্তারী পরীক্ষা দিতে পারিবে।

গত বারে লিখিয়াছিলাম "শ্রীহট্টে তত্রত্য ডিপুটী ইনিস্পেক্টর করিবে। কাগজাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নেসর্ব্বতোভাবে ন্যায় টোলসমূহের সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং তাঁহার যত্নাতিশয্যে তথায় সংস্কৃতের চর্চ্চা হইতেছে।" তৎসম্বন্ধে পদ্মনাথ বাবু আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন। "১৮৯২ সালে বঙ্গদেশে টোলের সাহায্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসরেই শ্রীহট্ট জেলার পণ্ডিতগণের আবেদনে এবং তাৎকালিক ডিঃ ইঃ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নবকিশোর সেন মহাশয়ের পোষকতায় ঐ প্রথা আসামে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৯৪ ইং হইতে ঐ রীতিতে সাহায্য দান চলিতেছে।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। আশ্বিন, ১৩০৫। অক্টোবর, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

নানাকথা।

আপনাকে চেনা—আমি যে দোষে অন্যকে দোষী করি সে দোষ আমাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। আমি চাটুকার হইলে চাটুবাদ ও ভাল বাসি, অথবা চাটু প্রিয় হইলে চাটুবাদ ও করিতে পারি। যাহারা অপরের প্রশংসায় কলঙ্কারোপ করে তাহারা কেবল আত্মপ্রশংসাই চায়।

অভিভাবক ও শিক্ষক—শিক্ষার্থীর উন্নতি অভিভাবক ও শিক্ষকের সমবেত যত্নের উপর নির্ভর করে। সময়ে সময়ে উভয়ে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ছাত্রের পাঠাভ্যাস, উন্নতি ও চরিত্রাদি বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিবেন। শিক্ষক গৃহশিক্ষার এবং অভিভাবক বিদ্যালয়ে শিক্ষার খবর লইবেন।

অবশ্য শিক্ষা—পৃথিবীতে কতগুলি দেশে বালক বালিকাদিগকে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। অষ্ট্রিয়াতে ৬ হইতে ১২, ডেনমার্কে ৭ হইতে ১৪ ও গ্রীসে ৫ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে রাখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন পর্টুগাল, ফ্রান্স, ইটালী, নরওয়ে, সুইডেন্, সুইজারলাণ্ড ও বৃটনেও প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যদেয়। কলম্বিয়া, পারাগোয়ে ও জাপানেও শিক্ষা অবশ্যদেয় বলিয়া বিধি হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সমুদয় উপনিবেশেই অবশ্য শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত।

ভারতের শিক্ষা—১৮৯১ সনের গণনা অনুসারে শতকরা ৫.৮৬ জন লেখা পড়া জানে। ভারতে প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্র বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রতি বর্ষে গড়ে ৫ হাজার ১ শত জন বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। বঙ্গদেশে ছাত্র সংখ্যা ১৫ লক্ষ, কিন্তু এফ্ এ ও বি এর সংখ্যা ১৫৬০ জনের বেশী নয়। মান্দ্রাজে ছাত্র সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৭০ জন, কিন্তু এফ এ ও বিএর সংখ্যা ৭৮৩; বোম্বাইতে ছাত্র সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০৯ জন, কিন্তু এফ এ, বিএর সংখ্যা ৮৪৮। তুলনায় বঙ্গদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজে ও বোম্বাই প্রদেশে উচ্চশিক্ষার বেশী প্রচলন হইতেছে।

চন্দ্র—যেরূপ সূর্য্য কিরণের অনুপ্রবেশে

চন্দ্রমা আলোকিত হইয়া পৃথিবীকে কৌমুদীময় করিয়া থাকে। সেইরূপ সৌরকরে পৃথিবীও রৌদ্রময়ী হইয়া কিরণ বিকিরণে চন্দ্রকে আলোকিত করে। এই জন্য শুক্ল পক্ষে প্রায় সপ্তমী পর্য্যন্ত এবং কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর পর হইতে চন্দ্রের অপ্রকাশিত অংশ ঈষৎ উদ্ভাসিত দেখায়।

বাবু মোহিনী মোহন রায়—দান জাতীয় মহত্বের অন্যতর নিদান এবং পূজনীয় ষট্ কর্ম্মের মধ্যে একতর। দাতা কর্ণের দেশে দানবীর গণের বিলোপ অসম্ভব। বাবু মোহিনী মোহন রায়ের দয়া ছিল, দান ছিল। মোহিনী বাবু হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, উপার্জ্জিত বিপুল অর্থে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা আয়ের জমিদারী করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নগদও বহু লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থে গরীব দুঃখীদের দাবি কখন ও অগ্রাহ্য করেন নাই। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ গরীবদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। উহার সুদ হইতে প্রতি মাসে অনেকগুলি গরীব এক টাকা করিয়া পাইবে। মোহিনী বাবুর আরো অনেক সদ্‌গুণ ছিল, আরো অনেক সৎকার্য্য তিনি করিয়াছেন। কিন্তু দানধর্ম্মেই তিনি চির জীবিত থাকিবেন, এবং গরীবদের আশীর্ব্বাদে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ধন্য তাঁহারা, গরীব দুঃখীরা যাঁহাদের নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করে। মোহিনী বাবু ৬৩ বৎসর বয়সে ১০ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন।

বাবু অখিল চন্দ্র সেন—অখিল বাবু চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রদর্শক। তিনি চট্টগ্রামের প্রথম এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ঢাকা কলেজের প্রথম বি এ উত্তীর্ণদের মধ্যে একজন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এদেশের অনেকগুলি লোক সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। কোন দেশে কোন সদ্বিষয়ে যাঁহারা প্রথম পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা সে দেশের দেবতা। অখিল বাবু চরিত্রশুদ্ধতায়ও দেবোপম ছিলেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী।

[আমার গৃহ]

১। আমার একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ আছে উহাকে আমি "আমার গৃহ" বা "কুটীর" বলি।

২। আমার গৃহ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ঈশ্বরের পবিত্র দান জানিয়া শ্রদ্ধা ও যত্ন করি।

৩। গৃহের এক পার্শ্বে আমার শয়ন করিবার ও অপর পার্শ্বে অধ্যয়ন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যই আমার ঘরে আছে। একটী ক্ষুদ্র আলমারী একখানা টেবিল, একখানা টুল, কাপড় চোপড় রাখিবার জন্য একটী সামান্য আল্‌না গৃহের এক পার্শ্বে রক্ষিত আছে। পানীয় জল পূর্ণ একটী কুজা ও তদুপরি একটী গ্লাস গৃহের এক কোণে রক্ষিত থাকে।

৫। আমার টেবিলের উপর একখান ছোট রেকাব আছে; উহাতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কয়েকটী পরিষ্কার টাট্‌কা পাতা, কয়েকটী

প্রফুল্ল ফুল এবং কখন বা তৎসঙ্গে দু একটী ফল আহরণ করিয়া রাখি।

৬। আমার টেবিলের উপরে, সর্ব্বদাই এক তা শাদা কাগজ, ব্লটিং কাগজ ও একখানা সামান্য কলমদানে দোয়াত, কলম, লেড্‌পেন্‌সিল শ্লেটপেন্‌সিল এবং ছুরি সাজান থাকে।

৭। আমার সম্মুখের দেওয়ালে একটী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্র টাঙ্গান আছে।

৮। আমার টেবিলের নিকট একটী ছোট ঝুড়ি থাকে তাহাতে অনাবশ্যক ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি ফেলিয়া রাখি।

৯। আগন্তুক কোন বন্ধুর উপবেশনার্থ একখান ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন আমার টেবিলের এক পার্শ্বে স্থাপিত আছে।

১০। আমার গৃহের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সাধুবাক্য, সল্লোকের ছবি এবং ফুল ফলের কয়েক খান চিত্র টাঙ্গান আছে। আমি প্রতিদিন যত্ন পূর্ব্বক উহাদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করি। আমি কুৎসিত বা কুরুচি উৎপাদক কোন ছবি গৃহে রাখি না।

১১। আমার দ্রব্যাদি, বস্ত্র, গামোছা প্রভৃতি সমুদয় অতি সামান্য কিন্তু সমুদয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত। প্রতি দ্রব্যেরই স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, এক স্থানের দ্রব্য কখনও অন্য স্থানে রাখি না।

১২। ঘরের দেওয়ালে বা বেড়ায় থুথু, কাশি প্রভৃতি ফেলি না। ঘরের সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলিয়া নরক করি না।

১৩। আমি প্রতি রবিবার আমার গৃহ ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি এবং তৎসঙ্গে গৃহ ধৌত করিয়া বা লেপিয়া ফেলি।

১৪। আমি প্রায়ই বিছানা রৌদ্রে দিই; আমার বিছানায় ছারপোকা হইতে পারে না।

১৫। আমার গৃহের পাশে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান করিয়াছি। উহাতে গোলাপ, বেল, মল্লিকা প্রভৃতি কয়েকটী ফুলের গাছ আছে। তদ্ভিন্ন কয়েকটী পাতাবাহারের ও ফলের গাছ ও আছে।

১৬। টেবিলের সন্নিহিত দেওয়ালে বা বেড়ায় দৈনিক পাঠের একটী তালিকা (Routine) দৈনিক কার্য্য কলাপের সময় পত্র(Time table) টাঙ্গান আছে। যত্ন পূর্ব্বক একখান পত্র পঞ্জিকা ও দেওয়ালের গায় রাখিয়াছি।

১৭। পরিমিত আলোক এবং নির্ম্মল বায়ু সমাগমে গৃহটী যাহাতে স্বাস্থ্যপ্রদ হয় সে দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমি প্রত্যহ প্রাতে গৃহের জানালা, দরজা খুলিয়া দিয়া থাকি। এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে ধুনা ব্যবহার করিয়া দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করি।

১৮। আমি সময়ে সময়ে আমার গৃহের দ্রব্যাদির এবং শয়ন উপবেশনের স্থান পরিবর্ত্তন করি। উহাতে আমার ঘর খান নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মনে নূতনত্ব আইসে। এরূপ পরিবর্ত্তনে গৃহটী সংপূর্ণ রূপে নূতন শ্রী ধারণ করে

[আমার গ্রন্থাবাস]

১। আমার ক্ষুদ্র আলমারি আমার ক্ষুদ্র পুস্তকালয়।

২। উহাতে আমার পাঠ্য পুস্তক গুলি এবং তদ্ভিন্ন আমি যে যে ভাষা অধ্যয়ন করি সেই সেই ভাষার অভিধান, এট্‌লাস্ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তক গুলি রাখিয়াছি।

৩। আমার সামান্য আয় হইতে মধ্যে মধ্যে পাঠ সংসৃষ্ট এবং অন্যরূপ ভাল ভাল গ্রন্থ ক্রয় করিয়া থাকি।

৪। আমার পুস্তকালয়ে গীতা, বাইবেল

ললিত বিস্তর, কোরাণ প্রভৃতি কয়েকখান ধর্ম্মগ্রন্থ আছে। এবং সকল ধর্ম্ম হইতে সঙ্কলিত একখান শ্লোকসংগ্রহ ও আছে।

৫। ঈশা, মুসা, কৃষ্ণ, শাক্য, মহম্মদ, সক্রেটিশ প্রভৃতি সাধুর জীবনী আমি যত্নপূর্ব্বক উহাতে রাখিয়াছি। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র, নিউটন, গালিলিও প্রভৃতির মহচ্চরিত ও আমার পুস্তকালয়ে অপ্রাপ্য নয়। একখান ধর্ম্ম সঙ্গীত ও আমার আছে।

৬। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের মধ্যে ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে আমি সর্ব্বদা যত্ন করি।

৭। কুগ্রন্থ কাল সর্প, আমার আলমারীতে রাখি না, পাছে উহা কখন ও কাহাকে দংশন করে। আমার পুস্তকালয় ক্ষুদ্র হইলেও কোন অসার বই তাহাতে নাই।

৮। আমি সংবাদ পত্রে বা সাময়িক পত্রে যখন যে ভাল প্রবন্ধ পাঠ করি তাহা ও পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া আলমারীর মধ্যে এক পার্শ্বে রাখি।

৯। যে সকল গ্রন্থ পাঠে লোকের জ্ঞান বিকাশ হয়, চিত্তপ্রসাদ জন্মে ও ধর্ম্মভাব সতেজ হয়, আমি সর্ব্বদাই সে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়া থাকি।

১০। জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ বা নিন্দা অথবা নারী জাতির প্রতি কুভাব বা কুরুচি যে যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে সে সকল বিষাগ্নি উগারিয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করে। আমি সেরূপ বই স্পর্শ করি না, এবং আমার পুস্তকালয়ে রাখি না।

১১। আমার বই গুলি একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া; প্রত্যেক পত্রের প্রথম পত্রে অতি পরিষ্কার অক্ষরে নম্বর, আমার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত আছে।

১২। আমি আমার বই গুলি অতি যত্নে রক্ষা করি। কোনরূপে মলিন বা শ্রীহীন হইতে দিই না। সময়ে সময়ে ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখি। সময়ে সময়ে রৌদ্রে দিয়া আবার সাজাইয়া রাখি।

১৩। আমার পুস্তকালয়ের কোন পুস্তক কেহ পড়িতে চাহিলে তাঁহাকে পড়িতে দিই। ধারে পুস্তক দিবার জন্য আমার একখান খাতা আছে, তাহাতে গ্রন্থের নাম, গৃহীতার নাম এবং কবে লইলেন তাহা তাঁহাকে দিয়াই লিখাইয়া রাখি। পুস্তক ফিরাইয়া দিলে নাম কাটিয়া দিই।

স্বাধীনতা।

শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা তাহার ভবিষ্য জীবনের প্রধান উপাদান। উহার বিনাশ করিলে উত্তর কালে মনুষ্য কলের পুতুল হইয়া পড়ে। এই জন্য শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে সর্ব্বদাই সমাদরও পরম যত্নে রক্ষা করিতে হয়। এই স্বাধীন ইচ্ছাই শিশুর অস্তিত্ব এবং মনুষ্যের অস্তিত্ব ও তাহাই। এই ইচ্ছাকে বিনাশ করা আর নরহত্যা করা একই কথা; স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলে সে কলের পুতুল,—মনুষ্যত্ববিহীন মনুষ্য।

স্বাধীনতাকে যাহারা ভালবাসেন না তাহারা না প্রকৃত অভিভাবক, না উৎকৃষ্ট অধ্যাপক হইতে পারেন! অভিভাবক ও শিক্ষকের

প্রথম কর্ত্তব্য শিশুদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করা। এক মানুষ আর এক মানুষের ফটো নহে। প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে; এই স্বতন্ত্রতাই মানুষের অস্তিত্ব—ভগবৎ প্রদত্ত বিশেষ শক্তি। এই বিশেষত্ব টুকুর বিনাশ করিলে বালক জড়কল্প হইয়া পড়ে, তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এই বিশেষত্বই মনুষ্যবীজ; ইহাই অনুকূল বাতালোকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগতে কালিদাস, আর্য্যভট্ট, নিউটন, হাফেজ উৎপন্ন করিয়াছে! সুতরাং শিশুর এই স্বাধীন ইচ্ছাকে সযত্নে প্রতিপালন করা পিতা, মাতা গুরু, বন্ধু সকলেরই কর্ত্তব্য। গাছের তলায় গাছ বাড়ে না, নিরন্তর মনুষ্যের ইচ্ছার তলায় থাকিয়াও মনুষ্য বাড়িতে পারে না।

অনেক অভিভাবক শিশুর ইচ্ছার উন্মেষ দেখিলেই বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হয়, কোনরূপেই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সহ্য করিতে পারে না। বালক যদি বলে "আমার এইরূপ ইচ্ছা।" কি "আমি এইরূপ করিব না।" অমনি অভিভাবক তেলে বেগুনে জ্বলিয়া বলেন "তোর আবার ইচ্ছা কি? আমি যাহা বলি তুই তাহাই করিবি।" এইরূপ অভিভাবকের হস্তে যে অনেক শিশুর শিরশ্ছেদ হয় তাহা বলা অধিকন্তু।

পূর্ব্বে বাধ্যতা, পরে স্বাধীনতা; বাধ্যতার সুধা কলস হইতেই স্বাধীনতা মস্তকোত্তলন করে। বাধ্যতা পুরা কীর্ত্তি, স্বাধীনতা নবাবতরণ। কেবল বাধ্যতা অন্ধতার নিদান, কেবল স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের প্রসূতি। উভয়ের বন্ধনই পূর্ণ জীবন।

বালকের স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সে আপনিই গুরুজনদিগের অনুগত হইয়া চলে। অনর্থক বা অসময়ে বলপূর্ব্বক কাহারো স্বাধীন ইচ্ছার বিকাশ করিয়া দেওয়া ভাল নয়। আবার যদি কাহারো বহুকাল পর্য্যন্ত সে ইচ্ছার বিকাশ না হয়, তবে অল্পে অল্পে তাহার শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। নচেৎ জীবন মরুভূমিময় ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা অস্থানে পতিত রত্নের ন্যায় মূল্যহীন! আমাদের দেশে কেহ কোন স্বাধীন কার্য্যে দাঁড়াইলে দশ জনে হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দেয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তাহার সাক্ষী! কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নয় পুরাকালে সমুদয় দেশেরই এই অবস্থা ছিল। গালিলিও "পৃথিবা" ঘুরে" বলিয়া বিপাকে বন্দী হইয়াছিলেন। কলম্বস্ "আট্‌লাণ্টিকের পার আছে" বলিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তবে অনেক দেশের সে যুগ অতীত হইয়াছে, আমরা এখনও যুগ-সঙ্গমে স্থিতি করিতেছি। আমাদের মহাভারত রামায়ণ সমুদয়ই বাধ্যতার গুণকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। স্বাধীনতার বিন্দুবিসর্গ কোথায়ও থাকিলে আলো দিয়া দেখিতে হয়। মুক্তভাব মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিজ্জ সকলেরই বৃদ্ধির নিদান। যাহাকে সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরে রাখিবে তাহারই বুদ্ধির সঙ্কোচ হইবে। যেমন দেহ সম্বন্ধে, মন সম্বন্ধেও তেমনি। প্রস্তরের ভিতরে বীজ চিরকালই বীজ, কিন্তু উহাই ভূমিতে রোপণ করিলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মানবচরিত্রও মুক্ত অবস্থা না পাইলে বিকশিত হয় না। এই মুক্ত অবস্থার নামই স্বাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছা!

শিশুর প্রকৃতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে একটী গণ্ডীর ভিতরে মুক্তভাবে বিচরণ করিতে দিতে হয়। বাধ্যতামূলক স্বাধীনতা এদেশে এক নূতন জিনিস—মৎস্যকে বড়শীবিদ্ধ

করিয়া খেলিতে দেওয়া! অনেকে সঙ্কেত জানেন না বলিয়া সতেজ বৃক্ষের মাথা ভাঙ্গিয়া দেয়, গাছটী আর বাড়িতে পারে না। বাধ্যতাও আনুগত্য আমাদের দেশের রক্ত মাংস; আমরাও সেই রক্তমাংসে জন্মিয়া সেই প্রকৃতির লোক।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এক নয়। কোন প্রকার কু-ইচ্ছা বা কু-অভ্যাসের অনুগত হইয়া বালক যাহা করিতে চাহে তাহাই স্বেচ্ছাচার। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার দমন করা আবশ্যক। কিন্তু শিশুর অন্তর নিহিত প্রকৃতিমূলক যে ইচ্ছা তাহা স্বেচ্ছাচার নয়, তাহাকে সযত্নে প্রতিপালন করিতে হইবে; কেবল প্রতিপালন নয়, সার দানে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। শিশুরা দৌড়াদৌড়ি, লম্ফন, কুর্দ্দন প্রভৃতি ভালবাসে, শিশুরা স্বতঃই অস্থির কেহ ভয় প্রদর্শন বা প্রহারাদি দ্বারা সে ভাব বিদূরিত করিলে উহার স্বাধীনতা বিনাশ করিলেন। ঐ সকল নিবারণ না করিয়া নিয়মিত করা আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ সময় স্থির করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এসব সাধারণ কথা সকলেই বুঝিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক শিশুর যে বিশেষত্ব আছে অনুধাবন পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাচন করা যার তার কাজ নয়। সেই বিশেষত্বটুকু বুঝিতে পারিলে সে দিকে তাহাকে স্বাধীনতা বা মুক্তভাব দান করা কর্ত্তব্য। যেমন কোন শিশু গান করিতে ভালবাসে, কেহ বা অবসর পাইলেই কাক চিল আঁকে। ইহাদের এই বিশেষত্বের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে উহাদিগকে বিপাকে ফেলান হইবে। প্রত্যুত ঐ ঐ কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ সময় স্থির করিয়া দিলে কালে তানসেন বা রাফেলের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব নহে। অভিভাবক ও শিক্ষক শিশুর ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সে সকল প্রতিপালন করিবেন। ক্ষেত্রপাল যেমন বীজ ছড়ায় সেইরূপ ভগবান স্বয়ংই শিশু প্রকৃতিতে জ্ঞানের বীজ ছড়াইতেছেন, অন্যেরা তাহার উন্মূলন না করিয়া প্রতিপালন করিবেন, প্রতিকূল জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ করিবেন, তাহা হইলে বীজ আপনি অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষকল্প হইবে।

মৌখিক শিক্ষাদান।

শিশুর শিক্ষা মুখে মুখেই আরম্ভ হয়। যাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করে না তাহাদের সমুদয় শিক্ষাই মৌখিক বা বাচনিক। বর্ণমালা আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে সমগ্র মানবজাতির সর্ব্ববিধ শিক্ষাই মুখে মুখে সম্পাদিত হইত। এখনও অনেক ভাষার বর্ণমালা নাই, সে সকল ভাষা ভাষীরা মুখে মুখেই সমুদয় শিক্ষা দিয়া থাকে। কেবল শুনিয়া শুনিয়া লোকে শিক্ষা করিত বলিয়া বেদের নাম শ্রুতি হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নয় যে এক সময়ে বৈদিক মন্ত্র বর্ণমালায় লিখিত হইলেই তাহা অমন্ত্র বা অশুদ্ধ হইত।

শৈশব মৌখিক শিক্ষার সময়। লেখাপড়া শিখিলেও মৌখিক শিক্ষার সীমান্ত হয় না। বস্তুতঃ মানুষকে অনেক বিষয়ই মুখে মুখে শিখিতে হয়, লিখিয়া পড়িয়া অতি অল্পই মানুষ শিক্ষা করে।

বিদ্যাচর্চ্চার দিবালোকেও আমাকে মৌখিক শিক্ষার গুণকীর্ত্তন করিতে হইতেছে। যেমন

মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা মৌখিক, সেইরূপ সকল বিষয়েরই প্রাথমিক শিক্ষা মৌখিক হওয়া বিধেয়। মৌখিক শিক্ষা সহজ কিন্তু প্রাণস্পর্শী। এইজন্য সকল বিষয়েরই সহজ সহজ অংশ বাচনিক শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; উহাতে স্মৃতি, ধারণা ও চিন্তাশক্তির পরিচালনা হয়, মনটা বুকের পাটার মত বড় হইতে থাকে। বিশেষতঃ মানসিক শিক্ষা এক প্রকার আমোদ; উহাতে অনেক শিশু, বালক এমন কি যুবকেরাও আমোদিত হইয়া থাকে।

আমাদের বিদ্যালয় সমূহে অঙ্কের মানস শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মানসিক গণনা, মৌখিক অঙ্ক প্রভৃতি অঙ্ক গ্রন্থ তজ্জন্য বিরচিত হইয়াছে। এ সকল গ্রন্থও অঙ্ক শাস্ত্রের সমগ্র নিয়মের প্রক্রিয়ার সাধক নয়; কতকগুলি আদিম নিয়মের মানসিক বিধি প্রদর্শনই সে সকলের উদ্দেশ্য।

আমি যে মৌখিক শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহা যেমন সর্ব্বশাস্ত্রনিষ্ঠ তেমনি প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রতিনিয়মমূলক। যিনি যে গ্রন্থ বা যে বিষয় শিখাইতে প্রবৃত্ত হন, সর্ব্বাগ্রে তাহার সারাংশ মুখে মুখে শিখাইয়া সে গ্রন্থ বা বিষয় বিস্তৃতরূপে পড়াইয়া পড়াইয়া বা লিখাইয়া লিখাইয়া শিখাইবেন। তাহা হইলে সে বিষয় নিরেট রূপে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে।

সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েরই বাচনিক ও গ্রন্থ পাঠ উভয়বিধ শিক্ষাই হইতে পারে এবং উভয়বিধ শিক্ষাদানই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক শিক্ষকই বিষয় বিশেষে উহার একতর প্রণালী অবলম্বন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করেন। সাধারণতঃ গণিতের নিয়মগুলি আবশ্যক মতে বোর্ডে লিখিয়া বাচনিক এবং অন্যান্য বিষয় গ্রন্থ পড়াইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। বই পড়াইয়া গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রায় কোন শিক্ষকই করেন না।

অনেক শিক্ষক গণিতের নিয়মটী বুঝাইয়া দিয়া অমনি ছাত্রদিগকে শ্লেট বা কাগজ লইতে আদেশ করেন এবং বই হইতে, কদাচিৎ বা নিজেই প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া অঙ্ক কষিতে দেন। যেমন গ্রন্থ পাঠনা বিষয়ে দ্বিবিধ প্রণালী অনুসরণ করা বিধেয়, সেই রূপ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বিষয়েও বাচনিক ও লিখিত এই উভয় প্রণালীই গৃহীতব্য। লিখিয়া কোন প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে তদ্রূপ সহজ সহজ প্রশ্ন সকলের মৌখিক সমাধান প্রকৃষ্ট। ভগ্নাংশের বা দশমিকের কোন নিয়মের সহজ সহজ কতকগুলি প্রশ্নের মুখে মুখে উত্তর গ্রহণ করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন কঠিন অঙ্কগুলি শ্লেটে বা কাগজে করান কর্ত্তব্য। দশমিকের যোগের নিয়ম শিখাইয়া দশমিক ৭ ও দশমিক ৮ যোগে কত হইবে এইরূপ কতকগুলি প্রশ্ন মুখে মুখে করান আবশ্যক। এতদর্থ পাটীগণিতে প্রত্যেক উদাহরণেই দ্বিবিধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রশ্ন থাকিলে বিশেষ সুবিধা হয়। এখনও প্রায় প্রত্যেক পাটীগণিতেরই প্রতি রকমের এমন কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহাদের সিদ্ধান্ত মুখে মুখেই হইতে পারে। সে প্রশ্নগুলির মুখে মুখে উত্তর লইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।

সাহিত্যের কোন একটী প্রবন্ধ পাঠনার আরম্ভেই উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিলে অধ্যাপনার বিশেষ সুবিধা হয়। যাহারা অধ্যয়ন করেন তাহারাও সেই সেই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন্ প্রথমে বর্ত্তলার্থ বলিয়া পরে অক্ষরার্থ বুঝাইলে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতিরও প্রত্যেকটী বিষয় সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলিয়া বা মুখে মুখে বুঝাইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণনার সহিত সমঞ্জসভাবে বুঝাইয়া দিলে বিষয়টী কেবল সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় তাহা নহে প্রত্যুত উহা কিরূপে লিপিবদ্ধ করিতে হয় তদ্‌সম্বন্ধেও অধিকার জন্মে।

কোন বিষয় কেবল মৌখিক শিখাইলে একটা দোষ জন্মে—মনোগত বিষয়টী সুচারু রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক ছাত্র শ্রেণীতে পাঠ দান কালে বেশ উত্তর করে কিন্তু পরীক্ষার সময় উপযুক্ত নম্বর রাখিতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক বিষয়েরই সহজ অংশ মুখে মুখে এবং কঠিন অংশ পুস্তকে বা লিখাইয়া শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য।

মৌখিক শিক্ষাদানকালে ছাত্রেরা কোন একটী বিষয়ের উত্তর দানকালে কিরূপ চিন্তা করে, চিন্তার কোন্ স্থানে ত্রুটী রহিয়াছে, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় এইসকল বিষয়ের শিক্ষাদান করা যাইতে পারে। চিন্তা বা ধারণা শক্তির উন্মেষ করা প্রয়োজন হইলে মৌখিক শিক্ষা বিশেষ ফলদায়ী হইয়া থাকে।

কোন প্রশ্নের মুখে মুখে সিদ্ধান্ত করিতে আদেশ করিলে, সকলকেই প্রশ্নোত্তর স্থির করিবার জন্য কিছু সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। সময় অতীত হইলে শিক্ষক মহাশয় যাহাকে ইচ্ছা উত্তর বলিতে বলিবেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন প্রত্যেক ছাত্র প্রশ্নোত্তর কিরূপ চিন্তা করিতেছে। আকার ও ভাব ভঙ্গি দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন কোন্ ছাত্র চিন্তা করিতেছে, কে চিন্তা করে না, কে চিন্তার ভান করিতেছে, কে চিন্তার সূত্র হারাইয়াছে। যে চিন্তা করে না তাহাকে চিন্তা করিতে বলিবেন যে চিন্তার ভান করিতেছে তাহাকে শাসন করিবেন, যে চিন্তার সূত্র পায় না তাহাকে তাহা ধরাইয়া দিবেন। সাধারণতঃ যে চিন্তার পথ পাইতেছেনা প্রথমে তাহাকেই উত্তর জিজ্ঞাসা করিবেন। এবং তাহা হইতে উত্তর লাভের চেষ্টা করিতেই উক্ত বিষয়টী কি রূপে চিন্তা করিতে হয় বিশদ হইয়া আসিবে। কোন কোন শিক্ষক প্রথমেই কোন এক জনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। সে বা তন্নিকটবর্ত্তী আরো দু এক জন ব্যতীত অন্যেরা প্রায়ই উত্তর চিন্তা করেনা।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক।

লাভের বাণিজ্যে অনেকেই বণিক্ হয়। বঙ্গে বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল, অনেকে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক করিয়া ধনী হইলেন। ১৮৭৫ সনে সেণ্ট্রালটেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটীর সৃষ্টি হইয়াছে; এই কমিটীর সৃষ্টি পূর্ব্বে এবং পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রন্থকারদিগের অবাধ বাণিজ্য চলিয়াছিল। গ্রন্থকারগণ যেমন তেমন একখান গ্রন্থ রচনা করিয়া দু একজন পরিদর্শকের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেই এ বাণিজ্যে লাভবান হইতে পারিতেন।

অনেক সন্ন্যাসীতে যেমন গাজার নাশ সেই

রূপ অনেক গ্রন্থকার হওয়াতে এ ব্যবসায়ের ধ্বংস হইল। গবর্ণমেণ্ট পাঠ্য বই বাছনি কার্য্যে শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেবের সাহায্যার্থ সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর পত্তন করিলেন।

স্কুলের অধ্যাপনা কার্য্যের সহিত যাঁহাদের বিন্দু মাত্র ও সংশ্রব নাই এমন কতজনে ও গ্রন্থকার হইলেন, এ বই ও বইর মাছি নকল করিলেন। যেমন তেমন করিয়া বই পাঠ্য করিয়া পসার জাঁকাইলেন। কিছুকাল বই করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে গণিত হইয়াছিল।

এখন বই পাঠ্য করান যার তার কাজ নয়। অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক অর্থব্যয়ে (গ্রন্থ সুন্দর করিতে), অনেক সুনামের বলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চান। অনেকে এ ব্যবসায়ে লাভে মূলে হারাইয়াছেন। এখন স্কুল পাঠ্য গ্রন্থের বিপুল আমদানী অনেক শিথিল হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর যে নূতন লিষ্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বে গৃহীত অনেক বই বাদ পড়িয়াছে, অনেকের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করিয়াছেন।

অর্থলালসা-মৃগতৃষ্ণিকার বশবর্ত্তী হইয়া এখন ও অনেকে এ পথের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য যাঁহারা গ্রন্থকার পদবীর প্রার্থী তাহাদের অর্থবই, ব্যাখ্যাপুস্তক রচনার ব্যবসায়ই ভাল। তাঁহারা যেন পাঠ্য পুস্তক রচনায় বৃথা চেষ্টা করেন না। যদি তাঁহারা এই বিষয়ে পূর্ব্বের কোন নজির দেখাইতে চান আমি সে বরাতলিপি বলিব। সকলের বরাত সমান নয়।

কোন অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিতে হইলেই গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হয়। নূতন একটুকু থাকিলেও তাহার আদর করা উচিত, অথবা নূতন আপনিই জগতে আদৃত হয়। কেবল নূতন শাস্ত্রই অভিনব হয় তাহা নয়, পুরাতন তত্ত্ব, পুরাতন বিষয়ও নূতন ভাবে অভিনব বেশভূষায় লোকের হৃদয়গ্রাহিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহাও এক নূতন।

অনুবাদ হইলেও নূতনত্ব যায় না। যে ভাষায় যে বই নাই সে বই ভাষান্তরিত হইলেও নূতন। পরে যদি কেহ আবার তদ্বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহার কিছু বিশেষত্ব থাকা চাই। নচেৎ সাধারণে তাহার প্রচার না হওয়াই ভাল।

ভূগোলে দুচারটী অধিক নাম লিখিলে, ব্যাকরণে দু একটী নূতন উদাহরণ দিলেই তাহা নূতন হইল না। যেরূপ দুজন মানুষ একখানে দাঁড়া করাইলে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যেক পুস্তকেরই বিশেষত্ব থাকিবে। তাহা হইলে নূতন বলা যাইতে পারে। পাটীগণিতে ও সেরূপ।

পুরাতন বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিতে হইলেই একটা নূতন প্রণালী সম্মুখে রাখিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নচেৎ একই রকমের দুচার খান বই দেখিয়া ইহার হাত উহার পা, ইহার চোখ, উহার কাণ লইয়া একটা রচনা করিলে অভিনব কিছু হইল না। অথবা প্রতিষ্ঠিত একখান বইর একটুকু আধাটুকু বাদ দিয়া বই লিখিলেও তাহা নূতন হইল না। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলায় গণিত, ভূগোল ও ব্যকরণ লেখকদের মধ্যে এই দলের লোক বিরল নহে।

সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটী স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনার যে গণ্ডী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার প্রধান প্রধান কথা এই:—

১। পাঠ্য পুস্তক যথোপযুক্ত পূর্ণাঙ্গ ও

বিশদ করিয়া আয়তন যতদূর ছোট করা যাইতে পারে করিতে হইবে।

২। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রভৃতি বেশ পরিপাটী হওয়া আবশ্যক, ছেঁলেরা দেখিলেই যেন পড়িতে চায়। ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আবশ্যকীয় শব্দগুলি বড় বড়, ইটালীদেশীয়, অথবা প্রাচীন অক্ষরে দিতে হইবে এবং বর্ণিত বিষয় গুলি ছাত্রেরা যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তজ্জন্য ছবি অথবা প্রতিকৃতি দিয়া সেই গুলি বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৩। পাঠ্য পুস্তকের ভাষা ও লিখন প্রণালী সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট, সরল অথচ প্রচলিত রীত্যনুযায়ী, সামান্য শব্দ ও যথাসম্ভব গ্রাম্যতা-দোষ-বর্জ্জিত হইবে। পুস্তকের বিভাগ অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

৪। মধ্য স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী ও ইংরেজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে উর্দ্ধতন শ্রেণীর জন্য ইংরেজী ব্যাকরণ ও রচনা প্রণালী ইংরেজী ভাষায়ই লিখিত হইবে।

৫। প্রত্যেক পাঠ্য পুস্তকেই যুক্তি তর্কবিহীন একটানা শিক্ষার পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব জ্ঞানানুমোদিত সুযুক্তিপূর্ণ শিক্ষাদানের প্রয়াস থাকা আবশ্যক।

৬। ছাত্রগণ যাহাতে সহজে ধারণা করিতে পারে তজ্জন্য সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষাদানের পাঠ্যপুস্তকে কেবল স্থূল স্থূল বিষয় গুলিই লিখিত থাকিবে। উন্নত শিক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তকে অথবা নিত্য ব্যবহার্য্য (Book of reference) অন্যান্য পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের ন্যায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়া এই সকল পাঠ্য পুস্তকের কলেবর যেন বৃদ্ধিকরা না হয়।

৭। ইংরেজী ও বাঙ্গলায় প্রথম শিক্ষার্থী দিগের পাঠ্য পুস্তকে বর্ণবিন্যাস শিক্ষার্থ কঠিন এবং অপ্রচলিত শব্দ থাকা অনুচিত।

৮। ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তকে শুদ্ধরূপে বলা ও লিখার নিয়ম শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পারিভাষিক বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব যাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

৯। যে সকল পুস্তক ছাত্রদিগকে সাহায্য-দ্বারা ব্যতিব্যস্ত ও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে অথবা ছাত্রদিগকে নিজে নিজে চিন্তা করিবার অবসর দেয় না, যেমন ব্যাখ্যাপুস্তক, রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কোন কোন পুস্তক, সে সকল পুস্তক পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে না।

১০। যে সকল পুস্তকে নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অথবা রাজনীতি বিষয়ে আপত্তি জনক কথা আছে সে সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হইবে না।

১১। প্রত্যেক নূতন পাঠ্য পুস্তক হয় সুলভ হইবে, না হয় বিষয় কি আকার সম্বন্ধে ইহাতে কিছু নূতনত্ব ও গুরুত্ব থাকিবে; এবং যে বই অন্য কোন বইর নকল অথবা অন্য কোন পুস্তক হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ব্যতীত অপহৃত বলিয়া দৃষ্ট হইবে তাহা পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইবে না।

কু-অভ্যাস-জয়।

দর্পণ সমক্ষে একটী বালক নিবিষ্ট চিত্তে এক খানবই পড়িতেছে, আর বার বার দর্পণস্থ স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। একবার স্বীয় অঙ্গের বিকৃত ভঙ্গি দেখিয়া লজ্জিত হইল, প্রতিজ্ঞা করিল আর এরূপ করিবে না, আবার অপর অঙ্গের ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইল আর একবার প্রতিজ্ঞা করিল। এইরূপ বার বার অতি যত্নে অঙ্গ পরীক্ষা করিতেছে, অঙ্গ বিকৃতি দূরীকরণে অতি প্রয়াস করিতেছে!

আবার অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র সম্মুখে করিয়া, জনপ্রাণিহীন উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বালক কি মুখে লইয়া চীৎকার করিতে করিতে চিরমুখরা বেলার উদাত্ত তাল ভঙ্গ করিতেছে, কাহাকে কি বলিতেছে!

বালক উপলখণ্ড মুখে লইয়া জিহ্বার জড়তা নিবারণার্থ চীৎকার করিতেছে, প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী বক্তৃতার বীজমন্ত্র জপ করিতেছে; লোকে যেন সে চীৎকার শুনিতে না পায়, উপহাস করিতে না পারে, এই জন্য লোকালয় ছাড়িয়া বিজনসাগরকূলে আসিয়াছে! আপনার মনে আপনি বলিতেছে, কাহাকে কিছু বলিতেছে না।

ইহার স্কন্ধদেশের উপরিভাগে তীক্ষ্ণধার করবাল আলম্বিত। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "মুদ্রা দোষ নিবারণার্থ আমি এ উপায় গ্রহণ করিয়াছি। অসিধারে কাটা যাইবার ভয়ে আমার অঙ্গ বিকৃতি আপনিই সংযত হইয়া আসিতেছে।"

"হে বালক তুমি কেন বার বার একই গ্রন্থ লিখিতেছ? একবার নয়, দুইবার নয়, একখানি গ্রন্থ তুমি আটবার লিখিয়া ফেলিলে?"

"আমার কিছুই স্মরণ থাকে না, তাই আমি একই বই বার বার লিখিতেছি। স্মৃতিশক্তি জাগ্রৎ করিতেছি।"

"প্রিয় বালক, কেন তুমি অর্দ্ধ মুণ্ডিত মস্তকে গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছ? এইরূপে কুৎসিত বেশে থাকিতে কি তোমার লজ্জা হয় না? তোমাকে লোকে কি বলিবে?"

"আমি অন্যের নিকট যাইতে বড় ভালবাসি, অন্যের নিকট যাইয়া বৃথা কথায়, বৃথা গল্পে পাছে সময় অপব্যয় করিতে হয়, এই ভয়ে আমি মস্তকার্দ্ধ মুণ্ডিত করিয়াছি; যেন তীব্র ইচ্ছা হইলেও লোকালয়ে যাইতে না পারি, যেন অন্যের নিকট যাইয়া গল্প করিতে না পারি।"

ধন্য বালক তুমি! তোমার পায় পড়িয়া প্রণাম করি। সর্ব্বলয়কারী কাল তোমার বিলয় করিতে পারে নাই! তাই তোমার মহিমা শুনিয়া প্রাণ জুড়াই! "মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই!" তুমি এই মন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা মহা ঋষি!

এই বালক গ্রীস দেশীয় মহাবাগ্মী ডিমস্থিনিস্! প্রায় ত্রয়োবিংশ শতাব্দী একতানে এই মহাবলের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে! ইনি কিরূপে স্বীয় কুঅভ্যাসনিচয়ের উপর জয়লাভ করিলেন জগতে তাহা পতিত মনুষ্য মাত্রেরই অনুসরণ স্থল। হে কুঅভ্যাসেপতিত নিরুপায় যুবক, একবার, একবার তুমি ডিমস্থিনিসের পদধূলি মাথায় লইয়া তাহার শিষ্য হও, তোমার সমুদয় কু-অভ্যাস বাষ্পবৎ উড়িয়া যাইবে। দেখিবে তোমার অসাধ্য কিছুই থাকিবে না! ডিমস্থিনিসের মহনীয় চরিত্র ধ্যান কর, তিনি কি উপায়ে স্বীয় বিকৃত অঙ্গভঙ্গি শাসন করিলেন, কিরূপে জিহ্বার জড়তা ও স্মৃতিমান্দ্য নিরাকৃত

করিলেন, অন্যের নিকট যাওয়া ও বৃথা গল্প করা রোগ নিবারণ করিতে কি কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন! একবার চিন্তা কর! তোমার অন্তরে মহাবীর্য্যের সঞ্চার হইবে! তখন তুমি সাধনার দু একটী লগুড়াঘাতেই উহাদের এক একটীর মস্তক চূর্ণ করিতে পারিবে।

কু-অভ্যাস কাল সর্প! কিন্তু উহার মস্তকে মণি থাকে। কাল সর্পের বিষদংশনে অনেকেরই প্রাণ যায়; কিন্তু যিনি সাধনার লগুড়াঘাতে উহার মস্তক চূর্ণ করিতে পারেন নিশ্চিতই তিনি মহারত্ন লাভে সমর্থ হন।

যাঁহাদের সুচরিত্রতা সহজাত তাঁহারা মহাজন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা কু-অভ্যাস জয় করিয়া সুচরিত্র তাঁহারা মহাবীর। একটী কু-অভ্যাস পরাজয় করিতে পারিলে আত্মচরিত্রের গুণনিচয়ের ঘরে জয়কার পড়ে! সকলগুলি সৎগুণ বিকশিত হয়—দেবলোকে আনন্দদুন্দুভি বাজে! কু-অভ্যাস—অসুর—দৈত্য—দানব—পিশাচ! অন্তরস্থ সৎগুণ—দেবতা!

হে বালক, হে যুবক, আত্মচরিত্রের একটী কু-অভ্যাস বাছিয়া লও! প্রতিজ্ঞা কর—সিংহের মত, ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা কর—ইহাকে বিনাশ করিবে! তোমার এই প্রতিজ্ঞায়ই কু-অভ্যাসের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। পরে সামান্য দু একটী শর নিক্ষেপেই উহার বিনাশ সাধন হইবে। একটী কু-অভ্যাসকে যদি বিনাশ করিতে পার, কু-অভ্যাসের বংশ দুর্ব্বল হইবে, তুমি অনায়াসেই সর্প বংশ ধ্বংস করিতে পারিবে। একবার দেখ ডিমস্থিনিস্ কি অমিত তেজে, কিরূপ বড় বড় তোপ দাগিয়া কু-অভ্যাসের সুদৃঢ় দুর্গ উড়াইয়া দিলেন! তুমিও সেরূপ উপায় গ্রহণ কর, নিশ্চিতই তোমার জয় হইবে।

মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনে "সাধ্য নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" বলিয়া সূত্র করিয়াছেন। সাধ্যাতীত বিষয়ে প্রতিজ্ঞা হয় না। "আয় চাঁদ" বলিয়া চাঁদকে ধরিতে প্রয়াস প্রতিজ্ঞা নয়। কারণ উহা সাধ্য নয়—অসাধ্য ব্যাপার! "আমি সুরা পান করিব না; আমি তামাক খাব না; বেণী ও রাখাল কুসঙ্গী, আমি তাহাদের সঙ্গে মিশিব না; আমি তোতলামি করিব না; অঙ্গ বিকৃত করিব না।" ইত্যাদি সাধ্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞা হইতে পারে। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!" প্রতিজ্ঞার প্রাণ, প্রতিজ্ঞার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে, মৃত প্রতিজ্ঞায় মানুষ শতবার উঠে, শত বার পড়ে।

কু-অভ্যাসের সহিত বন্দোবস্ত চলে না। "তুমি ক্রমে ক্রমে এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ কর।" ইহা কু-অভ্যাসেরই মায়ামন্ত্র—স্বর বদলাইয়া আত্মরক্ষার্থ কু-অভ্যাসই সে মন্ত্রণা দান করে! যেমন পাথরকুচির পাতাটী পড়িলেই তাহার প্রান্ত হইতে আর একটী গাছ উঠে, তেমনি কু-অভ্যাসের একটী বিন্দু থাকিলেই উহা সতেজ হইয়া উঠিবে। কু-অভ্যাস রক্তবীজের বংশ—উহার এক বিন্দু রক্ত থাকিলেই রক্তবীজ উৎপন্ন হইবে! কু-অভ্যাস একেবারেই পরিত্যাগ করিবে, উহার জন্য মায়া মমতা করিবে না।

কু-প্রবৃত্তি কু-অভ্যাসের মূল বা অঙ্কুর! কু-সঙ্গী উহার প্রকাণ্ড কাণ্ড! কাণ্ডচ্ছেদন করিলে অনেক বৃক্ষেরই বিলয় প্রাপ্তি হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কুসঙ্গী পরিবর্জ্জন করিবে। যাঁহারা কু-অভ্যাস উচ্ছেদ করেন তাহারা সাধু।

ষড় রিপু কু-অভ্যাসেরই ঘনীভূত সমুচ্চয়। প্রাচীন কালে ঋষিগণ রিপু সংযমার্থ কি কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছেন! কত ব্রত গ্রহণ ও কত নিয়ম পালন করিয়াছেন! তাঁহারা জানিতেন

রাজ্য জয়ী অপেক্ষা রিপু জয়ীর পরাক্রম মাহাত্ম্যময়! এখন সে ঋষিবংশ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, ঋষি যুগ অতীত হইয়াছে!

সে কঠোর তপস্যা নাই বলিয়া কু-অভ্যাস জয়ের জন্য কোন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে না, তাহা নয়। কু-অভ্যাস দূরীকরণার্থ সাধারণতঃ একেবারে তৎপরিত্যাগই প্রকৃষ্ট সাধন। কোন কোন অভ্যাসের পরিহারার্থ উপায়ান্তরও গ্রহণ করিতে হয়। বাচালতা বা মৃষাভাষণ পরিত্যাগের জন্য বাচংযম বা মৌন অবলম্বন উপায়। অমিত প্রশংসা স্পৃহা বিনিবৃত্তির জন্য লোক সঙ্গ বর্জ্জন মন্দ নয়। প্রেমাবতার চৈতন্য দেবের অন্যতর সহচর বৈরাগী হরিদাস পাছে লোকে তাঁহাকে সাধু বলিয়া প্রশংসা করে তন্নিবারণার্থ কিছুকাল জনৈক বারবনিতাকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। প্রশংসার পরিবর্ত্তে লোক মাঝে তাঁহার অখ্যাতির একশেষ হইল! ইহা অবশ্যই প্রশংসা স্পৃহার মুণ্ডপাত, কিন্তু এরূপ উপায় যে সে গ্রহণ করিতে পারে না। উহা বৈরাগী হরিদাসেরই উপযুক্ত হইয়াছিল।

কতকগুলি কু-অভ্যাসের নাম ব্যসন। শাস্ত্রকারেরা একেবারে ব্যসন বর্জ্জন করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। অক্ষের সহিত তাস ও শতরঞ্চ খেলা, দিবাস্বাপ, পরিবাদ ও বৃথাট্যা ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মাত্রেরই এই সকল ব্যসন বর্জ্জন একান্ত কর্ত্তব্য।

কু-অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবনকে অসার ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে যথা তথা উহার দৃষ্টান্ত লাভের অভাব হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই উহার প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হয়। ধন্য তিনি, যাঁহার রক্তে ঋষিবংশের শোণিতবিন্দু বিদ্যমান আছে; যিনি ডিমস্থিনিসের বীর্য্য লাভ করিয়া শোণিতাক্ষরে কু-অভ্যাস বিনাশের মহা প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! শত্রু নাশে প্রতিষ্ঠিত সৈন্যদল এবং কু-অভ্যাস জয়ে কৃতসঙ্কল্প বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ মহা বিজয় লাভ করেন এবং ধরণীতে মহা অধিকার প্রাপ্ত হন্।

শিক্ষকের ত্রুটী।

১। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে স্কুলে না যাওয়া।

২। ঘণ্টাধ্বনি হওয়া মাত্র শ্রেণীতে না যাওয়া।

৩। ঘণ্টাধ্বনি হওয়া মাত্র শ্রেণী পরিত্যাগ না করা।

৪। ছুটির ঘণ্টার জন্য উর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকা।

৫। ছুটির ঘণ্টা বাজিবামাত্র অমনি শ্রেণী পরিত্যাগ করা।

৬। ছিন্ন কি মলিন বসন, কি ছিন্ন পাদুকা পরিধান করিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া।

৭। কেশ বিন্যাস, কি মুখ চোখ পরিষ্কার না করিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া।

৮। অনুচ্চৈঃস্বরে কি অত্যুচ্চৈঃস্বরে শিক্ষা দান করা।

৯। শ্রেণীতে বসিয়া আলস্য, তন্দ্রা বা নিদ্রাগমন।

১০। অধ্যাপনার সময় অন্য কথা বলা বা বৃথা গল্প করা।

১১। ছাত্রদিগকে অঙ্ক দিয়া বা পড়িতে বলিয়া সংবাদপত্র বা অন্য কিছু পাঠ করা।

১২। অধ্যাপনার সময় অন্য কার্য্য করা।

১৩। অধ্যাপনার সময় ছাত্রদিগকে পড়িতে দিয়া নিজে বিশ্রাম করা।

১৪। তামাক, চুরট কি জল খাওয়ার জন্য অধ্যাপনার সময় নষ্ট করা।

১৫। শ্রেণীতে বসিয়া পান চিবান কি মুখ পানের রসে রঞ্জিত করিয়া রাখা।

১৬। ছাত্রদের মুখে প্রশংসা শুনিবার বা তাহাদের নিকট বাহাদুরী পাইবার ইচ্ছা।

১৭। অধ্যাপনার সময় কাহারো বা কোন সম্প্রদায়ের অথবা কোন ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করা।

১৮। নিজের বিদ্যা বা বহুজ্ঞতা প্রকাশার্থ ছাত্রদের নিকট বৃথা বাগাড়ম্বর করা, অথবা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া।

১৯। নিজের বিদ্যা দেখাইবার জন্য ছাত্রদের নিকট অন্যের গ্রন্থাদির দোষ বা ত্রুটী প্রদর্শন করা।

২০। ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়া বরাবর একই গালি দেওয়া বা একই কথা বলা।

২১। ছেলেদিগকে অযথা গালাগালি দেওয়া।

২২। ক্রুদ্ধ হইয়া শারীরিক দণ্ড দান করা।

২৩। ছাত্রের পাঠ প্রস্তুত না করিবার সমুচিত কারণ থাকিলেও তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া ছাত্রকে শাসন করা।

২৪। ছাত্রদের সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে, লাভ লোকসানে সহানুভূতি প্রদর্শন না করা।

২৫। স্বয়ং সম্যক্ না জানিয়া ছাত্রদিগকে কোন কিছু বলা।

২৬। ছাত্রদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়া অথবা নিরন্তর যমের ন্যায় তাহাদের ভীতিজনক থাকা।

২৭। কথাবার্ত্তায় অক্ষমতার পরিচয় দান করা।

২৮। সামান্য কারণে বা অকারণে নিয়ম ভঙ্গ করা।

২৯। আদেশে দৃঢ়তার অভাব।

৩০। ছেলেদের সঙ্গে নীচ আলাপ করা বা অশ্লীল বিষয়ে রসিকতা দেখান।

৩১। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে সমুচিত গাম্ভীর্য্যের অভাব।

৩২। ছাত্রদের অভিযোগের প্রতি অমনোযোগ বা অতি মনোযোগ।

৩৩। অধ্যাপনার সময়ে অন্য লোককে শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিয়া অধ্যাপনার ব্যাঘাত করা।

৩৪। অধ্যাপনার ব্যাঘাত করিয়া অন্যের সহিত কথাবার্ত্তা বলা।

৩৫। সমুচিত সমাদরসহ ছাত্রদের অভিবাদন গ্রহণ না করা।

৩৬। বিদায়ের জন্য ছাত্রদিগকে উত্তেজনা বা তাহাদের সঙ্গে সমান ঔৎসুক্য প্রদর্শন করা।

৩৭। খারাপ ছাত্রেরা বাড়ীতে কিরূপ পড়া শুনা করে তাহার অনুসন্ধান না করা।

ক্রীট বা কীরিট।

স্পেন ও মার্কিণ সমরানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই ক্রীট সমস্যা লইয়া সভ্য জগৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমারা তাই ক্রীটের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

ক্রীট ভূমধ্যসাগরের একটী দ্বীপ। ইউরোপের সর্ব্ব দক্ষিণে গ্রীস হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ১৫৬ মাইল, বিস্তৃতি ৭ হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে এবং আয়তন

৩৩২৬ বর্গ মাইল।

উপকূল ভাগ অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া ইহার চারি দিকে সুন্দর সুন্দর বন্দর আছে। উহার সুদা উপসাগর ভূমধ্যসাগরের একটী সুন্দর পোত-নিবাস। রাজনৈতিক আপদ বিপদের সময় ব্রিটিশ রণপোতমালা এখানেই নঙ্গর করিয়া থাকে। দক্ষিণে কালোইলাইমেনিস; এই স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও সুরক্ষিত। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের ক্রিয়াকাণ্ডে এই স্থানটী "সুন্দর বন্দর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে অতি পূর্ব্বকালেও এই সকল দেশে বাণিজ্যের বিশেষ আদর ছিল।

এই দ্বীপের অতি সন্নিকটে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৩টী দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে একটীতে পূর্ব্বে একজন ধর্ম্মযাজক থাকিতেন। এখন সেখানে একটী আলোকমন্দির অগণ্য দিক-ভ্রান্ত নাবিকদিগের পথ প্রদর্শক রূপে দাঁড়াইয়া আছে। প্রতি মিনিটে ইহার ঘূর্ণায়মান আলোক রশ্মি ২৫ মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

ক্রীটের অধিকাংশই পর্ব্বতময়, বিশেষতঃ পশ্চিমদিক ঘন পর্ব্বতমালা পূর্ণ। এদিকের পর্ব্বতের মধ্যে শ্বেতপর্ব্বত শ্রেণী প্রসিদ্ধ। উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আইডা (Mount Ida) কিঞ্চিদধিক ৮ হাজার ফুট উচ্চ। ক্রীটের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্ব্বতময় না হইলেও সর্ব্বত্রই শস্যশ্যামল ও উর্ব্বর উপত্যকা।

এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগুলি প্রায়ই ক্ষীণতোয়া, অল্প প্রাণ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের ত কথাই নাই, শীতের নাতিথর আতপ-তাপেও ইহাদের ক্ষীণপ্রাণ কণ্ঠাগত হয়; কাহার কাহার জীবন অনন্ত বায়ুরাশিতেই মিলাইয়া যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে শত শত প্রস্রবণ নির্ম্মল স্ফটিকপ্রভ রজত ধারায় আপন গিরিমাতার রবি-কর-তপ্ত নীরস ও কঠিন বক্ষ শীতল, সরস ও কোমল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রের মৃদু মন্দ শীতল বাতাস জুলাই ও আগষ্ট মাসের উত্তপ্ত বায়ুর তীক্ষ্ণতা প্রশমিত করিয়া আনন্দ দায়ক শীতলস্পর্শ ও সুখসেব্য সমীরণে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই স্থানটীকে আরো মধুর ও মনোরম করিয়াছে।

গম ও ফল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য; কমলালেবু ও লেবুও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার আঙ্গুর খুব ভাল, কিন্তু তাহা হইতে প্রস্তুত মদ্য সুলভ হইলেও তেমন ভাল নহে। মধ্যযুগে এ দ্বীপ "মামছি" মদের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এ দ্বীপ হইতে যে সকল দ্রব্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে জল পাইয়ের তৈল, পণির, সাবান, পশম ও বিবিধ ফলই প্রধান। পশমের জন্য এখানে ভেড়া পুষিবার বিস্তৃত আয়োজন রহিয়াছে। বাদাম, ওক প্রভৃতি বড় বড় গাছ ও এখানে যথেষ্ট আছে; কিন্তু মৃগয়োপযোগী লোমশ পশু বা পালকবিশিষ্ট পক্ষী এখানে অতি অল্পই পাওয়া যায়।

এই দ্বীপ প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার লোকের বাসভূমি। ইহাদের মধ্যে সকলেই গ্রীক-বংশ সম্ভূত। ২ লক্ষেরও উপর খৃষ্টিয়ান, প্রায় ৭৫ হাজার মুসলমান, ২৫০০ রোমাণ ক্যাথালিক আর ৭০০ য়িহুদী। মুসলমানগণ সকলেই প্রায় এ স্থানের, ইহাদের মধ্যে অতি অল্পই তুর্কী। গ্রীক ইহাদের মাতৃভাষা, গ্রীসের নানা স্থান হইতে গ্রীকগণ এখানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসে ফিনিসীয়দিগের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন।

বাণিজ্যপ্রধান ফিনিসীয়গণ বৈদেশিক বাণিজ্য ও সভ্যতায় তৎকালপরিচিত পৃথিবীতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ক্রীটের পূর্ব্বতন অধিবাসী গ্রীকগণও যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে এই ফিনিসীয়দিগের প্রতিযোগীরূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রীটবাসীরা নির্ভীক, স্বাধীনচেতা, দুর্দ্দম্য, সহজে কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই দ্বীপটী বর্ত্তমান সময়ে তুরস্কের সুলতানের অধিকারভুক্ত। ইহার অধীনে ক্রীটে এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন। তিনি গ্রীক অথবা সেই দেশবাসী, ইহার নাম পোর্টি। ক্রীটবাসী মুসলমান সৈন্যগণ অনেক সময় এই পোর্টির, এমন কি সুলতানের আদেশ ও অমান্য করিতে সাহসী হয়। ইহারা নিষ্ঠুর, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি। ইহারা নামে পোর্টির অধীন, কার্য্যতঃ নহে। এই দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক দলের নাম বাশি বাজুক। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের বুলগেরিয়ার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ইহাদেরই নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা।

স্বাস্থ্য, শাসনপ্রণালী এবং ব্যবস্থাবিৎ শাসনকর্ত্তা রাজা মাইনসের জন্য এই দ্বীপ সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রীসের প্রাচীন কবি হোমর এক সময় ক্রীটকে "শত-নগর" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই মহাকবির এই বিশেষণের সাক্ষ্য দান করিবার জন্য কেবল মাত্র তিনটী প্রধান নগর নীরবে কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া আজ ও বর্ত্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে কাণ্ডিয়া বর্ত্তমান রাজধানী, আর কানিয়া বা খানিয়া বিদেশীয় রাজপ্রতিনিধিদিগের বাসস্থান। খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে রোমাণ সম্রাট মিটিলসের রাজত্ব কালে এই দ্বীপটী রোমাণদিগের হস্তগত হয়। সেই হইতেই ইহার নাম ক্রীটিকস্ বা ক্রীট। তদনন্তর এই দ্বীপের চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী চিরন্তন প্রথার অনুসরণ করিয়া ক্রমে সারাসন ও গ্রীকদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন। অবশেষে ১২০৫খ্রী অব্দে এই দ্বীপটী ভিনিস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় ৪৫০ বৎসরের ও অধিক কাল সেই রাজ্যেরই অধীনে ছিল। ১৬৬৯ খ্রীঃ অঃ তুর্কীরা এই দ্বীপটী জয় করিয়া লয়। তদবধি এ পর্য্যন্ত এই দ্বীপটী তুরস্কেরই অধিকারে আছে। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে গ্রীকদিগের বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অনুমতিক্রমে মিসর রাজ-প্রতিনিধি ১৮৩০-১৮৪০ পর্য্যন্ত এই দ্বীপের শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন। আবার ১৮৫৯ ও ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে এই দ্বীপে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিলে ক্রীটবাসীদিগকে অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৮৭৬। ৭৭ সনের রুষ তুরস্ক সমরের অবসানে বার্লিনের সন্ধিপত্রে ক্রীটবাসীদিগকে এই স্বাধীনতা প্রদান করিবার প্রস্তাব আরও দৃঢ়ীকৃত হয়। তদনুসারে তুরস্ক আসিয়ামাইনর ও ক্রীট দ্বীপের তদানীন্তন অবস্থার সংস্কার করিবেন ইহাও নির্দ্দিষ্ট হয়।

ভাগ্যচক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে ক্রীটের অবস্থা আবার শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিগত বর্ষে ক্রীটে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মুসলমানদিগের অত্যাচার আর ক্রীটবাসিগণ সহ্য করিতে পারিল না। গতযৌবন, বৃদ্ধ, অতি ক্ষুদ্র গ্রীস এবার ক্রীটের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদের স্বাধীনতার মহাযুদ্ধে নিজের প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হইল, গ্রীস যুদ্ধে পরাজিত হইল। কিন্তু ক্রীটের ভবিষ্যত্ আকাশ নরমেধযজ্ঞ-ধূমে আরও গাঢ় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইতে না হইতেই ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ শক্তি-সাম্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।

ইহাদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ গোপনে গোপনে গ্রীসের সহায়তা করিতেছিলেন, তবুও তুরস্ককে রণরঙ্গে উন্মত্ত ও বদ্ধপরিকর দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাবই প্রশংসনীয় ও নিরাপদ মনে করিয়া, সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। গ্রীস যুদ্ধের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়ার জাবিনে সুলতানেকে ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করিলেন। ইউরোপীয় সমস্ত খৃষ্টান জাতির সমবেত চেষ্টায় এই দ্বীপে তুরস্ক সুলতানের অনুমোদিত সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব হইল। কি কি নিয়ম অবলম্বনে এই দ্বীপের শাসন প্রণালী পরিচালিত হইবে তাহার ও পরামর্শ স্থির হইল। সে সকল সুলতানের শেষ অনুমোদন সাপেক্ষ রহিল।

এই প্রস্তাবানুযায়ী সুলতানকে ক্রীট হইতে তাহার সৈন্যবল উঠাইয়া লইবার জন্য বলা হয়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন সৈন্য স্থাপনের কথা হয়। সুলতান এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে সেখানকার শাসন সমিতির সভাপতির সহিত সুলতানের মনোবাদ চলিতে থাকে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুষতুরস্ক যুদ্ধ, আর্ম্মিনিয়ানদিগের প্রতি অত্যাচার ও গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ সকলই জাতিগত বিদ্বেষ মূলক। এই জাতিগত মনোবিবাদ বহুকাল হইতে তুর্কী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে গোপনে বর্দ্ধিত হইতে ছিল। এদিকে ক্রীটের দুর্দ্দান্ত বাশীবাজুক সৈন্যগণ আপনাদিগের স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারে আঘাত পড়িতেছে দেখিয়া অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইতেছিল; এক্ষণে প্রস্তাবিত শাসনবিধি সুলতানের অননুমোদিত দেখিয়া বিগত ২৭শে ভাদ্র হঠাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় মুসলমান সৈন্যগণ স্বীয় স্বীয় আবাস ভূমি হইতে খ্রীষ্টান অধিবাসীদিগের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সহিত একজন ইংরেজ প্রতিনিধিও ক্রীটে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বাস করিতেন, বিজয় উল্লাসেমত্ত, রণোন্মুখ মুসলমান সৈন্যগণ সেই ইংরেজ প্রতিনিধির গৃহ বেষ্টন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে সে গৃহ ভস্মীভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রতিনিধির ভৌতিক দেহও লীলা সম্বরণ করিয়া পঞ্চে মিশিয়া গেল। যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য কাণ্ডিয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল অবিশ্রান্ত ৪ ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়াও তাহারা এ বিদ্রোহ নিবারণে সমর্থ হইল না। ব্রিটিশ রণতরীর অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণেও এ বিদ্রোহ প্রশমিত হইল না, ক্রমে ক্রমে ২০ জন ইংরেজ সৈনিক ভূতলশায়ী হইল। বিদ্রোহ দল অতঃপর খৃষ্টান হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। এই নিদারুণ সময়ে তুরস্ক পক্ষীয় শাসনকর্ত্তার নিকট বিদ্রোহ দমনে সহায্য প্রার্থনা করা হইলে তিনি স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া নিরস্ত রহিলেন। এই রূপে দেখিতে দেখিতে প্রায় ৮০০ খ্রীষ্টিয়ান এই বিদ্রোহবহ্নিতে ভস্মীভূত হইল।

পরদিবস এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে ভূমধ্যসাগরস্থিত ইংরেজ রণতরী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কাণ্ডিয়া অভিমুখে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় যুদ্ধ জাহাজ ও কাণ্ডিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহান্তে ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল নোয়েল তুরস্কের সুলতানের নিকট এই মর্ম্মে এক অনুজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন যে খৃষ্টান হত্যাকারী মুসলমানদিগকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিরস্ত্র করিতে হইবে, তাহাদের নেতাদিগকে ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং ক্রীট হইতে তাঁহার সৈন্যদল তুলিয়া লইতে হইবে। অন্যথা

তিনি তোপের মুখে কাণ্ডিয়া উড়াইয়া দিবেন। সুলতান সৈন্য উঠাইয়া লইতে একবারেই অস্বীকার করিলেন এবং একজন গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ক্রীটের কর্ত্তৃপক্ষগণ খ্রীষ্টান হত্যাকারী বোধে ৪৩ জন বাশীবাজুক ইংরেজহস্তে সমর্পণ করিলেন। ক্রীটবাসী খ্রীষ্টিয়ানগণও মুসলমান সৈন্যগণ ক্রীট পরিত্যাগ করিলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিবে লিখিয়া দিয়াছিল। ইংরেজ, রুষ, ফ্রান্স ও ইটালী এই শক্তি চতুষ্টয়ের পীড়াপীড়িতে সুলতান মুসলমানদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ করিয়াছিলেন কিন্তু সৈন্য তুলিয়া আনিতে তখন ও স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর এই চারি শক্তি মিলিয়া সুলতানের নিকট দ্বিতীয় অনুজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিলেন। সুলতান তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে পুনরায় অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ক্রীট হইতে সৈন্য তুলিয়া আনিতে বাধ্য করা হইবে; এমন কি তাহারা আবশ্যক মনে করিলে ডার্ডানালিশ পর্যন্ত আক্রমণ করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

নরশোণিতপাত এ যুগের ব্যবস্থা নহে। কলে, কৌশলে, অগত্যা ভয় প্রদর্শনে কার্য্যোদ্ধারই এই কালের ধর্ম্ম। কিন্তু যেখানে এ সকল কিছুই খাটে না সেখানেই কেবল, যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাই সুচতুর সুলতানও সময় বুঝিয়া শক্তিচতুষ্টয়ের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

তদনুসারে সুলতানের আধিপত্যের চিহ্ন স্বরূপ কয়েকজন মাত্র সৈন্য ব্যতীত সমস্ত সৈন্যই ক্রীট হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। গ্রীস রাজ কুমার প্রিন্স জর্জ্জ ক্রীটের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

তত্ত্ব খবর।

পৃথিবীর চতুর্থাংশ লোক ছয় বৎসর বয়স না হইতেই কালগ্রাসে নিপতিত হয়: অর্দ্ধাংশ ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বেই মরে। কেবল শতকরা একজন মাত্র ষাইট বৎসর অতিক্রম করিতে পারে।

একটি নিব লিখিতে লিখিতে নষ্ট হইবার অগ্রে জলন্ত বর্ত্তিকায় ১৫ সেকণ্ডকাল দগ্ধ করিয়া জলে ডুবাইয়া লইলে উহা আবার লিখিবার উপযুক্ত হয়। শক্ত নিব কেবল ঐ রূপ দগ্ধ করিলেই নরম হয়।

ডাক্তর রসেল আবিষ্কার করিয়াছেন যে ফটোগ্রাফ অন্ধকারেও তোলা যাইতে পারে। তিনি অন্যূন ২ হাজার ছবি অন্ধকারে তুলিয়াছেন।

মক্ষিকা কত দ্রুত গমন করিতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একটী মধুক্রম ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলগামী এক খান ট্রেণের ছাদে বাঁধিয়া মক্ষিকাটীকে তৎপশ্চাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাছিটী সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল।

জল বাষ্প করাতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের একটনে ৮১ পাউণ্ড, প্রশান্ত মহাসাগরের এক টনে ৭৯ পাউণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের প্রতি টনে ৮৫ পাউণ্ড করিয়া লবণ ভুল; কিন্তু মরুসাগরের একটনে ১৮৭ পাউণ্ড লবণ হইয়াছে।

ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের ফাইরো দ্বীপের অধিবাসীগণকে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য তথাকার "জল-

বৃক্ষ" নামক এক অদ্ভুত বৃক্ষের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বৃক্ষ সততই একখণ্ড মেঘে বেষ্টিত থাকে; বৃক্ষের গুণে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয় এবং বৃক্ষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। এই বৃক্ষ ব্যতীত উক্ত দ্বীপে আর কোন জলাশয় নাই সুতরাং দ্বীপবাসীরা ঐ বৃক্ষনির্গত জলপান করিয়া এবং উহার ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

সীমান্ত প্রদেশ হইতে বার্লিন নগরে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পূর্ণ একটী লৌহ নল প্রেরিত হইয়াছিল। উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু অপহৃত হয় এবং নলটী বালুকা পূর্ণ হইয়া বার্লিনে আইসে। রসায়ন তত্ত্বজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদয় ষ্টেসনের বালুকা পরীক্ষা করিয়া কোন্ ষ্টেসনের বালুকায় উহা পূর্ণ হইয়াছিল স্থির করেন এবং অনুসন্ধানে চোর ধরা পড়ে।

ভারতবর্ষে রেলওয়ে ২০,৮০০ মাইল বিস্তৃত হইয়াছে, প্রতি বৎসর যাত্রী সংখ্যা ১৬ কোটী, প্রেরিত দ্রব্যাদির ওজন ৩ কোটী ২০ লক্ষ টন। এক টনে ২৮ মণ।

সুপ্তাবস্থায় মস্তিষ্কের উপরিভাগ বিবর্ণ হইয়া যায় কিন্তু জাগরিত হইলেই আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তাভাবই এই বর্ণবিকৃতির কারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইটালী দেশীয় জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একটী শয্যায় একটী লোককে শয়ান করাইয়া, দেখিয়াছেন লোকটী ঘুমাইলে তাহার উপরার্দ্ধ উর্দ্ধে উত্থিত ও নিম্নার্দ্ধ অবনমিত হইয়া থাকে; কিন্তু জাগরিত হইলেই আবার সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে লোক ঘুমাইলে তাহার মস্তিষ্ক হইতে রক্ত চলিয়া আসে আর জাগিলেই আবার মস্তিষ্কে রক্ত প্রত্যাবর্ত্তন করে।

জনৈক বৈজ্ঞানিক চিনি হইতে আলোক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আলোকের সাহায্যে তিনি কতিপয় ফটোগ্রাফও তুলিয়াছেন। সাধারণ ফটোগ্রাফের ন্যায় পরিষ্কার না হইলেও এই গুলি বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি চিনি দুই ঘণ্টা কাল প্রখর সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তৎপর একটী অন্ধকার ঘরে আনিবা মাত্র তাহা হইতে অতি ক্ষীণ আলোক বিনির্গত হইতে লাগিল, কয়েক মিনিট পরে আলোক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই আলোক প্রায় ২০ মিনিট কাল ছিল। তিনি আরো বলিয়াছেন এইরূপে এক বস্তা চিনি দিয়া ঐ সময়ের জন্য একখানা ছোট খাট ঘর বেশ আলোকিত করা যায়।

ফ্রান্সে একপ্রকার জলজ গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ কাগজ এত স্বচ্ছ যে উহা কাচের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

দৈনিক সংবাদপত্র গুলি যে কেবল এক ভাষাতেই প্রকাশিত হয় তাহা নহে। কোন কোন পত্রের প্রতি সংখ্যাই দুই কি ততোধিক ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। সর্ব্ব শুদ্ধ সংবাদ পত্রগুলিতে ৮১ রকম ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমেরিকার মেক্সিকোতে এক রকম ক্ষুদ্র পক্ষী পাওয়া যায় তাহার ডিম্ব সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ডিম্ব একটী আলপিনের মাথা হইতে অধিক বড় নহে।

স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায়।

(উদ্ধৃত)

শ্রুতিলিখনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্রদিগের অন্যমনস্কতা দূর করা এবং অভিনিবেশ দৃঢ় করা। তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে।

প্রথমে ছাত্রদিগের মানসিক ক্ষমতা বুঝিয়া কয়েকটী শব্দ একবার মাত্র বলিয়া দিতে হইবে। ছাত্রেরা যেন বুঝিতে পারে যে, একবারে অধিক কখনই বলা হইবে না। তাহা হইলে তাহারা উৎকর্ণ এবং একাগ্রমনা হইয়া থাকিবে। যেসকল ছাত্রের প্রথমে লিখিতে ভুল হয়, তাহারা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য আরও চেষ্টা করিবে। পরে শব্দ সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই রূপ করিতে করিতে ক্রমে শ্রুতিলিখন ক্ষমতা যতই বাড়িবে, ততই অধিক শব্দ লিখিতে দিবে। অবশেষে অনেকগুলি বাক্যও সেইরূপে একবার মাত্র বলিয়া দিয়া লেখাইবে। এইরূপে অভ্যাস করিলে স্মৃতি এবং শ্রুতির এতই বিকাশ হইবে যে, কোন গায়কের গান বা বক্তার বক্তৃতা একবার মাত্র শুনিয়াই পুনরাবৃত্তি করিতে পারা যাইবে।

যখনই কোন কার্য্য করিবে, তখন অনন্যমনা হইয়া তাহা করিবে। এইরূপে কার্য্য করিবার অভ্যাসের ফল বড় মঙ্গলদায়ক। ইহাতে মনের একাগ্রতা জন্মে, সুতরাং স্মরণশক্তির বৃদ্ধি হয়।

নিম্নে স্মৃতিশক্তি নাশের কয়েকটী সহজ উপায় কথিত হইল।

১। বাল্যকালে বিবাহ করিবে।

২। অবৈধ উপায়ে শরীর ক্ষয় করিবে।

৩। দিবারাত্রি অশান্তি এবং কলহের মধ্যে বাস করিবে।

৪। অধিক পরিমাণে অম্ল এবং ঝাল খাইবে।

৫। ভোজন করিবার সময়ে আকণ্ঠ ভোজন করিবে।

৬। কর্ত্তব্য কার্য্য ফেলিয়া রাখিতে পারিলে কখনই করিবে না।

৭। পঠিত, শ্রুত বা দৃষ্ট বিষয়ের চিন্তাকে কখনই মনোমধ্যে স্থান দিবে না।

৮। আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিবে এবং খুব ধার কর্জ্জ করিবে।

৯। দুগ্ধ এবং ঘৃতের ব্যবহার ছাড়িয়া দিবে।

১০। সমস্ত রাত্রি জাগিবে এবং দিনে ঘুমাইবে।

১১। সর্ব্বদা কেবল সংবাদপত্রই পড়িবে।

১২। বাচালতা দ্বারা কিসে লোককে হাসাইতে পারা যায় সর্ব্বদা সেই চিন্তাই করিবে।

(এডুকেশন গেজেট)

মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য, ১৯০০,

ক—মধ্যইংরেজী পরীক্ষা:—

১। ভাষা—১৯০০ অব্দের পরীক্ষার জন্য ভাষা বিষয়ে নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে: —

অ—ইংরেজী ভাষা (পূর্ণ সংখ্যা ১৫০); প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড—

For all the circles.

Middle class Reader, by Babu Brindaban Dhar, (4th Edition) the whole book—

English Grammar—

To be confined to (*a*) Parts of speech, (*b*) Simple rules of syntax, (*c*) parsing; composition to consist of translations from vernacular to English and *Vice Versa*

আ—বাঙ্গলাভাষা (পূর্ণ সংখ্যা ১৫০); প্রশ্নের কাগজ এক খণ্ড—

প্রেসিডেন্সি, ছোটনাগপুর, বর্দ্ধমান এবং ভাগলপুর চক্রের জন্য—

গদ্য—উপদেশ ও শিক্ষা, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত কৃত (তৃতীয় সংস্করণ) ১১৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

পদ্য—কবিতালহরী বাবু তারাপ্রসন্ন রায় কৃত (তৃতীয় সংস্করণ)২, ৩, ৪, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৬ ও ২৭ পাঠ বাদ দিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গ, রাজসাহী এবং পাটনা চক্রের জন্য—

গদ্য—প্রবন্ধরত্ন তৃতীয়ভাগ বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত (প্রথম সংস্করণ, ২, ৫, ৬ ও ৮ পাঠ বাদ দিয়া।

পদ্য—কবিতাকুসুম, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় কৃত (প্রথম সংস্করণ) ৯, ১২, ১৫, ২০ পাঠ বাদ দিয়া।

সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নে, প্রবন্ধ লিখন ও রচনা বিষয়ক প্রশ্ন ও থাকিবে।

বাঙ্গলাব্যাকরণ—বাঙ্গলা লিখিবার জন্য যতদূর আবশ্যক (যথা—সন্ধি, তদ্ধিত, কৃৎ, সমাস, কারক, স্ত্রীত্ব); রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের অধিকাংশেই কোনও পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের তত্ত্বধায়কেরা ১৮৯৫ সনের ২৪শে অক্টোবর তারিখের তালিকার ও ১৮৯৬ সনের ২৭শে নবেম্বর প্রকাশিত উহারই অতিরিক্ত তালিকার বহির্ভূত পুস্তক পড়াইতে পারিবেন না। সাহায্য প্রাপ্ত হউক বা নাই হউক যে সকল বিদ্যালয়ে হইতে ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দিবে সেই সকল বিদ্যালয়ে ঐ তালিকার বহির্ভূত কোনও পুস্তকের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ।

২। ইতিহাস এবং ভূগোল (পূর্ণ সংখ্যা ১৫০); প্রশ্নের কাগজ ২ খণ্ড—

ইতিহাস (৫০)—ভারতবর্ষের ইতিহাস; হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ শাসন কাল, বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞান।

ভূগোল (১০০)—(ক) পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের বিশেষ জ্ঞান; (খ) প্রাকৃতিক ভূগোল, পৃথিবীর আকার ও পরিমাণ; দিবা রাত্রি; ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ; বায়ু ও বায়ুর উষ্ণতা ও শৈত্য; বায়ু প্রবাহের কারণ; বাষ্প, শিশির, কুজ্ঝটিকা, মেঘও বৃষ্টি; শিলাবৃষ্টি ও তুষার; উৎস, সরিৎ ও নদী, তাহাদের উৎপত্তি ও কার্য্য; বদ্বীপের সৃষ্টি।

৩। পাটীগণিত (পূর্ণ সংখ্যা ১৫০—ইউরোপীয় পাটীগণিত ১০০, দেশীয় অর্থাৎ শুভঙ্করী ৫০) প্রশ্নের কাগজ এক খণ্ড—

সরল চারি নিয়ম ও মিশ্র চারি নিয়ম; মুদ্রা, দ্রব্যাদির ওজন ও পরিমাণ, এবং ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় সচরাচর প্রচলিত অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী এবং তৎসম্বন্ধীয় দেশীয় ধারাপাত, লঘুকরণ, দ্রব্যাদির মূল্য ও প্রাপ্য বেতনের হিসাব; সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ; ত্রৈরাশিক, সাঙ্কেতিক; কুসীদ ব্যবহার; ডিস্কৌণ্ট; বর্গ পরিমাণ, আড়গুণন, এবং ঐকিক নিয়ম; কাঠাকালী, বিঘাকালী, বৎসর মাহিনা ও মাস মাহিনা সম্বন্ধীয় শুভঙ্করের নিয়ম; মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে সহজ সহজ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ গুণন ও ভাগহার সমাধান।

৪। জ্যামিতি (পূর্ণ সংখ্যা ৫০); প্রশ্নের কাগজ একখণ্ড—

ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্রথম অধ্যায়, , সহজ সহজ অনুশীলনী সমেত; পরিমিতির সহজ সহজ প্রশ্ন যাহা জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের সাহায্যে সমাধান করা যাইতে পারে।

৫। বিজ্ঞান (পূর্ণ সংখ্যা ১০০); প্রশ্নের কাগজ একখণ্ড—

(অ) সরল পদার্থবিদ্যা—

১। জড় পদার্থের গুণ।

২। শক্তি অর্থাৎ বল—শক্তির লক্ষণ অর্থাৎ বল কাহাকে বলে; আণবিক আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ (ভারকেন্দ্র; বিবিধ সাম্যভাব বা সাম্যাবস্থা; তুলাদণ্ড)।

৩। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় পদার্থের গুণ—

(ক) কঠিন পদার্থের গুণ।

(খ) দ্রব পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—চাপ সঞ্চালকতা বা চাপের সমতা, পাস্কেলের নিয়ম; ঊর্দ্ধ ও নিম্ন চাপ; তরল বা দ্রব পদার্থের সাম্যাবস্থা; তরল পদার্থের উপরিভাগ বা পৃষ্ঠ দেশের সমোচ্চতা বা সমতলতা।

তরল পদার্থের উদ্ভাসিতা বা উদ্ভাসিনী শক্তি, আর্কিমিডিসের নিয়ম, জলে ভাসমানতা; আপেক্ষিক গুরুত্ব।

(গ) বায়বীয় পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—বায়বীয় পদার্থের চাপ; বায়ুমণ্ডলের চাপ; বায়ুমান যন্ত্র (টরিসেলির পরীক্ষা); বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র; জল তোলা কল; সাইফন বা বক্রনালী।

৪। তাপ দ্রব্য তাপের কার্য্য—

তাপের প্রকৃতি।

প্রাকৃতিক কার্য্য—সাধারণতঃ পদার্থের বিস্তৃতি বা প্রসারণ; উষ্ণতামান বা সাধারণ তাপমান যন্ত্র (পারদ পূর্ণ।)

কঠিন দ্রব্যের বিস্তৃতি বা প্রসারণ।

তরল দ্রব্যের প্রসারণ,—জলের সর্ব্বাধিক ঘনত্ব; পরিবাহন স্রোত।

বায়বীয় পদার্থের বিস্তৃতি।

অবস্থা পরিবর্ত্তন—

দ্রবণ, ইহার নিয়ম; প্রচ্ছন্নতাপ; কঠিনাকার ধারণ;

স্ফুটন (ফুটন) এবং বাষ্পীভবন:—চাপের ক্ষমতা; জলীয় বাষ্পের প্রচ্ছন্নতাপ; বাষ্পীভবন জনিতশৈত্য।

রাসায়নিক যোগ জনিত উত্তাপ (যথা দহন কার্য্য)। পরিচালন; পরিবাহন; বিকীরণ।

(ক) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান—রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত স্বাস্থ্যরক্ষা।

খ। মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষা—ইংবেজী সাহিত্য ও ইংরেজী ব্যাকরণ ব্যতীত মধ্যইংরেজী পরীক্ষার আর আর সমস্ত বিষয়।

গ। মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা বালিকাদিগের জন্য—বালিকা পরীক্ষার্থীনীরা ইচ্ছা করিলে, জ্যামিতি (পরিমিতি সমেত) এবং পদার্থ বিদ্যার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে।

(ঘ) পিরাণ পায়জামা ও চাপকান কাটা ও প্রস্তুত করা।

(২) বুনন, রিপুকরা ও ফুলতোলা।

সাধারণ মন্তব্য। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের স্থান গুলির নাম ইংরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিলে প্রাপ্ত নম্বরের উপর শতকরা দশ নম্বর পর্য্যন্ত অধিক দেওয়া যাইবে।

সংবাদ।

স্কটলণ্ডে গড়ে প্রতি চল্লিশ জন ছাত্রকে এবং জর্ম্মেনিতে প্রতি দশ জন ছাত্রকে এক এক জন শিক্ষকে পড়াইয়া থাকেন।

এবার ব্রজমোহন দত্তের প্রাইজের রচনার বিষয় "নারীগণের লজ্জাই প্রধান ভূষণ এবং পতিসেবাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।" রচনা বাঙ্গলা কি সংস্কৃতে লিখিত হইবে। আগামী ২১ এ মার্চ্চের পূর্ব্বে সেণ্ট্রেলটেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর সম্পাদকের নিকট পৌছা আবশ্যক।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে যাহারা ভর্ত্তি হইতে আবেদন করিবে, তাহাদিগকে আবেদন পত্র সহ এক টাকা ফি দাখিল করিতে হইবে। এই টাকা আর ফেরত দেওয়া যাইবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফিস্ ৮ টাকা স্থলে ১০ টাকা হইল। এপ্রেণ্টিস্ বিভাগে ৩ টাকা করিয়া ফিস্ দিতে হইবে। এই সকল নিয়ম ১৮৯৯ সনের জুন মাসে কি তৎপর যাহারা ভর্ত্তি হইবে তাহাদের জন্য হইয়াছে। পুরাতন ছাত্রগণ পূর্ব্ব নিয়মের সুবিধা ভোগ করিবেন।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা ও পরীক্ষা উভয় কার্য্যই সম্পাদন করে। একমাত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ই আমাদের দেশীয়; বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ন্যায় কেবল পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষার্থ বিশ্ব বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি বোম্বে নিবাসী জেমসেট্‌জি নাসের্‌বান্‌জি টাটা তদ্রূপ একটী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ শুনা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রবিজ্ঞান ও ব্যবহৃত রসায়ন শাস্ত্রের নূতন আবিষ্ক্রিয়া সমূহের শিক্ষা দান হইবে। নির্দ্দিষ্ট কাল বিদ্যালয়ে থাকিয়া যাঁহারা শিক্ষালাভ করিবেন তাঁহারা সকলেই নিদর্শন পত্র (ডিপ্লোমা) প্রাপ্ত হইবেন। এদেশে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী বাবু গিরীন্দ্র নাথ বসু কলিকাতাস্থ মুক ও বধির বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণার্থ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি এই বিদ্যালয়ে আরো পাঁচ শত টাকা দিয়াছিলেন।

পোলিসের সব ইনিস্পেক্টরি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৯ এ ও ২০ এ গৃহীত হইবে। পরীক্ষা কলিকাতা সিনেট হাউসে, বাঁকিপুরে, ঢাকায় ও কটকে হইবে।

মুঙ্গেরে একটী কালেজ স্থাপনার্থ রায় লক্ষ্মী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর সাত শত টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পেরির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বাধিক। উহাতে ১১০৯০ জন ছাত্র গত বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছে।

বরিশালের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিটসনবেল সাহেব তত্রত্য মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটী হোষ্টেল করিয়াছেন। উহার পাকা বাড়ী নির্ম্মাণার্থ তিনি তত্রত্য প্রধান মৌলবীর সাহায্যে প্রতি মুসলমান পরিবার হইতে এক পয়সা করিয়া ৩ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবেন। এতদ্ভিন্ন আরো তিন হাজার টাকা চাঁদা হওয়ার সম্ভাবনা। বেল সাহেব ৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা দান করিবেন। এই দশ হাজার টাকা দিয়া হোষ্টেলের পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইবে। ঢাকার নবাব হোষ্টেলের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন।

কলিকাতার অধ্যাপক এম, এন্ চাটার্জি, এম, আর, এ, এস বোষ্টন নগরের মেটাফিজিকেল ক্লাবে দর্শনশাস্ত্রে কতিপয় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম অধ্যয়ন সম্মিলনীর সম্পাদক নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবাব সার আসানুল্লা বাহাদুর
কে, সি, এম, আই ২৫৲
কবিবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র
একখণ্ড প্রেমানন্দ কাব্য সংগ্রহ।
শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাদাস শীল ... ৫৲
,, ,, নবীনচন্দ্র দাস ... ৪৲
,, ,, রমেশচন্দ্র সেন বি, এল ... ২৲
,, ,, রাজেশ্বর গুপ্ত ... ২৲
মিঃ এন, মিত্র ... ... ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় এম, এ ... ১৲
,, ,, অবিনাশচন্দ্র বানার্জি বি, এ ১৲
,, ,, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস উকিল ... ১৲

গবর্ণমেণ্টের আদেশে কয়েক দিন হইল, বাঙ্গলা পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিবার জন্য এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব সেই কমিটির সভাপতি আর ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু রসময় মিত্র, বাবু বরদাপ্রসাদ ঘোষ, রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও মিঃ হেভেল প্রভৃতি কয়েকজন তাহার সভ্য। নিম্নপ্রাইমেরী, উচ্চ-প্রাইমেরী ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সাহিত্য পুস্তকে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রবন্ধ থাকিবে, ইঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এই রূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে, সাহিত্য পুস্তকে কৃষিবিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিবে। ছাত্রেরা যাহাতে কোন যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত ঘরে বসিয়া ঐ সকল বিদ্যা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার উপায় করা হইবে। প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা হইবে। যাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ ক্রয় করা হইবে। সেই সকল প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পাঠ্য-পুস্তক প্রস্তুত করা হইবে। অল্প মূল্যে তাহা ছাত্রদের নিকট বিক্রয় করা হইবে।

সমালোচনা।

চট্টগ্রামের ইতিহাস—বাবু তারকচন্দ্র দাস প্রণীত। চট্টগ্রাম, সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ॥০ আনা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন গ্রন্থারম্ভে "পূর্ব্ব স্মৃতি" লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে ইতিহাস না বলিয়া ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। ভাষা পরিমার্জ্জিত, পড়িতে পড়িতে নভেলের ভাষা মনে হয়। বই খান তীর্থ দর্শনার্থীদের পথ প্রদর্শক হইয়াছে। চট্টগ্রামের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। লোক-কীর্ত্তির অধ্যায়টী আরো বড় হইলে ভাল হইত। চট্টগ্রামে অনেক পুরাতন বাঙ্গলা গ্রন্থ আছে সে সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকিলে উহার উপাদেয়ত্ব আরো বৃদ্ধি হইত। ইতিহাস বিষয়ে চট্টগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গে সৌভাগ্যশালী। হণ্টার সাহেবের Statistical Report ব্যতীত ও কাপ্তানলুইন "History of Hill Tracts, কটন সাহেব Revenue History of Chittagong এবং এণ্ডার্সন সাহেব "Chittagong Proverbs, লিখিয়া চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক উপকরণ রাখিয়াছেন।

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। | কার্ত্তিক, ১৩০৫। অক্টোবর, ১৮৯৮। | ৭ম সংখ্যা।

নানাকথা।

সুসন্তান—প্রত্যেক পিতা মাতা হইতে পৃথিবী সুস্থ, সবল, শিক্ষিত ও নীতি পরায়ণ পুত্র-কন্যা প্রত্যাশা করেন।

আকাশ প্রদীপ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন "তুলায়াং তিল তৈলেন সায়ং সন্ধ্যা সমাগমে। আকাশ-দীপং যো দদ্যাৎ মাসমেকং নিরন্তরম্।" কার্ত্তিক মাস ভরিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাগমে তিলতৈলে আকাশ প্রদীপ দান করিবে। কার্ত্তিক মাস বর্ষান্ত কাল, এইকালে নদীমাতৃক দেশে পথঘাট বন্ধ, জল পথ বন্ধ; প্রবল বর্ষাপ্লাবনে স্থল পথ অচিহ্নিত, জলকর্দ্দমপূর্ণ এবং কণ্টক ও জঙ্গলাবৃত। এই সময়ে রাত্রিকালে পথ ঘাট দিয়া পথিকের চলা অসম্ভব। এই দুর্গম নৈশান্ধকারে যিনি পথিকের পথবিঘ্ন দূরীকরণ মানসে আকাশপ্রদীপ দান করেন তিনি নিশ্চিতই পুণ্য লাভ করেন। আকাশপ্রদীপের আর এক মাহাত্ম্য—বর্ষান্ত বলিয়া কার্ত্তিক মাসে নানা পোকা ও জঙ্গল পচিয়া অসংখ্য কীটের জন্ম দান করে। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে দুরিতাংশ প্রবল বর্ষা স্রোতে বিধৌত হইয়া যায় বলিয়া সেরূপ কীট জন্মিতে পারে না। এই অসংখ্য কীট আকাশ প্রদীপের ধারে ধারে বিচরণ করে। তজ্জন্য গৃহস্থ মাত্রেরই নৈশ পাক, আহার, পান, শয়ন প্রভৃতি কার্য্যে সুবিধা হইয়া থাকে।

নির্ব্বাচন পরীক্ষা—এই পরীক্ষা দিয়া যে সকল ছাত্র নিয়মিত পরীক্ষা দানে অকৃতকার্য্য হয়, বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় তাহাদের নিদর্শন পত্র বা সার্টিফিকেটে "নির্ব্বাচন পরীক্ষা দিয়াছিল।" এই কথা লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কালেজের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে সেরূপ লিখিয়া দেওয়ার বিধান আছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ও তদনুসরণ করা বিধেয়। নচেৎ অনেক ছাত্র নির্ব্বাচন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া প্রাইভেট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া থাকে। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায়, ছয় মাসের মধ্যে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিলে প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু মধ্য বৃত্তি পরীক্ষায় তদ্রূপ কোন নিয়ম নাই বলিয়া নির্ব্বাচন পরীক্ষা প্রদান করিয়া ও অনেক ছাত্র প্রাইভেট রূপে পরীক্ষাদান করিয়া থাকে। কখন কখন শিক্ষকগণও ইহার সহায়তা করিয়া থাকেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় নিদর্শন পত্রে "নির্ব্বাচন পরীক্ষা দিয়াছিল।" সেরূপ লিখিত থাকিলে ওরূপ বিভ্রাট হইতে পারে না।

কে ছোট কে বড়—কেহ কেহ বড় বড় লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার আত্ম পরিচয়ের কথা, কখন বা বড় লোকেরা যে তাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে কথা বলিয়া সুখিত হন; এবং সমাজের সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করেন। লোকে তাহাকে এক জন বড় লোক মনে করিবে ইহাই তাহার সে সব কথা প্রচার করার উদ্দেশ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, অনেক লোক হইতে তিনি আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন। এবং তিনি যে সম্মানের কথা বলিতেছেন সে কথা স্বমুখে না বলিলে তাহার স্বভাবে তাহা প্রকৃত বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না। প্রকৃত অভিমানী বড় লোক যিনি, তিনি, লোকে যত কেন সম্মান তাঁহাকে প্রদান করুক না, সমুদয়ই আত্মগুণের তুলনায় অতি সামান্য দেখিয়া থাকেন। এই জন্য তিনি সে সব কথা মুখে আনেন না।

চাটুবাদের জন্মান্তর—জীবের জন্মান্তর শাস্ত্রের কথা, অনেকেই জানেন। কিন্তু ভাবের যে জন্মান্তর হয় তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। আমি বলি, যুগযুগান্তরে ভাবের ও জন্মান্তর হয়। জন্মান্তরের অর্থ রূপপরিবর্ত্তন; একভাবই যদি যুগান্তরে অন্যরূপে প্রকাশিত হয়, তবেই তাহার জন্মান্তর বলা যাইতে পারে। চাটুবাদের ও জন্মান্তর হইয়াছে! "জল কাত" একটা কথা আমরা চাটুবাদের ব্যাখ্যায় শুনিয়াছি। রাজা বলিলেন "জল কাত" আর সকলেই তাহাতে সায় দিয়া চাটুবাদের পরামূর্ত্তি দেখাইলেন। প্রশংসা বাদ গাইয়া চাটুক্তি করা এখন "মোটা ভাত, মোটা কাপড়" এর শ্রেণীতে পড়িয়াছে। চাটুপ্রিয়ের বুদ্ধির প্রখরতা বাড়িতেছে, চাটুবাদেরও সূক্ষ্ম রূপ প্রকাশিত হইতেছে। পরের মনস্তুষ্টির জন্য অকালে, অস্থানে সত্য কথা বলিলেও তাহা চাটুবাদ হয়। সম্মুখে চাটুবাদ করিলে এখন অনেকেই বুঝিতে পারে, চাটুবাদ এখন মুখ হইতে সংবাদকাগজে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে, কথা ছাড়িয়া কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে! অনেকে কর্ত্তা কোন্ কাজ করিলে সুখী হইবেন অন্বেষণ করিয়া আত্মবলিদানেও তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে। আত্মমত লুকাইয়া ঘ্রাণে কর্ত্তার মত জানিয়া তাহারই পক্ষ পোষণ করে। চাটুবাদের ব্যবসায় অনেকেই করে; করিলেও, সকলেই জানে উহা নীচ ব্যবসায়।

গ্রীষ্মের পাখী—কার্ত্তিক মাসে আকাশ পথে দলে দলে পাখী উত্তর হইতে দক্ষিণে যায়। মহাকবি কালিদাস এই সকল পাখীর দলকে "অন্তস্তাং তোরণ সৃজম্" বলিয়াছেন। সূর্য্যদেব দক্ষিণগামী হইয়াছেন, উত্তরে শীত আরম্ভ হইয়াছে। তাই গ্রীষ্মের অঙ্ক-লালিত পাখীরা গ্রীষ্ম লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিয়াছে। আবার মাঘ মাসে সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা উত্তরদিকে ছুটিবে।

ব্রহ্মচারী।

[আহ্নিক কৃত্য।]

১। আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে জাগরিত হই।

২। শয্যায় বসিয়া ঈশ্বরের একটী স্তুতি গান ও নাম কীর্ত্তন করি। শাক্য, গৌর, ঈশা, মহম্মদ, প্রভৃতি মহাজনদের নাম লইয়া সুপ্রভাত কামনা করি।

৩। গুরুজন নিকটে থাকিলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। দূরে থাকিলে, ভক্তিভাবে নাম গ্রহণ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করি; নিকটস্থ ভাই ভগ্নীদিগকে আদর সম্ভাষণ করি। পরিবারস্থ সকলের শুভ ইচ্ছা আমার মনে নববল বিধান করে।

৪। শয্যা উত্তোলন করি; মল মূত্র ত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করি। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া শুচি হই। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাগানে যাই, কয়েকটী ফুল ও টাট্‌কা পাতা উঠাইয়া একখান প্লেটে করিয়া টেবিলের উপরে রাখি।

৫। স্নানান্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত হই। আহারের ১৫ মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করি। দশটার সময় আমার মধ্যাহ্ন আহারের সময়।

৬। আহারের সময় আমি কখন ও গুরুতর চিন্তা করি না। শোকে, দুঃখে, ক্রোধে কি ভয়ে অভিভূত হইলে আমি আহার করি না। অত্যন্ত আনন্দিত হইলেও আহার করিবার নিয়ম নাই; বস্তুতঃ অতি শান্ত ও পবিত্র ভাবে আমি আহার পান করিয়া থাকি।

৭। দুচারি জন একত্রে আহারে বসিলে পরস্পর খোস্ গল্প ও মিষ্ট আলাপ করিয়া থাকি।

৮। আহারান্তে ভালরূপে আচমন করিয়া মুখ শুদ্ধি করি। এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বিদ্যালয়ে যাই।

৯। কখন ও আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিটের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে যাই না।

১০। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া আমি হাত মুখ ধুই এবং কিছু আহার করি। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া দা, কোদালী ও ছোট খন্তী লইয়া বাগানে যাই; এক ঘণ্টা বাগানের কাজ করি।

১১। কোন দিন বাগানে কাজ না থাকিলে নদীতীরে কি পাহাড়ের উপরে, কি প্রান্তরে বেড়াইতে যাই। যাইবার সময় দু এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসি।

১২। যে দিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে অনেক সময় থাকে, সে দিন যাহা কিছু লিখিবার (অঙ্ক, হস্তলিপি প্রভৃতি) সমুদয় লিখিয়া বাগানের কাজে কি বেড়াইতে যাই।

২৩। সন্ধ্যাকালে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পড়িতে বসি; আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করি।

১৪। আহারান্তে ১৫ মিনিট কাল খোস্ গল্প করিয়া সময় থাকিলে, পড়িতে যাই।

১৫। আমি রাত্রি দশটার সময় শয়ন করি। আমি দিবানিদ্রা যাই না। পরীক্ষার দু মাস পূর্ব্বে ১১টার সময় নিদ্রা যাই।

১৬। শীতকালে কখন আগ রাত্রে শয়ন করিলে শেষ রাত্রে উঠিয়া পড়ি। আমি ৬। ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাই।

১৭। আমি শয়নের পূর্ব্বে কখন কখন, পর দিবস কিরূপ অধ্যয়ন করিব তাহা, আমার ডায়েরিতে লিখিয়া রাখি। এবং পর দিন সেই রূপ অধ্যয়ন করি।

১৮। আমি শয়ন কালে দিবসের সমুদয় কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে বলিয়া ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

[আহার পান]

১। আমার আহার সাত্ত্বিক ও সামান্য।

২। আমি ফল মূল আহার করিতে ভাল বাসি; শুদ্ধচিত্তে যখনকার যে সকল খাইয়া থাকি।

৩। বিশুদ্ধজল আমার পানীয়, আমি সুরা রিষ পান করি না। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবা করি না; আমি তামাক খাই না, চুরুট খাই না, নস্য গ্রহণ করি না। কেহ সমাদর পূর্ব্বক উহার কিছু আমাকে দিলে, আমি ভদ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করি। আমি মাদক দ্রব্য সেবন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

৪। আমি আহার পান শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও অধ্যয়নের জন্য করি, ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিতে করি না।

৫। আমার আহারের স্থান পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত। সে স্থান ও অন্ন পান দেখিলেই আমার চিত্তে শুদ্ধতা আইসে।

৬। আমি প্রতিদিন যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকি। সাধ্যমতে তাহার অন্যথা করি না।

৭। আমি ক্রোধে উত্তেজিত, শোকে দুঃখে ভয়ে বা ঘৃণায় অভিভূত হইলে অন্ন গ্রহণ করি না। আমি গভীর চিন্তাকুল হৃদয়ে বা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আহার করি না।

৮। আমি প্রতিদিন উষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন আহার করি।

৯। পর্য্যুসিত অন্ন ব্যঞ্জন আমি কখনও আহার করি না।

১০। আমি অধিক মরিচ কি অধিক মসল্লা খাই না। আমাদের ব্যঞ্জনাদিতে মসল্লা অতি অল্প পরিমাণে দেওয়া হয়।

১১। নষ্ট বা বিকৃত খাদ্য দ্রব্য আমি গ্রহণ করি না।

১২। আমার খাওয়ার দ্রব্য অতি সামান্য। প্রাতে বারুণ সহযোগে ছোলা, আদা, বৈকালে মুড়ি বা তদ্রূপ সামান্য অথচ রুচিকর খাদ্য ভালবাসি। গুরুপাক মিঠাই প্রভৃতি অতি অল্পই আমি আহার করি।

১৩। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে আহার পান গ্রহণ করিয়া থাকি।

১৪। আমি শুদ্ধ হৃদয়ে অন্নদাতা ভগবানের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আহারে প্রবৃত্ত হই। এবং আহারান্তে পূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করি। আহারে আমার পুণ্য বৃদ্ধি হয়।

১৫। "অতএব কি আহার, কি পান সমুদয়ই তাঁহার গৌরব প্রীত্যর্থ সম্পাদন কর।" এই মোহন মন্ত্র আমার বড় ভাল লাগে।

[শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য]

১। আমার ঘর শ্রীঘর—লক্ষ্মীর আবাস।

২। আমি সর্ব্বপ্রকার বাহাড়ম্বরের শত্রু, কিন্তু পারিপাট্য ভালবাসি।

৩। আমার যা কিছু সামান্য জিনিস আছে পরিপাটীরূপে সজ্জিত করিয়া রাখি। কেবল সুন্দর দেখাবে বলিয়া দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখি না।

৪। আমি পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য বিষয়ে ইউরোপীয় রীতির বিশেষ সমাদরও অনুসরণ করি।

৫। আমি অপ্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখি না; প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য আমি গৃহে রাখি না।

৬। অব্যবহার্য্য বস্তু জমা করিয়া আমি বস্তুমমতার পরিচয় দিই না। যখন তখন সে সকল নষ্ট করিয়া ফেলি অথবা অন্যরূপে কাজে লাগাই।

৭। ঈশ্বর প্রীতির পরেই পরিচ্ছন্নতার আসন। আমি মলিন বস্ত্র ও মলিন দ্রব্য ব্যবহার করি না।

৮। আমার প্রত্যেক বস্তুরই স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যে বস্তু যেখানে থাকিবে সেই বস্তু সেই খানেই রাখিয়া থাকি। একের জায়গায় অন্য বস্তু রাখিনা।

৯। আমার ঘরে দ্রব্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্যবহারের পরে সেই বস্তু যথাস্থানে রাখিয়া দিই।

১০। দ্রব্যাদি রাখিবার সময়েই যথাসম্ভব সে সকল পুনঃ ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া রাখি।

১১। যে বস্তু যে ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছি সেই বস্তু দিয়া সেই কাজ করি। নিতান্ত বাধ্য না হইলে তাহার অপব্যবহার করি না। আমি উত্তরীয়কে পরিধেয় বস্ত্র করি না, পরিধান বস্ত্র দ্বারা গামোছার কার্য্য সমাধান করি না।

১২। সময়ে সময়ে গৃহ দ্রব্যাদি নূতন ভাবে স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীর নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করি।

অভ্যাস।

ঘনীভূত অভ্যাসের অপর নাম স্বভাব। হিতোপদেশ কর্ত্তা বিষ্ণু শর্ম্মা "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।" বলিয়া স্বভাবকে গুণগণের শিরে রাজসিংহাসনে বসাইয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর জ্ঞানবীর লর্ড বেকন অভ্যাসকে "মানবীয় কার্য্যতরণীর কর্ণধার" বলিয়াছেন। (but their deeds are after as they have been accustomed) বস্তুতঃ অভ্যাসই যে লোক চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনঃ পুনঃ কার্য্য করণ দ্বারা অভ্যাস এবং অভ্যাসের সমষ্টি করিলেই চরিত্র প্রতিভাত হয়। তুমি মুখে যাহা ইচ্ছা বল, যে প্রতিজ্ঞা ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার কার্য্যের নিয়ামক তোমার অভ্যাস। বচন ও বক্তৃতা শিক্ষার পরিচয় দান করে—কার্য্যের নহে; চিন্তাও ইচ্ছানুযায়ী, কার্য্যের কর্ণ তাহারও হস্তে থাকে না।

মানবচরিত্র কতগুলি অভ্যাসের গুচ্ছ। চরিত্র গঠনের জন্য শিশুকাল হইতেই স্থির লক্ষ্য রাখা বিধেয়। কাজেই কতক গুলি ভাল বিষয়ে যাহাতে অভ্যাস বদ্ধমূল হয় তাহারদিকে অভিভাবক বা শিক্ষকের বিশেষ তাক রাখিতে হয়।

কলে বল দিতে হয় এবং বলকে নিয়মিত ও করিতে হয়। শিশু ও একটা কলের পুতুল; বিশেষ এই, উহার নিজেরই বল প্রয়োগের শক্তি আছে, কিন্তু নিয়মিত করিবার শক্তি নাই। শিশুর বলকে নিয়মিত করা একটা গুরুতর কার্য্য। শিক্ষাদাতা সাধুকার্য্যের দিকে শিশুর বল প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। যথানিয়মে সেই কার্য্য বার বার করাতে উহা অভ্যাসে পরিণত হইবে।

সাধুকার্য্য নির্ব্বাচন করিতে "কার্য্যটী কেবল নির্দ্দোষ" হইলেই হইল না। অথবা "কার্য্য করিতে করিতে ভবিষ্যতে সাধুভাব প্রাপ্ত হইবে" ইহাও যথেষ্ট নয়। শিশুর ইচ্ছার গতি বিচারপূর্ব্বক সাধুকার্য্য স্থির করিতে পারিলে সোণায় সোহাগা হয়।

সাধুকার্য্যের আবার শ্রেণী বিভাগ আছে।

শিশুর কার্য্য, বালক কি যুবক কি প্রবীণের কার্য্য নয়। উহাদের কার্য্যের বোঝা শিশুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে শিশুত্ব বিনষ্ট হইবে, কখন বা ইচড়েই কাঁঠাল পাকিবে—একেবারে অখাদ্য হইবে।

শিশু আমোদের জিনিস, তরল স্বভাব, শিখিতে উন্মুখ—বীজ যেমন জননোন্মুখ। শিশুর পক্ষে নূতনের অভাব নাই, যাহা কিছু দেখে তাহাই নূতন ; নূতনের ব্যবহার শিখিতে চায়, তত্ত্বনির্ণয় করিতে হৃদয় প্রধাবিত হয়। কোন একটী বস্তু দেখিলে ধরে, গায় লাগায়, মুখে দেয়। এই সকল বিষয়ে শিশুকে শিক্ষাদাতার সাহায্য করিতে হয়। বস্তুটী একেবারে কাড়িয়া লইলে শিশুর দুঃখের সীমা থাকে না। এই রূপে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতির শক্তির পুনঃ পুনঃ পরিচালনা দ্বারা তত্তৎবিষয়ে পরিক্কতা জন্মে।

নাগরিক ও গ্রাম্য বালকে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বালকেরা নগরে পিঞ্জরাবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করে, গ্রামে কামচারী—যে খানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই জন্য গ্রাম্য বালকেরা প্রাকৃতিক বস্তুর তত্ত্ব অনেক জানে। ধান গাছে কত বড় তক্তা হয় ? ইহার উত্তরে নাগরবালকের মত হা করিয়া থাকে না। পক্ষান্তরে নগরের ছেলেরা হাতী, ঘোড়া, কল কারখানা, সাহেব সুবা কত দেখে ; পাড়াগেয়ে ছেলেরা উহাদের নামেই চমকে উঠে। নাগরিক ও গ্রাম্য স্বভাব আহার, পান, শয়ন, উপবেশন সকল বিষয়েই পৃথক। স্বভাব বা অভ্যাস গঠন করিতে হইলে, গ্রাম্য বালককে গ্রামের এবং নগরের ছেলেকে নগরের স্বভাবান্বিত করিতে হইবে।

শিশুকাল হইতে শৃঙ্খলা, দয়া, ভক্তির কার্য্য অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। প্রাতেও সায়ঙ্কালে ভগবানেরনাম, সাধু ও পণ্ডিতগণেরনাম, পূর্ব্ব পুরুষদের নাম অভ্যাস করাইলে ভক্তি, ভিক্ষা-দান, অর্থ-দান, বস্ত্র-দান প্রভৃতিতে দয়া, দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখাইলে শৃঙ্খলা শিক্ষা হয়। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিরও পরিচালনা হয়।

মন্দেরও ভাল আছে, ভালর ও মন্দ আছে। বিষ ও অমৃত হয় আবার অমৃতও কখন বিষ হইয়া থাকে। ভাল অভ্যাসের সমুদয়ই ভাল, কিন্তু উহার একটী দোষ এই যে, অভ্যাস যতই ঘনতর হইতে থাকে ততই উহাহইতে ভাব ভক্তি অন্তহিত হয়। চিরাভ্যস্ত কার্য্য লোক কলের মত করিয়া থাকে। উহাতে হৃদয়ের বল তেমন উপচিত হয় না। এই জন্য অভ্যস্ত কার্য্যও মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া লইতে হয় ; নচেৎ উহা একাদশী উপবাসের মত অকরণে প্রত্যবায় কিন্তু করণে তেমন কোন ফলশ্রুতি হয় না। ভিখারীকে ভিক্ষাদান হিন্দু সমাজের চিরন্তন প্রথা। কিন্তু ভিক্ষাদানকালে ভিখারীর সহিত সহানুভূতি অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। সুতরাং ভিক্ষাদানকালে দয়ার উদ্রেক না হওয়াতে ইহা সর্ব্বতোভাবে ফলপ্রদ হইতে পারিল না। অতএব অভ্যস্ত অনুষ্ঠানের সহিত যাহাতে ভাবযোগ থাকে তজ্জন্য অনুষ্ঠানটীকে প্রকারান্তর করিয়া লইতে হয়। ভিক্ষার নিয়ত ভাবরক্ষার্থ কখন বা তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে দাল, কখন বা কৌড়ি, কখন বা ভিখারীর অবস্থা শুনিয়া পরিমাণের নূনাধিক্য করিতে হয়। আহারে ভাবরক্ষার্থ আহার্য্য সামগ্রীরতো পরিবর্ত্তন করিতেই হয়, তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে উপবাস করাও মন্দ নয়। স্নানে দেহ শুদ্ধ হয়, এই জন্য কেহ কেহ মনে করে, চোখ বুজিয়া

জলে অবগাহন করিয়া উঠিলেই দেহশুদ্ধি হইল, গাত্র মার্জ্জন যে উহার মুখ্য কার্য্য তাহা আর মনে করে না। কার্য্য অভ্যস্ত হইলে প্রতিবারেই যাহাতে কার্য্যটী পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে অর্থাৎ উহাতে যেমন ইচ্ছা থাকিবে তেমনই ভাবও থাকিবে তদ্রূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভাবশূন্য কার্য্য উত্তম হইলেও মধ্যে মধ্যে রহিত করিয়া ভাব যোগের অবসর দান করা বিহিত।

ব্যাখ্যা করা।

যে পথ ঘাট কিছুই জানে না, জানে কেবল কোথায় আছে এবং কোথায় যাইবে, তাহার পক্ষে উদ্দেশ্য স্থানে উপস্থিত হওয়া চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ। সে ইহাকে এক বার,উহাকে একবার গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা করে, কখন বা নিকটে কখন বা দূরে চলিয়া যায়।

এক স্থানে যাইবার পাঁচটী পথ আছে ; যে চিনে সে পাঁচ পথের যে পথে ইচ্ছা যাইতে পারে। যে উহার মধ্যে দুটী কি তিনটী চিনে সেও পরিজ্ঞাত যে কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে। যদি কেহ একটী মাত্র পথ অবগত থাকে, লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইতে তাহাও যথেষ্ট।

কিন্তু যে কোন পথই চিনে না, তাহার গতাগতি আঁধারে ঢিল ছোড়া—নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতেও পারে, না যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। অনেকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আঁধারে ঢিল ছোড়ে, কোন পথ অবলম্বন করে না। যদি কেহ বলেন ব্যাখ্যা করিবার শত পথ আছে, তুমি যে পথ অবলম্বন করিলে আমি সে পথ অবম্বলন না করিলেই কি ব্যাখ্যা হইল না? আমি বলি, পথে গেলে যে পথে যাও লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইবে ; কিন্তু অপথে গেলে সে আশা কোথায় ? আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে, কেহ মাথা বেষ্টন করিয়া অন্ন গ্রাস মুখে দেয় না, যদি কেহ দেয় তাহাকে লোকে উপহাস করিবে ইহা আর বিচিত্র কি! লোকে বলিবে সে খাইতে জানে না।

ব্যাখ্যাকরার অর্থ—বুঝাইয়া দেওয়া। তুমি যদি আমার সমক্ষে থাক এবং কোন বিষয় বুঝাইয়া দিতে বল, তখন আমি একবার এরূপে, অন্যবার ওরূপে বুঝাইতে পারি। তুমি দশ বার "বুঝিলাম না" বলিলে, আমি একাদশ বার তোমাকে সে বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু তুমি যদি দূরে থাক, আমাকে কোন বিষয় লিখিয়া জিজ্ঞাসা কর এই বিষয়টী বুঝাইয়া দাও। তখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, তুমি কোন্ রূপে বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারিবে। আবার যদি তাহা তোমার বুঝিবার জন্য না হইয়া আমি বুঝিয়াছি কিনা তাহা পরীক্ষার্থ হয়, তাহা হইলে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয়।

পরীক্ষার প্রশ্নে কতকগুলি বুঝাইয়া দিতে বলা হয়, তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করা। তাপমান কাহাকে বলে ? গতি কাহাকে বলে ? প্রভৃতি প্রশ্নোত্তরে তাপমান ও গতি বুঝাইয়া দেওয়াই লক্ষ্য অর্থাৎ ঐ সকল স্থলেও তাপমান ও গতিরই ব্যাখ্যা করা হয়।

সচরাচর ভাষার প্রশ্নেই "ব্যাখ্যা কর।" প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তা বলিয়া যে অন্যত্র

উহার প্রয়োগ হয় না, বা হইতে পারে না তাহা নয়। বিশেষতঃ আজ কাল ভূগোল ইতিহাসের প্রশ্নের "ব্যাখা কর।" এর ব্যবহার দেখা যায়।

সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা এক নহে। গণিতের কোন প্রশ্নের ব্যাখ্যা অঙ্কের পাতন দ্বারা, ভূগোল বা বিজ্ঞানের কোন প্রশ্নের ব্যাখ্যা চিত্র অঙ্কিত করিয়া, ইতিহাসের কোন প্রশ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা দ্বারা বিশদ করিয়া বুঝাইতে হয়।

গণিতের প্রশ্নে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় ভগ্নাংশের ভাগহারের নিয়মটী ব্যাখ্যা কর; ইহার অর্থ, ঐ নিয়মটী অঙ্কের পাতন বা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

তদ্রূপ ভূগোলের প্রশ্নে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, জোয়ার ভাটা ব্যাখ্যা কর। তখন চিত্র দ্বারা জোয়ার ভাটা কেন হয়, দিনে কতবার হয়, উহার কারণ কি, কখন তেজ বাড়ে, কখন কমে ইত্যাদি বিষয় ও উহাদের কারণ বুঝাইয়া দিতে হয়।

সেইরূপ ইতিহাসের প্রশ্নে জিজিয়া বা চৌথ ব্যাখ্যা কর থাকিলে, জিজিয়া বা চৌথের বর্ণনা করিলেই উত্তর হয়।

সাহিত্য ব্যতীত অন্যত্র ব্যাখ্যা করার অর্থ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ও আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখা; যেখানে কারণ নাই সেখানে আদ্যোপান্ত সেই বিষয়ের বর্ণনা করিলেই ব্যাখ্যা করা হইল।

সাহিত্যের ব্যাখ্যা অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যার অনুরূপ নয়। কারণ অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে এমন কিছু লিখিতে হয়, যাহার বিন্দু বিসর্গও, যাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহাতে উল্লিখিত নাই।

সাহিত্যের প্রশ্নে কিছুর ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার কথা তাহা ভাষান্তরিত করা। যে ভাষায় লিখিত আছে তাহাকে সরল ভাষায় লিখা। ইংরেজী কি সংস্কৃতকে বাঙ্গলায় অনুবাদিত করিলে উহা ভাষান্তরিত হয়, কঠিন বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত বিষয়টী সরল বাঙ্গলায় লিখিলেও ভাষান্তরিত হইয়া থাকে।

সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতে যে অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে সে অংশটুকু একেবারে গিলিয়া, উহার সার অংশ টুকু আবার স্বীয় ভাষায় যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে হয়। একটী বীজকে কাণ্ড-শাখা-পল্লবময় বৃক্ষ করিয়া দেখাইতে হয়। কোথায় বা গুল্ম—ক্ষুদ্রবৃক্ষ, কোথায় বা দ্রুম—প্রকাণ্ড বৃক্ষ আঁকিতে হয়।

তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ ঠিক ব্যাখ্যারই বিপরীত। প্রথমস্থলে সকাণ্ড-শাখা-পল্লব বৃক্ষকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়া উহার বীজটী মাত্র দেখাইতে হয়; দ্বিতীয়স্থলে বীজ হইতে আপল্লব বৃক্ষের বর্ণনা করিতে হয়। ব্যাখ্যা শরীর, তাৎপর্য্য প্রাণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আঁধারে ঢিল ছোড়ে। উহার যে বিধিবদ্ধ কোন প্রণালী আছে জানে না, মানেও না। প্রতি বিষয়েই অনেক পথ আছে কিন্তু পথিককে যে কোন একটী পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। তাই সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিবার একটী আদর্শ নিম্নে প্রদান করিলাম।

১। সর্ব্ব প্রথমে ব্যাখ্যাতব্য পাঠটী যে গ্রন্থের, তাহার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

২। পূর্ব্বাভাস অর্থাৎ সমগ্র প্রবন্ধের সহিত উহার কি সম্বন্ধ সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দান।

৩। কঠিন কঠিন শব্দ গুলির সহজ প্রতিশব্দ বা অর্থ লিখা।

এই তিনটী প্রকৃত ব্যাখ্যার কোন অংশ নয়; তথাপি উহাদের উল্লেখ না করিলে ব্যাখ্যা সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় না।

ব্যাখ্যা করিতে—

(১) কোন বাক্যে উপমেয় ও উপমান থাকিলে প্রথমে উপমানের ব্যাখ্যা করিয়া পরে উপমানের ব্যাখ্যা করিতে হয়, সেই উপমানের সার্থকতা কি তাহাও প্রদর্শন করিতে হয়;

(২) দৃষ্টান্ত কি অর্থান্তর ন্যাস অথবা অন্য কোন অলঙ্কার থাকিলে অগ্রেই অপ্রস্তাবিত বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পরে প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবে;

(৩) কোন শব্দের দুই অর্থ হইলে তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, কোন শব্দ কোন বিশেষ কারণে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে;

(৪) কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তত্ত্ব থাকিলে সংক্ষেপে অথচ বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব থাকিলেও তদ্রূপ উহা প্রদর্শন করিতে হইবে;

(৫) দুঃখ শোক আনন্দ প্রভৃতির, অথবা কোন কার্য্য বা ঘটনার কারণ অনুক্ত থাকিলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে;

(৬) বিষয়টী মর্ম্মার্থ পরে দিলে ভাল হয়।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী পাঠ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

"পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীরনিধি-নন্দিনী সমান।
কিছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস কিসলয়,
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান।"

গ্রন্থের নাম—কবিতাটী পদ্মিনী উপাখ্যানের।

আভাস—চোহান রাজ ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনী। কবি তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন।

[অর্থ—নিধি=আকর, নীরনিধি=সমুদ্র, নিরনিধি নন্দিনী=লক্ষ্মী, কি ছার=অতি তুচ্ছ, পদ্মিনী=মূল ডাট পত্র পুষ্পসমন্বিত পদ্মলতা, বিস=পদ্মের মৃণাল, কিসলয়=পত্র, পুষ্কর=পুকুর।]

ব্যাখ্যা—নির্জ্জনে গভীর মনোনিবেশ সহ সযত্নে গড়া যায়, তাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য বিধাতা পুরুষ পদ্মিনীকে বিরলে গঠন করিলেন। পদ্মিনী অনুপম সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মীর সমান ছিলেন। জল পদ্মিনীও সুন্দরী বটে, কিন্তু এ পদ্মিনীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। সেই জন্য কমলিনীর অভিমান হইল, তাহার আর বাঁচিয়া ফল নাই ভাবিয়া স্বীয় পত্র পুষ্পের সহিত পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রমণীরা একে অন্যের সৌন্দর্য্য সহ্য করিতে পারেনা, রূপের তুলনায় পরাস্ত হইলে বরং প্রাণ দিবে। তাই পদ্মিনীর সৌন্দর্য্যে কাতরা নলিনী জলে ডুবিয়া প্রাণ দানে উদ্যতা হইয়া রহিয়াছে। স্থূল কথা, পদ্মিনী অতি সুন্দরী ছিলেন।

পৌরাণিক কথা—মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, "তোমার ত্রৈলোক্য শ্রী বিনষ্ট হইবে।" এই জন্য লক্ষ্মীকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতলে বাস করিতে হইয়াছিল। পরে সমুদ্র হইতে উঠেন বলিয়া লক্ষ্মীকে নীরনিধি নন্দিনী বলা হয়।

উদ্ধৃত কবিতায় বিরলে কেন গড়িলেন তাহার কারণ দেওয়া আবশ্যক। ব্যাখ্যায় তাহা প্রদত্ত হইল। লক্ষ্মী পরম সুন্দরী ইহা সর্ব্বজন বিদিত বলিয়া লক্ষ্মীর রূপের ব্যাখ্যা করা হয় নাই। "পুষ্করে অভিমান প্রকাশ করে।" এই

BLEED THROUGH

বাক্যের অর্থ কবিতায় স্ফুট হয় নাই। ব্যাখ্যাতে উহা অতি বিশদ রূপে বলা হইয়াছে। এবং অভিমান হইবার কারণ কি তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে পদ্মিনী যে অতি রূপবতী ছিলেন তাহা বর্ণনা করাই কবিতার উদ্দেশ্য তাহাও বলা হইয়াছে।

"———যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ কিসে যায় পতি পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার!———"

এই কবিতার ব্যাখ্যা করিতে কোন কঠিন শব্দ নাই বলিয়া অর্থ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থের নাম—মেঘনাদ বধ।

আভাস—যোগাসন শৃঙ্গে মহাদেব যোগে মগ্ন ছিলেন। ইন্দ্র ও শচীর অনুরোধে ইন্দ্রজিতের বধোপায় জানিতে পার্ব্বতী তথায় গিয়া ছিলেন। একাকিনী আসিয়াছেন বলিয়া শিব পার্ব্বতীকে অনুযোগ করিলে, পার্ব্বতী বলিতেছেন।

ব্যাখ্যা—চক্রবাক এক প্রকার জলচর পক্ষী। চক্রবাক দম্পতী রাত্রিকালে একত্র অবস্থান করিতে পারে না, প্রত্যূষে পুনরায় উভয়ে মিলিত হয়। চক্রবাকী যথেচ্ছাক্রমে স্বীয় পতির নিকট যাইয়া থাকে, কাহাকে ও সঙ্গে লইয়া যায় না। পতিপরায়ণা সতীর নিয়মই এই, সে কাহাকে সঙ্গে লইয়া পতির নিকট যায় না। আমি সতী, আমি কেন সঙ্গিনী লইয়া তোমার নিকটে আসিব?

এখানে চক্রবাকীর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে তাহারই বিষয় উল্লেখ করা হইল।

পুস্তকের নাম ও আভাস এক সঙ্গে লিখিলেই হয়। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ না করিলে ও চলে। আবার "নাম ও আভাস" না লিখিয়া একটী বন্ধনীর মধ্যে কথাগুলি লিখিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

সমাজের দ্বি-মূর্ত্তি।

আবহমান কাল হইতে প্রতি সমাজেই দুই শ্রেণীর লোক পরিলক্ষিত হয়। একশ্রেণী শ্রেষ্ঠবাদী, আর এক শ্রেণী সাম্যবাদী। শ্রেষ্ঠবাদীরা কুলীন, সাম্যবাদীরা বাঙ্গাল; কুলীনেরা রক্ষণশীল, বাঙ্গালেরা উন্নতিশীল। উন্নতিশীলেরা বলেন "আমরাও কুলীন হইব—তোমাদের আমাদের মধ্যে যে সীমারেখা আছে তাহা ঘসিয়া ঘসিয়া লোপ করিয়া ফেলিব।" আবার কুলীনেরা বলেন "তোমরা যদি ধনে সমান হও, আমরা জ্ঞানে প্রধান থাকিব, তোমরা যদি জ্ঞানে সমান হও আমরা কার্য্য ক্ষমতায় প্রাধান্য রক্ষা করিব, তাহাতে ও সমান হইলে অভিজাত বলিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিব, একান্তপক্ষে না হয় শির কাটিয়া দিব অর্থাৎ তোমাদের শীর্ষ স্থানীয় যিনি বা যাহারা তাহাদিগকে সমান বলিব, সমান করিব,—বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য বা লর্ড মিণ্টো হইবেন, তথাপি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আস্‌মান জমিন প্রভেদ কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না।" সমাজের এই বিবাদ চির কাল।

আর্য্য ও অনার্য্য ভারতের অতি বৈদিক বিভাগ। বৃটনের লিবারেল ও কনসারভেটিব দুই দল, অতি পুরাতন কালের দুইটী স্রোতঃ। প্লেবিয়ান ও পেট্রসিয়ান রোমীয় সভ্যতার দুইটী

স্তম্ভ। স্পার্টা ও এথেন্সে চিরবিবাদ, স্পার্টানেরা সাম্যবাদী, এথিনীয়েরা শ্রেষ্ঠবাদী। স্পার্টানদের নেতা লাইকারগাস সাম্যবাদের চূড়ান্ত করিলেন, ধন সম্পত্তি সমভাগে সকলকে বাটিয়া দিলেন, সকলের সমান আহারপানের ব্যবস্থা করিলেন, শিক্ষা এক করিলেন, সাম্যের সীমা যেন কেহ অতিক্রম করিতে না পারে তজ্জন্য বিধানের লৌহনিগড়ে সকলকে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" অচির কালমধ্যেই যেই সেই হইল, লাইকারগাসের অতলস্পর্শ সাগরতলে নিক্ষিপ্ত সীমারেখা আস্তে আস্তে মস্তকোত্তলন করিল। এথেন্সের বিধাতাপুরুষ সোলন বংশ মর্য্যাদা উঠাইয়াদিলেন, অর্থমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া নূতন কুলতন্ত্র রচনা করিলেন, নূতন কুলীন বংশ জন্মলাভ করিল।

যেরূপ দেশে দেশে দু দল সেরূপ গ্রামে গ্রামে, সমাজে সমাজে ও দু দলের লোক আছে, এই জন্য দলাদলির জন্ম ও স্থিতি। কোথায় বা স্পষ্ট রূপে কোথায় বা অলক্ষ্যভাবে শ্রেষ্ঠ ও সাম্যবাদ অবস্থান করিতেছে। এক দল প্রধান্য রক্ষায় কৃতপ্রতিজ্ঞ, আর একদল সমকক্ষতা লাভের প্রয়াসী। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই পুরোহিত ও যাজকমণ্ডলী স্থিতিশীল; কারণ তাঁহারা শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন না, বরং উহাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। যাঁহারা প্রত্যেক বিষয়েই অনন্ত উন্নতি স্বীকার না করেন, তাঁহারা মুখতঃ না হইলে ও কার্য্যতঃ স্থিতিশীল।

কুলীন অকুলীনের দুটী দল সব দেশে, সব সম্প্রদায়ে, সকল যুগেই রহিয়াছে। এই সীমা রেখায় আলো ও আছে, ছায়া ও আছে। আলো এই;:—কুলীনেরা আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়া জাতীয় উন্নত চরিত্র রক্ষা করে, হীনেরা সমকক্ষতা লাভার্থ উচ্চাদর্শে উন্নত হইতে থাকে। ছায়া বা আঁধার এই:—এক দলের উন্নতি দেখিয়া অপর দলের চোখ টাটায়, হিংসা, অসূয়া, নিন্দা চর্চ্চা প্রভৃতি জাগিয়া উঠে।

দল ছাড়িয়া এখন প্রতিজনে অনুসন্ধান করি। দুই ভাবের দুইটী লোক নির্ব্বাচন করিয়া লই। একজন শ্রেষ্ঠবাদী আপনাকে চিরদিনই পৃথক্ রাখিতে কৃতসঙ্কল্প আর একজন তাঁহাকে ধরিতে ধাবমান; একজন বিমুখ, আর একজন অভিমুখ। যদি শ্রেষ্ঠবাদী দূরতা রক্ষার্থ ক্রমশঃ অগ্রসর হন বা ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং সাম্যবাদী তদভিমুখে ধাবমান হন, তবে উভয়েরই উন্নতি হয় পৃথিবী উন্নত হয়। কিন্তু কুলীন যদি পদাঘাতে অকুলীনকে অপসারিত করেন, তবে নিশ্চিতই বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। এইরূপ ঘটিবার একটী কারণ অগ্রবর্ত্তী নিশ্চেষ্ট ভাবে উন্নতির পথে দণ্ডায়মান থাকেন এবং পশ্চাৎবর্ত্তী তদভিমুখে ধাবমান বলিয়া সন্নিকটস্থ প্রতীয়মান হন। ইহাতে যদি ও আপততঃ সাম্যবাদীর কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু পরিণামে বিদ্বেষযুদ্ধে উভয়েরই অধোগতি হইতে থাকে। প্রতিবেশী উদয়োন্মুখ জাতিদ্বয়ের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা ইহার সাক্ষী; জ্ঞাতিশত্রুতা ও ব্রাহ্মণচণ্ডালত্ব ইহারই রক্তসঞ্চাত।

শ্রেষ্ঠবাদীর এক দুর্গতি এই, তিনি এক দিকে যেমন অপরকে হেয় জ্ঞান করেন, অপর দিকে প্রশংসাবাদ শুনিবার জন্য অনেকের মুখ পানে তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তিনি যেমন সম্মানের প্রয়াসী—প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী তেমনি সম্মান ও প্রভুত্বের দোকানদার। তিনি সহস্র লোকের উপর প্রভুত্ব করিতে যাইয়া দশজনকে প্রভু বলেন; সহস্র জন হইতে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিন জনকে পূজা করেন, বস্তুতঃ তিনি

BLEED THROUGH

পূজারি ব্রাহ্মণ—বলি আদান প্রদান তাহার ব্যবসায়।

কৌলীন্যের বাটখাড়া সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। কালে উহা সব দেশেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কেবল দেশে কেন, প্রতি সমাজে ও বিভিন্ন যুগে ইহার মূর্ত্তান্তর দেখা যায়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সম্মান দানের ব্যবসায় রাজার একচেটিয়া। রাজা যাহাদিগকে যে সম্মান দিবেন, তাহারা সমাজে সেরূপ পূজিত হইবেন। ইহাতেই ভদ্র ব্রাহ্মণ, আমীর ওমরা, লর্ড ডিউক প্রভৃতির সৃষ্টি। ইহার ভিতরে যে আর কিছু নাই তা বলি না, কিন্তু সনন্দদাতা স্বয়ং রাজা। কালধর্ম্মে সমাজের পুরাতন জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া এখন উহার নূতন-বিধ পত্তন হইয়াছে। বংশ মর্য্যাদার পরিবর্ত্তে অর্থমর্য্যাদা ও জ্ঞানমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজপ্রসাদভোগী রাজকর্ম্মচারিবর্গ সমাজের শিরোদেশ, রাজানুগ্রহই উহার নিদান; বিদ্যা ও শক্তি থাকিলে সোণায় সোহাগা মিশে। কোথায় ও উহার বিপরীত ও হয় অর্থাৎ বিদ্যা ও ক্ষমতা উহাকে সমাজের উপরে তুলিয়া দেয়, শেষে রাজানুগ্রহ মিলিয়া প্রসারিত করে। প্রথম প্রকার প্রাচীন, দ্বিতীয় প্রকার আধুনিক।

কুলীন হইতে কে না চায়? সমাজের শিরঃস্থান কাহার স্পৃহনীয় নয়? যদি কেহ থাকে সে অতি ভাল বা অতি খারাপ, হয় পীর পেগাম্বর, না হয় পাগল জনোয়ার। এখন অর্থ ও জ্ঞান সমাজের ওজন পরিমাণ। যাহার ওজন যত অধিক তিনি সমাজে তত পূজিত। এই জন্যই অর্থোপার্জ্জনের ধূম পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নত শিখরের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই উচ্চরাজপদের জন্য সকলে লালায়িত। চিরসম্মানপ্রাপ্ত মসিজীবীরা বলিবেন "তোমরা আপন আপন ব্যবসায় লইয়া সন্তুষ্ট থাক, তোমাদের বিদ্যা শিখিয়া লাভ কি? স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি কর, ইহাতেই তোমাদের চতুর্বর্গ লাভ হইবে।" যদি তাহাদের কেহ জিজ্ঞাসা করে "আমরা আপনাদের নিকটে ঘেসিতে পারিব কি, রাজ সদনে আপনাদের মত আসন পাইব কি না?" অমনি উত্তর হইবে "না, তাহা কখনই হইবে না। তুমি যে তিমিরে সে তিমিরে চিরদিন থাকিবে।" অমনি অন্ত্যজ প্রতিজ্ঞা করিবে "আমি জ্ঞানে তোমার সমান হইব, ধনে তোমার সমান হইব, রাজানুগ্রহে তোমার সমান হইব, তোমার সমান রাজপদ অধিকার করিব।" এখন তুমি আমি সহস্র বুঝাইলেও সে অন্য রূপ বুঝিবে না। সমাজের দুর্ব্বলাঙ্গের সবল হইবার এ চেষ্টা চিরকালের, ইহা নূতন নয়।

উত্থান পতনের নিয়ম সমাজের আর একটী বিধান। ইহার আর এক নাম "প্রকৃতির প্রতিশোধ" তুমি যদি উন্নতির অপব্যবহার কর তোমার পতন সুনিশ্চিত, প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। তুমি সমাজের শীর্ষ হইয়া যদি হস্ত পদের অনাদর কর, তোমার বিকৃতি বা বিনাশ ধ্রুব সত্য। এই জন্য "শ্বপচোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের উৎপত্তি। এই জন্যই কন্যাপণের পরিবর্ত্তে বরপণ প্রবর্ত্তিত; এইজন্য দেশের পতন, সমাজের অধোগতি, সম্প্রদায়ের অবস্থা বিপর্য্যয়!

সমাজের শীর্ষ স্থানীয় যাঁহারা তাঁহারা যদি হীনাবস্থদিগকে আদর না করেন, উন্নত না করেন, তাঁহাদের উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ না করেন, তবে নিশ্চিতই আজ হউক কাল হউক সে সমাজের দুর্গতি হইবে। সমাজের ভিত্তি উদারতার প্রশস্ত বক্ষে স্থাপিত, সঙ্কীর্ণতার সূচী-

মুখে ক্ষুদ্র বালুকণা ও তিষ্ঠিতে পারে না। সঙ্কীর্ণ সমাজ শতবার চূর্ণ হইবে, শতবার গঠিত হইবে।

আর এক দ্বিমূর্ত্তি—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে বলিতেছেন "তোমার যে জাতি আমার ও সে জাতি!" যবন হরিদাস বলিতেছেন "আমি নীচ কুলোদ্ভব অতি নীচ ও মহাপাতকী!"

চৈতন্য আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলে সনাতন দূরে সরিয়া বলিলেন "আমায় ছুঁইওনা, তোমার চরণে মিনতি করি। আমি একে নীচ জাতি, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় রস পড়িতেছে।" শ্রীচৈতন্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে পূঁয রক্ত লাগিল!

চৈতন্য হরিদাসে ও চৈতন্য সনাতনে সমাজের আর এক যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব! পূর্ব্বের দ্বিমূর্ত্তির এক জনের পশ্চাৎ আর একজন ধাবিত, পরের দ্বিমূর্ত্তি ও একের পশ্চাৎ অপরে ধাবমান, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বিমূর্ত্তির গতি উর্দ্ধদিকে এবং পরোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের গতি নিম্নদিকে। এক যুগল উন্নতির ক্রমোন্নত শিখরে শিখরে, আর এক যুগল সাগরের অতলস্পর্শ তলে তলে বিচরমাণ। একদল অহঙ্কার ঐশ্বর্য্যে পৃথিবী পূর্ণ করেন, আর একদল বিনয় ভক্তিতে স্বর্গ রাজ্য অধিকার করেন। এক দলের অগ্রণীর পাছে পাছে পরবর্ত্তী, আর এক দলের পরবর্ত্তীর পাছে পাছে অগ্রণী ধাবমান। একদলে শ্রেষ্ঠবাদী ও সাম্যবাদী, আর এক দলে সাম্যবাদী ও নীচ বাদী। একদলে বিষ—অসূয়া ঘৃণা, আর এক দলে অমৃত—আলিঙ্গন, পদরজঃ ভোজন। একদল শাক্ত, আর এক দল বৈষ্ণব।

শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় লইয়া সমাজ। শাক্ত ধরণীতে ঈশ্বরের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন; বৈষ্ণব ধরণীকে রসময় করেন—পরিবার, সমাজ ও রাজ্য গঠন করেন। ব্রহ্মশক্তি স্রষ্টা, বিষ্ণু শক্তি পালয়িতা। শাক্ত প্রভু, বৈষ্ণব সেবক। প্রভুত্ব সমাজের একার্দ্ধ, সেবা সমাজের অপরার্দ্ধ। যে সমাজে কেবলই প্রভু সে সমাজ পদ হীন দেহের ন্যায় গতি-শক্তি-রহিত, যে সমাজে কেবলই সেবক সে সমাজ কাণ্ডারিবিহীন তরির ন্যায় লক্ষ্য শূন্য।

শাক্ত ও বৈষ্ণব যেমন সমাজের দুই অঙ্গ সেইরূপ প্রতি জনের ও দুই অঙ্গ। প্রতি জনে ইহাদের নাম শক্তি ও ভক্তি। নিরবচ্ছিন্ন শক্তিতে বা নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিতে লোক সামাজিক হইতে পারে না। শক্তি চিরজাগরিতা ও ভক্তি অচলা হইলে লোক পূর্ণ হয়। প্রতি জনের পূর্ণতায় সমাজ পূর্ণতা লাভ করে। প্রতি জনে শক্তি ও ভক্তির অবতরণ হইলে সমাজ রাসায়নিক যোগ প্রাপ্ত হয়। নচেৎ এক দল শাক্ত ও এক দল বৈষ্ণব থাকিলে, উহাদের অমিল চির ঐতিহাসিক। কেবল বৈষ্ণব কোন সমাজেই নাই, কারণ শাক্ত না জন্মিলে বৈষ্ণবের জন্ম হয় না। কেবল শাক্ত যে সমাজের সর্ব্বস্ব সে সমাজ অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয়।

প্রশ্ন-প্রণয়ন ধারা।

শিক্ষা প্রণালীতে অনেক প্রকার ধারার উল্লেখ আছে। ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা এক ধারায় শিক্ষা দান করিলে, কি শিক্ষক, কি শিক্ষার্থী কাহারই বুদ্ধির পরিচালনা হয় না। যেমন লবণ না

BLEED THROUGH

হইলে ব্যঞ্জনের রস হয় না সেইরূপ বুদ্ধির কোন না কোন রূপ চালনা না হইলে শিক্ষা সুরস হয় না। একরূপ প্রশ্ন দুবার কি তিন বার করিলেই সেরূপ প্রশ্নের রস চলিয়া গেল। একরূপ কথার পুনরুল্লেখ বলিয়া অনবীকৃততা দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। নবীনত্বেই বুদ্ধির উন্মেষ ও পরিচালনা হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি বা প্রতিভার বিকাশার্থ নব নব ধারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। সোপপত্তিক, অধ্যাহারিক, সূচনাত্মক প্রভৃতি ধারা একদিকে অধ্যাপনাকে সরস করে অন্যদিকে পঠ্যমান বিষয়ের অর্থ প্রকাশে নানা সহায়তা করে।

সর্ব্ব প্রকার ধারারই মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষনীয় বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান উৎপাদন করা। যেমন অধ্যাপনা তেমনি জিজ্ঞাসাও বুঝিবার পক্ষে সহায়। আর কেবল আমি বলিলাম ছাত্রেরা শুনিল, ইহাতে বুঝিবার জন্য তেমন চেষ্টা হয় না; কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করি "তুমি কি বুঝিলে বলতো?" তখন তাহার নিজের শক্তি চালনা করিতে হয়। কাজেই বিষয়টী তাহার নিকট আরো বিশদ হয়। বুঝা অপেক্ষা বুঝানে অধিক জ্ঞান জন্মে।

আমি বুঝাইলাম, তুমি বুঝিলে। সে বিষয়ে আবার তোমাকে নানা প্রশ্ন করিলাম, উত্তর দিলে, এবার তুমি আমাকে বুঝাইলে। বুঝিলে, বুঝাইলে; ইহাতেও সম্যক্ শিক্ষা হইল না। তুমি যখন সেই বিষয়ে প্রশ্ন—ভাল ভাল প্রশ্ন করিতে পারিবে, তখন তোমার শিক্ষার অঙ্গ একরূপ পূর্ণ হইল বলা যাইবে। প্রশ্ন করা বুঝন ও বুঝানের পরের সোপান—উন্নত সোপান।

এই জন্য প্রশ্ন প্রণয়ন করা শিক্ষাদানের একটী ধারা বলিতেছি। এ পর্য্যন্ত কেহ উহাকে ধারার মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। প্রশ্ন করা অধ্যাপকের কার্য্য, অধীয়ানের যে তাহাতে কোন অধিকার আছে প্রতিপাদিত হয় নাই। না হইলেও শিক্ষার্থী যে প্রাসঙ্গিক শিক্ষনীয় বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না তাহা নয়।

প্রশ্ন করা আর প্রশ্ন প্রণয়ন করা প্রকৃতি গত বিভিন্ন। বুঝিবার জন্য জিজ্ঞাসার নাম প্রশ্ন করা; আর সমগ্র বিষয়টী অবগত হইয়া অন্যের তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিলে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত প্রশ্নের উত্তর দানে সমগ্র বিষয়ের সারাংশ বিবৃত হইবে, যদি তাহা না হয় তবে প্রশ্ন প্রণয়ন হইল না।

কেবল সমাক্ জ্ঞান হইলেই প্রশ্ন প্রণয়ন করিতে পারে না। প্রশ্ন আদ্যোপান্ত বিষয়ের অতি ঘনীভূত সারাংশ। যাহার বিষয়টী ঘন করিবার শক্তি জন্মে নাই সে কখনও প্রশ্ন প্রণয়ন করিতে পারে না। প্রশ্ন প্রণয়ন দুধ হইতে মাখন বা ছানা তোলা। এই জন্য বুঝিলে কি বুঝাইলে ও প্রশ্ন প্রণয়নের অধিকার জন্মে না।

শিক্ষক পাঠ বুঝাইবেন ও বুঝিয়া লইবেন। তার পর সে পাঠ সম্বন্ধে বাড়ী হইতে প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া আনিতে বলিবেন। প্রশ্ন প্রণয়নের চেষ্টায় প্রতিভার বিকাশ হইবে। গৃহ হইতে প্রশ্ন সমাধান করিয়া অনেক ছাত্রই আনে; উহাতে বিষয়টী সম্যক অভ্যস্ত হয়। কিন্তু স্বয়ং প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া আনিলে পাঠ্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। যাহা কিছু ত্রুটী থাকে সারিয়া যায়।

প্রশ্ন প্রণয়নের আর এক গুণ বিষয়টী সম্যক্রূপে বোধগম্য হয়। যাহার কোন বিষয়েই সহজে মন প্রবেশ করে না, তাহাকে প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া আনিতে আদেশ করিলে

কখন কখন তাহার মন বিষয়ের প্রবেশ দ্বার প্রাপ্ত হয়। ইতিহাস ও অঙ্ক বিষয়ক প্রশ্ন প্রণয়নে অতি সহজেই সে ফল প্রত্যক্ষ করা যায়।

কোন কোন ছাত্র ইতিহাস পড়িয়া আসিলেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হয় না। তাহাকে পাঠের প্রত্যেক পেরা হইতে এক একটী প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া আনিতে বলিলে ক্রমে তাহার ইতিহাস অভ্যস্ত হইয়া আসিবে।

অঙ্কের যেমন প্রশ্ন সমাধান করিয়া আনিতে বলা হয় সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কোন বিষয়ের কয়েকটী করিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিয়া আনিতে বলা ও ভাল।

ক্ষেত্রতত্ত্বের অতিরিক্ত অনুশীলনীর কিরূপে উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহার শিক্ষাদান করিয়া প্রতিভাশালী ছাত্রদিগকে কখন কখন কোন প্রতিজ্ঞার দুই একটী নূতন অনুশীলনী প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলিলে, এই ধারার কার্য্য হয়।

প্রথম প্রথম কোন একটী প্রশ্ন বলিয়া সেই ধরণের ৩, ৪টী প্রশ্ন প্রণয়নের আদেশ করিতে হয়। পরে একটী সাধারণ নিয়ম বলিয়া সেই নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন রকমের তিন চারিটী করিয়া প্রশ্ন লিখিয়া আনিতে বলা কর্ত্তব্য। কখন বা কোন নিয়মের উৎপাদক প্রশ্ন ২,৩টী লিখিয়া আনিতে আদেশ করিতে হয়।

ছাত্রগণ এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ে প্রশ্ন তৈয়ার করিতে পারিলে তত্তৎ বিষয়ে তাহাদের সমীচীন উৎপত্তি জন্মে, বুদ্ধি শক্তি প্রখর হয় এবং সারগ্রাহিতা জন্মে।

চাক্‌মা ভাষার উৎপত্তি।

চাক্‌মাদিগের জাতীয় সংগীতের নাম "উয়া-গীতা" বা উচ্ছাসসংগীত। এইরূপ সংগীতকারীর সংখ্যা অল্প; এই সংকীর্ত্তন হইতে তাহাদের যুদ্ধ স্থান, সেনাপতির নাম, যুদ্ধকাল, যুদ্ধ বিবরণ, যুদ্ধাবসানে অধিনায়কের কে কে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, কাহারা আরাকানে ও তৎসন্নিহিত স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহাদিগের বিবাহ, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। এই সংগীতকারীকে ইহার "নেইগুলি" বা গায়ক বলিয়া থাকে। এই সংগীত হইতে আমরা তাহাদের ভাষা বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারি এবং ইহার উৎপত্তি বিষয়ে ও অনেক অভাস পাওয়া যায়।

এই সংগীত রচয়িতার নাম সংগীতে নাই, কোন্ সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করাও দুষ্কর। এই মাত্র অনুমান করা যায়, মগরাজার বা আরাকানাধিপের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপনান্তে এই গান রচিত ও গীত হইয়াছিল। অধুনা ইহা বংশপরম্পরায় গীত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে পরবর্ত্তী গায়কগণের রচিত পদাবলী যোজিত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ক্রমে তাহার সঙ্কোচন হইয়াছে; কেননা বাঙ্গালা সুমিষ্ট স্বরতানময় সংগীতে জাতীয় সেই বিশ্রী সংগীতকে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ছন্দ ও পদ রচনার অনুরোধে এই সংগীত গুলিতে অনেক উপকথা ও প্রকৃত বিষয়ের সহিত সম্পর্ক শূন্য অনেক পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই সংগীত হইতে জানা যায় যুদ্ধশেষে সমরগিরি (বৃদ্ধ চাকমা রাজার ৩য় পুত্র) স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। বিজয়গিরি অল্প সৈন্য সমভিব্যবহারে এই নূতন রাজ্যে অবস্থান করেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে তদীয় অনুচরবর্গ নানা জাতীয় রমণীকে আপনাদের ভার্য্যারূপে গ্রহণ করে, এবং তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণই বর্ত্তমান চাকমা বংশ। চাকমাদিগের অধিকাংশ মগ, ত্রিপুরা ও মুসলমান রমণীর পাণি পীড়ন করিয়াছিল।

সংসারে পুরুষ ভর্ত্তা ও গৃহকর্ত্তা, স্ত্রীগণ তাহাদের অনুবর্ত্তিনী। মগ স্ত্রীগণের ভাষা মগী, পুরুষের ভাষা সংস্কৃত বা মাগধী ; স্ত্রীগণ বাধ্য হইয়া স্বামীদিগের কথিত সংস্কৃত বা মাগাধী ভাষার অনুকরণে অবোধ্য ও বিশ্রী ভাষায় আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাদিগের উচ্চারণে দুই ভাষা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃমুখ দর্শন করে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি সকলই মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জাতীয় ভাষাকে মাতৃভাষা কহে, কারণ আমরা মায়ের মুখের কথা শিখি। আদিম চাকমাদিগের সন্তানগণও এইরূপ নিয়তি-গত্যা মাতৃমুখনিঃসৃত ভাঙ্গাসুরে সংস্কৃত কথা কহিতে শিখে। ইংরাজ ও মগগণ বাঙ্গালা বলিবার সময় সাধারণতঃ শব্দের শেষ অক্ষর উচ্চারণ করে না, ত কে ট,শ কে ছ, দ কে ড কহে। এই সকল কারণে চাকমা ভাষাও অপকৃষ্টতা লাভ করে এবং এইরূপ বিকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। চাকমারা "মুই" এই শব্দের বহু বচনে "আমি" এবং অস্মদ শব্দের ৪র্থী বিভক্তিতে "মে" বলিয়া থাকে। মুসলমানাধিকারে আসিয়া চাকমারা মুসলমানের অনুকরণে অনেকগুলি কথা ও স্ত্রীদিগের অলঙ্কারের গঠন শিখিয়াছে। ত্রিপুরাদিগের সহিত সম্বন্ধে ত্রিপুরা জাতির অনুকরণে স্ত্রীদিগের কাপড় পরা, কাপড় বুনান শিখিয়াছে ; বাঙ্গালীর সম্পর্কে বাঙ্গালা কথা কহিতে থাকে। এইরূপে নিয়ত পরিবর্ত্তনে ভাষা না সংস্কৃত, না বাঙ্গলা, না হিন্দী হইয়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মূলশব্দ উচ্চারণ দোষে এক দুর্ব্বোধ্য কদর্য্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও চাকমা ভাষা প্রবন্ধে আমরা কাপ্তান লুইনের সহিত এই ভাষার বিষয়ে এক মত হইতে পারি নাই। তিনি এই ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে অনেক সন্দেহে উপনীত হইয়াছেন। এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার শেষ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমরা নিম্নে চাকমাদের উয়া সংগীতের ২,৪ পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ ইহা হইতে তাহাদের ভাষা কোথা হইতে আসিয়াছে, সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"ছড়াছড়ি বিন হ'লাম
ছন রাজার মিল হনাক।
ডগরে কেট কেট্যা ঝড়মুখী
বিজয় গিরি রাজা লড় কিনাকঘর মুখি।
মাটী কাটি গরগড়ি
রাজ্য পসলা কর গম করি।
মাথাত বান্ধি পাগড়ি
খানা পিনা খাই ফেলি খেনাক,
সমরগিরির দাগি আনরি।"

এই গানের ফলিতার্থ এই—

বর্ষারম্ভে উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে। বৃষ্টির পূর্ব্বে কালে রাজা বিজয় গিরি আপন শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন। মাথায় পাগড়ি বান্ধিয়া সমরগিরি সৈন্য সমভিব্যাহারে খাওয়া দাওয়া করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, প্রকৃতি পুঞ্জের প্রতি সমান ব্যবহার করিও।

সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবের চূড়া। সভ্য জগতের অগ্রণী ইংরেজ জাতির মধ্যে উহার প্রবল প্রতাপ। রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের পরেই ইংরেজী সংবাদপত্রের শক্তি। রাজা, জমিদার, বিশপ ও সাধারণের প্রতিনিধি হাউস অব কমন্সের পরবর্ত্তী শক্তি বলিয়া "পঞ্চম শক্তি" নাম হইয়াছে।

ইতিহাসের তিমির গর্ভে সংবাদপত্রের প্রথম জন্ম হইয়াছে। প্রথমে গিরি নদীর ন্যায় ক্ষীণতোয় অতি ক্ষুদ্র একটী স্রোতঃ ছিল ; এখন বিপুল কায় ও মহাবেগময় হইয়াছে, আরো হইবে। পৃথিবীতে এখনও এমন দেশ নাই, যে দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে অথচ কোন সংবাদ কাগজ নাই। সংবাদপত্র দেশের উন্নতি ও বিদ্যাচর্চ্চার পরিচায়ক এবং উহাদেরই পরিপোষক। তার ও রেলের ন্যায় সংবাদপত্রও সভ্য জগতকে আচ্ছাদিত করিতেছে।

লেখাপড়ার চর্চ্চা বৃদ্ধির সহিত লোকের জানিবার ইচ্ছাও বৃদ্ধি হইতেছে। পৃথিবীতে কত কিছু জানিবার আছে, কত ঘটনা নিত্য নূতন ঘটিতেছে সে সকলের তত্ত্ব অবগত হইবার ইচ্ছা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকে যত জানিতেছে, জানিবার ইচ্ছা ততোধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ইচ্ছাতেই সংবাদপত্রের জন্ম, স্থিতি ও প্রচার। লোকের জ্ঞান-তৃষ্ণা বাড়িতেছে—সংবাদ কাগজের প্রচার বাড়িতেছে।

সংবাদপত্র জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান সহায়। বর্ত্তমান সভ্য জগতের উন্নতির সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে সংবাদপত্রই একমাত্র সাধন। যেমন সাগরের কোন এক স্থানের জল উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলে সমগ্র সাগর তলে উহা ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ পৃথিবীর কোন এক স্থানের উন্নতিও সংবাদ কাগজের প্রভাবে পৃথিবীময় হইয়া পড়ে। সংবাদ কাগজের প্রভাবে জাতীয় জীবনের যেখানে যে রোগ আছে জানিবার উপায় হয় ; এবং প্রতিকারক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ রাজনৈতিক পত্রিকাকে লোকে সংবাদ কাগজ বলিয়া থাকে। আমরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, গণিত, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সম্পাদিত পত্রিকাও সংবাদ পত্রের মধ্যে গণনা করিলাম। এই গণনায় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রগুলি যেমন, পাক্ষিক, মাসিক পত্রগুলিও তেমনি সংবাদ পত্র।

সংবাদপত্র এখন দেশের মুখস্বরূপ—উন্নতি-অবনতির, সুখদুঃখের, মঙ্গলামঙ্গলের, ন্যায় অন্যায়ের তূর্য্য নিস্বন। বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই এখন পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংবাদ পত্রিকার প্রচার গণনা করিয়া দেশীয় সভ্যতার ও ভাষার উন্নতির পরিমাণ করা হয়। এই জন্য আমরা পৃথিবীর সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলাম।

কোন্ সময়ে পৃথিবীতে সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি হয় তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। রোমের রাজকীয় সৈন্যদল দেশ শাসনে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইলে, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ অবগতির নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্বীয় স্বীয় সৈনিকদিগের মধ্যে তাহা প্রচার করিয়া দিতেন। ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই সংবাদপত্রের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই অনুকরণে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্ম্মেণীতে চিঠির আকারে খবরের কাগজ প্রচারিত হইতে থাকে। অতঃপর ১৫৬৬ খৃঃ অঃ ভিনিস গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান প্রণালী অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা প্রথমতঃ হস্তে লিখিত হইয়া প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হইত এবং যে কেহ "গেজেট" নামক একটী মুদ্রা প্রদান করিলেই উহা পড়িতে পারিত। এই মুদ্রার না মানুসারে সংবাদপত্রগুলিও "গেজেট" নামে অভিহিত হইত। শীঘ্রই এই সকল পত্রিকার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইল এবং মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং ধীরে ধীরে ইউরোপ খণ্ড পত্রিকায় ছাইয়া পড়িল।

জার্ম্মেণী আধুনিক সংবাদপত্রের জননী বলিয়া সমধিক আদরণীয় হইলেও প্রাচ্য ভূমিই ইহার আদি জন্ম স্থান। প্রথিত-যশঃ চীন সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন, বল ও ক্ষমতায়, জ্ঞান ও সভ্যতায়, শিল্প ও বিজ্ঞানে অতি গৌরবান্বিত ছিল। চীনই সংবাদপত্রের আদি জন্মভূমি। সহস্রবর্ষদেশীয় চীনের "সিন্‌পান"ই প্রাচীনতম সংবাদপত্র বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু অধুনা জানা গিয়াছে পিকিন সহরের "সিংপাও" পত্র ৭১০ খৃঃ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং এখন এই পত্রের বয়স প্রায় ১৩ শত বৎসর; আটশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

১৬২২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে (The Weekly News) ফ্রান্সে ১৬৩১ অব্দে "গেজেট," আমেরিকায় ১৬৯০ সনে "Public occurrences" এবং ভারতবর্ষে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে "বেঙ্গল গেজেট" নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বেও যে সংবাদপত্র ছিল না এমন নহে। ইতিহাসে মুসলমান রাজত্ব কালেও সংবাদপত্রের কথা পাওয়া যায়, তবে সেগুলি হস্তলিখিত ছিল বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

১৮৯১ সনে সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্রের সংখ্যা ৪১ হাজার ছিল। এখন অবশ্যই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ৪১ হাজারের কেবল ইউরোপেই ২৪ হাজার। ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মেণীতে ৫৫ শত, ফ্রান্সে ৪১ শত, বৃটন সাম্রাজ্যে ৪০ শত, অষ্ট্রিয়ায় ৩৫ শত, [illegible]লীতে ১৪ শত, স্পেনে ৮ শত পঞ্চাশ, বেল[illegible]ম ও হলণ্ডে ৩ শত প্রকাশিত হইত। আ[illegible]রিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের পত্র সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং উহাদের সংখ্যা ১২৫ শত। আমেরিকার কানাডায় ৭ শত এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও ৭ শত। এসিয়ার মধ্যে জাপানে ২ শত, [illegible]রতবর্ষে ৪৯০। সমগ্র আফ্রিকাতে মাত্র [illegible]ত সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। সেণ্টহেলেনা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ সেখানেও ঐ সনে তিন খান সংবাদপত্র বাহির হইত। একমাত্র লণ্ডন নগরেই ১৮৯০ সনে ৬৪৬ খান পত্রিকা ছিল।

ভাষার হিসাবে ইংরেজীতে ১৭ হাজার, জর্ম্মেণীতে ৭৫০০, ফরাসীতে ৬৮০০, স্পেন ভাষায় ১৮ শত এবং ইটালীতে ১৫ শত মুদ্রিত হয়। ভারতবর্ষে বড় বড় পত্রগুলি ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়; তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, মহারাট্টা ও তামিল প্রভৃতি ভাষায়ও পত্রিকা আছে। চীন, জাপানেও ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাগুলি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি দৈনিক, কতকগুলি সপ্তাহে তিন বার ও কতকগুলি দুই বার প্রকাশিত হয়। অন্যগুলি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক।

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিরই প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরেজী কোন কোন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৫ লক্ষেরও অধিক। বিলাতের অনেক পত্রিকার গ্রাহক দুই লক্ষের উপরে। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনের Times পত্রের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যের উপরে ইহার প্রবল প্রতাপ। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের (Herald, Tribune, World, Times, ও Sun পত্রিকা বিশেষ বিখ্যাত। ফরাসী দেশে Figaro ও (Temps পত্রিকারই অধিক প্রভাব, প্রথম খানির গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। Le Petit Journal নামক ফরাসী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৯ লক্ষ ৫০ হাজার। পৃথিবীতে এত অধিক গ্রাহক আর কোন পত্রিকার নাই।

জর্ম্মেণীর সংবাদপত্রগুলির প্রায় চতুর্থাংশই সরকারী, লোকে উপহাস করিয়া সে পত্রগুলিকে "Bismarck's reptile press" অর্থাৎ বিস্‌মার্কের সর্প বা স্তূপ পত্রিকা বলিয়া থাকে। জর্ম্মেণীর Cologne Gazette ই সমধিক ক্ষমতাপন্ন পত্র। ডেনমার্কের সরকারী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দশ হাজার। কোপেনহেগেনে দশ খান দৈনিক পত্র আছে। কোপেনহেগেনের লোক সাখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার। সুইডেনে Stockholm Dagblad পত্রের গ্রাহক সংখ্যা ২৩ হাজার। নরওয়ে Den Morgenblad প্রধান। স্পেনে Imparcial পত্রের ৭০ হাজার গ্রাহক।

পোপেরা সংবাদ পত্রের বিরোধী ছিলেন বলিয়া ইটালীতে সংবাদপত্রের তেমন প্রসার হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে সঙ্কীর্ণতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইটালীতে এখন ৫০ খান দৈনিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। মিলান নগরের Secolo পত্রের গ্রাহক সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার।

রুসিয়াতে পিটার দি গ্রেট সংবাদপত্রের জন্মদাতা। জারের রাজ্যে কার্য্যতঃ রাজ্য শাসন বিষয়ক কোন কথার সমালোচনা করিবার অধিকার নাই। রুসিয়ার অর্দ্ধ সরকারী পত্র Journal de St Petersburg ফরাসী ভাষার প্রকাশিত হয় বলিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত। তদ্ভিন্ন Novoe Vremya (নব সময়) Novossti (নব সংবাদ) নামে দুই খানি প্রধান পত্র আছে; প্রথম খানি প্রাচীন দলের ও শেষোক্ত খানি নূতন দলের।

তুরস্কে ফরাসীরা পত্রিকার ব্যবসা খোলে। প্রচলিত শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। তুরস্কের সংবাদপত্রে এইজন্য কোন প্রবন্ধ থাকে না। কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রতিদিন ইংরেজী, ফরাসী, তুরস্ক ভাষায় ১৪ সিট কাগজ মুদ্রিত হইয়া থাকে। তুরস্কের প্রধান পত্রের নাম Djeridei Havadis.

কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বে ও মান্দ্রাজ নগরে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র আছে। কলিকাতার Englishmen ও এলাহাবাদের Pioneer বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া সাধারণে গণিত। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক নগরেই সংবাদপত্র আছে।

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা।

১৮৯৭-৯৮ সালের বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণী বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত মন্তব্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান কথার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল—

উক্ত বৎসর সমগ্র প্রদেশের স্কুল সংখ্যা ৬৪ হাজার ৫১৩; তন্মধ্যে সরকারী স্কুল ৫৩ হাজার ১০০, অবশিষ্ট বেসরকারী। সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে কলেজ ৩৮টি, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ৪০০, মধ্য ইংরাজী স্কুল ৯৪৮, মধ্য বাঙ্গালা স্কুল ১১২৯, উচ্চ প্রাথমিক ৪১১৩, নিম্ন প্রাথমিক ৪৩ হাজার ৪৮২, বিশেষ স্কুল (মাদ্রাসা ও ব্যবসায় শিক্ষার স্কুলগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত) ১২৯ ও বালিকা স্কুল ২৮৬১।

বেসরকারী স্কুলগুলির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আরবী ও পারসী শিক্ষার স্কুল ১ হাজার ২০১, সংস্কৃত শিক্ষার স্কুল ১ হাজার ৬৪১; প্রাথমিক মাতৃভাষা অথবা প্রধানতঃ মাতৃভাষা শিক্ষার স্কুল সংখ্যা—(১) যেখানে ১০টির অধিক ছাত্র ৬০৫, (২) যেখানে ছাত্র সংখ্যা দশের ন্যূন—৩ হাজার ৪৫২। প্রাথমিক কোরাণ শিক্ষার স্কুল ৪ হাজার ৩৪৮; অন্যান্য স্কুল যে সকলের পাঠ্য শিক্ষা বিভাগীয় পাঠ্যের অনুগত নয়, ১৬৬।

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় এবৎসরে স্কুল শতকরা ৪.৯১টি কমিয়াছে। এ বৎসরের ছাত্র সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যূন ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার—পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ৫০ হাজার কম। কলেজের সংখ্যা বাড়ে নাই; উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, মধ্য শ্রেণীর ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়িয়াছে। অপরাপর বিশেষতঃ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কমিয়াছে। ছোটলাট বাহাদুর ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ অন্নকষ্টকেই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা কমিবার কারণ নির্দ্দেশ করায় ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে অন্নকষ্ট উহার পক্ষে একটি প্রধান কারণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কোনও কারণ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও ছোটনাগপুরের করদ মহলগুলি ছাড়িয়া ধরিলে (ঐ সকল স্থানের স্কুলগুলিও হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই) সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের লোক সংখ্যা ৭ কোটী ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৯৭—ইহার মধ্যে পুরুষ ৩ কোটী ৬৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭৪৯, অবশিষ্ট স্ত্রী। শতকরা ১৫ জনের হিসারে ৫৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১২ জন বালক এবং ৫৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৪২ জন বালিকা স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত। এই সংখ্যার মধ্যে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার বালক ও ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮১৫ জন বালিকা অর্থাৎ শত করা ২৭.৮ জন বালক ও ১.৯ জন বালিকা উক্ত বৎসর স্কুলে পড়িয়াছে।

সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে ১৭১টি স্কুল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এবং ১৯৫টি কুল ডিষ্ট্রিক্ট অথবা মিউনিসিপাল বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত। গবর্ণমেণ্ট অথবা মিউনিসিপাল অথবা জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা ৩৭ হাজার ২৭০; ঐরূপ সাহায্যকৃত নয় এমন স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজার ৪৬৪ (দেশীয় রাজ্য সমূহের দ্বারা পুষ্ট স্কুলগুলিও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত)। মধ্য শ্রেণীর স্কুলগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট গুরু ট্রেণিং শ্রেণী গুলি উঠাইয়া দেওয়াতেই প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা

পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে কম হইয়াছে।

মোটে ১কোটী ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৬ হাজার ১ শত ৪০ টাকা অধিক ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৬৮ টাকা এবং ইহা পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয় হইতে ২ লক্ষ ৯ হাজার ১৭৬ টাকা কম। ছাত্র বেতন প্রভৃতি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৭৩ টাকা বাড়িয়াছে; উক্ত বাবতে এবারে ৭২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৫০ টাকা হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর বৎসর কাল মধ্যে ৫১ দিন পরিদর্শন কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়াছিলেম। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ডিরেক্টর বাহাদুরের আফিসের কাজ বেশী বলিয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার সদরে থাকারই প্রয়োজন হয়, কিন্তু তিনি নিজে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে না পারিলেও আবার কাজ তেমন ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই; শুধু রির্টণও চিঠিপত্রাদির উপর নির্ভর করিলে বাহিরের কাজ কর্ম্ম, অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ইনিস্পেক্টর ৭ জন—ইহাঁরা বৎসরে প্রভোকে গড়ে ১৪৬ দিন করিয়া পরিদর্শন কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর ২ জনের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী—ইহাঁরা যথাক্রমে ৬৯ ও ৪০ দিন পরিদর্শনে কাটাইয়াছেন। সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ১০জন—প্রত্যেকের পরিদর্শন দিনের গড় সংখ্যা ১৫৩; ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ৪৮ এবং সব ইন্‌স্পেক্টর ২১০জন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরেরা প্রত্যেকে গড়ে ১৭৭ এবং সব ইন্‌স্পেক্টরেরা ২১৮ দিন স্কুল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। পরিদর্শন কার্য্যে আরও অধিক সময় দেওয়া হয়, ছোটলাট বাহাদুর এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে যে শ্রেণীর লোককে সব ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইতেছেতে, সেই শ্রেণীর লোক লইয়াই কয়েক জন সহকারী সব ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইবে এবং জেলা বোর্ড ইচ্ছামত ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিতদিগের স্থলে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন—এ প্রস্তাব এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে।

ডিরেক্টর বাহাদুর ডাক্তার মার্টিন প্রস্তাব করিয়াছেন যে স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরগণ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সকলে একটি সভাস্থলে সমবেত হইয়া এবং তদ্ব্যতীত তাঁহারা নিজেরাও সহকারী ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগকে প্রতি দুই বা তিন বৎসর অন্তর এক একটি সভায় সমবেত করিয়া প্রধানতঃ পরিদর্শন ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ছোটলাট বাহাদুর প্রস্তাবটি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু একটা করিবার পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার উপযোগী কাগজপত্র সমূহ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

ডিরেক্টর বাহাদুরের অপর প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে সেই জেলার ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর একজন মেম্বর থাকিবেন এবং জেলা বোর্ডগুলিতে কমিসনরেরা একটী শিক্ষাসংক্রান্ত সবকমিটী সংগঠিত করিয়া ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরকে তাহার একজন সদস্য করিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় মিউনিসিপালিটী ও জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রদেয় টাকার সুব্যবস্থা হইতে পারে। ফলে এ বিষয়ের পরিচালনার

জন্য উহার মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াভিজ্ঞ একজন পাকা লোক থাকিতে পাইলেই ভাল হয়। এ প্রস্তাবটী সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য মিউনিসিপাল বিভাগের উপর ভার দেওয়া হইবে।

কলেজগুলির জন্য উক্ত বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার৩৭২ টাকা, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্কুলগুলিতে ২৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৮৯ টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৬ টাকা।

সমস্ত গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল (রাঙ্গামাটী ভিন্ন) এবং অনেক বেসরকারী স্কুলেও ড্রইং শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রাবাস এবং উহাতে ছাত্রসংখ্যা উভয়ই পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কুলসমূহে শারীরিক "ড্রিল" শিখাইবার ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি ত হইবেই, অধিকন্তু 'আজ্ঞাপালন' ও শৃঙ্খলা অভ্যস্ত হওয়ায় শিষ্টাচার শিক্ষা সম্বন্ধেও উন্নতি হইবে।

যে খানে স্কুলের শিক্ষককে পোষ্ট আফিসের কার্য্য করিতে হয় তথায় স্কুলের অধ্যাপন সম্বন্ধে একটুকু ব্যাঘাত ঘটে। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরগণ পোষ্ট আফিসের ইন্‌স্পেক্টরদিগকে এ বিষয় জানাইবেন।

ট্রেণিং স্কুলগুলিতে "টীচারসিপ" পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলায় ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থায় ফল তেমন ভাল হইবে কিনা তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত মত প্রকাশের আজও সময় হয় নাই। ৩ বৎসর পরে যদি ভাল ফল হইতেছে না দেখা যায় তাহা হইলে উহা রহিত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের উপকারিতা যে অনেক, সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কলেজের ছাত্রগণ উপযুক্ত হইলেই চাকরী পায়। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বিবেচনায় ইহা একটী মহৎ অভাব দূরীকরণের কারণ হওয়ায় ছোট লাট বাহাদুর যতদূর পারেন ইহার সাহায্য করিবেন।

বালিকা স্কুলগুলিতে ৫৮ হাজার ৮০৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে এবং উহাতে মোট ব্যয় ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২৬০ টাকা হইয়াছে। বালিকা পরীক্ষার পাঠ্য সমগ্র প্রদেশে একই রূপ করিবার প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন আছে। হিন্দু ও মুসলমানের মেয়েদিগকে বৃত্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাবও পরে স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচিত হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে উক্ত বৎসর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২১ হাজার ২৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণে ৭ সাত শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। বৎসরকাল মধ্যে সংস্কৃত টোল ১২২টী কমিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ছাত্রও ১ হাজার ৮৫ জন কম হইয়াছে।

(উদ্ধৃত)

তত্ত্ব খবর।

ইউরাল পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্যগর্ভে একটী উৎকৃষ্ট নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। নগরবাসীরা এক প্রকার নূতন ভাষায় কথা কহে। পৃথিবীর অপর কোন জাতি তাহা বুঝিতে পারে না। নগরে বাণিজ্য সমৃদ্ধিও আছে। তথায় সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। স্থানটী রুসীয় সম্রাটের অধিকার মধ্যে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পরিমাণ ফল ৮৭,০০০,০০০ বর্গ মাইল, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পরিমাণ ২৫,০০০,০০০ বর্গ মাইল এবং ভূমধ্য সাগরের পরিমাণ ফল ২,০০০,০৯ বর্গ মাইল।

বল্‌গা নদীর উপরিস্থিত সারাটোব্‌ সেতুর দৈর্ঘ্য ৪৮৭২ ফুট ডানিয়ুবের দীর্ঘতম সেতু ১৯০০ ফুট, টেম্‌সের উপরিস্থিত ওয়াটার্লু সেতু ১৩৮০ ফুট, টেম্‌সের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সেতু ১১৬০ ফুট এবং সুইজারলণ্ডের ফ্রেবর্গ সেতু ১০৯৫ ফুট।

অষ্ট্রীয়ার একজন বৈজ্ঞানিক একটী অদ্ভুত যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা চন্দ্রকে একশত গজ ব্যবধানে দেখা যায়।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ তাড়িৎবিদ নিকোলা টেস্‌লার তাড়িত-স্নান একটী অভিনব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। ইহা দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীনগরে যে ভুবন-বিখ্যাত প্রদর্শনী হইবে তাহাতে পাঠাইবার জন্য জাপান দেশে চীনা মাটীর দ্বারা একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। গৃহটী নানাবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যে পরিশোভিত করা হইবে। এই গৃহ প্রস্তুত করিতে অন্যূন ২৫ হাজার টাকা খরচ লাগিবে।

আমেরিকার বোষ্টন সহরে একটী প্রকাণ্ড তাপমান যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত; এত বড় তাপমান-যন্ত্র পৃথিবীর আর কোনও স্থানে নাই। ৭ ফুট মাটী খনন করিয়া যন্ত্রটাকে মাটীতে পুতিয়া ইহা দ্বারা ভূ-গর্ভের তাপ নিরূপণ করা হইবে।

আমাদের ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভৃত্য সন্তানগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন, তাহাদের অনেকের অশন বসন ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহার উইণ্ডসর বিদ্যালয়ে এরূপ একশত কুড়িটী বালকবালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে।

ডাক্তার উইলিয়ম রুকস্ একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নূতন ধূমকেতু কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী, ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দ্রুতগতিতে যাইতেছে।

আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের জামেকা দ্বীপে "জীবন বৃক্ষ" বলিয়া একরকম গাছ আছে; উহার ফল ভাঙ্গিয়া ডাল কাটিয়া কিম্বা সমূলে উৎপাটন করিয়া দিলেও ধ্বংস হয় না। কেবল অগ্নিসংযোগে জ্বালাইয়া দিলেই মরিয়া যায়। মধ্য আফ্রিকা প্রদেশের "নবনী-বৃক্ষ" ও এক আশ্চর্য্য বস্তু। ইহার শাঁসে নবনী পাওয়া যায়, এবং উহা এক বৎসর কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আফ্রিকার ন্যায় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেও এরূপ অদ্ভুত বৃক্ষ জন্মে! জাপান দ্বীপে এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে "কর্পূর বৃক্ষ" প্রচুর পাওয়া যায়; ইহা বিশোধন কার্য্যের জন্য বিশেষ উপযোগী।

—প্রাচ্য খণ্ডে একপ্রকার আলোকতরু আছে, উহার নাম 'শিষ্টার' বৃক্ষ। এই গাছ ৪০ হইতে ৫০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। গুড়ি হইতে ২৭, ২৮ হাত পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা হয় না। ইহার উপরে অশ্বত্থ বা বটের মত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়। এই সকল শাখায় দীর্ঘ দীর্ঘ পল্লব জন্মে। পল্লবগুলির অগ্রভাগ খুব সরু হয়। প্রত্যহ সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঐ সকল পল্লব হইতে এই পরিমাণ উজ্জ্বল আলোক নির্গত হইতে থাকে যে, ঐ আলোকে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি অনায়াসে পাঠ করা যায়।

সংপ্রতি মার্কিনের এডিসন সাহেবের একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কন্যার লালনপালনের জন্য এডিসনের শিষ্যেরা এক অদ্ভুত দোলনা প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা সাধারণ দোলনার

আকারেই নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে কন্যাটীর মাথা থাকিবে, তাহার ঠিক উপরে একটী যন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত যন্ত্রের সহিত একটী বৈদ্যুতিক ঘড়ির সংযোগ আছে। বালিকা কাঁদিলেই যন্ত্র সাহায্যে শব্দটা উক্ত ঘড়িতে যাইয়া পৌঁছে, আর অমনি ঘড়ির দ্বারায় দোলনা দুলিতে থাকে। যদি ইহাতেও বালিকার ক্রন্দন না থামে, তাহা হইলে ঘড়ির দ্বারা দোলনার সংলগ্ন একটা কৃত্রিম হস্ত বাহির হয়, উহার হস্তে দুগ্ধ পূর্ণ বোতল থাকে। হস্ত দ্বারা উক্ত বোতলের দুগ্ধ বালিকাকে খাওয়ান হয়। বালিকা যদি তাহাতেও ক্রন্দনে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে আর এক হাত বাহির হইয়া যন্ত্রণা নিবারক ঔষধ বালিকার মুখের উপর ধরে। বালিকার অন্য কোনরূপ কষ্ট হইলে তাহা দূর হয়।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭২টী আগ্নেয়গিরি আছে। তন্মধ্যে ২৭০টী জ্বলন্ত। আমেরিকাতে ৮০টী, আসিয়াতে ২৪টী, আফ্রিকাতে ২০টীর জ্বলন্ত অবস্থা। নিউজিলাণ্ডে ৬৩টী আগ্নেয়গিরি আছে।

বিগত অক্টোবর মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটি, ৩১ লক্ষ মণ গম ও ৩ কোটি ১০ লক্ষ মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

সংবাদ।

বঙ্গদেশের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মার্টিন সাহেব ১৮৯৯ সনের ৩রা জানুয়ারী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত মিঃ এ, পেড্‌লার সাহেব বঙ্গদেশের ডিরেক্টর হইলেন।

বাবু বিহারীলাল শাহা ১৫৪ নং কড়েয়া রোডে অন্ধ বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটী নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইতেছে।

গোয়ালিয়ারের মহারাজার সাহায্যে দুইটী ভারতবাসী শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য সম্প্রতি জাপান গমন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন খনিজ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দ্বিতীয় জন টোকিও বিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। শেষোক্ত যুবকটী গ্লাস নির্ম্মাণ বিষয়ে সমধিক মনোযোগী হইয়াছেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা সিনেট সভায় বি, এস, সি, (B. Sc.) ও ডি, এস, সি,(D. Sc.)উপাধি প্রবর্ত্তন প্রথার জন্য অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। অবশেষে পেড্‌লার সাহেবের প্রস্তাবে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এফ্ এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া বি, এস, সি উপাধি পাইতে পারিবেন। ঐ পরীক্ষার পুস্তকাদি এখনও নির্ব্বাচিত হয় নাই। যাঁহারা স্বাধীন-চিন্তা প্রসূত প্রাকৃতবিজ্ঞানের কোন মৌলিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহারা ডি, এস, সি, উপাধি পাইবেন।

বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন জিম্‌ন্যাষ্টিক ব্যায়াম করিতে অস্বীকার করে ; কিন্তু বিনা ব্যায়ামে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কোমলাঙ্গ কিছুতেই দূর হইতে পারিবেনা। গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইল নিয়ম করিয়াছেন যে, ছাত্রদিগকে ব্যায়াম করিতে বাধ্য করা হইবে; কিন্তু পীড়ার হেতু দেখাইয়া অনেক ছাত্র সে শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। এখন হইতে সমস্ত ছাত্রকে ড্রিল অর্থাৎ কাওয়াত শিক্ষা দেওয়া হইবে

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩০৫। নবেম্বর, ১৮৯৮। | ৮ম সংখ্যা।

নানা কথা।

সৃষ্টি—এক অনন্ত চিন্তার বিকাশ, এক অগম্য জ্ঞানের লীলা, এক অনন্ত সামঞ্জস্যের ভূমি, এক অখণ্ড বিজ্ঞান, এক অনন্ত প্রেমের স্রোতঃ, এক বিশ্বজনীন হিতৈষণা।

নেশা পান—রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ্ ও পাপজনিত দুশ্চিন্তা জাল মানুষকে অবসন্ন করিয়া তোলে। নেশা পান করিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ও স্মৃতি শক্তির শিথিলতা সম্পাদন করিলে সে যাতনা বোধ থাকে না। অনেকে বাহ্যিক ও আন্তরিক অসহ্য যাতনার মহৌষধ বলিয়া নেশা পানে প্রবৃত্ত হয়, এবং শরীর ও মন, ইহ কাল ও পরকাল নষ্ট করে।

আহারে রোগ—পঞ্চাশ বৎসরের পর আহারে বাঙ্গালীর কোন রোগ উৎপত্তি হইলে অতি ভোজনে হয়, অল্প ভোজনে নয়। বৃদ্ধকালে লঘু আহারে শরীর সুস্থ থাকে।

টিটির ভাবনা—সাধারণ লোকের বিশ্বাস পাছে নিদ্রাবস্থায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এইভয়ে টিটিপক্ষী নিদ্রাগমের পূর্ব্বে আত্মরক্ষার্থ আকাশ পানে পা রাখিয়া নিদ্রা যায়। অসঙ্গত ভয় স্থলে, এইজন্য, টিটির ভাবনার উদাহরণ দেয়।

অদিন—আর্য্যগণ বিখ্যাত কৃষিজীবী। কৃষির হানি যে দিনে হয় সে দিন তাঁহাদের অদিন। সর্ব্ব কার্য্য ফেলিয়া তাঁহারা কৃষির জন্য যত্ন করিতেন। আর্য্যমন্ত্র " যদি বরে চৈত্রের কোণা, হালুয়া পরে কাণে সোণা।" চৈত্র মাসের কোন সময়ে বৃষ্টি হইলেই হাল দেওয়ার সুসময় হয়। সুতরাং আর্য্যেরা সে মাস উৎসবানন্দে কাটাইতে পারেন না। এই জন্য চৈত্র মাসে প্রধান উৎসব বিবাহের দিন রহিল না। পৌষ মাস কৃষি গোলাজাত করার কাল, এই কালে বৃষ্টি হইলে খেতের ও বাড়ীর ধান সমুদয়ই লয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্য আর্য্য গীতি—"যদি বরে পৌষে, কৌড়ি জন্মে তুষে " রচিত হইল। আর্য্যবংশ সর্ব্বামোদ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর তরি—গৃহ ধান্য ধনে পূর্ণ করিলেন। এই জন্য পৌষ মাসেও বিবাহের দিন নাই। কার্ত্তিক মাসেও আশু ধান্য সমরক্ষণের কাল; কার্ত্তিক মাস "মরা কার্ত্তিক" অভিধান পাইল। উৎসবানন্দের দিন কার্ত্তিক মাসেও নাই। আশু ধান্য নবাবিষ্কৃত বলিয়া চৈত্র ও পৌষের ন্যায় কার্ত্তিকের দিন তেমন অশুদ্ধ নয়

গালিলিও—ইটালীর পিসা নগর পণ্ডিতবর গালিলিওর জন্মভূমি। ঐ নগরের ক্যাথিড্রেল বা গির্জার নিকটস্থ মঠটী প্রায় ১৮০ ফুট উচ্চ, ব্যাস ৫২ ফুট। এত বড় স্তম্ভের চূড়া, ভিত্তি হইতে ১২ ফুট বাহিরে হেলিয়া রহিয়াছে। কথিত আছে কতদূর নির্ম্মিত হইলে গুরু চাপে উহার এক পার্শ্ব বসিয়া যায়; উহার পুনঃ নির্ম্মাণ না করিয়া দেওয়ালের উপরেই ভার কেন্দ্র রাখিয়া নির্ম্মাণকার্য্য সমাপন করা হইয়াছে। গালিলিও এই মঠের চূড়ায় উঠিয়া গতি ও মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অনেকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। লোকে বলে স্বনির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি এই মঠের চূড়া হইতেই প্রথমে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন। এই মঠ বা "টাওয়ার" ১১৭৪ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়। গালিলিও ১৫৬৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭৮ বৎসর জীবিত ছিলেন।

রুদ্র—"একাদশ রুদ্র" পৌরাণিক কাল হইতে প্রচলিত। ঋগ্বেদ সংহিতায় "রুদ্র" দেবতার নাম অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের ১১৪ সূক্তে একমাত্র রুদ্রই দেবতা, উহাতে ১১টী ঋক বা মন্ত্র (শ্লোক) আছে। এই জন্যই বৈদিক সময় হইতে "একাদশ রুদ্র" চলিত হইয়াছে। পুরাণে একাদশ ঋকের স্থান বিভিন্ন এগার রুদ্র অধিকার করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাক্তর প্যারীমোহন গুপ্ত—কেহ গৃহের আলো, তাঁহার স্নিগ্ধ রশ্মিতে সমস্ত ঘর জ্যোৎস্নাময় প্রতিভাত হয়। কেহ বা বাগানের গোলাপ সৌরভে সমস্ত বন সুবাসিত করে! প্যারী বাবুর মধুর প্রকৃতিতে প্রেমের আলো ও সরলতার সুবাস ছিল। মানুষ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে স্বর্গ সুখে সুখী হয় এবং অপরকেও সুখী করে। প্যারী বাবুর হৃদয়ে সুখ ছিল। সোণারগাঁর ভাটপাড়া গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি, বয়স ৪৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিগত অগ্রহায়ণ মাসে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ রোগে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বিলাতে যাইয়া ডাক্তারি শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি ফরিদপুরে সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন, ধন্য তাঁহারা যাঁহারা গোলাপের মত ফুটিয়া পৃথিবীকে স্বর্গোদ্যানে পরিণত করেন! প্যারী বাবু যেমন পরিজন আত্মীয়দিগকে সেইরূপ গরীব দুঃখদিগকেও ভালবাসিতে পারিতেন। যাঁহারা সকলকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে পারেন তাঁহারা অনন্ত শান্তিধামের কুঞ্চিকা লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিলাত প্রত্যাগত সরকারী ডাক্তার আর কেহ নাই।

রায় দীননাথ সেন সাহেব—দীন বাবু পূর্ব্ববঙ্গের সুপরিচিত, পশ্চিম বঙ্গেরও অপরিচিত নন। আবাল্য আমরা দীন বাবুর নাম শুনিতে ছিলাম। তিনি ঢাকা কলেজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র। যৌবনে উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ এবং সংস্কারক দলের একজন অগ্রণী ছিলেন। প্রাবীণ্যের সহিত গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল। অপ্রিয় বিরুদ্ধ মত ও ধৈর্য্যের সহিত শুনিতে ও আলোচনা করিতে পারিতেন; পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের মধ্যেও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অভিলাষী ছিলেন। পরস্পর আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিয়া উৎকৃষ্ট বিষয় ও কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন। তিনি অনেক নূতন নূতন বিষয়ের চিন্তা করিতেন। তিনি যে সকল নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সে সকলই তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় স্থল। নূতন রকমের প্রদীপ, কাপড়ের

কল প্রভৃতিতে, ইংরেজী স্পেলিং, শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। দীন বাবু ১১ বৎসর পূর্ব্ব চক্রের স্কুল ইনিস্পেক্টরের কার্য্য করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিঞ্চিদূন একবৎসর পূর্ব্বে তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় শিক্ষিতদের প্রাপ্য শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে তিনি অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। দীন বাবু পূর্ব্ব বঙ্গের একজন গণনীয় লোক।

ব্রহ্মচারী।

[অধ্যয়ন]

১। অধ্যয়ন আমার তপস্যা। আমি সংসার ভাবনা, আহার, পান ও পরিধানের চিন্তা পরিশূন্য হইয়া এই তপঃসাধনে নিরত আছি।

২। আমি ভক্তি পূর্ব্বক সিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই।

৩। অধ্যয়নের সময় স্বয়ং সরস্বতী হৃদয়ে বসিয়া আমাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রসাদে যখনই আমি কোন বিষয় পাঠ করি, তখনই নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, নূতন আলোক প্রাপ্ত হই; কোন বিষয় পাঁচ বার পড়িলেও আমার পুরাতন লাগেনা। শিশু-শিক্ষা, বালাশিক্ষা এখনও পড়িতে আমার আনন্দ ও আমোদ হয়।

৪। আমি যখন যে বিষয় অধ্যয়ন করি তাহাতেই গাঢ় নিবিষ্ট থাকি। আমার মনে তখন সেই বিষয় ভিন্ন আর কিছুই স্থান পায় না। আমার চক্ষু তখন অন্য কিছুই দেখিতে পায় না, কর্ণও অন্য কিছু শুনিতে পায় না।

৫। আমি সঙ্কল্প করিয়া অধ্যয়ন করি। পূর্ব্বদিন শয়নের পূর্ব্বে পরের দিন কোন্ বইর কতদূর পড়িব স্থির করিয়া রাখি এবং দিন রাত্রির মধ্যে তাহা সমাপ্ত করিয়া থাকি আমি সর্ব্ব প্রযত্নে আত্ম সঙ্কল্প রক্ষা করি; সঙ্কল্প ভঙ্গ পাপ বলিয়া জানি।

৬। আমি অনুসন্ধিৎসু হইয়া পাঠ করি। আমি কেবল সম্মুখস্থ পুস্তকই অধ্যয়ন করি না; যখন যে বিষয় পড়ি, তখন সেই বিষয়ের রাজ্য আমার সম্মুখে খুলিয়া যায়। আমি পুস্তকের লিখিত বিষয় ব্যতীত কত নূতন তত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করি বলিতে পারি না। সে ভাবে ও সে জ্ঞানে নিজেই মুগ্ধ হই।

৭। পড়িবার সময়ে কেহ যেন আমাকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেন। আমি তাঁহাকেই "সরস্বতী" বলিয়া নিত্য প্রণাম করি।

৮। আমিই বিদ্যালয়ের পাঠ্যাতিরিক্ত গ্রন্থ ও পড়িয়া থাকি। প্রতিদিন নিয়মমতে গ্রন্থ গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। নিকটে কেহ থাকিলে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহাকে শুনাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করি।

৯। আমি সময়ে সময়ে কৃষ্ণ, চৈতন্য, শাক্য, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, লুথর, কেশব প্রভৃতি মহাজন ও সাধুদের, সক্রেটিস, লিউটন, ওয়াশিংটন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জ্ঞানী গুণীদের জীবনী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।

১০। যে সকল নাটক নভেল বা কাব্য

পাঠ করিলে মন বিকৃত হয় বা কুলালসা, কুরুচি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, আমি সে সকল পাঠ করি না।

১১। আমি নিয়মিত রূপে সংবাদ কাগজ ও সাময়িক পত্র পাঠ করি। কিন্তু ঐ সকল পাঠে কদাচও অধিক সময় ব্যয় করি না। অনেক সময়ে চোখ বুলাইলেই আমার সে সকল পাঠ হয়।

১২। যে সকল সংবাদ কাগজ বা গ্রন্থ হিংসা বিদ্বেষের পূতিগন্ধময় কিম্বা জাতি বিশেষের পূজিত ব্যক্তি বা গ্রন্থের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অভক্তি মাখা, অথবা নারী জাতির প্রতি অবমাননা কি কুৎসিত রসিকতাপূর্ণ, আমি সে সকল বিষবৎ পরিত্যাগ করি। যে পত্রে লোকের প্রতি গালাগালি, রাজার প্রতি অভক্তি বা গালাগালি থাকে তাহা আমি পাঠ করি না। সর্ব্বথা আমি হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষ ও অভক্তির শত্রু।

১৩। আমি সরল সমালোচনা ভালবাসি। হিংসা বা বিদ্বেষ মুলক সমালোচনা পাঠের সময়ে আমার বৃশ্চিকদংশনের কষ্ট অনুভব হয়। স্তাবকের মধুর সংগীত আমার ভাল লাগে না।

১৪। আমি অধ্যয়নকালে গ্রন্থে লিখিত হয় নাই এমন কোন নুতন তত্ত্ব লাভ করিলে সেই বইর পার্শ্বে বা খাতা বইতে লিখিয়া রাখি।

১৫। আমি না বুঝিয়া কোন কিছু মুখস্থ কি না। মুখস্থ করিবার পূর্ব্বেই বিশদ রূপে বিষয়টী বুঝিয়া লই।

১৬। আমি রোগে, শোকে বা কাতর অথবা কোন দৈব ঘটনায় প্রতিষিদ্ধ না হইলে নিয়মিত রূপে গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি।

১৭। আমি প্রতিদিন সরল ভাবে গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠ দান করি। অজ্ঞাত বিষয়ের অনুমানে উত্তর প্রদান করি না। না বুঝিয়া কোন বিষয় বুঝিবার ভান করি না।

১৮। অধ্যয়নের বিঘ্নে আমার তপস্যা ভঙ্গ হয়।

১৯। আমি অধ্যয়ন কালে প্রায়ই বাড়ী যাই না। অনিবার্য্য কোন কারণ উপস্থিত না হইলে স্থানান্তরে ও যাই না। পুরাকালে আর্য্য ব্রহ্মচারীরা পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত গুরু গৃহে বাস করিতেন, আমি যথাসাধ্য সে নিয়মের অনুসরণ করি। আমি দীর্ঘাবকাশে, আবশ্যক হইলে বাড়ী যাইয়া থাকি।

২০। আমি একাকী বসিয়া অধ্যয়ন করি। কখন কখন সমপাঠী দু এক জনের সহিত মিলিয়া পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি।

২১। গৃহে অধ্যয়ন কালে আমি কোন কিছু বুঝিতে না পারিলে চিহ্নিত করিয়া রাখি, এবং বিদ্যালয়ে যাইয়া সমপাঠীদের নিকট বুঝিয়া লইতে যত্ন করি। তাহারা না পারিলে, গুরু-মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লই।

২২। পাঠ্য পুস্তকের ভাল ভাল অংশ এবং যে সকল অংশ পরীক্ষায় আসিবার সম্ভাবনা সে সকল অংশ রঙ্গিল বা সাধারণ পেন্‌সিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখি।

২৩। পাঠ কালে পাঠ্য বিষয়ের কোন মত বা বিষয় আমার সহিত না মিলিলে সেই বিষয়ের পার্শ্বে পেন্‌সিল দিয়া আমার মতটী লিখিয়া রাখি।

২৪। কি গৃহে কি বিদ্যালয়ে একখান ইণ্ডিয়ান্ রবার সর্ব্বদাই আমার নিকটে রাখি। আবশ্যক হইলে পেন্‌সিলের বা কালীর লিখিত

মন্তব্য সকল তদ্দ্বারা উঠাইয়া লই। এই জন্য আমার বইতে কাটকুট থাকে না এবং বই অপরিস্কৃত হয় না।

২৫। বই পড়িবার সময় সর্ব্বদাই আমার হাতে একটী পেন্‌সিল রাখি, কঠিন স্থান, উৎকৃষ্ট কি বিশেষ স্মরণীয় অংশ চিহ্নিত করিতে কি নূতন কথা লিখিতে আমি উহা ব্যবহার করি।

২৬। সাধারণতঃ টেবিল কি ডেক্‌সের উপর বই রাখিয়া আমি পড়িয়া থাকি। কখন হাতে বই রাখিয়া পড়িতে হইলে পাত মোচড়াইয়া ধরিনা, ঠিক সহজ ভাবে হাতের উপর বই রাখিয়া পড়ি।

২৭। বইর পাতা ভাঙ্গিয়া আমি চিহ্নিত করি না, কতদূর পড়িলাম তাহার চিহ্ন রাখিতে হইবে বলিয়া বইর মধ্যেই উহার সমায়ত এক খণ্ড সাদা কাগজ রাখিয়া দিই। যে দিন যে খানে পড়া সমাপ্ত হয় সে কাগজ খান সে খানে রাখিয়া দিই।

২৮। আমি কোন কোন বই বাঁধাইবার সময় তাহার মধ্যে মধ্যে, কখন বা এক পার্শ্বে কতকগুলি সাদা কাগজ দিয়া বাঁধাইয়া লই। সেই বইর কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলে উহাতে লিখিয়া রাখি।

২৯। আমি নূতন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রূপে পুরাতন পড়াও অভ্যাস করি। পুরাতন পাঠ বা অধীত বই পুনরায় পড়িবার সময়ে নূতন ক্রম অবলম্বন বা নূতন লক্ষ্য স্থির করিয়া পাঠ করি। তাহাতে পুরাতন পড়াও আমার নূতন হয়। এই জন্য কোন বই দশবার পড়িলেও আমার নিকট পুরাতন ও নীরস বোধ হয় না।

৩০। আমি কোন কোন বই সমগ্র পাঠ করি। কোন কোন বইর কেবল সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, কোন পুস্তকেরই অশ্লীল বা খারাপ ভাগ পড়ি না; উহা "অপাঠ্য" বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখি।

৩১। আমি প্রতি দিন শয়নের পূর্ব্বে পর দিনের পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখি।

৩২। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রতি দিনের অধ্যয়ন কার্য্য সমাপন করি।

পরিবারে শিক্ষা-লাভ।

বিদ্যালয় বিদ্যাশিক্ষার স্থান, সৎগুণ শিক্ষার ভূমি নয়। তবে বিদ্যালয়ে যে সৎগুণ শিক্ষা হারাম তাহাও নয়। বিদ্যালয়ে বিদ্যাই মুখ্য, সৎগুণ গৌণ লক্ষ্য থাকে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন স্কুলে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দানের ত্রুটী হয় না; কিন্তু রীতি পূর্ব্বক সাধুগুণ শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থা নাই। পৃথিবীতে সেরূপ বিদ্যালয়ের এ পর্য্যন্ত পত্তন হয় নাই। এখন সমাজও পরিবারের উপরেই সৎগুণ শিক্ষার ভার রহিয়াছে। "অদাতা বংশ দোষেণ" প্রভৃতি বচনেও তাহা প্রতিপন্ন হয়।

পিতৃ পুরুষগণের সাধুভাব একত্রে ঘনীভূত হইয়া প্রতি পরিবারে স্থিতি করে। উহারই নাম "বংশ মর্য্যাদা"। বংশ মর্য্যাদা পিতৃগণের রক্ত মাংস এবং আমরা উহারই উত্তরাধিকারী। উহা ক্রমবর্দ্ধমান, নিয়মে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া

থাকে। অবস্থা বিপর্য্যয়েও আদার সে ঝাল যায় না। শিশুরা পরিবারের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া আশৈশব সে সকল সাধুভাব শিক্ষা করে। গৃহ কর্ত্তা ও গৃহ কর্ত্রীকে অতি যত্নে গোলাজাত করা শস্যাদির ন্যায় এই সকল সৎগুণের রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহ সঞ্চয় করিতে হয়।

প্রতি পরিবারই এক একটী শিক্ষাক্ষেত্র শিশুরা সে ক্ষেত্রের গুণ দোষের উত্তরাধিকার করে। "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" সূত্র পরিবারে ও সমাজেও প্রযুক্তব্য।

সৎগুণাবলি বিদ্যা অপেক্ষা ধর্ম্মের ঘনিষ্ট। এই জন্যই অনেকে ভারতীয় বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। ধর্ম্ম শিক্ষা দানের বিধান নাই বলিয়া আমাদের বিদ্যালয় সমূহে গুণহীন শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদের বালকেরা যেরূপ জ্ঞানবান্ হয়, সেরূপ গুণবান্ ও হৃদয়বান্ হইতে পারে না কিন্তু আমি মনে করি পরিবার ও সমাজ ধর্ম্ম মন্দির অপেক্ষাও হৃদয়ের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি। বালক বালিকারা পরিবারে যে সকল সদ্‌গুণ শিক্ষা করে বিদ্যা-মন্দিরে কি ধর্ম্মমন্দিরেও সে সকল শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। পরিবারে শিশুরা কি কি সাধুগুণ শিক্ষা করে তাহার একটী অপূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ভগবানে, সাধুসজ্জনে ও গুরুজনে ভক্তি করিতে;

২। উপাসনায় ও ধর্ম্ম কার্য্যে যোগ দান করিতে;

৩। উপকারীর প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা দান করিতে;

৪। কথায় ও কার্য্যে ভদ্র ব্যবহার করিতে;

৫। সত্যবাদী হইতে;

৬। বিনীত হইতে;

৭। মধুরভাষী হইতে;

৮। সরল হইতে;

৯। উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে;

১০। কষ্টস্বীকার করিতে;

১১। দয়া করিতে;

১২। দান করিতে;

১৩। শোকে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আনন্দে উৎসবে, অপরকে সহানুভূতি দান ও সাহায্য করিতে;

১৪। ধৈর্য্যের সহিত শোক দুঃখ বিপদ সহ্য করিতে;

১৫। বিরুদ্ধ মত ধৈর্য্যের সহিত শুনিতে:

১৬। পরদুঃখে দুঃখী ও পরসুখে সুখী হইতে;

১৭। গৃহ দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে;

১৮। অন্যকে আদর করিতে ও পর দ্রব্যের প্রতি যত্ন করিতে;

১৯। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতে;

২০। নিন্দায় উত্তেজিত না হইতে;

২১। মনোরথ ভঙ্গ হইলেও সহিষ্ণু ও অকাতর থাকিতে;

২২। সহিষ্ণুতার সহিত রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে;

২৩। অল্পতেই সন্তুষ্ট হইতে;

২৪। উন্নত হইবার জন্য আশা ও উচ্চ আশা করিতে;

২৫। সৌন্দর্য্যানুরাগ;

২৬। আপনার ওজন বুঝিতে;

২৭। শত্রুর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে;

২৮। পরিমিত ব্যয় করিতে;

২৯। হাতে টাকা হইলেই দেয় পরিশোধ করিতে;

৩০। উপযুক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে;

৩১। পরদ্রব্য ব্যবহার না করিতে;

৩২। আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে;

৩৩। আপনার দৈন্যদশা ও অভাব যথাতথা প্রকাশ না করিতে;

৩৪। পরের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দেখিয়া তজ্জন্য মনঃক্ষোভ না করিতে;

৩৫। হিংসা না করিতে;

৩৬। পছন্দ করিতে;

৩৭। নেশাপানে বিরত থাকিতে, সচ্চরিত্র হইতে;

৩৮। আপনার ত্রুটী, অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করিতে।

উৎসাহ।

উৎসাহ ষ্টীম। ষ্টীমের বলে জাহাজ চলে, রেল চলে, উৎসাহের বলেও মানব চলে। মানব দেহটা বড় একটা জাহাজ বা মাইলব্যাপী ট্রেণ হইতেও বড়। উহাকে চালান কম বলের ক্ষমতা নয়। দিন রাত মানবদেহ ৩৯২ মন বায়ুর ভার বহন করে অথচ তাহার তত্ত্বটা বিজ্ঞান পড়িয়া নির্ণয় করিতে হয়; অত ভার যে তাহার ঘাড় চাপিয়া রহিয়াছে সে তাহার খবরই রাখে না। মানুষ যে উৎসাহের বলে চলে, সে বড় তাহার তত্ত্ব রাখে না। সে মনে করে চন্দ্র সূর্য্যের গতির ন্যায় কতকগুলি অন্ধ প্রয়োজন তাহাকে চালাইতেছে!

শিশুদের ইচ্ছা ও উৎসাহ যমজ ভাইভগ্নী, অথবা চাঁদের কোলে হরিণ শিশুর মত ইচ্ছার কোলে উৎসাহ লীন। ইচ্ছার যে কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারে শিশুরা তাহা জানে না; তাই আর তাহাদিগকে ইচ্ছায় ষ্টীম করিতে হয় না, যাই ইচ্ছা হইল অমনি কল চলিল। কিন্তু যাহারা জানে সংসারে কেবলই সংগ্রাম করিতে হয়—কেবল শীত বাতের সঙ্গে নয়, ঘটনার সঙ্গে, পশু পক্ষীর সঙ্গে, মনুষ্যের সঙ্গে, বিবিধ কাজ কর্ম্মের সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম করিয়া আত্ম ইচ্ছাকে সিংহাসন দান করিতে হয়, তাহারা গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই ইচ্ছাকে ভাল করিয়া ষ্টীম করিয়া লন; নচেৎ কতদূর যাইয়াই গতি স্থগিত হয়। চারিদিক হইতে প্রতিবন্ধক ও প্রতিঘাত আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাদিগকে বসাইয়া দেয়।

শিশুরা ক্রমে যখন সংসারের ভাব গতির অভিজ্ঞ হইতে থাকে তখন তাহাদের ইচ্ছার সম্মুখে যমদূত কালদূত সকল আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। ইচ্ছার প্রশস্ত আকাশে মেঘ দেখা দেয়—কখন বা একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, এই সকল বিভীষিকা ও নিবিড় মেঘজাল কাটিবার জন্য মানব হৃদয়ে এক দেব নন্দন জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম উৎসাহ। আশার বিমল সরোবরে উৎসাহ শতদল পদ্ম।

শুনিয়াছি বিদ্যুৎ মরা মানুষকে উঠায়, নাচায়, চালায়। উৎসাহ ও মরা মানুষকে বৈদ্যুতিক শক্তি দান করিয়া জীবিত রাখিয়াছে। তুমি বোঝ কি না বোঝ, উৎসাহের একটুকু স্ফুলিঙ্গ আছে বলিয়াই তুমি উঠিতে পার, চলিতে পার, বলিতে পার, কাজ করিতে পার।

উৎসাহ অগ্নি—হৃদয়ের তেজ। যাহার উৎসাহ নাই সে জমাট বরফ। সে নিজেও যেমন

মরা তাহার কাজকর্ম্মগুলিও তেমনি প্রাণহীন। সে পশু পক্ষীর মতও নয়, সূর্য্য চন্দ্রের মত নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে।

উৎসাহকে আর এক কথায় জীবনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলেই তাহার উৎসাহ থাকিবে। সহিষ্ণুতা দাঁড়াইয়া সমস্তই অকাতরে সহ্য করে; কিন্তু চলিতে পারে না। উৎসাহ চিরগতিশীল। উৎসাহের উচ্ছ্বাস হৃদয়ের বেলা ভরিয়া নিকটে যাহারা থাকে তাহাদিগকেও প্লাবিত করে। হাসি দেখিলে হাসি আইসে, উৎসাহ দেখিলেও উৎসাহ জন্মে, উৎসাহে মরা মানুষ বাঁচিয়া যায়, বোবায় কথা বলে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। উৎসাহ সংক্রামক, এক হৃদয়ে জ্বলিয়া শতহৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে।

শিশু চঞ্চল বা অফুরন্ত প্রস্রবণ। উৎসাহ বা জীবনী শক্তি লইয়া শিশু ধরাতলে অবতরণ করে। এই জন্যই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ সচেতন থাকে কেবলই গতি, কেবলই কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে। পৃথিবীর সকলই তাহার নূতন, যত দেখে ততই তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

বাহিরের প্রতিকূল অবস্থায় শিশু দমিয়া যায়। ভয়, সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি উৎসাহের বৈরী; এই সকল কারণে উৎসাহ কখন কখন অদৃশ্য ভাবে উড়িয়া যায়।

শিশুরা রোগ যন্ত্রণায়, আকস্মিক বিপৎপাতে বা অযথা শাসনে ভীরু স্বভাব হইয়া পড়ে। কৃত্রিম লজ্জা ভয় উৎসাহের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করে। শিশুদের হৃদয়ে যাহাতে ভীরুতা প্রবেশ করিতে না পারে, সর্ব্বথা তদুপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রহার, অযথা কটু কথা, রাগ প্রভৃতি দ্বারা শিশুর হৃদয়ে ভয়ের বীজ বপন করা কর্ত্তব্য নয়। অনেক পিতামাতা ভূত প্রেতের বা জুজুর অথবা আবুর ভয় দেখাইয়া বালকবালিকার চিত্তে ভয়ের অবতারণা করেন। তদ্দ্বারা উপস্থিত কার্য্যোদ্ধার হইলেও বালক প্রকৃতি ভয়ে জড়সর হইয়া পড়ে, উৎসাহের প্রফুল্ল কুসুমে কীট প্রবেশ করে।

পরিবারের নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট ভাব এবং ভীরুতা অলক্ষিত রূপে শিশু প্রকৃতিতে সংক্রামিত হয়, এবং অকাল নিদাঘে জল পূর্ণ আলবাল শুকাইয়া যায়। শিশুরা পৈতৃক ধনসম্পত্তির ন্যায় পরিবারের দোষ গুণ ও উত্তরাধিকার করে। বালক বালিকাদিগকে শিক্ষার্থ কোন পরিবারে রাখিতে হইলে অগ্রে সেই পরিবারের প্রকৃতি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা বিধেয়।

নিরন্তর একরূপ অধ্যাপনা বা অধ্যয়ন দ্বারা উৎসাহ জীবিত থাকে না। উৎসাহানল চির প্রজ্জলিত রাখিতে হইলে উহাতে নব নব ইন্ধন প্রদান করিতে হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে শিক্ষাদান প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে। এই জন্যই পুরস্কার দান প্রভৃতি উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নব নব স্থান দর্শন, নব নব বিষয় বা বস্তু প্রদর্শন দ্বারা মনকে ওলট পালট করিয়া দিলে ও অগ্নি ধা ধা করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সর্ব্বথা মুক্ত ভাব পাইলে উৎসাহ আপনিই জ্বলন্ত থাকে।

দশজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই উৎসাহ জন্মে। বিন্দু বিন্দু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ একত্র হইয়া অগ্নিক্ষেত্র হয় এবং প্রতি জন তাহাতে অগ্নিস্নান করিয়া অগ্নিময় হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রকে কোন এক বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিলেই একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। মধ্যে মধ্যে ছাত্রবৃন্দকে লইয়া সভা সমিতি করিলে এবং তদুপলক্ষে বার্ষিক উৎসবাদি করিলে ও উৎসাহ বর্দ্ধমান থাকে।

কেবল কথায় চিড়ে ভিজে না, জলও দিতে হয়। বরাবর কথায় উৎসাহিত রাখা অসম্ভব; মধ্যে মধ্যে কার্য্যোৎসাহ ও প্রদর্শন করিতে হয়। কথা উৎসাহের নকীব, কার্য্যই উহার প্রকৃত ক্ষেত্র। পরিবারের সাময়িক ব্রত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি বালকবালিকাদের হৃদয়ে নবোৎসাহ উৎপাদন করে। উৎসাহই শিশুদের পবিত্র ধর্ম্ম। নব বস্ত্র, নব আহার্য্য লাভেও উহাদের কম উৎসাহ উৎপন্ন হয় না।

শিক্ষক উৎসাহী না হইলে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উৎসাহী হইবে প্রত্যাশা করা যায় না। অনেক শিক্ষক নিয়মিতরূপে পড়াইয়াই আপনাকে দায়-মুক্ত মনে করেন। উৎসাহ তুলার মত কোমল চাপাচাপি করিলে উহা আপনি জমাট বাঁধিয়া যায়। অনেক সময়ে তত্ত্বাবধায়ক বা কর্ত্তৃপক্ষের গুরু চাপেও শিক্ষকদের উৎসাহ দমিয়া যায়, জ্বলন্ত অগ্নিকণা শীতল হয়। ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহিত রাখিবার জন্য শিক্ষকের ন্যায় পরিদর্শক বা কর্ত্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব আছে। তাঁহারা শিক্ষকের ভীতির নিদান হইলে শিক্ষকের উৎসাহের সহিত ছাত্রদেরও উৎসাহ নিবিয়া যায়।

পরিবারের কর্ত্তা নিরুৎসাহ হইলে পরিবার এবং তত্ত্বাবধায়ক নিরুৎসাহ হইলে তদধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিও উৎসাহবিহীন নির্জ্জীব পদার্থ হইয়া যায়।

পরিদর্শকেরা যদি শিক্ষকদের ন্যায় বিদ্যালয়ের উৎসবাদিতে ও সমবেত ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দান করেন তবে বিদ্যালয়গুলি অতি সহজেই উৎসাহক্ষেত্র হইতে পারে।

উৎসাহকে গণ্ডীর ভিতরে রাখা উৎসাহ জন্মান অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। পাছে অত্যন্ত হইয়া পড়ে এই জন্যই অনেকে উৎসাহ পছন্দ করেন না। উৎসাহ সহজেই সীমা অতিক্রম করিয়া দাবদাহ উৎপাদন করে। এই জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক ভাবে উহাতে ইন্ধন প্রদান করিতে হয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

উৎসাহ বীর রসের প্রাণ। উৎসাহ না হইলে জ্ঞান বীর, ধর্ম্ম বীর, কর্ম্ম বীর ও দয়া বীর সকলেরই জন্ম আকাশ কুসুমবৎ অলীক কল্পনা। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—

(১) শিশুরা যত নূতন দেখে, শোনে ও বোঝে ততই তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। উৎসাহ সহজাত গুণ।

(২) উৎসাহ সংক্রামক একজনের উৎসাহে শত জন উৎসাহিত হয়।

(৩) দশ জন একত্র হইলে প্রতিজনের উৎসাহ সম্মিলিত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করে।

(৪) শিক্ষকগণ নূতন নূতন বস্তু বা দৃশ্য স্থান দেখাইয়া, সভাসমিতি করিয়া, ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

(৫) পরিদর্শক ও কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্র ও শিক্ষকগণের যম স্বরূপ হইবেন না। শিক্ষকদিগকে বন্ধু ভাবে পরামর্শ দান ও শাসন করিবেন। সভা সমিতি ও ক্রীড়া কৌতুকে যোগ দান করিয়া ছাত্র, শিক্ষক সকলকে উৎসাহ দান করিবেন।

(৬) শিক্ষক ছাত্রদের, পরিদর্শক ও কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষক ও ছাত্র সকলের উৎসাহ নিয়মিত করিবেন।

লিখিয়া শিখা ।

পূর্ব্বে সকল বিষয়ই লিখিয়া শিখিতে হইত। পাঠ্য বইগুলি পর্য্যন্ত নকল না করিলে চলিত না। এখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে পাঠ্য বইরতো কথাই নাই, এক এক পাঠ্য পুস্তকের ৩। ৪ খান করিয়া ব্যাখ্যা বা অর্থ বই বাহির হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হস্তলিপির একটা নিয়ম ও পরীক্ষার ব্যবস্থাটা না থাকিলে, হাতে কলমে যোগ না করিয়াই সরস্বতীর সন্তান হইতে পারিত।

পূর্ব্বকার চতুষ্পাঠীর ও বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবিষয়ে আসমান জমীন প্রভেদ। পূর্ব্বে লিখা ও পড়া দুই প্রায় সমান ছিল; এখন বিদ্যালয়ে পড়া বলিলেই হয়, লিখা নাম মাত্র। লিখিয়া পড়িতে হয় না বলিয়া পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য বইও অনেক বাড়িয়াছে। পাঠ্যাবস্থার সময়ও কমিয়াছে। পূর্ব্বে এক এক বেদ পড়িতেই এক এক যুগ অতীত হইত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ পাঠ্যাবস্থার নির্দ্দিষ্ট কাল ৪৮ বৎসর ছিল। এখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যেই একরূপ পাঠ সমাপন করিতে হয়।

লিখিয়া পড়িতে হয় না বলিয়া অধ্যয়ন সুগম হইয়াছে; এবং তজ্জন্য এখন অনেকেই বিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং শিক্ষাও বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে হস্তলিখিত গ্রন্থের অনেক মূল্য ছিল, অতি অল্প লোকেই সে মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে পারিত। ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই পাঠ্যপুস্তক হাতে লিখিয়া বা কাহাকে ধরিয়া লিখাইয়া লইতে হইত। এই জন্য অধ্যেতৃবর্গের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল।

কিন্তু অল্প থাকিলেও পূর্ব্বে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ে যেমন সংস্কার ও ব্যুৎপত্তি জন্মিত এখন সেরূপ হয় না। এক বিষয়ই সুদীর্ঘ সময় অধ্যয়ন যে উহার প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনায় সামান্য হইলেও লিখিয়া পড়াও উহার অন্যতর কারণ। যেরূপ পড়া, সেরূপ লিখা ও বিষয়টী অভ্যাস করিবার সাধন। আমার মনে হয় লিখিয়া শিখিলে বিষয়টীর পূর্ণ শিক্ষা হয়; কেবল পড়িয়া শিখিলে অর্দ্ধ শিক্ষা হয়। কেবল পড়িয়া শিখে বলিয়াই ছাত্রদের অধীত বিষয়ে প্রচুর সংস্কার জন্মিতে পারে না।

পক্ষান্তরে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য বিদ্যালয়ে শিখিয়া লিখার নিয়ম প্রবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী। এখন ছাত্রদিগকে এত অধিক পুস্তক পড়িতে হয় যে তাহারা অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াও নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ, এবং অনেকের বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যয়নে অরুচি জন্মে। এই সকল বিঘ্ন বাধা স্মরণ রাখিয়াও, আমার মনে হয়, লিখিয়া পড়ার বিষয়ে যথা সাধ্য চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

এখন পাঠ্য বইগুলি লিখিয়া পড়িতে বলিলে, প্রবল প্লাবনের সম্মুখে বালির বাঁধের ন্যায় সে কথা ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু তথাপি বলিতেছি এখনও কেহ সে পথ অবলম্বন করিলে সরস্বতীর বরলাভে সমর্থ হইবেন—নব কালিদাসের জন্ম হইবে। যা হউক, সে সত্যযুগের বিধি ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করুক। বর্ত্তমান সময়ে লিখিয়া পড়ার কতদূর অনুসরণ করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

যত যত্ন, যত চেষ্টা ততই লাভ। পূর্ব্বে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে অনেক খাটিতে হইত এই জন্য তাঁহারা কৃতী হইতেন। এখন বিদ্যা লাভ সহজ হইয়াছে, এখন অনেকেই বিদ্বান্, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী সকলে হইতে পারিতেছেন না। লিখিয়া পড়িতে হয় না বলিয়া প্রতি বিষয়ে খাটুনি কমিয়াছে বিদ্যাও তেমন কমিয়াছে।

পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় অর্থ ও ব্যাখ্যা বইগুলিও মুদ্রিত হওয়াতে লিখনের কার্য্য এক রূপ উঠিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রই এখন ঐ সকল পুস্তক পড়িয়াই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে। ইহাতে শিক্ষা তেমন প্রগাঢ় হইতেছে না।

পূর্ব্বেও টীকা টিপ্পনী ভাষ্য প্রভৃতি ছিল, সে সকল মূল গ্রন্থের ন্যায় অধ্যাপিত হইত; এই জন্য সে সকল ব্যাখ্যার অধ্যয়নে মূল বিষয়ে প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিত। এখন ব্যাখ্যার অধ্যাপনা হয় না, কেবল গ্রন্থেরই অধ্যাপনা হইয়া থাকে; কাজেই ব্যাখ্যা বিশদরূপে বোঝে না, মূল বিষয়ে ও তৎপাঠে অনভিজ্ঞতা থাকিয়া যায়। ছাত্রগণ ব্যাখ্যা পড়িয়া মনে করে সকলই বুঝিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক বিষয়েই অজ্ঞতা দূর হয় না। ব্যাখ্যা বইগুলি বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ শিক্ষার সহকারী হইলেও প্রকৃষ্ট শিক্ষার অন্তরায়। এই দোষ পরিহারার্থ এই রূপ নিয়ম করিলে ভাল হয়—প্রতিজনকেই প্রত্যেক পাঠ্য বইর ব্যাখ্যা প্রভৃতি লিখিবার জন্য এক এক খান খাতা রাখিতে হইবে, এবং শিক্ষকের উপদেশানুসারে তাহাতে স্মরণীয় সমুদয় কথা লিখিয়া রাখিবে। পরিদর্শকগণ পরিদর্শন কালে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন। অবশ্যই এই নিয়ম নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য হইতে পারে না।

পাঠ্য গ্রন্থের পাশেই বিশেষ স্মরণীয় কথাগুলি (কঠিন শব্দের অর্থ প্রভৃতি) যতদূর পারে পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়া রাখিবে। অনেকে ওরূপ লিখায় গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নাশের বৃথা আশঙ্কা করিয়া থাকে। আবার অনেকে বিক্রয়ের সময়ে গ্রন্থের মূল্য কমিবে ভাবিয়া কিছুই লিখে না। কিন্তু "শিক্ষার জন্যই গ্রন্থ ক্রয়" ইহা মনে করিয়া ভাল রূপে শিক্ষা করিবার জন্য সমুদয়ই সহ্য করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

ইতিহাসের সংক্ষেপ ও এট্‌লাস্ দেখিয়া ব্যবহারিক ভূগোল লিখাইয়া শিক্ষা দিলে তত্তৎ বিষয়ে সংস্কার জন্মে। ব্যাকরণ ও বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাড়ী হইতে লিখাইয়া আনাইলেও বিশেষ শিক্ষা হয়। সকল বিষয়েরই প্রশ্ন দিয়া বাড়ী হইতে লিখাইয়া আনান মন্দ নয়। বাড়ী হইতে প্রশ্নোত্তর লিখিয়া আনিবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রেরই এক এক খান খাতা বই থাকিবে। গণিতের প্রশ্ন সমাধান তো নিয়মিত রূপে করিয়াই আনে, তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়েও প্রশ্নোত্তর লিখিবে।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কালেও বাচনিক উত্তর দানের সময় কমাইয়া লিখিত উত্তর লওয়ার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা ভাল। শ্লেটের ব্যবহার কেবল গণিতেই বদ্ধ না রাখিয়া সকল বিষয়েই উহার ব্যবহার করিতে যত্ন করা ভাল। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও যথাসম্ভব উত্তর শ্লেটে লিখাইয়া লওয়া বিধেয়।

যেমন শ্লেট তেমনি বোর্ডও একটী লিখিবার উপকরণ। শ্লেটের ন্যায় উহার ব্যবহারও বৃদ্ধি করিতে পারিলে শিক্ষাদান কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। শ্লেট ছাত্রদের বিদ্যা পরীক্ষার এবং ব্লাক বোর্ড শিক্ষা প্রদান করিবার সাধন। শিক্ষক যতদূর পারেন শিক্ষাদান

কার্য্যে বোর্ডের ব্যবহার করিবেন। কোন বিষয় লিখিয়া শিখাইতে পারিলে, এবং সময় হইলে কোন রূপে সে সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। কোন বিষয় বোর্ডে লিখিয়া দেখাইলে ছাত্রদের হৃদয়েও তাহা অঙ্কিত হয়। রসনা অপেক্ষা হস্তের, কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর ব্যবহারে কার্য্য অধিক ফলপ্রদ হয়। যেখানে সকলেরই ব্যবহার হয় সেখানে পূর্ণ শিক্ষা—সাগর-সঙ্গম, মহাতীর্থ।

গৃহ শিক্ষায়ও লিখিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। পাঠ্য বিষয় এক বার লিখিলে পাঁচ বার পড়ার সমান হয়। যে পাঠ মুখস্থ করিতে হইবে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক একবার লিখিলে অর্দ্ধ মুখস্থ হয়। অভিভাবক ও গৃহ শিক্ষকগণ যথাসম্ভব পাঠ্য বিষয় লিখাইয়া লিখাইয়া শিখাইতে পারিলে, সে শিক্ষা পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় যুগ যুগান্তর স্থায়ী হইবে, যদি একান্তই উহা চিরস্থায়ী না হয়।

যে যে পাঠ মুখস্থ করিতে হইবে সে সকলের বাচনিক উত্তর গ্রহণ না করিয়া শ্লেটে লিখাইয়া লইলেই উত্তম হয়। গৃহশিক্ষায় সর্ব্বথা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সব দিকে সুবিধা হইবে। শ্লেটে লিখাইয়া আবার তাহার দ্বারাই বইর সঙ্গে মিলাইয়া সংশোধন করাইয়া লইলে সে বিষয়টী শিক্ষার্থীর সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে, প্রত্যুত শিক্ষাদাতাও অন্য কার্য্য করিতে অবসর পাইবেন। অনেক অভিভাবককে দশ কাজের সহিত সন্তানের লেখাপড়ার তত্ত্ব খবরও করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে এ ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক। আবার এক এক জন গৃহ শিক্ষককে সময়ে সময়ে দু তিনটী ছেলের ভারও বহন করিতে হয় তাঁহার পক্ষেও উহা যথেষ্ট ফলপ্রদ হইবে।

গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে প্রায়ই এক এক জন শিক্ষককে ২, ৩টী শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্য করিতে হয়। তাঁহাদের যে ওরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে কার্য্যই চলে না, তাহা বলা অধিকন্তু। এইরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ন্যূন হইলেও পরীক্ষায় ছাত্রেরা ভাল হয়, তাহার প্রধান কারণ পূর্ব্বোক্ত রূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা। শিক্ষকগণ, যতদূর সম্ভবপর, লিখিয়া শিক্ষাদান ও লিখিয়া পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে সুফল ফলিবে।

কণ্ঠস্থ বিদ্যা।

যে জিনিসের কাট্‌তি অধিক তাহার আসল পরিবর্ত্তিত হইয়া শীঘ্রই নকলে পরিণত হয়। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে ও তাহাই ঘটিয়াছে। শিক্ষার অবাধ প্রচলনে জ্ঞানের দ্বার সর্ব্বত্রই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কোন একটী বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করিয়া সেই বিষয়ের অপরিপক্ক জ্ঞানে মস্তিষ্ক পূর্ণ করা অথবা সেই বিষয়টী একবারে কণ্ঠস্থ করিয়া বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা ইহার অন্যতম কারণ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন জীবন সংগ্রামে আত্ম রক্ষার উপায় অন্বেষণ করা। এই জন্য পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভই শিক্ষার চরম ফল বা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গৃহীত হইতেছে। পরীক্ষা জ্ঞানের নিকষ হইলেও যে পরীক্ষার লক্ষ্য অন্য, উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাহা দ্বারা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের সীমা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রকৃতি নির্ব্বাচ

নের পক্ষপাতী, স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আপনিই সহজ সহজ উপায় সমূহ উদ্ভাবন করিয়া লয়। জীবন-সংগ্রামে আত্মর-ক্ষার চেষ্টায়ও, প্রকৃতি আপন গন্তব্য পথ অনুসরণ করিতে পরাঙ্মুখ নহে। তাই পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভের সহজ উপায়--সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়াও অনেকেই পরীক্ষা পাসের উপযোগী কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় দিয়া মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া রাখার—উদ্ভাবন করিতে নিরন্তর ব্যস্ত। এইরূপ না বুঝিয়া না শুনিয়া নানা বিষয়ের অপক্ক ও অসংস্কৃত জ্ঞান দিয়া স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত "মুখস্থ" করিয়া রাখা বর্ত্তমান শিক্ষার একটী অপূর্ণ বা বিকলাঙ্গ। সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকরূপে যে ইহা আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিশেষ অন্তরায় তাহা নিঃসন্দেহ।

সাধারণতঃ আমরা দুই শ্রেণীর শিক্ষক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর শিক্ষকগণ স্থায়ী উন্নতি ও প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশই আদর্শরূপে তাঁহাদিগের ছাত্রদিগের সমক্ষে ধরিয়া থাকেন এবং তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রদিগকে সেই উন্নত লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি উত্তেজিত করিতেছেন। আর অপর শ্রেণীর শিক্ষকগণ তাহাদের ছাত্রগণ কি উপায়ে পুরস্কার, সম্মান, অর্থ ও ভবিষ্যৎ উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে তাহাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য রূপে তাহাদের সমক্ষে ধরিয়া তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে একান্ত নিশ্চিন্ত থাকেন; এবং এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ শুধু পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভের উপযোগী কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় কণ্ঠস্থ করাইয়া দেন। প্রথমোক্ত শিক্ষকদিগের সংখ্যা যে পরিমাণে অল্প, শেষোক্ত শিক্ষকদিগের সংখ্যা ও সেই পরিমাণেই অধিক। এইরূপ কণ্ঠস্থ করা প্রথার দোষ এই যে, এইরূপ শিক্ষা পরীক্ষার গুরুতর চাপে অধিগত; কাজেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। অভীষ্ট বিশেষের সিদ্ধিই যখন অভিপ্রেত, উদ্দেশ্য লাভ হইলেই তখন ইহার আবশ্যকতা ও ফুরাইয়া যায়। এরূপ ও অনেক সময় দেখা যায়, পরীক্ষার সময় যে সকল বিষয় ছাত্রগণের নখ দর্পণে প্রতিভাত-হইত, পরীক্ষার কিয়ৎকাল অন্তেই সে সকল বাষ্পের ন্যায় বায়ুরাশিতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এইরূপ শিক্ষায় যে কোন লাভ হয় তাহা আমাদের মনে হয় না।

মুখস্থ করা দোষের নহে বরং প্রশংসারই কথা, বিশিষ্ট শক্তিরই পরিচায়ক। কিন্তু যাহা মস্তিষ্কে বহন করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা যদি আমাদের উপকারে না আইসে, তবে শুধু ভূতের বেগার খাটিয়া লোকসান বই লাভ কি? যে সকল বিষয়ের গুরুতর বোঝা আমাদের স্মৃতি শক্তির উপর চাপাইয়া দিই, তাহা যদি আমাদের আয়ত্তাধীন না হয়, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌরভে যদি আমাদের প্রাণ মন বিমোহিত না হয়,তবে আমরা ভারবাহী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? যে কার্য্যে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় ও মনের আনন্দ হয়, তাহা কষ্টসাধ্য হইলেও করিতে আরাম আছে; আর যাহা নীরস ও কর্কশ তাহা সহজ হইলেও নিরানন্দ। কলুর বলদের মত এক টানা পরিশ্রমে, উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক।

অনেকেরই দৃষ্টি এখন এই অন্তঃসার বিহীন শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অনেকেই এখন এই দূষনীয় কণ্ঠস্থ রাখা প্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হইয়া ইহার প্রতিকার মানসে যত্নবান হইতেছেন। এইরূপ কণ্ঠস্থ

করায় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, চিন্তা শক্তির অনুশীলন বৃদ্ধি, ধারণা শক্তির ব্যাবৃত্তি অথবা জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব নহে দেখিয়া, অনেকে ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা তুলিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতেছেন। এই পরীক্ষা পদ্ধতি সদসৎ শিক্ষার পূর্ণ সুচীপত্র না হইলেও, ইহা যে শুদ্ধ জ্ঞান লাভের একটী প্রকৃষ্ট উপায় তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। স্বর্ণের বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা যে-রূপ অগ্নিতেই পরিলক্ষিত হয় সেরূপ এই পরীক্ষাতেই আমাদের শিক্ষার গুণ দোষ ও ধরা পড়ে। এই জন্য এই জ্ঞানহীন কণ্ঠস্থ প্রথার প্রতিকারের জন্য পরীক্ষা দান বা গ্রহণ তুলিয়া ফেলিলে শিক্ষার মূলচ্ছেদেরই সম্ভাবনা অধিক।

পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালী না উঠাইয়া বরং তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম পরিদর্শন প্রণালীর সৃষ্টি করিলে ফল দর্শিতে পারে। প্রতিদিন কি প্রণালীতে অথবা কিরূপে পাঠদান ও গ্রহণ কার্য্য সমাধা হয়, কিরূপেই বা ছাত্রদিগের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

অনেক সময় ছাত্রগণ পঠিতব্য বিষয়টী অধ্যয়ন করিবার মূল সূত্রটী খুজিয়া পায় না, পাইলেও হারাইয়া ফেলে; এবং নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপনার্থ কাজেই তাহাকে উপায়ন্তর অবলম্বন করিতে হয়। এই জন্য সকল শিক্ষকেরই উচিত প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে সেই সূত্রটী ধরাইয়া দেওয়া। মূল ধরিয়া পল্লবে যাইতে পারিলে, এবং পল্লব ধরিয়া মূলে নামিতে পারিলে তাহাকে আর কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না; বিষয়টী আপনিই শুধু কণ্ঠস্থ নহে, প্রাণে মূলীভূত হইয়া থাকিবে; তজ্জন্য আর তাহাকে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে না।

ব্যাখ্যা পুস্তক টীকাটিপ্পনী নোট প্রভৃতির প্রচুর আমদানিও এই কণ্ঠস্থ করিবার প্রথাকে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অনেক ব্যাখ্যা কারও টীকাকার মূল পুস্তককে নানা প্রকারের ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পিত অর্থ দ্বারা আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলেন। সহজে বুঝিতে পারিবে এই আশায় অনেক ছাত্রই এই সকলের সাহায্যে আরো মুস্কিলে পড়ে এবং গত্যন্তর বিহীন হইয়া অবশেষে সমগ্র ব্যাখ্যা পুস্তক খানাই মুখস্থ করিয়া ফেলে। ইহাতে যে স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধি বিবেচনার প্রস্ফুরণ হয় না তাহা বলা বাহুল্য।

বিষয়ের আধিক্য কণ্ঠস্থ করিবার আর একটী কারণ। অতি অপরিণত বয়স হইতেই ছেলে দিগকে নানা বিষয় একত্রে অধ্যয়ন করিতে হয়। সকলের শক্তি এক রকম নহে। কেহ কোন বিষয় অতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারে; কেহ বা তাহা অতি সাধনেও ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য অনেকে পরস্পরের প্রতিযোগিতায়, অপেক্ষাকৃত দুরুহ বিষয় স্বীয় স্মৃতিশক্তির স্কন্ধে সমর্পণ করিয়া দুস্তর পরীক্ষার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যাহা অধ্যয়ন করিতে ছাত্রগণ আমোদ পায় না, অথবা যে যে বিষয়ে তাহাদের রুচি বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, সেই সেই বিষয় তাহাদিগকে অধ্যয়ন করিতে বাধ্য না করিয়া, তাহাদিগকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে পড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্যথা তাহারা চিররোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় অতিকষ্টে গলাধঃ করিয়াই উদ্গীরণ করিয়া ফেলিবে। ইহাতে বৃথা শক্তিক্ষয় ব্যতীত আর কিছু লাভ নাই, ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই অনেক। এই জন্য প্রত্যেকের রুচি অনুসারে বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলে, না বুঝিয়া মুখস্থ করার কুফল কতক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। যে বিষয়ে যাহার রুচি নাই, অথবা যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে ছাত্রদিগের আগ্রহ অথবা কৌতুহল জন্মেনা, সেই সকল বিষয়ে তাহাদিগের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে তো কথাই নাই; না পারিলে, সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি না করিয়া, বরং যাহাতে সেই সকল বিষয় শিক্ষা করিতে তাহাতে অনুরাগ জন্মে অলক্ষিত ভাবে তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

কৌতুহল, আগ্রহ, অনুরাগ শিক্ষার মূলমন্ত্র এবং জ্ঞানের সোপান। বিশুদ্ধ এবং নিঃস্বার্থ জ্ঞানের জন্য প্রাণে একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে শিক্ষার পথে যে সকল কণ্টক রহিয়াছে তাহা উন্মূলিত হইবে না। যতদিন আমরা স্বার্থ, অর্থ, সুনাম ও যশের সঙ্গে জ্ঞানকে জড়িত রাখিব ততদিন আমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের সুখাস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। এবং তল্লাভের প্রধান অন্তরায় গুলিও দূরীভূত হইবে না।

বিদ্যালয় পরিদর্শন।

আমাদের দেশে অনেকেই, পরিদর্শন ব্যয়টা অপব্যয় মনে করেন; কাজেই কাজ সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয় না। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজ জাতির পরিদর্শন ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইংরেজদের কার্য্য যেমন সুসম্পন্ন হয় তেমন আর কোন জাতির হয় না। আমি এই জন্য এরূপ বলি না যে ইংরেজদের কার্য্যে কোন দোষ বা অপূর্ণতা নাই। কার্য্যের অপূর্ণতা কার্য্যের নিত্য সহচর, কাজ যতই ভাল হইবে ততই অপূর্ণতা প্রতিভাত হইবে। তবে ইহার অর্থ এই, ইংরেজরা যে কার্য্য ধরেন সেই কার্য্যই অন্য জাতি হইতে ভাল করেন।

ইংরেজদের পরিদর্শনের সাধারণ নিয়ম, দশ জনের উপর একজন কর্ত্তা। দশ জনে কাজ করিবে আর এক জন সে সকল কাজে কোথায় খুতনাত্ রহিল তাহা দেখিয়া সেই টুকু সংশোধন করিবেন, বা করাইয়া লইবেন। পরিদর্শকদিগের কাজ—কার্য্যকারকদিগকে শাসন করা নয়, তাহাদের কার্য্যের সহায়তা করা।

ইংরেজ রাজ্যে সকল কাজেরই পরিদর্শক আছে। বিচারকের হুকুমের উপর আপীল, দর আপীল আছে। তথাপি বিচারকেরা অধীন বিচারালয় সকল পরিদর্শন করেন। সে পরিদর্শন বিচারের দোষগুণ অনুসন্ধান নয়, বিচারের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন ও বিচারাদালতের বিধি ব্যবস্থা সকল তন্ন তন্ন করিয়া তথ্য লইয়া সংস্কার করা—কার্য্যের সহায়তা করা।

অনেকে মনে করেন পাদার্পণানুগ্রহই পরিদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট। এই জন্য অনেকে ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট সাহেবের পরিদর্শনে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ও কুৎসা করিতেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধীনদের কার্য্য প্রণালীর তত্ত্ব লইতেন, দোষগুণ বলিয়া দিতেন।

পরিদর্শকের কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কার্য্যের তত্ত্ব লওয়া। বিশেষতঃ যে সকল কার্য্যের খবর কেহ লয় না, সে সকল কার্য্যের অনুসন্ধান করা। যাহারা সকলের উপরে, তাহাদের আবার অধীন পরিদর্শকেরা কিরূপ পরিদর্শন করেন তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য দোষ বা ত্রুটী প্রদর্শন করা

নয়, অথবা সে দোষের জন্য শাসন করাও নয়; ভবিষ্যতে কার্য্যটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে তাহারই উপায় প্রদর্শন করা। তবে কেহ যদি বার বার উপদিষ্ট উপায় অগ্রাহ্য করে তাহাকে তদবলম্বনার্থ শাসন করারও আবশ্যক হয়।

পরিদর্শক বন্ধুভাবে দোষ ত্রুটী ভ্রম প্রমাদ দেখাইবেন। কার্য্যকারকগণও অবনত মস্তকে তাহা শ্রবণ করিবেন, এবং স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিবেন। পরিদর্শক যদি আপন মতই বহুমত মনে করেন, তবে কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবার আশা নাই। কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন কি নূতন প্রণালী অবলম্বনের আদেশ করিবার পূর্ব্বে সে বিষয়ে কার্য্যকারকের বহুদর্শন জনিত সাহায্য উপেক্ষা করিবেন না।

অনেক পরিদর্শক মূর্ত্তিমান বিভীষিকা। তাহারা অধীনস্থদিগকে তটস্থ দেখিলেই আপনাকে গৌরবান্বিত ও স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইল মনে করেন। তত্ত্বাবধানে যে বিভীষিকা প্রদর্শন একটী উপায় নয় তাহা আমি বলি না। কিন্তু সেটী শেষ উপায়। পরিদর্শকের দ্বিমূর্ত্তি—কর্ত্তব্য কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বন্ধু, উপদিষ্ট ত্রুটী বা উপায় প্রতিপালিত না হইলে তন্নিবারণার্থ তিনি মহৎ ভয়, উদ্যত বজ্র।

পরিদর্শক যদি অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে নিজের হস্তেই রাখেন, তবে তিনি অপরিমেয় ক্ষমতাশালী হইলেও ক্ষমতাপ্রিয় স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাহাকে দেখিলে প্রিয় পাত্রেরা ব্যতীত অন্য সকলেই শশব্যস্ত হইবে। আবার তিনি যদি অব্যবস্থিত চিত্ত হন তবে তাহার প্রসাদও ভয়ঙ্কর। ভদ্রতা ও সাধারণ বন্ধুতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিলে কেবল অনুজীবিগণের নয়, সকলেরই বিরাগ ভাজন হইতে হয়। অনুগ্রহ ও নিগ্রহের ভার নিজের হস্তে না রাখিয়া যত দূর সম্ভব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়া তদনুসরণ করিলেই ভাল হয়।

যেখানে পাঁচ জনে কাজ করে সেখানেই তত্ত্বাবধানের আবশ্যক। পাঁচ জনে পাঁচ কাজ করিলে তো কথাই নাই, এক কাজে নিযুক্ত থাকিলেও সে কার্য্যের একজন নেতা বা পরিদর্শক প্রয়োজন। এই জন্য সমুদয় গৃহ কার্য্য পরিদর্শন গৃহ কর্ত্তার ও গৃহকর্ত্রীর অন্যতর কার্য্য। সে কার্য্যে অবহেলা করিলে পরিবারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এইরূপ পরিদর্শনের অভাব হইলে অতি সামান্য কার্য্য হইতে বড় বড় কাজ পর্য্যন্ত সকলই ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

আমাদের যেরূপ আলস্য ও শৈথিল্য ইহাতে পরিদর্শনের তেমন ব্যবস্থা না থাকিলে কার্য্য নির্ব্বাহের আশা অতি অল্পই ছিল। নিয়মের প্রতি আমাদের তেমন শ্রদ্ধা নাই, সমুচিত কার্য্য শক্তির ও অভাব, কাজেই আমরা যেমন তেমন করিয়া একটা করিয়াই যথেষ্ট মনে করিতাম।

শ্রেণীতে অধ্যাপনার সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রের তত্ত্বাবধান করা ও শিক্ষকের অন্যতর গুরুতর কর্ত্তব্য। কে কিরূপে বসিয়াছে, কিরূপ কার্য্য করিতেছে, কিরূপ তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে সে সকলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে শিক্ষকের কার্য্য ও অধ্যাপনা সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

প্রধান শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের কর্ত্তাকে অধ্যাপনার সময় শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রের এবং মোটের উপর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ও সমস্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধান করিতে হয়। সহকারী শিক্ষকদের অধ্যাপনায় কোন ত্রুটী থাকিলে

তাহা প্রদর্শন করিতে হয়, ভৃত্যদের কার্য্যের আদেশ ও উপদেশ দান করিতে হয়, বিদ্যালয়ের সমগ্র নিয়ম কিরূপ প্রতিপালিত হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ও আবশ্যক মতে আদেশ ও উপদেশ দান করিতে হয়।

বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান পরিদর্শকদের কার্য্য। প্রধান শিক্ষক কিরূপ বিদ্যালয় চালাইতেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্তাবৎ অবগত হইয়া তাঁহার সাহায্য করা পরিদর্শকদের প্রধান কার্য্য। পাঠ্য বিষয় ছাত্রগণ কিরূপ অভ্যাস করিতেছে তাহা বার্ষিক বা সাময়িক পরীক্ষা দ্বারাই পরিক্ষিত হয়, সে বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ বাড়ার ভাগ। কিন্তু শিক্ষক কি প্রণালীতে শিক্ষাদান করেন তাহা দর্শন করিয়া আবশ্যক মতে তাহার সাহায্য করা পরিদর্শকের একটী বিশেষ কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি পরীক্ষা না করিয়া সময়ে সময়ে শিক্ষকগণ কিরূপ শিক্ষাদান করেন কেবল তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন; এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বন্ধুভাবে বলিবেন। শিক্ষাদান প্রণালীর একতর দোষ সকল ছাত্রের জন্য সমান যত্ন না করা এইটী বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য শ্রেণীর সমগ্র ব্যাখ্যা করিলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া সংক্ষেপে যথাক্রমে সে গুলি লিখিত হইল।

১। স্কুল গৃহটী কিরূপ, স্কুলের উপকরণাদি কিরূপ, দ্রব্যাদি যথাস্থানে আছে কিনা, শ্রেণীগুলি যথাস্থানে বসিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে আদেশ ও উপদেশ দান।

২। বিদ্যালয়ের ও তাহার চতুর্দ্দিকেস্থ স্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

৩। ছাত্রদের বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা, পুস্তকাদির অবস্থা, ছাত্রেরা বাড়ীতে কিরূপ আহার পান করে তত্তাবতের খবর লওয়া।

৪। বিদ্যালয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, ম্যাপ ও পুস্তকাদি কিরূপ আছে তাহার খবর।

৫। ছাত্রেরা স্কুলে কিরূপ পড়ে, বাড়ীতে কিরূপ পড়ে তাহার খবর।

৬। শিক্ষকেরা কিরূপ পড়ান? সকল ছাত্রের প্রতি সমান মনোযোগ দেন কিনা?

৭। কেবল মুখস্থ করাইয়াই পাঠ শিক্ষা দেন, না শিক্ষা দ্বারা ছাত্রদের বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়?

৮। ছাত্রেরা শ্লেট পেন্‌সিল ও খাতা বইগুলি নিয়মিতরূপে আনে কিনা?

৯। শিক্ষকেরা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে আইসেন কিনা এবং নিয়মিতরূপে শিক্ষক ও ছাত্রদের রেজেষ্টরী প্রতি দিন লিখিত হয় কিনা?

১০। রেজেষ্টরী, বিজ্ঞাপন বই ও আফিসের অন্যান্য কাগজপত্রাদি নিয়মিত রূপে রাখা হয় কিনা?

১১। প্রধান শিক্ষক নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করেন কিনা?

১২। বিদ্যালয়ের জমা খরচ কিরূপে রাখা হয়?

১৩। তহবিল কত আছে এবং কোথায় রক্ষিত আছে?

১৪। বিদ্যালয়ে কোন সভাসমিতি আছে কিনা? তাহার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে?

১৫। ছাত্রগণ কি কি খেলা করে?

১৬। অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ প্রধান শিক্ষকের আদেশ কিরূপ মান্য করে।

১৭। স্কুল পরিচালনার্থ প্রধান শিক্ষক যে যে বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন সে সকল দেখা।

১৮। ছাত্রদের চরিত্র কিরূপ, তাহারা শিক্ষকের কিরূপ বাধ্য?

১৯। শিক্ষকগণ নিয়মিত শিক্ষা দান ব্যতীত ছাত্রদের উন্নতির জন্য আর কি কি কাজ করেন?

২০। দেশীয় লোকদের বিদ্যালয়ের প্রতি ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ কিরূপ? তহার বৃদ্ধির উপায় গ্রহণ।

২১। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়মিতরূপে বেতন পান কিনা?

২২। বালিকাও শ্রমজীবীদের শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকিলে তাহার চেষ্টা করা।

২৩। বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটী পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করা।

২৪। ছাত্র বেতন নিয়মিতরূপে উসুল হয় কিনা? ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিনা?

২৫। ছাত্রদের অনুপস্থিতির জন্য কিরূপ শাসন করা হয় ইত্যাদি।

রাস্কিন কলোনি।

খৃষ্টের পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে স্পার্টার বিধাতা পুরুষ লাইকারগাস মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বতোমুখ সাম্য স্থাপনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ধনেমানে আহারেবিহারে ও শিক্ষায় কমঠ পৃষ্ঠ লোক সমাজ জল সমতল করিতে প্রয়াস করেন। তিনি সে সকল কেবল স্পার্টাবাসীদের কল্যাণ কামনায় করিয়াছিলেন।

স্পার্টার পতনের সহিত সে সাম্যবীজ ইতিহাসের কুক্ষিগত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুবনবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের সহিত আবার সে ভাব লোকসমাজে মস্তকোত্তলন করে। নর-দেব ভূপতির শোণিতে সামান্য প্রজার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সে ভাব বজ্র নির্ঘোষে সমগ্র ইউরোপকে কম্পান্বিত করে। "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার" পতাকা উড্ডীন হয়।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে সেণ্ট সাইমন পেরিনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী বিপ্লবে তাঁহার সহানুভূতি ছিল না; কিন্তু তিনি এক-দেশ-সাম্যবাদী ছিলেন। ধনে সকলেরই সমান অধিকার তাহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি কার্য্যতঃ কিছু করিতে পারেন নাই, বাক্যেতেই তাঁহারসমুদয় যত্ন পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

১৭৭১ খৃঃ অব্দে ওয়েল্‌সের অন্তর্গত নিউটাউন নগরে ওয়েন (Owen) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক সংস্কারদিগের একজন অগ্রণী। তিনিও একদেশ সাম্যবাদী ছিলেন; কিন্তু সেণ্টসাইমন হইতে বহুপদ অগ্রসর হইয়াছিলেন। "সকলের সমান ধন হইবে" তাহারও জীবনমন্ত্র ছিল। তিনি কেবল হাতে কলমেই তাহার পরিসমাপ্তি করেন নাই; কার্য্যতঃ উহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এতদর্থ তিনি প্রথমতঃ ওর্বিষ্টন নামক স্থানে একটী পল্লী স্থাপন করেন, উহা বিফল হইলে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে "নিউহার্ম্মনি" বা নব সামঞ্জস্য নাম দিয়া একটী পল্লী স্থাপন করেন। পূর্ব্ব স্থাপিত পল্লীর ন্যায় উহাও বিফল হয়। ওয়েন স্বীয় উদ্দেশ্যের সফলতা দর্শনার্থ উপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট করেন। মহাত্মাদিগের লক্ষণই এই তাঁহারা অপমানিত, উপহসিত, উৎপীড়িত, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হন্ না।

জন রাস্কিন ১৮১৯ খৃঃ অব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই স্কচ্। তিনি একজন বিখ্যাত মৌলিক শিল্পী, চিত্রকর ও

বিজ্ঞানবিৎ। এক কথায় তাঁহাকে "মূর্ত্তিমান সূক্ষ্ম ন্যায়" বলা যাইতে পারে শেষ বয়সে তিনি অর্থনীতির বহু আলোচনা করেন এবং অর্থ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তীদের সাম্যনীতির পক্ষপাতী হন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ওয়েন সাহেবের পদানুসরণ করিয়া "সেণ্টজর্জ গিল্ড" (St. George guild) নাম দিয়া একটী আদিম কৃষকমণ্ডলী স্থাপন করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রাচীনকালে পৃথিবীতে কৃষকগণ যে দেবগুণগণে অলঙ্কৃত ছিলেন সে সকলই মানুষের পরম সুখের নিদান। তাহার মতে সেই প্রাচীন গরিমা-বর্জ্জিত সরল কৃষকপল্লীই ধরণীতে স্বর্গ। তিনি সে স্বর্গ স্থাপনের জন্য অকাতরে পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে, জ্ঞান ও সাধুতায় সম-সমুন্নত মানবমণ্ডলীর বৃদ্ধিই তিনি পৃথিবীর চরম লক্ষ্য বলেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অমানুষিক, উহা কালের তরঙ্গাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পশ্চান্মুখ হইবে। রাস্কিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও সত্যে এবং আদর, ভগবৎপরায়ণতাই জীবনের পরামুক্তি বলিয়া জানেন। তিনি সকল প্রকার কুসীদ গ্রহণেরই পরম শত্রু। রাস্কিন উনবিংশ শতাব্দীর পূজিত নরদেবগণের মধ্যে এক জন গণনীয় পুরুষ।

সম্প্রতি "রাস্কিন কলোনি" (রাস্কিন-আবসথ) নামে একটী পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। পল্লীর প্রায় সকলেই আমেরিকান, অতি অল্প কয়েকজন মাত্র জর্ম্মাণ। এই আবসথে প্রায় দুই শত লোক বাস করেন। তাহাদের সকলেরই সমান বেতন—কার্য্য গুরু লঘু বা পরিশ্রমের ন্যূনাতিরেক এখানে গণনা করা হয় না। সকলকেই দিনে ৯ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয়। সমগ্র পল্লীটী একটী সভার সম্পত্তি। পল্লীতে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু উৎপন্ন হয় সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। বস্ত্র ও নিজ নিজ গৃহ সামগ্রী সকলেরই নিজস্ব। সকলেরই পাক এক ঘরে এবং সকলেই এক টেবিলে বসিয়া আহার করেন। এই সুখের নিকেতনে শান্তি রক্ষার্থ কোন পোলিস কর্ম্মচারী নাই। সাধারণ কার্য্যকারকের মধ্যে একজন পোষ্টমাষ্টর এবং একজন নোটারি পাব্লিক আছেন। পল্লীবাসিদের প্রধান কার্য্য the Coming Nation (ভবিষ্য বংশ) নামে একখান সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার, উহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। উহাতে কোন প্রকার সংবাদ বা বিজ্ঞাপন নাই, কেবল সামাজিক প্রবন্ধ লিখিত হয়। এই পত্রের সম্পাদক, কম্পোজিটর, প্রিণ্টার, কালীদাতা, প্রেসমেন প্রভৃতি সকলে সমান বেতন পান; অথচ সকলেই তাহা পর্য্যাপ্ত মনে করেন। অধিবাসীরা মনে করেন, তাঁহাদের এই চেষ্টা হইতে অর্থ বিজ্ঞানের গুরুতর সমস্যার সুসিদ্ধান্ত হইবে।

হিন্দু অবিভক্ত পরিবার নীতি কি ইহার আদর্শে পুনর্গঠিত ও সংস্কৃত হইতে পারে?

জাপানের শিক্ষা।

জাপানের শিক্ষা প্রণালীর ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এত কঠিন চীনদেশীয় অক্ষরে লিখিত খবরের কাগজগুলি সাধারণ মুটে, গাড়োয়ান, চাকরাণী পর্য্যন্ত অনায়াসে পড়িতে

পারে। এদেশে জর্ম্মেণী ও আমেরিকার অনুকরণে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত। প্রাইমারী স্কুল হইতে উচ্চস্কুল পর্য্যন্ত সকল স্কুলেই নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। ৩০ বৎসর বয়সের নিম্নে সকলেই এক কি দুই বৎসরের জন্য সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে বাধ্য।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রায় ২২৫টী কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে, তাহাতে প্রায় ১৮,৭০০ বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। প্রাইমারী স্কুলে নিম্ন ও উচ্চ দুই ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে চারি বৎসর পড়িতে হয়; তবে যাহারা মধ্যশ্রেণী স্কুল পড়িতে ইচ্ছুক, তাহারা উচ্চ প্রাইমারীতে দুই বৎসর পড়িয়াই উক্ত স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারে। উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য জাপানী ভাষা, চীনদেশীয় ভাষা, সামান্য ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল বিবরণ, অঙ্ক পাটীগণিত শেষ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, নর-শারীরতত্ত্ব ও খনিজ প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রাথমিক পুস্তক। কোন কোন উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে বিশেষ ছাত্রদের জন্য কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মোট ২৬,৮৫০ বিদ্যালয়ে ৩৯,০০,০০ ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বালক বালিকাদের জন্য একই বিদ্যালয়, তবে প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্ শাখাতে পড়ান হয়।

মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর পড়িতে হয়। চীনভাষা, জাপানীভাষা, ইংলিস, (কোন কোন স্কুলে জর্ম্মাণ) ইতিহাস, ভূগোল বিবরণ, পূর্ব্বোক্ত সবগুলি বিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ, অঙ্ক, জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত। ইহা আমাদের এফ, এ পরীক্ষার তুল্য, কিন্তু বিজ্ঞান অনেক বেশী। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী হইতে আবশ্যক বোধে কোনও শিল্পবিদ্যা (Technical) বিষয় শিখিতে পারা যায়। ১২১টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০,৮০০ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। মধ্যশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের নাম উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়, তাহাতে ছয় বৎসর পড়িতে হয়, আবশ্যক বোধে এক বৎসর ন্যূনাধিক্য করিতে পারা যায়,—বিশেষ বিশেষ শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। যাহারা নিয়মিত পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে, তাহাদের জন্য দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুবিধা রহিয়াছে। ১৯টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪,২০০ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

মধ্যশ্রেণী বিদ্যালেয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে (Higher Scbools) ভর্ত্তি হইতে হয়। ইহাতে ৩ বৎসর পড়িলে প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। (Preparatory courses to the Universities) কোন কোন স্কুলে চিকিৎসা বিদ্যা, আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং চারি বৎসর শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলি বিভাগ, এই স্কুলগুলিতেও ততগুলি বিভাগ। চীন, জাপানী ভাষা, ইংলিস বিদেশীয় প্রধান ভাষা, কিন্তু (Preparatory course to the Medical College of the Unversity) চিকিৎসাবিভাগে জার্ম্মণী প্রধান বিদেশীয় ভাষা ও ইংলিস দ্বিতীয় ভাষা। শেষপরীক্ষা বি, এর তুল্য, অঙ্ক আমাদের বি,এর অনারের সমান কিন্তু বিজ্ঞান নানাবিধ। ৬টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৪,৩০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে জাপানে বিশ্ববিদ্যালয় একটী; যদিও কিওটোতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কার্য্য এখনও পূর্ণ হয় নাই, কেবল

দুই, তিন শাখা খোলা হইয়াছে; উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক প্রস্তুত করিতে বহুসংখ্যক ছাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠান হইয়াছে। মেডিকেল কলেজ ভিন্ন সাধারতঃ তিন বৎসর পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ৬টী ভিন্ন কলেজে বিভক্ত। যথা—(১) Law college এ Politics ও Law এই দুই শাখা; (২) Medical college এ Medicine ও Pharmacy (৩) Engineering কলেজ Civil Engineering, Mechanical Engineering, Naval Architecture, Technology of Arms, Electrical Engineering, Architecture, Applied Chemistry ও Mining and Metallurgy এই আট বিভাগে বিভক্ত (৪) Literature কলেজে Philosophy, Japanese Literature, Chinese Literature, English, German Literature, French Literature, Japanes History, History, Philology এই নয় শাখা; (৫) Science Collegeএ Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Zoology & Botany ও Geology এই ছয় ভিন্ন শাখা; (৬) Agriculture কলেজে Agriculture, Agricultural chemistry, Forestry ও reterinary science এই চারি বিভাগ আছে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক কলেজেই Post-graduate-course রহিয়াছে। টোকিও Imperial বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১,৮৫০ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। Literature কলেজে কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও ডাইরেক্টার তৈয়ারী করিবার জন্য ৪৭টী সাধারণ নর্ম্মাল স্কুলে ৭২৫ জন বালিকাসহ প্রায় ৬,৪০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। মধ্যশ্রেণী স্কুলের ও সাধারণ নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একটী মাত্র উচ্চশ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল আছে, তাহাতে প্রায় ৩০০ জন ছাত্র। উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় ও সাধারণ নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক ও ডাইরেক্টারদের শিক্ষার জন্য একটী মাত্র উচ্চ শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলে প্রায় ১৪০ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে।

৬৪টী Technical স্কুলে ৮,৮৫০ জন ছাত্র। তন্মধ্যে Higher commercial school, Tokyo ও Technical Tokyo fine arts স্কুলবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উচ্চ শ্রেণীর বাণিজ্যের ম্যানেজারের উপযোগী লোক প্রস্তুত করিতে এই Higher commercial school এ শিক্ষা দেওয়া হয়, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৪২৫ জন। Tokyo Technical স্কুলে (a)Dyeing ও Weaving (b) Applied Chemistry (c) Pottery ও Glass manufacturing (d) Mechanic (e) Electrical Engineering এই পাঁচটী বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। Tokyo fine arts স্কুলে painting, sculpture, architectnre ও industrial fine arts শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিশেষ স্কুলের (special schools) সংখ্যা প্রায় ৪৪; তাহাতে Law, Literature, Political Economy, Science প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৮,৮০০ জন।

চারিটী অন্ধ-মুক-বধির বিদ্যালয়ে ২৬০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রায় ১১৫০টী বিবিধ বিদ্যালয়ে প্রায় ৬৮৪০০ জন নানা বিষয় শিখিতেছে। বিবিধ স্কুলের মধ্যে প্রায় ৭২টী বিদ্যালয় প্রাইমারী স্কুলের ও ৫১টা মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের সমতুল্য।

Artisan (শিল্পী) ও Workmen তৈয়ার

করিবার জন্য প্রায় ১৭টী Apprentice স্কুল আছে। এই বিদ্যালয়গুলি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে গণ্য। উক্ত স্কুলগুলিতে Dyeing, Weaving, Embroidery, Artificial flowers, Tobacco manufacture, Sericulture, Seeling, Wood work, Metal work, Lacquer work, Gold lacquering, Furnace work, Porcelain work প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য এক স্কুলে প্রায়ই তিনটী বিষয়ের অধিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৮০০ জন।

Supplementary Schools for technical instruction এর সংখ্যা প্রায় ১০৯। কোন practical pursuitএ নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক বালকদিগকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, (Agriculture), শিল্প (Industry) ও বাণিজ্য (Commerce) সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়গুলিও প্রাইমারী স্কুল মধ্যে গণ্য; ইহাতে তিন বৎসর পড়িতে হয়। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫৫০০।

জাপান একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, লোকসংখ্যা ৪ কোটী মাত্র। জাপানে প্রাইমারী স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত Technical শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত জাপানে ২৬৪ জন বিদেশীয় শিক্ষক আছেন।

এখানে প্রধানতঃ glass, porcelain, match, candle, umbrella, paper, soap, wool, silk প্রভৃতি manufactory আছে। ইহা ভিন্ন বিবিধ প্রকার শিল্প রহিয়াছে। আমাদের কতই শিখিবার রহিয়াছে; একজন বোতল manufacturing শিখিতে পারিলে কত উপার্জ্জন করিতে পারেন। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অতি মনোহর চিত্র তৈয়ারী হয়। মানুষের ছবি তত সুন্দর নহে; কিন্তু জীব জন্তুর চিত্র অতীব মনোমুগ্ধকর, বিশেষতঃ রেশমে বুনা ছবিগুলি।

(সঞ্জীবনী।)

তত্ত্বখবর।

এডিসন সাহেব ফনোগ্রাফ বা কথা কহিবার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ যন্ত্রে মুখ দিয়া যাহা বলা যায়, বহুদিন পরেও তাহা অবিকল পুনরুক্ত হয়। ঐ ফনোগ্রাফ অবলম্বন করিয়া এক ফরাসী কারিকর এক অভিনব ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে, জানিবার জন্য ঘড়ির একটা বোতাম টিপিলে অনেক ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তাহাতেই সময় জানা যায়। কিন্তু এই ঘড়ির বোতাম টিপিলে ঘণ্টা না বাজিয়া স্পষ্ট মনুষ্য ভাষায় কয়টা বাজিয়াছে, তাহা বলিয়া দেয়। ঐ কারিকর যে আলার্ম্মিং বা 'ঘুম ভাঙ্গনের' ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যথা সময়ে ঘণ্টানাদের পরিবর্ত্তে মানবের কণ্ঠ শব্দে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দেয়। এই সকল ঘড়িতে "ওহে! ছয়টা বাজিয়াছে উঠ। আর ঘুমাইও না।" স্পষ্ট এই রূপ শব্দ হয়!

বাঙ্গালাদেশে এপর্য্যন্ত যতগুলি করেন্সিনোট প্রচলিত হইয়াছে তাহা পরস্পর সংযোগ করিলে ৩০ বর্গ মাইল স্থান আবৃত হইতে পারে।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বার্লিনের প্রফেসর বারসন্ এবং মিঃ স্পেন্সার লণ্ডনের নিকটস্থ ক্রিষ্টান

প্রাসাদ হইতে বেলুনারোহণ করিয়াছিলেন। বেলুন ২৭৫০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এত উর্দ্ধে আর বেলুন উঠিতে দেখা যায় নাই; কেবল ১৮৬২ সালে একবার মিঃ গ্লেশার এবং কক্‌সওয়োক ৩৭০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। আবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রায় সমস্তই সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল এবং শূন্যে পর্য্যালোচনার ফলও আশানুরূপ হইয়াছে। ২৫০০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিবার পরেই আরোহিদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং শ্বাশ-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইল। সঙ্গে যে অম্লজান বাষ্প ছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাপমান যন্ত্রের পারদ ২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল এবং শীতবস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেও আরোহিদ্বয়ে শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। বেলুনে যে সমস্ত ধাতব-পদার্থ ছিল, সমস্তই তুষারে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর বোধ হইতে লাগিল। পর্য্যবেক্ষণ সমাপনান্তে আরোহিদ্বয় নিরাপদে অবতরণ করিয়াছেন।

রাণশানে একটী আশ্চর্য্য হ্রদ আছে। উহার জল জমিয়া গেলে তাহার উপর আগুণ জ্বালিতে পারা যায়। এরূপ প্রকাশ, জল জমিয়া শক্ত হইলে উহার খানিকটা ভাঙ্গিয়া লইয়া আগুণ ধরাইয়া দিলে ৩৪ হাত উচ্চ অগ্নি-শিখা উঠে এবং উহা প্রায় এক মিনিট কাল থাকে।

তিহানতেপেক্ যোজকে এক প্রকার নূতন পুষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, দিবাভাগে ইহার রং বদ্‌লাইয়া থাকে। প্রাতঃকালে ইহার শ্বেতবর্ণ, মধ্যাহ্নে রক্তবর্ণ এবং সন্ধ্যাকালে নীলবর্ণ হইয়া সমস্ত রাত্রি সেই ভাবেই থাকে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে বনে জঙ্গলে এরূপ পুষ্প দেখা যায়।

কাশ্মীরে একটী আশ্চর্য্য স্রোতস্বতী আছে। সূর্য্যের গতির সহিত উহার জলের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা বুঝিতে পারা যায়।

পাস্তুরের বিখ্যাত শিষ্য ডাঃ কাল্‌মেত সর্পবিষের প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি অল্পব্যয়ে অল্‌কোহল্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অল্‌কোহল্ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর। এই নবাবিষ্কৃত প্রণালী ফরাসি রাজ্যের একটী কারখানায় প্রচলিত করাতে আবিষ্কর্ত্তা ১৫০০০০ টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গতিপন্ন না হইলেও পাস্তুর বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ঐ সমস্ত টাকাই দান করিয়াছেন।

পিটার্সবর্গে একটী ঘর আছে, পৃথিবীর সেই ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ইহার দৈর্ঘ্য ৬২০ ফুট এবং প্রস্থ ১৫০ ফুট। রাত্রিকালে দুই লক্ষ বাতি জ্বালিলে ঘরটি উজ্জল হয়।

এক জন ফরাসী কেরোসিন তেল জমাইবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। কয়লার পরিবর্ত্তে এই জমান খণ্ডগুলি জাহাজ প্রভৃতির ইঞ্জিন চালাইবার জন্য ব্যবহার করা হইবে। ত্রিশ মণ কয়লার যে কাজ হইবে, ইহার এক মণে সে কাজ হইবে।

আমাদের এদেশে মহারাণীর রাজত্ব গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে ডাক বিভাগের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালহৌসীর সময় প্রথম এদেশে ডাক টিকিটের প্রচলন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদেশের ডাক বিভাগের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ডাক ঘরের সংখ্যায় এখন আমাদের এদেশ পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। চিটির বাক্স আমাদের এদেশে যত আছে, পৃথিবীর মধ্যে কেবল মাত্র চারিটি স্থানে তাহা অপেক্ষা বেশী আছে এবং মণিঅর্ডার এ-

দেশে যত হয়, তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর ছয়টী স্থানে বেশী হইয়া থাকে। ডাকের জন্য এদেশে ১২৩,০০০ মাইল রাস্তা আছে, ইহার ৪২,০০০ মাইল মাত্র রেল, ষ্টীমার ও ডাকের গাড়ীর রাস্তা এবং বাকী দেশী নৌকা ও হরকরার দ্বারা চলিয়া থাকে। পার্শেল, টেলিগ্রাফ্, মণিঅর্ডার এবং বিনা মাশুলে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া পত্র পাঠান বিলাতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

সংবাদ।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ বি, এ, এবং বি, ল ক্লাশ এবং পাবনা ইন্‌ষ্টিটিউশনে এফ্, এ ক্লাশ খোলা হইল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ১লা ও ২রা মার্চ্চ ওকালতি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। আগামী ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ১লা মার্চ্চ কলিকাতা, পাটনা ঢাকা, কটক গৌহাটী এবং শ্রীহট্টে মোক্তারী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। মোক্তারী পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়া আবেদন করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহ তাঁহাদের পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ্চ ওকালতির লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার্থীগণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় আর এক খানা করিয়া প্রশ্ন পত্র পাইবেন। ২রা মার্চ্চ বেলা ১০ টার সময় হইতে ওকালতী পরীক্ষার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে ঐ দিন ১০টার সময় একখানি এবং ২টায় আর একখানি প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ১লা মার্চ্চ মোক্তারীর মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ঐ দিন প্রত্যহ বেলা ১০ ঘটিকার সময় হইতে পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দেরা সম্প্রতি "মেডিকেল কলেজ ইউনিয়ন" নামে একটী সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ডাঃ হ্যারিস্ মহোদয় এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং ডাঃ বার্ড ইহার সেক্রেটারী হইয়াছেন। সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক আগামী ১লা জানুয়ারী রবিবার' সেক্সপীয়রের জগদ্বিখ্যাত হ্যাম্‌লেটের অনুকরণে লিখিত "হরিরাজ" নামক নাটক অভিনীত হইয়াছে'। ডাঃ হ্যারিস্ ও ডাঃ বার্ড মহোদয় ছাত্রবৃন্দকে এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেছেন।

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে এম, বি পরীক্ষা এবং ৩রা এপ্রিল সোমবার হইতে এল, এম, এস, ও এফ, ই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

১৮৯৭-৯৮ সনের বাবু ব্রজমোহন দত্তের বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট রচনার জন্য শ্রীমতী সুরলতিকা দাসী ৪০, টাকার পুরস্কার পাইয়াছেন।

মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মুসলমান দিগের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ১০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কনভোকেশন" হইবে। উপাধি বিতরণ সভায় বড় লাট বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। পৌষ, ডিসেম্বর, ১৩০৫। , ১৮৯৮। ৯ম সংখ্যা।

নানা কথা।

ভক্তি—ভাব ঘনীভূত হইলে ভক্তি হয়। ভাব লোকের সহজাত, ভক্তি উপার্জ্জিত। বিবিধ ঘটনার আবর্ত্তনে ভাব ঘন হইতে হইতে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভাব দুগ্ধ, ভক্তি ক্ষীর, দুগ্ধ অনেক সময় ধরিয়া জ্বাল দিলে, অনেক আবর্ত্তন করিলে ক্ষীর হয়। অনেকের ভাব কলিকাতার জলা দুধ, যত জ্বাল দাও ক্ষীর হয় না। ভাব খাটি হইতে সময় লাগে, আবার খাটি ভাব ভক্তি হওয়া আরো সময় সাপেক্ষ। অনেকে বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে অনুযোগ করেন "উহাদের গুরুভক্তি নাই।" আমার মনে হয় সকলেই আপন আপন ভাব ভক্তির সহিত তুলনা করিয়া সে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এখন যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন তাহারাও কালে ভক্তিমান হইয়া ভবিষ্য বংশের প্রতি সেরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবে। এই অনুযোগ বংশ পরম্পরা সংক্রামিত হইবে। তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যুগান্তে ভক্তির আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং হইবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানযুগে ভক্তিও যে বিজ্ঞানময় হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

মহারাণীর মাতা—ভারতেশ্বরী স্বীয় জননীর নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সেই শিক্ষায় তিনি রমণীকুলের আদর্শ স্থানীয়া! তাঁহার মাতার শিক্ষা নীতি এই ছিল—বালকগণ পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সম্পূর্ণ শাসনাধীন থাকিবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করিবে না, গুরুজনের সম্মান করিবে, সংক্ষেপতঃ যথাসাধ্য সংযম শিক্ষা করিবে।

উপবীত—বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বমান থাকিলে "যজ্ঞোপবীত," দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে বাম পার্শ্বে লম্বমান থাকিলে "প্রাচীনাবীত" এবং মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত থাকিলে "নিবীত" নামে অভিহিত হয়। আর্য্যগণ পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীত, দৈব কার্য্যে যজ্ঞোপবীত এবং মল মূত্র ত্যাগ ও ভ্রমণ প্রভৃতি মনুষ্য কার্য্যে নিবীত ধারণ করিতেন।

পেন্‌সন প্রাপ্ত—রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে

অনেকেই বহুদিন পেন্‌সন ভোগ করিতে পারে না। বৃদ্ধত্ব যে উহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ভিন্নও আরো কতকগুলি কারণ আছে। রাজপদে থাকিতে নিয়ম মতে কার্য্য করিতে হয়, কার্য্যত্যাগে নিয়মের অন্যথা হয়। বৃদ্ধকালে নিয়মের ব্যতিক্রম কোনরূপেই সহ্য হয় না। আর এক কারণ উচ্চপদস্থেরা পদোপলক্ষে যেরূপ ক্ষমতাপন্ন ও সম্মানিত ছিলেন তাহার অভাব। পেন্‌সনের অবস্থায় অনেকে মনে করেন যেন স্বর্গ হইতে নরকে পতিত হইয়াছেন, এবং তাহাতে যারপর নাই মানসিক কষ্ট জন্মে। প্রভুত্বপ্রয়াসীরা এ যন্ত্রণা ভোগ করেন। তৃতীয় কারণ কার্য্যের অভাব; বাঙ্গালী চরিত্রের গূঢ় রহস্য আন্তরিক বলের অভাব, যত দিন কার্য্যে থাকেন ইচ্ছা না থাকিলেও কলের মত চলিতে হয়। অবসর লইলেই সে কল থামিয়া যায়। চতুর্থতঃ যাহারা বাধ্য হইয়া পেন্‌সন লন, তাহাদের মনঃক্ষোভও কম নয়। পেন্‌সন প্রাপ্তেরা পূর্ব্ব মত নিয়ম প্রতিপালন, কার্য্য নির্ব্বাহ ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকিলে এসকল অবান্তর কারণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারেন।

জ্যামিতির অধ্যাপনা—কোন একটী বিষয় বুঝাইতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। কার্য্যতঃ উহার ব্যবহার হয় বলিয়াই পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন উহার অন্য প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু শিখা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখিলে, উহা প্রস্তরাঙ্কিত রেখা হইয়া যায়। এই জন্য জ্যামিতির যে যে সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ যে যে প্রতিজ্ঞায় প্রযুক্ত হইয়াছে সেই সেই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ বুঝাইয়া দিয়া প্রতিজ্ঞা বুঝাইলে তত্তাবৎ সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকে। ইংরেজীতে Hall & Stevens প্রণীত জ্যামিতিতে এই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্বে কেহ সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই। বাঙ্গালাতে জ্যামিতির সেরূপ কোন সংস্করণ হয় নাই। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর সাহেব এই প্রণালীতে জ্যামিতির অধ্যাপনা করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। আমরা এই প্রণালীর পক্ষপাতী—এক বহুকালের পর নূতন বলিয়া, আর এক উৎকৃষ্ট বলিয়া।

অনধ্যায়—এখন প্রতি রবিবার স্কুল বন্ধ থাকে। পূর্ব্বে বৈদিক সময়ে অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে পাঠ বন্ধ থাকিত। কাজেই এখনকার ন্যায়ই প্রায় সপ্তাহে এক দিন বন্ধ ছিল। এখন গ্রীষ্ম ও পূজায় দীর্ঘাবকাশ। পূর্ব্বে "অভ্রানধ্যায়" বলিয়া বর্ষকাল প্রায়ই পাঠ হইত না। তদ্ভিন্ন শ্রাবণী পূর্ণিমা হইতে ভাদ্র মাসের হস্তাযুক্ত তিথি পর্য্যন্ত বিশ্রাম ছিল। পৌষীপূর্ণিমা হইতে নূতন পাঠ বন্ধ হইত। এই সময়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও শাখা প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের নাম শিক্ষা ও পুরাতন পাঠ আবৃত্তি করার সময় ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভাদ্র মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন কাল ছিল। ইহার মধ্যেও অকাল (মেঘবিদ্যুৎ প্রভৃতি জনিত), উল্কাপাত, ভূমিকম্প, সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ, গীত বাদিত, রুদিত ও অতি বাত প্রভৃতির জন্যও বন্ধ থাকিত। ভূমিপতি, সমপাঠী বা টোলের কোন ছাত্র মরিলে এক রাত্রি বন্ধ থাকিত। আচার্য্য পরলোক গমনে তিন রাত্রি পাঠ হইত না। অধিকন্তু কোন শিষ্ট ব্যক্তি মঠে আসিলেও অনধ্যায় ছিল। ভাদ্র মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত পাঠের বৎসর বা Session গণনা হইত।

লেডি জেন গ্রে—ইনি ৯ দিন ইংলণ্ডের সিংহাসনে নাম মাত্র রাজ্ঞী ছিলেন। নৃশংসা মেরীর অনির্ব্বাণ রক্ত পিপাসায় এই সাধ্বী রমণীর পুণ্য শোণিত উৎসর্গ হইয়াছিল। জেন গ্রে অধ্যয়ন বড় ভালবাসিতেন। একদা তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গ শিকার আমোদ ভোগ করিতে বনে গিয়াছিলেন। কেবল জেন গ্রে একাকিনী গৃহে বসিয়া গ্রীক ভাষায় রচিত প্লেটোর গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলেন। জনৈক কর্ম্মচারী জেন গ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় আপন গৃহে নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সম্মান প্রদর্শন, স্বীয় কার্য্য সম্পাদন ও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেন বনের আমোদ সম্ভোগে বিরত রহিয়াছেন?" রমণীয় মূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি প্লেটো পড়িয়া যে সুখসম্ভোগ করিতেছি, শিকারের আমোদ তাহার ছায়ামাত্রও নয়! আহা! তাঁহারা প্রকৃত সুখ কি জানেন না বলিয়াই ওরূপ আমোদে তৃপ্তি লাভ করেন।"

বড় লাট—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বিলাতের কোন এক স্থলে, বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে "মনুষ্যশরীরে কুষ্ঠব্যাধি যেরূপ সামাজিক জীবনে সুরাও তদ্রূপ। ইহাতে জনসাধারণের সজীবতা নষ্ট করে; এমন কি, অনেক স্থলে পুরুষানুক্রমে লোককে রুগ্ন ও চরিত্রহীন করিয়া ফেলে।"

মান্দ্রাজের লাট—মান্দ্রাজ এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে লাট সাহেব অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাহার মতে "মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন বা চরিত্রগঠন এদেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। কতকগুলি বিষয় বালকদিগের মাথায় পুরিয়া দেওয়ার নামই শিক্ষা! ইহার ফল সময়ে সময়ে যে নিতান্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায় তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? এদেশের লোকেও কলেজগুলিকে কেরাণী, উকিল ও সরকারী কর্ম্মচারী প্রস্তুতের কারখানা বিশেষ মনে করে।"

ব্রহ্মচারী।

[বেশ ভূষা]

১। আমার বেশ ভূষা লজ্জা নিবারণের জন্য, শরীরকে শীতাতাপ হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ রাখিবার জন্য।

২। বেশভূষা আমার অন্তরের দীনতা, নম্রতা ও বৈরাগ্য রক্ষা করিবার সহায়।

৩। আমার বেশভূষা অতি সামান্য। আমি সামান্য বস্ত্র পরিধান করি, সামান্য পিরাণ গায়ে দিই, সামান্য চাদর আমার উত্তরীয়।

৪। আমার শীত বস্ত্র শীত নিবারণের পক্ষেই যথেষ্ট। তাহাতে অহঙ্কার করিবার কিছুই থাকে না। একখান সাদা আলোয়ান আমি বহুমূল্য শাল অপেক্ষা আদর করি।

৫। আমি মলিন বস্ত্র ব্যবহার করি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমার ভূষণ।

৬। আমি সুস্থ শরীরে প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিত সময়ে নির্ম্মল শীতল জলে সর্ব্ব শরীর উত্তম রূপে মার্জ্জনা করিয়া স্নান করি।

৭। আমার একখান সামান্য চিরুণী ও একখান দর্পণ আছে। প্রতিদিন স্নানান্তে তৎ সাহায্যে কেশ পরিষ্কার করি।

৮। পরিধেয়, উত্তরীয়, গাত্রাবরণ কি কেশ

বিন্যাস ইহার কিছুতেই আমার বিলাসিতা নাই। আমি বিলাসের অস্পৃশ্য ভূমিতে বাস করি।

৯। আমার শরীরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত অন্য কোন ভূষণ নাই। চিত্ত শুদ্ধি ও শরীর শুদ্ধিই আমার ভূষণ। উহাতেই আমি গোলাপের মত শোভা পাই ও সকলের সুখপ্রদ।

১০। আমার সামান্য বস্ত্রাদি ভগবানের দান বলিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া রক্ষা করি। উহাতেই সে সকল শীঘ্র শীঘ্র মলিন ও নষ্ট হইতে পারে না। আমার ব্যবহৃত কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য আদর ও যত্নে রক্ষিত বলিয়া বহুকাল স্থায়ী হয়।

১১। আমি সর্ব্ব প্রকার বিকার ও আসক্তি হইতে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়কে রক্ষা করি।

১২। স্বীয় দ্রব্যাদির প্রতি আদর ও যত্ন করি বলিয়া আমার আসক্তি নাই। আবশ্যক হইলে আমি নব বস্ত্রও খণ্ড খণ্ড করি, এবং ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যও অন্যকে দান করি।

[ভ্রমণ]

১। আমি কখন একাকী কখন বা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে যাই। কখন জনপূর্ণ রাজপথে কখন বা নির্জ্জন বনে বেড়াইয়া সুখী হই।

২। রাজপথে বেড়াইবার সময় পরম কৌতূহলী হইয়া মধ্যে মধ্যে ধন ঐশ্বর্য্য পূর্ণ বিপণি; বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত সুরম্য হর্ম্ম্য, অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্য পরিচায়ক যন্ত্রনিচয়, এক মনে পরিদর্শন করি। নির্জ্জন বনে প্রকৃতির বিচিত্র তুলিকা রচিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া চিন্তার্ণবে মগ্ন হই। এই জন্য কখন সজন নগর আমার বিজন কানন, কখন বা বিজন বন কোলাহলময় নগর হয়।

৩। নির্জ্জন বনে আমি একাকী বেড়াইতে ভালবাসি। বিজন কাননে চিন্তা আমার নিত্য সহচরী; আমি চিন্তাকে বড় ভালবাসি। এ চিন্তা সে চিন্তা নয়,—যে "প্রাণৈঃ সমং বপুঃ" কে দগ্ধ করে। আমার চিন্তা অমৃতময়ী, অমৃতস্যন্দিনী।

৪। আমি শিশুদের সঙ্গে বেড়াইতে ভালবাসি। তাহাদের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে ও আলাপ করিতে করিতে শিশু প্রকৃতির সরলতা ও মধুরিমাময় মনোহর স্বভাব আমাতে সঞ্চারিত হয়, আমি যৌবনেও শৈশব সুখ ভোগ করি।

৫। কখন বা ভাই বোনদের সঙ্গে উপবনে বেড়াইয়া নূতন ফুল ফল পত্র দেখিয়া সুখী হই।

৬। কখন কখন কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে মিলিয়া নদী, সমুদ্র, পাহাড় বা শস্য-শ্যামল প্রান্তর দর্শনে যাই। কখন মধুর আলাপ করিতে করিতে বেড়াইয়া পরম পরিতোষ লাভ করি।

৭। কখন বা ভরাপুর বর্ষার নদী বক্ষে বা জলময় প্রান্তরে বেড়াইয়া সুখ অনুভব করি।

৮। কখন কখন আমরা সমভাবী দু চার জনে মিলিয়া বৈকালে সাধু জ্ঞানী মহাজনদের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। এবং তাঁহাদের সহবাসে ও মধুর প্রসঙ্গে কৃতার্থ হই।

৯। আমরা মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয়ের সঙ্গে যাদুঘর, চিত্রশালা, পশুশালা, উদ্ভিদুদ্যান প্রভৃতি দর্শন করি। গুরুদেবের মুখে তত্ত্বাবতের পরিচয় শুনিতে শুনিতে কৌতূহল বাড়িতে থাকে।

১০। কখন দুই তিন জনে মিলিয়া, কখন বা একাকী কোন রুগ্ন বন্ধুকে দেখিতে যাই। কিয়ৎক্ষণ নিকটে বসিয়া মধুর আলাপে তাহার রোগ যন্ত্রণা অপনোদনের প্রয়াস করি; এবং আবশ্যক মতে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিয়া কৃতার্থ হই।

১১। বিদ্যালয় বন্ধ হইলে সময়ে সময়ে আমরা চার পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া বাষ্পীয় রথে বা বাষ্পীয় পোতে দূর দেশে বেড়াইতে যাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হর্ম্ম্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বড় লোক, সাধু মহাজন, কৃষক ও দরিদ্রপল্লী, বিচার স্থান, পণ্যবীথি, বিদ্যালয়, ধর্ম্মমন্দির, চিকিৎসালয়, দুর্গ প্রভৃতি দর্শন করিয়া নব সত্য, জ্ঞান ও পুণ্য লাভ করি।

অনধিকার চর্চ্চা।

তুমি পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ীতে কি গৃহে প্রবেশ করিতে পার। তাহারা তো তোমাকে কিছু বলিবেনই না, অধিকন্তু সাদরে তোমার অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু তুমি অপরিচিত কাহারো গৃহে দূরে থাক্, বাড়ীর চতুঃসীমায় প্রবেশ করিলেও "তুমি কে? কি চাও?" জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি সে প্রশ্নের সদুত্তর দান করিতে না পার, এবং তাহাতে তোমার কোন অসদভিপ্রায় থাকে, তুমি আইনতঃ দোষী ও দণ্ডিত হইবে। সে দণ্ড তোমার অনধিকার প্রবেশের জন্য।

অপরের [illegible]ব্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাও তোমার অকর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে যদিও তুমি দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডার্হ না হও, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। তুমি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইবে। ইহাও অনধিকার প্রবেশের মূর্ত্ত্যন্তর।

অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চ্চা একই জিনিসের দুটী নাম, অথবা যমজ ভাইভগ্নী। দোষভাব থাকিলে এবং রাজবিধি অনুসারে দণ্ডিত হইলেই অনধিকার প্রবেশ, তদন্যথা অনধিকার চর্চ্চা।

তুমি যদি বালক হইয়া বৃদ্ধের, মূর্খ হইয়া বিদ্বানের, অসাধু হইয়া সাধুর, দুর্ব্বল হইয়া মহাবলের মত কথা বল, কি কার্য্য করিতে যাও সে তোমার অনধিকার চর্চ্চা হইবে। অনধিকার-চর্চ্চা সাধারণতঃ কথায় প্রযুক্ত হইলেও, চিন্তা ও কার্য্য উহার অধিকার বর্জ্জিত নয়। অনধিকার-চর্চ্চা সর্ব্বাবস্থায়ই দূষণীয় ও শিক্ষার পরিপন্থী।

জমা হইতে খরচ বেশী হইলে শুভঙ্কর তাহার নাম রাখিয়াছেন "ফাজিল।" তোমার যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনা বা শক্তি আছে, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধি বা শক্তি খরচ করিলে শুভঙ্করের মতে তুমিও ফাজিল হইলে। যে বিষয়ে তোমার চিন্তা শক্তি দন্তস্ফুট করিতে পারে না সে বিষয়ে দু একটা কথা বলিলে তোমার ফাজ্‌লামি হইবে। যে কার্য্যে তুমি ঘুণাক্ষরেও রেখাপাত করিতে পার না সে কার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইতে গেলে তুমি ফাজিল হইলে। "ফাজ্‌লামি" অনধিকার চর্চ্চারই এক অবতার বা প্রথম অবতার। ফাজ্‌লামি শিশু বালক, যুবা বৃদ্ধ, নর নারী অভেদে পরিবর্জ্জনীয়।

অনেক সময়ে শিশুরা আস্পর্দ্ধা পাইয়া অযুক্ত বা অবচনীয় বলিতে সাহসী হয়। উহার নাম "জেঠামি।" শিশুর আকৃতির ন্যায় প্রকৃতিও ক্ষুদ্র হওয়া বিধিবিহিত। শিশু সকল বস্তুই খেলার তুলে ওজন করে, তাহার এক বই দু রকম বাটখাড়া নাই, তাহার নিকট ধুলা ও টাকার সমান ওজন—সবই খেলনা। শিশুর

জ্ঞান একটী গোষ্পদের জল। এই শিশু, বালক বা যুবকের কথা বলিলে বা কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। ঐরূপ কথা বা অনুষ্ঠান শিশুর অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

যেমন বৃদ্ধের অধিকারে বালক প্রবেশ করিলে, তেমনি বালকের অধিকারে বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেও "ছেলেমির" জন্য লাঞ্ছিত ও উপহসিত হয়। বৃদ্ধের ছেলেমি অপদার্থতারই পরিচায়ক।

ছোট লোকের মুখে বড় লোকের কথাবার্ত্তা ও অনধিকার চর্চ্চা। এই জন্যই লোকে বলে—

"ছোট মুখে বড় কথা,
শুনতে লাগে কাণে ব্যথা।"

প্রতিজনের, প্রতি সম্প্রদায়ের, কথাবার্ত্তা কাজ কর্ম্মের, ভাবনাচিন্তার এক একটা সীমা আছে; চুল পরিমাণে উহা উল্লঙ্ঘন করিলে নাম হয় অসামাজিকতা; পরিমাণটা বেশী হইলেই অনধিকার-চর্চ্চা হয়। অবশ্যই ইহার মধ্যে সামাজিক আদব কায়দা প্রভৃতি বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।

খদ্যোত ভানু প্রভা ধরিতে উদ্যত হইলে উহা অনধিকারচর্চ্চার চূড়ান্ত হইল। কিন্তু ওরূপ একটা ব্যাপার একদি[illegible] হয় না; হইলেও নিতান্ত নির্ব্বোধ বা পা[illegible]লের কার্য্য। সাধারণতঃ পদের পর পদ নিক্ষেপ করিয়া একে স্বীয় অধিকার হইতে অন্যের অধিকারে প্রবেশ করে। প্রতি-পদ নিক্ষেপেই উহার শাসন করা আবশ্যক। নচেৎ অনেক দূর চলিয়া গেলে তাহাকে ফিরাইয়া আনা দুষ্কর।

অনধিকার-চর্চ্চায় অনেক বালকবালিকার পরকাল নষ্ট হয়। শিক্ষার সহিত উহার চির-বৈরিতা। "অমৃতং বাল ভাষিতং" বলিয়া অনেকে শিশুর মুখে নব নব কথা বা তদাচরিত নব নব কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়া অজ্ঞাতসারে শিশুকে অনধিকার ভূমিতে লইয়া যান।

গরীবের সন্তানেরা ধনীদের, অসম্ভ্রান্তের সন্তানেরা সম্ভ্রান্তদের সন্তানবর্গের সঙ্গে মিলিয়া অনেক সময়ে "ছোট মুখে বড় কথা" বলিতে অভ্যস্ত হয়। এই জন্য সমানে সমানে মিলিয়া শিশুরা যাহাতে খেলাবেড়া করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এবং অসমান একত্র হইলেও সংসর্গজনিত একের দোষ যাহাতে অন্যে সংক্রামিত না হইতে পারে তাহারদিকে বিশেষ তাক রাখিতে হয়।

বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি অনেক বিষয়ে ছোট বড় ছেলেদের একীকরণ। এই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন বালকদের সংঘর্ষণে সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও গরল দুই উঠিবার পথ মুক্ত রহিয়াছে। বিষ দেখিয়াই অনেকে আপন আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে নারাজ। সুদক্ষ পরিচালকের হাতে না পড়িয়া কোন কোন বিদ্যালয়ে যে অমৃত অপেক্ষা বিষ অধিক উত্থিত হয় সন্দেহ ন[illegible] বহু সংশ্রবে যে বিষ একেবারে উঠিবে না, বা অনুভব[illegible] এমন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু গড়ে সব বিদ্যালয়গুলিতে বিষ অপেক্ষা অমৃত অধিক। বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ের ও অনেক চরিত্রের চর্চ্চা হয়, অনধিকার-চর্চ্চা অল্পই হইয়া থাকে। আমার বোধ হয় পড়ার চাপে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অনধিকার বিষয় আলোচনা করিতে অতি অল্পই সময় পাইয়া থাকে। তবে যাহারা নানা বিদ্যার মুখানল করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের অনধিকার চর্চ্চাই একমাত্র বা প্রধান কাজ। আবার দু একজন উহাদের ফাঁদে পা দিয়াও বিপাকে বন্দী হয়।

অনধিকার চর্চ্চা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে ও প্রকৃত মানুষ হইতে দেয় না। উহাতে একটা মদ-রস আছে; নেশার ন্যায়, একবার অভ্যাস হইলে মানুষ সহজে ছাড়িতে পারে না।

[illegible] ছেলেগুলির মুণ্ডপাতের কারণ কেবল [illegible] চর্চ্চা।

[illegible] আপন সীমায় থাকিলে সুশিক্ষার মহা-[illegible] হয়। শিশুর এক সময় আছে যখন সক-[illegible] ভাল লাগে, সে সময় অতিক্রম করিলেই তাহাকে সংযত হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সুদক্ষ অভিভাবকের নিকট থাকিলে শিশু কখন শিশুত্ব পরিত্যাগে সমর্থ হয় না এবং কখনও অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। শিশুকে পুনঃপুনঃ কোন কথা বলিতে বা কোন আচরণ করিতে বলিলেই সে অলক্ষিতভাবে আস্পর্দ্ধা পায়। শিশুকে বার বার কোন কিছু বলিতে বা করিতে বলিলেই উহার সরল শিশু প্রকৃতির অন্যথা হয়। এইরূপ প্রশ্রয় প্রাপ্ত শিশুই শেষে অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়।

সমানে সমানে মিলিলে অনেকটা অনধিকার প্রবেশ হইতে মুক্ত থাকা যায়। ছেলে বুড়ায় মিলিয়া অনেক সময়ে ছেলেরা "জেঠামি" এবং বুড়ারা "ছেলেমি" করিয়া থাকে। যাত্রার বা থিয়েটারের দল এইজন্য "মূর্ত্তিমান বা জেঠামি ছেলেমি"র বাস ভূমি। মদখোর, গাজাখোর বা গুলিখোরের দলের কথা পুরাতন কাহিনী। "গাজাখোরি ও গুলিখোরি গল্প" অনধিকার চর্চ্চারই বংশধর।

ভাঁড় বা বিদূষকদের সঙ্গে মিলিয়া লোক সহজেই নানা কথা বলিতেঅভ্যস্ত হয়। বিদূষকেরা কথায় সভা মাত করিতে পারিলেও সমাজে কু-শিক্ষা দান করে, যুবকদিগকে অসত্য ও অনধিকারের ভূমিতে লইয়া যায়।

অনধিকার-চর্চ্চা জিদ্, অসত্য, পরনিন্দা প্রভৃতি দোষের জন্মদাতা। অনধিকারীকে কোন সত্য বলিলে বা কোন কার্য্য করিতে দিলেই তাহার বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। বালককে শালগ্রাম ছুঁইতে দিলে সে যে তদ্দারা বাটনা বাটিবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই জন্যই "মণি মন্ত্র মহৌষধি পরমগুহ্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইজন্য শিশু যুবা বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সাধু অসাধু, সভ্য অসভ্য, কাহাকে অনধিকার ভূমিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া শিক্ষা ও নীতির অনুমোদিত নয়।

অভিভাবক ও শিক্ষাদাতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন যেন কেহ শনৈঃ পাদবিক্ষেপেও আত্মসীমাকে অতিক্রম না করে। সীমা হরণ কেবল ভূমি বিষয়ে নয়, আত্ম আত্মজীবন বিষয়েও মহা পাপ।

বিদ্যা মন্দির।

ভূমি শূন্য রাজা, বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য ও আলয় শূন্য বিদ্যালয় সমান। আমাদের দেশের অনেকগুলি বিদ্যালয়ই কেবল ছাত্র ও শিক্ষক লইয়া। কয়েক জন ছাত্র ও একজন শিক্ষক হইলেই একটা প্রাইমারী পাঠশালা হইল। গ্রাম্য লোকের স্কুলের আদর্শ পাঠশালা—কেবল ছাত্র ও শিক্ষক আর পরীক্ষায় পাস দেওয়া। কাহারো এক খান বাহির বাড়ীর ঘরে একজন গুরু মহাশয় দশ বারটী ছেলে লইয়া একটী পাঠশালা খুলিয়াছেন। কেবল পাঠশালা নয়, অনেক মধ্য শ্রেণীর স্কুলেরও নিজস্ব একখান গৃহ নাই। ধার করা যেমন তেমন একখান গৃহে পড়াইয়া শিক্ষক সুখী। শিক্ষকের লক্ষ্য মাসান্তে উদরান্নের সংস্থান করা। অধ্যাপনার সুবিধা তাঁহার গৌণ লক্ষ্য।

গত বার্ষিক রিপোর্টে আমাদের বর্ত্তমান

ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পেডলার সাহেব বেহারের একটী মধ্য শ্রেণীর স্কুল গৃহের কথা লিখিয়াছেন "স্কুলটি একটা ধান চাউলের গুদাম ঘরের মধ্যে ছিল, দেখিলে একটা আস্তাবল বলিয়া বোধ হইত।" যে সকল মধ্য শ্রেণী স্কুলের নিজের গৃহ আছে, তাহাদের মধ্যেও কতকগুলি যে গোশালা বা আস্তাবলের অবস্থাপন্ন তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির অবস্থা উন্নতির পক্ষে স্কুল গৃহের দুরবস্থা ও অন্যান্য উপকরণাদির অভাব বিষম অন্তরায়। সকল কার্য্যই যেমন তেমন করিয়া করা আমাদের অভ্যস্ত প্রকৃতি, সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কার্য্য করিবার ভাব এখন পর্য্যন্তও আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে নাই। সংখ্যার আধিক্য দিয়া আমরা কার্য্যের গুরুত্ব বিচার করি। কার্য্যোৎকর্ষ আমাদের গৌণ গনণা বা গণনার বাহিরে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য্য যে পূর্ব্বে কার্য্যের আরম্ভ, শেষে সূক্ষ্মতা বা নৈপুণ্য। আমাদের দেশে বিদ্যালয় স্থাপন কার্য্য যথেষ্ট হইয়াছে এখন উহাদের উৎকর্ষ সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

স্কুলগুলির অবস্থোন্নতির একটী প্রধান সাধন—গৃহ শূন্য বিদ্যালয়গুলির এক এক খান নিজস্ব বিদ্যামণ্ডপ করিয়া দেওয়া এবং যে বিদ্যালয়গুলির গৃহ আছে সেগুলির সংস্কার করিয়া ভাল করা। প্রত্যেক বাড়ীরই দেবালয় কত সুন্দর! বিদ্যামন্দিরও সরস্বতী দেবীর আলয়। বিদ্যালয়গুলি প্রতি পল্লীর বা প্রতি গ্রামের "গ্রাম্য দেবালয়" জ্ঞানে নির্ম্মিত হইলে কত যত্নে নির্ম্মিত ও কত সুন্দর হয়! উচ্চশ্রেণীর গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব গৃহ আছে সত্য; কিন্তু সেগুলির মধ্যেও অল্পই "দেবালয়" বলিবার উপযুক্ত।

গবর্ণমেণ্টও বোর্ডের স্কুলগুলির অবস্থোন্নতি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জেলা স্কুলগুলির কথা বলি না, সেগুলির অবস্থা অনেকাংশে উন্নত। সরকারী ও বোর্ডের গ্রাম্য স্কুলগুলি আদর্শ স্থানীয় হইলে গ্রাম্য শিক্ষা সহজেই উন্নতি লাভ করিবে। প্রথমতঃ গ্রামের সুদৃশ্য স্বাস্থ্যকর ও প্রশস্ত ভূমিতে বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, লোকের আসা যাওয়ার সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখা বিধেয়। বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকেই খোলা স্থান রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের সংলগ্ন না হইলেও সন্নিকটেই একটী ক্রীড়া ভূমি থাকা বিহিত। অগ্রে সুন্দর স্থান, তার পরেই সুন্দর স্কুল গৃহ। বিদ্যামন্দির অতি মনোরম হইলেও কেবল স্থান দোষেই উহা অযোগ্য ও অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে।

সকলেই এখন আপন আপন সন্তানসন্ততিকে শিক্ষাদান করিতে অভিলাষী। বিশেষতঃ গ্রামের অগ্রণী যাহারা, তাহারা মনে করেন, লেখাপড়া ভিন্ন তাহাদের অন্য গতি নাই। সরকারী ও বোর্ডের স্কুলগুলি যে যে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে, সরকার পক্ষ হইতে একটুকু পীড়াপীড়ি করিলেই গ্রাম্য লোকেরা স্ব স্ব বিদ্যালয়ের জন্য যথাসম্ভব উপযুক্ত স্থান দান করিবে। যদি কোন গ্রাম সেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হয়, আদর্শ স্কুল করিবার জন্য নিকটস্থ যে গ্রাম সেরূপ ভূমি দানে সম্মত হইবে তথায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা ভাল। এখন বিদ্যালয় স্থাপনের সময় নয়, অবস্থা পরিবর্ত্তনের বা সংস্কারের সময়। এই সময়ে যেমন তেমন করিয়া আদর্শ স্কুলগুলি রাখিলে সুশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে।

সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলির পুনঃ সাহায্য দান কালে কি কোন স্কুলে নূতন সাহায্য দান সময়ে বিদ্যালয়ের ভূমি ও গৃহের অবস্থারও তত্ত্ব

লওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই মেনেজিং কমিটী বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি এবং তদর্থ একখান গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে সাহায্য প্রদত্ত হইবে, এইরূপ বিধান হইলে বিদ্যালয়গুলির বর্ত্তমান দুরবস্থা কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইতে পারে। পরিদর্শকগণ কেবল লেখাপড়ার নয়, বিদ্যালয়ের ভূমি ও গৃহের বিষয়েও সর্ব্বদা তত্ত্ব লইবেন।

বহুকাল হইতে ইংরেজী ধরণে বিদ্যা শিক্ষাদান এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের উপকরণগুলিতে এখনও ইংরেজী ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। সত্য বটে, চেয়ার ও টেবিল হইয়াছে, বেঞ্চ ও ডেস্ক হইয়াছে, স্কুল গৃহ হইয়াছে; কিন্তু ইংরেজী ভাবের প্রাণ যে সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও পারিপাটা, তাহা এখনও দেশীয় প্রকৃতিতে প্রবেশ করে নাই। ইংরেজী সে ভাব আসিলে ঘর, বাড়ী, বিদ্যালয় সমুদয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। তখন শিক্ষকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সরস্বতীর বাসভূমি দেবালয় করিবেন।

পাঠশালাই হউক কি মধ্য স্কুলই হউক, বিদ্যালয়টী একটী সুদৃশ্য মণ্ডপ হইলে অধ্যেতৃবর্গও অধ্যাপক সকলেরই স্ফূর্ত্তি হয়। মনের প্রফুল্লতাই শিক্ষার প্রধান উপাদান। এইজন্য স্কুলগৃহ সুশ্রী করিতে শিক্ষকমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একদিকে সরকারী পক্ষ হইতে তো যথেষ্ট চেষ্টা করাই হইবে; অন্য দিকে শিক্ষকেরা স্ব স্ব স্কুলগৃহ উৎকৃষ্ট স্থানে ও সুশ্রী করিয়া নির্ম্মাণ করিতে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিবেন।

গবর্ণমেণ্টই বলি কি শিক্ষকই বলি, গ্রামবাসীদের মন না থাকিলে কোন রূপেই গ্রাম্য স্কুলের অবস্থোন্নতি হইবে না। গ্রামবাসীদের চির অভ্যাস ও ঔদাসীন্যই উহার উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিলাম সমুদয়ই গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উন্মেষের চেষ্টা করা মাত্র। অভিভাবকেরা একটুকু চোখ তুলিয়া চাহিলেই গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব গৃহ এবং বর্ত্তমান আস্তাবল সদৃশ গৃহগুলিরও সংস্কার হইতে পারে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, গ্রামবাসী, তত্ত্বাবধায়ক এবং গবর্ণমেণ্ট সকলের সমবেত শক্তি প্রযুক্ত হইলে, গ্রাম্য স্কুলের অবস্থা শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত হইবে।

এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত মডেল স্কুলের আদর্শ দেখিয়া গ্রামে গ্রামে স্কুল হইয়াছে। এখন আবার স্কুল কিরূপ হওয়া উচিত তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্য বোর্ডের ও গবর্ণমেণ্টের স্কুলগুলিতে উন্নত আদর্শ স্থাপিত হইলে অর্থাৎ প্রশস্ত ভূমি, সুশ্রী গৃহ, আবশ্যকীয় সরঞ্জাম প্রভৃতি হইলে গ্রাম্য স্কুলগুলিও তদ্দর্শনে উন্নত হইবে। উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ চিরদিন সকল বিষয়েই সুফলপ্রদ।

গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থা।

এই প্রবন্ধে শিশুরা যে গৃহে শিক্ষা পায় তাহার অবতারণা করিব না। কেবল যে সকল বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তাহারা কি নিয়মে গৃহে শিক্ষা করিবে তাহারই প্রণালী নির্ণয় করিব।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত শিক্ষককে

করিতে হয়, গৃহ শিক্ষার সুবিধা অভিভাবকেরই করা সর্ব্বথা বিধেয়। অভাবপক্ষে গৃহ-শিক্ষক থাকিলে তিনি করিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্বন্ধে কি অভিভাবক কি গৃহ-শিক্ষক কেহই তেমন মনোনিবেশ করেন না। বালকেরা নিজেরাই যাহা পারে করিয়া লয়। যাহারা কোন কার্য্যে প্রথম ব্রতী তাহারা সে কার্য্যে কোন সুপথ অবলম্বন করিতে পারে না। যেমন শিক্ষাদান প্রণালী না জানিলে বিদ্যালয়ে কুশিক্ষা হয়, সেইরূপ গৃহ শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকিলে, শিক্ষার ত্রুটী থাকিয়া যায়। কর্ত্তা নিজে না পারিলেও পরিবারস্থ একজনের হাতে বালকবালিকাদের শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার রাখা কর্ত্তব্য।

গৃহশিক্ষার প্রধান ও প্রথম কথা শৃঙ্খলা রক্ষা করা। শৃঙ্খলা থাকিলে বালকেরা পড়িতে অনেক সময় পায়। বিদ্যালয় হইতে আসিয়া কোথায় পুস্তকাদি রাখিবে, কোথায় উত্তরীয় বস্ত্র বা পিরাণ রাখিবে, কোথায় জুতা রাখিবে সে সকলের পৃথক্ পৃথক্ স্থান স্থির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তক রাখিবার টেবিল কি ডেক্স করিয়া দিবার সঙ্গতি না থাকিলে, গৃহের বেড়ায় কোন একটী উচ্চ স্থানে এক-খান তক্তা বাঁধিয়া বা মাঁচান টানাইয়া পুস্তক রাখিবার স্থান করিয়া দিতে হইবে। সন্তা-নেরা বিদ্যালয় হইতে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বই শ্লেট প্রভৃতি রাখিবে। আল্না ব্রাকেট প্রভৃতি থাকিলে তো ভালই, তদভাবে একগাছি দড়ির উপর কাপড় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বই রাখিয়াই যে যে কাপড় খুলিয়া রাখিতে হইবে সে সকল খুলিয়া রাখিবে। এইরূপে অভিভাবক নিত্য কার্য্যের সমস্ত বিধান করিয়া দিবেন।

বাড়ীতে যতগুলি বালকবালিকা থাকিবে প্রত্যেকের পড়িবার স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিবে। একজনে আর একজনের স্থানে যাইয়া বসিবে না। একজনে আর একজনের বই লইয়া টানাটানি করিবে না। এক টেবিলে দু জন বসিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু ডেক্স হইলে, প্রতি-জনের এক একটী হওয়া আবশ্যক। বসি-বার জন্য এক একখান ষ্টুল দিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যাহাদের সংস্থান নাই তাহাদের পক্ষে এক একখান ছোট মাদুর বা অন্যরূপ আসনই যথেষ্ট। প্রতি পরিবারের আয়ই পারিবারিক প্রতি কার্য্যের মানদণ্ড। সে মান-দণ্ড অতি সামান্য কার্য্যেও উপেক্ষনীয় নয়। মাদুর হইলেও প্রতিজনেরই স্বতন্ত্র এক এক খান নির্দ্দিষ্ট আসন থাকিবে। দু জনে এক আসনে বসিলেই কেবল পড়ার হানি হয় না নানা কুঅভ্যাস ও শিক্ষা হইয়া থাকে। গৃহ-শিক্ষক বা অন্য কেহ গৃহ-শিক্ষাদানের ভার লইয়া শিক্ষা সময়ে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলে এই সকল ব্যবহারের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

প্রতিজনেরই এক এক সেট পাঠ্য বই থাকিবে। এট্‌লাসও প্রত্যেকেরই এক এক খান থাকা বিধেয়। অভিধান তিন চার জনের একখান হইলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু বই খানের জন্য একজন দায়ী থাকিবে। প্রতিজনে আপন আপন বইর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবে।

অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা এখানে বলিতে হইল। কথাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আমাদের শিক্ষার অভাব। বালকবালিকাদিগকে পুস্তকগুলি সুন্দর করিয়া রাখিতে প্রথম হই-তেই শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপন আপন পুস্তকগুলি ভাল করিয়া রাখিবে, বৎস-

রের কোন সময়ে বিশেষ কোন পর্ব্বোপলক্ষে তাহাদিগকে সুন্দর সুন্দর পুস্তক কি অন্যবিধ উপহার দানের ব্যবস্থা করা ভাল। হিন্দু সন্তানদিগকে সরস্বতী পূজায় সেরূপ উপহার দানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

আজ কাল সময়ের মত মহার্ঘ আর কিছুই নাই, শিশুকাল হইতেই "সময় অমূল্য রত্ন" কার্য্যতঃ শিক্ষাদান করা বিধেয়। ছেলেরা যদি সময়ের অপব্যয় করিতে থাকে তবে পরে উপ-দেশে কোন ফল দর্শে না। শিশুকাল হইতেই সময়ের নিয়মিততা শিক্ষাদান করা অভিভাব-কের গুরুতর কর্ত্তব্য। কখন খাবে, কখন খেলিবে, কখন নিদ্রা যাইবে এইরূপ দু তিনটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ক্রমে সময়ের নিয়মিততা সহজেই অভ্যস্ত হইয়া আইসে। আমাদের সময়ের যত অপব্যয় হয় এত অপব্যয় আর কিছুরই হয় না। ছেলেদের মধ্যে কে কখন কোন কার্য্য করিবে তাহার এক একখান সময়-পঞ্জী প্রত্যেকের পাঠ-স্থানে লট্‌কাইয়া দিবেন। অভিভাবক বিশেষ বিবে-চনা করিয়া সে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে ২৪ ঘণ্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য লিখিত থাকিবে, বিদ্যালয়ের রুটিনের সঙ্গে মিলাইয়া প্রতিদিন কোন্ সময়ে কোন্ বই পড়িবে তাহাও স্থির করিয়া দিলে ভাল হয়। এই বিষয়ে গৃহকর্ত্তা সর্ব্বদাই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাহায্য লইবেন। আবশ্যকমতে উহার পরিবর্ত্তনকালেও শিক্ষকের মত গ্রহণ করিবেন। যেমন ডাক্তরখানার প্রত্যেক রোগীর ব্যবস্থাপত্র শিক্ষার্থীর পক্ষে উহাও তেমনি। অভিভাবক সেরূপ রুটিন প্রস্তুতির সময়ে ছেলের অবস্থা, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা প্রভৃতির বিষয় সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। সেই দিয়া প্রত্যেকের সময়-পঞ্জিকা প্রত্যেকের পাঠস্থানের সম্মুখে রাখিয়া দিবেন।

আজ কালের দিনে একটী ঘটিকাযন্ত্র অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। প্রতি গৃহস্থকে ঘড়ী দেখিয়াই অনেক কাজ করিতে হয়। দু তিন টাকা দিয়া একটী ঘড়ী ক্রয় করিলেই দু তিন বৎসর যায়। সময় নিরূপণের জন্য বৎসরে একটী টাকা ব্যয় করা অনেক গৃহস্থেরই সহজসাধ্য। যাঁহারা সক্ষম তাহারা একটী সামান্য রকমের ঘটিকা যন্ত্র ক্রয় করিয়া ছেলেদের অনভিগম্য কোন স্থানে রাখিয়া দিবেন। ছেলেরা তাহা দেখিয়া যথা-সময়ে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ছেলেদিগকে সর্ব্বোপায়ে পড়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া গৃহকর্ত্তার গুরুতর কর্ত্তব্য। যতক্ষণ পড়িবে ততক্ষণ তাহাদিগকে এক মনে পড়িতে দিতে হইবে। সে সময়ে অন্য কার্য্য করিতে আদেশ করিলে মনোযোগ ভঙ্গ হয়। কেহ কেহ ব্যক্তি বিশেষের উদাহরণ দেখাইয়া বলেন "অমুকে কত কার্য্য করিয়া মহা বিদ্বান্ হইয়াছেন, তোমরা কেন সেরূপ সমস্ত কার্য্য করিয়া লেখা-পড়া শিখিতে পারিবে না?" যাহারা এরূপ বলেন, তাহাদিগকে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয়, যে তাঁহারা যাঁহাদের নাম করিতেছেন তাহারা অসাধারণ লোক। নিয়ম সাধারণের জন্য, অসা-ধারণ সর্ব্বদাই নিয়মের অতীত। সেরূপ অসা-ধারণ লোকের সংখ্যা অতি অল্পই।

কর্ত্তাকে সহস্রলোচন হইয়া সমুদয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। গৃহ শিক্ষক থাকিলেও ছেলেরা নিয়মিতরূপে পড়ে কিনা, বিদ্যালয়ে কে কিরূপ পাঠদান করিতেছে, আচরণ ব্যবহার কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে খবর লইতে হয়। প্রতি-দিন না পারিলেও সপ্তাহে দু এক বার তাহার খবর লওয়া সঙ্গত। গৃহকর্ত্তার এরূপ দৃষ্টি না

থাকিলে সন্তানবর্গ ও গৃহ শিক্ষক সকলেই শিথিল হইয়া পড়ে। গৃহকর্ত্তাকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হয় যে, তিনি পরিবারের প্রধান কার্য্য-শক্তি, তিনি চলিলে সকলেই চলিবে, কোন দিকে তাঁহার শক্তির অভাব হইলেই সেদিকের কার্য্য, বন্ধ না হইলেও, শিথিল হইবে। গৃহকর্ত্তারও একটী সময়-পঞ্জিকা থাকিলে সমুদয় কার্য্যেরই সুবিধা হয়। কোন্ দিন কোন্ সময়ে কি কার্য্য করিবেন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, কোন কার্য্যই বাদ যাইতে পারে না। অনেকে হয়তো এই কথায় উপহাস করিবেন, কিন্তু কার্য্য করিবার অন্য ব্যবস্থা নাই।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না। ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গৃহকর্ত্তাকেই করিতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধু মহজনে ভক্তি, জীবে দয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়মিতরূপে শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমুদয় সন্তানবর্গকে লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করা একান্ত বিধেয়।

ভারতের শিক্ষা ও মাদ্রাজের লাট।

সম্প্রতি মাদ্রাজের গবর্ণর তথাকার শিক্ষা-সমিতির (Educational Conference) অধিবেশনে শিক্ষার অপূর্ণতা সম্বন্ধে একটী প্রারম্ভিক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে অনুবাদ করিলাম।

ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ অতি দুরূহ ব্যাপার। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টাই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদিও অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তথাপি প্রকৃত মানবচরিত্র গঠন করিতে প্রচুর আয়াস ও যত্ন সত্ত্বেও বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইতেছেনা। সমালোচক ও পরিদর্শকের ন্যায় শিক্ষকগণও এই অপূর্ণতাটুকু দেখিতে পাইতেছেন। এদেশের শিক্ষাপ্রণালী ফ্রান্সের শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় মতের উপরই স্থাপিত, নির্দ্দিষ্ট প্রণালী এবং ধারাবাহিক ক্রম অবলম্বনে পরিচালিত। উভয় দেশেরই ফলও একরূপ। আমাদের দেশের শিক্ষা-নীতি কণ্ঠস্থ বিদ্যার পক্ষপাতী, উহা যুবকগণের মন ও চরিত্র গঠনের সম্পূর্ণ ভার তাহাদের নিজ নিজ অসংযত অনুভূতি, পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অবস্থার হস্তে সমর্পণ করিয়াই যথেষ্ট মনে করে। সচরাচর এখন সকলেই স্কুল কালেজ প্রভৃতি অপক্ক যুবকদিগকে মসিজীবী, ব্যবহারজীব ও রাজকর্ম্মচারী প্রস্তুত করিবার কারখানা মনে করেন। যুবকগণ, এমন কি, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। মন ও চরিত্র গঠন গৌণ মনে করিয়া, অনেক শিক্ষকও উপাধি ও সনন্দই মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য মনে করেন না কি?

শিক্ষা নীতির সমালোচনা করা অতি সহজ কিন্তু দোষ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। "পরীক্ষা-ব্যাধি" কে সকলেই এখন প্রকৃত শিক্ষার একটী প্রধান অন্তরায় মনে করিতেছেন। সরকারী কার্য্যে প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা নির্ণয় করাই এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট এই প্রলোভন প্রদর্শনেই হাজার

তাহাদের সে কাজ সংস্কারবৎ করিতে হয় [illegible] তেছে [illegible] শিক্ষায় উৎসাহিত করিতেছেন। এই পরীক্ষা-ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষক নহে পরীক্ষক এবং উপকারীও বটে, কার্য্যতঃ নহে, নামে। অনেক বিবেচনা ও আলোচনার পর বিলাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী শিক্ষা-শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বিলাতে যে সকল কারণে এই শিক্ষা-শাখার উৎপত্তি আমাদের দেশে কি সেই সকল কারণের অভাব রহিয়াছে?

এই পরীক্ষা-ব্যাধি দূরীকরণের আর একটী উপায় মনে হইতেছে; সেইটী এই—প্রতি দেশে প্রাইমারীও উচ্চশ্রেণীর স্কুলে নিম্ন বিভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজীতে শিক্ষার পরিবর্ত্তে সেই দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তন করা—শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজী কেবল ভাষারূপেই শিক্ষা দেওয়া। ইহাতে যে কেবল শিক্ষা সরকারী কার্য্যে প্রবেশেরই পথরূপে গ্রহণের ভ্রম নিরাকৃত হইবে তাহা নহে, সাধারণের শিক্ষার সুবিধার্থে ইংরেজী অপেক্ষা দেশীয় ভাষার প্রচলনে যে অধিক সুফল প্রসব করিবে বলিয়া আশা করা যায়, তাহার পরীক্ষার্থ কোন পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাও সহজেই উপলব্ধি হইবে। বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষায় মনের শক্তি ও তেজ ত নষ্ট হয়ই, তদুপায়ে উপার্জ্জিত জ্ঞানও যে বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ হয় তাহাও নহে।

দেশীয় ভাষা প্রচলনে শিক্ষার উন্নত সোপানে দেশীয় সাহিত্য আরূঢ় হইবে, এবং তাহার মূল অধ্যয়নে তীব্র উত্তেজনা সঞ্চারিত হইবে এবং অধ্যয়নও সহজ হইবে। প্রথিত গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর যখন স্বী[illegible] বলিয়া গিয়াছেন [illegible]লেন তখন জাতীয় সাহিত্য বিনাশ করিয়া কোন জাতির জ্ঞান উন্নত করা অসঙ্গত; আমার নিশ্চিত ধারণা দেশীয়দিগের নিজ নিজ মৌলিক ও স্বতন্ত্র চরিত্র এবং পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের উপর পরবর্ত্তী জ্ঞানের ভিত্তি নির্ম্মিত হইলে তাহাদের জ্ঞান বহু-বিস্তৃত ও শিক্ষা নানা বিষয়ণী হইবে।"

ভারতে শিক্ষাপ্রণালীর যথাসম্ভব পূর্ণতা লাভের আরও দুইটী অন্তরায় রহিয়াছে। ভারতের অপক্ক মানস এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সে শিক্ষা আয়ত্ত করিবার সম্যক্ উপযোগী হয় নাই। যে প্রণালীতে পাশ্চাত্য রাজনীতির শিক্ষা হয় না, তাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষাও অসম্ভব। প্রাচী ধর্ম্মে, ভাবে, শিক্ষায়, সমাজনীতি ও রাজনীতিতে প্রতীচি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রথম প্রথম এদেশীয়দের রুক্ষ ও গুরুপক্ক খাদ্যের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও পীড়াদায়ক হইবেই। যাহা তাহারা গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশই দুষ্পাচ্য বলিয়া অপরিপক্ক ও অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। সময়ই ইহার একমাত্র চিকিৎসক এবং সময়ই ইহার একমাত্র ঔষধ।

ধর্ম্ম যে শিক্ষার অঙ্গ নহে সে শিক্ষা কখনও পূর্ণ অথবা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতির অনুসরণ করিবার পথে দুরতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। ভারতে শিক্ষা নীতির অপূর্ণতার ইহা দ্বিতীয় কারণ।

অতঃপর তিনি তিনটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এবিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার জন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আমরা সেই প্রশ্ন তিনটী নিম্নে প্রদান করি-

তেছি ...
শিক্ষা হিতৈষী বন্ধুগণও ... বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লইবেন।

১। প্রাইমারী এবং উচ্চ ইংরেজী স্কুলের নির্ব্বাচন পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া অথবা ইহার পরিবর্ত্তন করা উচিত কিনা।

২। বর্ত্তমান পরীক্ষক বিশ্ববিত্যালয়ের পরিবর্ত্তে শিক্ষক বিশ্ববিত্যালয় স্থাপন করা উচিত ।

... প্রাইমারী বিভাগে অথবা উচ্চ ইংরেজী স্কুল পর্য্যন্ত ইংরেজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানবিধি প্রচলন করা উচিত কিনা, উচিত হইলে প্রাইমারী বিভাগের কোন্ শ্রেণী হইতে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে পড়াইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে—চতুর্থ কি তন্নিম্ন কি তদুপরের কোন্ শ্রেণী হইতে ?

কুসংস্কারের জন্মভূমি।

কোন প্রকার আচার ব্যবহারই নিরর্থক নয়। কি সভ্য দেশে কি নিরক্ষর অসভ্য দেশে প্রত্যেক আচার ব্যবহারেরই কোন না কোন একটা কারণ আছে। কোথায় ও কখন ও অকারণে কোন কিছুরই জন্ম হয় না। কারণ প্রত্যেক ঘটনা বা আচারের মূল, বিজ্ঞানেরও মূল উহাই। যেমন মূল মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়বদ্ধ থাকিয়া বৃক্ষকে দণ্ডায়মান রাখে, তদ্রূপ ঘটনাও কারণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মানব সমাজের সহিত উহাকে জীবিত রাখে। কারণের উন্মোলনে ঘটনা ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির মৃত্যু হইয়া থাকে। অহরহ উহার শত শত উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আহারের কারণ ক্ষুধাবোধ, ক্ষুধার শান্তি হইলে আর আহারের প্রয়োজন থাকে না। শীতই শীতবস্ত্র ব্যবহারের নিদান, গরম বোধ হইলে কেহ উহার ব্যবহার করে না। শীতপ্রধান দেশে উন্মুক্ত হস্ত নিরাপদ নয় বলিয়া হস্তে আহারের ব্যবস্থা নাই। কারণের অভাব হইলেও অভ্যাস কিছুকাল পর্য্যন্ত আচার ব্যবহার রক্ষার হেতু হইয়া থাকে।

জল সঞ্চারী মৎস্ত ডাঙ্গায় উঠাইলেই উহার মৃত্যু। বায়ু-বিহারী জীবের বায়ু নিরোধ ও মরণেরই কারণ। জীবিতেরা মরিলে কিছুকাল জড়াবস্থায় থাকে, পরে দুরিত হইয়া দুর্গন্ধ ও বিষ হইয়া উঠে এবং যে নিকটে যায় তাহারও মৃত্যুর কারণ হয়। আচার ব্যবহার কারণ সমুদ্রে জীবিত থাকে। যতকাল হেতুটী লোক সমাজে জাগ্রৎ থাকে আচার ব্যবহার ও জীবিত বলা যায়। সে কারণ সমাজের মানসক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেই আচার ব্যবহারের মৃত্যু। সমাজ এইরূপ মরা আচার ব্যবহারের ভার বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হয়। মরিলেই ভারবৃদ্ধি, মৃত রীতিনীতির দুর্ব্বহ ভারে সমাজের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং দুরিত দুর্গন্ধে সমাজ মরিয়া যায়।

জন্মমৃত্যু কারণাধীন—জীবেরই বল আর জড়েরই বল। ঘটনা ও আচার ব্যবহার ও সেই নিয়তি গর্ভেই জন্ম ধারণ করে। কারণ সূক্ষ্ম, কার্য্য স্থূল। সূক্ষ্মদর্শীরাই কারণ দেখিতে পান, তাঁহারাই সমাজের নাড়ী ধরিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দেন, আচার ব্যবহার প্রণয়ন করেন। স্থূলদর্শীরা তদনুসরণ করেন, কেহ কারণ বুঝিয়া কেহ অন্ধভাবে। যাহারা হেতু দর্শনে অক্ষম

তাহাদের সে কাজ সংস্কারবৎ করিতে হয়।

যখন জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয়া যায়, লোকে হেতু প্রদর্শন করিতে পারে না ; অথবা লোকে কেবল মহজ্জনেরই অনুসরণ করে, "কারণ কি ?" অনুসন্ধান করে না, তখনই সে কার্য্য বা সে অনুসরণ অন্ধতাময় কুসংস্কার। প্রথম প্রথম তাহা অন্ধভক্তি বা অন্ধবিশ্বাস নামে অভিহিত হয়, একটুকু পুরাতন হইলে "কুসংস্কার" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর ভূভাগ যেমন স্তরে স্তরে উৎপন্ন হইয়াছে, মানব সমাজের উন্নতিও তেমনি স্তরের পর স্তর পড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভবিষ্যৎও অতীতেরই পদানুসরণ করিবে অনুভূত হয়। কেবল সুখ দুঃখই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করেনা, গগনবিহারী অগণ্য জ্যোতিষ্পিণ্ডের ন্যায় আলো অন্ধকার, উন্নতি অবনতি প্রভৃতিও সে চক্রগতির নিয়মাধীন। এমন কি, যুগ যুগান্তর ও চক্রাকার পথে ঘুরিতেছে। বিজ্ঞানযুগ চিরকাল থাকেনা, বিজ্ঞানবৃদ্ধেরা অবশ্যই হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদয় তত্ত্ব বিনির্ণয় করেন, সংহিতাকারেরাও হেতু প্রদর্শনে অলস নন ; কিন্তু সাধারণে অন্ধ অনুসরণই ভালবাসে, তাহারা জ্ঞান বুদ্ধি জাগাইয়া তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেনা। যদি কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়াও কোন কিছুর তত্ত্ব দেখাইয়া দেয় তাঁহারা বলিবে " ও পতিত, কাফের বা অবিশ্বাসী, " জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূমিতে পদার্পণ করাই অনেকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট বা আচার ভ্রষ্ট হইবার নিদান মনে করেন, অর্থাৎ তাহারা চিরকালই আঁধারে থাকিতে ভাল বাসেন। এই অন্ধকার প্রিয়তাই কুসংস্কারের জন্মভূমি। সমুদয় সংস্কারেরই আলো নিদান, কিন্তু সে আলোর অন্তর্দ্ধান হইলেই উহা কুসংস্কারে পরিণত হয়।

গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর যখন স্বীয় কারিকাবলি গাথিয়া ছিলেন তখন তিনি সূত্র অবলম্বন করিয়াই প্রতি সিদ্ধান্তে উপনীত হন ; কিন্তু তিনি সে পাতন নির্দ্দেশ করেন নাই। লোকে তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করিল। কি উপায়ে তিনি সে সকল সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলেন সে দিকে দৃক্পাত ও করিল না। অনেকে বলে "আম খাওয়া উদ্দেশ্য আঠি লইয়া কি করিব ?" কারণ অনুসন্ধান কার্য্যক্ষেত্রে আঠি বই নয়। কিন্তু যাহারা আম গাছ জন্মাইতে চায়, তাহারা আঠির মর্য্যদা না করিয়া পারে না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা আমও খান আঠিরও তত্ত্ব রাখেন।

শুভঙ্করের আর্য্যা কণ্ঠস্থ করিয়া আমরা কার্য্য সাধন করি। কিন্তু কার্য্য কারণ বোধ নাই বলিয়া উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে পারি না। একরূপ সংস্কারবৎ করিয়া যাই—উহা ভাল হইলেও কুসংস্কার।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশাপালন অনেকেই করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকে উহার কারণ অনুসন্ধান করে না বা জানে না। কেবল নিশাপালনের জন্য যাহারা নিশাপালন করে তাহাদের উহা কুসংস্কার। কিন্তু নিশা পালনে যে শরীরের উপকার, তাহার সুফল বিজ্ঞ ও অজ্ঞ উভয়েরই সমান। কারণাভিজ্ঞেরা আবশ্যক মতে আচারের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, অনভিজ্ঞেরা তাহা পারে না ও করে না। এই জন্যই শেষোক্তদের পক্ষে উহা কুসংস্কার হইয়া থাকে।

যাহারা কারণ জানে না তাহারা আচার ব্যবহার কেবল আচার ব্যবহারের জন্যই পালন করিয়া থাকে। তাহারা আবশ্যক মতে সে সকলের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে

না। তাহারা সংস্কারকারীদিগকে বিপ্লবকারী বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, বুঝিবার শক্তি জন্মিলেই লোকে সকল কার্য্যেরই কারণ জিজ্ঞাসু হয়। যাহারা কলের মত বার বার অনুষ্ঠান করে তাহাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়। পরিশেষে সমুদয়ই তাহারা অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। শিশুকাল হইতে পুনঃ পুনঃ কোন কার্য্য করিলে হেতু অনুসন্ধানে শেষে প্রবৃত্তিই হয় না। এই জন্য কুসংস্কার প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বহুকাল কোন কার্য্য বা আচরণ অভ্যস্ত হইলে শেষে তাহা পরিত্যাগ করিতে ও কেমন এক-রূপ আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে। কুসংস্কার সমাজে জীবিত থাকিবার সে ও একটা প্রবল কারণ।

কারণের অন্তর্দ্ধানেই কুসংস্কারের জন্ম, কার্য্যের ফল ভালই হউক কি মন্দই হউক। আচার ব্যবহার কি কোন সংস্কার প্রাণময় রাখিতে হইলেই কারণের সহিত উহার শিক্ষা দান করিতে হয়, উহাই সমন্ত্রক শিক্ষা। শিশুদিগকে অনেক বিষয়ের কারণ বুঝান যায় না; অজ্ঞের অবস্থা ও শিশুরই ন্যায়। শিশু ও অজ্ঞ বা অনধিকারীকে কারণ জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বেই অনেক আচার ব্যবহারও কার্য্য শিক্ষাদান করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও শিক্ষার্থীকে সর্ব্বদাই অধিকার জন্মিলেই কারণ শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষাদাতাকে এইটী মনে রাখিতে হইবে।

দেশ কাল পাত্র অনুসারে অনেক ব্যবস্থার সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সংহিতাকার-গণ প্রতি ব্যবস্থার হেতুবাদ বিবৃত করিলে সে সংশোধন সহজেই সম্পাদন করা যায়। কিন্তু অনেক সময়ে অযুক্ত কারণও নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। লোকের মনে বিজ্ঞান ভাব বৃদ্ধি হইলে সকলেরই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। অকারণে কোন কার্য্যই করিতে চায় না। এই অবস্থায় কারণ বেদবাণী, সে বাণী না শুনিলে সে কোন কার্য্যই করিবে না। এ অবস্থায় কারণ তাঁহার পরীক্ষা-নিকষ, সে নিকষেই সে সাচ্চা বা ঝুটা পরীক্ষা করিয়া থাকে। এবং তেমন নৈপুণ্য না থাকিলে সে যে অনেক সাচ্চা আচারও ঝুটা বলিয়া উড়া-ইয়া দিবে তাহা আর বিচিত্র কি?

সকারণ সংস্কার শিক্ষা দিলে উহা আর কু হইতে পারে না। আমাদের অনেক সংস্কার কারণ বিহীন হইয়া মৃত হইয়া সমাজকে দুর্ব্বহ ভারে আক্রান্ত করিতেছে। সে সকলের কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক জীবিত করা সংস্কারের প্রথম কার্য্য। কাল ও অবস্থাভেদে উহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক উহা দ্বিতীয় কার্য্য। সময়ের গতি বুঝিয়া নূতন আচার প্রচার তৃতীয় কার্য্য।

অনেকে পুরাতন সমুদয় আচার ব্যবহারই কুসংস্কার বলিয়া একেবারে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন। ইহারা কার্য্যতঃ না হইলেও ভাবতঃ ভিন্ন ধর্ম্মী। বহুকাল অপরিজ্ঞাত কারণে কার্য্য করিতে করিতে পরিশেষে পুরাতনের ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং আমূলতঃ সংস্কারের পক্ষপাতী হন্। কিন্তু যাহারা কোন আচার ব্যবহার কি কার্য্যের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন্, তাহারা যদি ধৈর্য্যের সহিত কারণ বিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন্ তবে সহজেই তত্ত্ব স্থির করিতে পারেন; এবং পুরাণ রীতি নীতির কতদূর সংস্কার করা প্রয়োজন কেবল তাহাই নয় প্রত্যুত ভিন্ন দেশের রীতি নীতি কিরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কল্যাণ হইবে তাহাও স্থির করিতে পারেন।

কোন কার্য্যের কারণ লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত হইলে লোকে আপন আপন ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার কারণ কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃত কারণের অভাবে আচার কুসংস্কারে পরিণত হয় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত নিদ্রিত সমাজের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করে। সময়ে সময়ে লোকে এইরূপ আরোপিত কারণের এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠে যে শেষে প্রকৃত কারণ কোনরূপেই স্বীকার করিতে চায় না। অনেক চতুর কর্য্যোদ্ধারকারীও এরূপ সুযোগে নৈপুণ্যসহকারে লোকের চোখে ধূলা দিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লয়। এইরূপ কল্পিত-কারণমূলক আচারের গুরুভাবে সমাজ আস্তে আস্তে রসাতলে প্রবেশ করে।

পুস্তকালয়।

গ্রন্থ রচনা—প্রায় লেখাপড়ার সমসাময়িক। গ্রন্থ মধ্যে বিদ্বন্মণ্ডলী নীরবে বাস করেন। গ্রন্থ মানব চরিত্রের কৌস্তুভমণি। যে গৃহে ভাল ভাল গ্রন্থ থাকে সরস্বতী স্বয়ং সে গৃহে বাঁধা থাকেন। বিদ্যাদেবী গ্রন্থ পরম্পরা ধরা-তলে বিচরণ করেন। এই জন্য গ্রন্থ রচনার সমকালেই গ্রন্থ সংগ্রহের ভাবও মানব সমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। আমাদের দেহ পূর্ব্ব-পুরুষগণের রক্ত মাংসের, বিষয় বিভব তাঁহা-দের অধ্যবসায় ও যত্নের, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহা-দের সাধুতা ও আত্মত্যাগের এবং আত্মোৎ-কর্ষ তাঁহাদেরই জ্ঞান গরিমার সাক্ষী। গুণ-বান্ জ্ঞানীরা পুস্তকের মধ্য দিয়া আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। অতএব যেখানে অনেকগুলি গ্রন্থ আছে সেখানেই বিদ্বৎসমিতি।

যাহারা লেখাপড়া জানে, পুস্তক সংগ্রহে তাহাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা জন্মে। এই জন্যই তাহাদের গৃহে ২, ৪ খানা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে পুরাতন কালে পুথি-গুলি সাধারণতঃ তালপত্রে লিখিত হইত। ভাল ভাল গ্রন্থ স্বর্ণ পত্রে বা অন্য ধাতুপত্রে লিখিত থাকিত। কাগজের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তুলত কাগজে পুস্তক লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সকল পুস্তকই পুথির মত তুলত কাগজে লিখিবার নিয়ম ছিল। যাহারা লিখিতে পড়িতে পারিত তাহাদের সকলের গৃহেই ওরূপ ২, ৪ খান গ্রন্থ থাকিত। এক এক অধ্যাপকের মঠে নানা-প্রকার পুস্তক সংগৃহীত থাকিত; পুস্তকালয়ের এইরূপেই মানব সমাজে পত্তন। বিদ্যানুরাগী রাজদরবারেও বিবিধ পণ্ডিত থাকিতেন; তাঁহা-দের সঙ্গে অবশ্যই বহু গ্রন্থ থাকিত। এই রূপে এক একটী রাজ দরবারে অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত হইত।

কেবল গ্রন্থে নয় প্রস্তরফলকে, ধাতুফলকে চর্ম্মপত্রে, ভূর্জ্জপত্রেও অনেক বিষয় পুরাকালে লিখিত হইত। সে সকল রাজ সভায় সংগৃহীত হইয়া যত্নে রক্ষিত থাকিত। আমাদের দেশে ও এসকল ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান নিয়মে লাইব্রেরি স্থাপনের প্রথা আমরা ইংরেজ-দের নিকটে শিক্ষা করিয়াছি—শিক্ষা করি-য়াছি বলিতে পারি না, আভাস মাত্র পাইয়াছি। পূর্ব্বকালে রাজসভায়, বিদ্যা মঠেই গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত, তত্তাবৎ ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল,

সাধারণে সে সকল ব্যবহার করিতে পারিত না। এখন বিদ্যালোচনার বৃদ্ধির সহিত দেশে দেশে কেবল নয়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে পুস্তকালয় স্থাপিত হইতেছে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক পরিবারে এক একটী পুস্তকালয় থাকা কর্ত্তব্য। পুস্তকালয়ের উত্তরাধিকার ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতেও ফলপ্রদ। পারিবারিক পুস্তকালয় সরস্বতীকে পরিবারে বাঁধিয়া রাখিবার অমোঘ ফাঁদ।

পুস্তকালয়ের ভাব অতি প্রাচীন। অধুনা উহা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন সভ্য দেশ নাই যে দেশে একাধিক পুস্তকালয় স্থাপিত নাই। পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস, অশেষ বিদ্যার খনি অনেকগুলি পুস্তকালয়ের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আলেকজাণ্ডারের স্থাপিত সুবিখ্যাত "আলেকজাণ্ড্রিয়া লাইব্রেরি" ও প্রাচীনতম নয়। উহার পূর্ব্বেও অনেকগুলি লাইব্রেরির নাম উল্লেখ আছে।

বাবিলোনিয়া ও আসিরিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল দুইটী রাজ্য। ইতিহাসের আদিকালে—সেই মান্ধাতার আমলে এই দুই দেশ সভ্যতা ও ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। প্রোফেসর্ সাইস্ বলেন বাবিলোনিয়ার অন্তর্গত আক্কাডের তদানীন্তন সেমেটিক ভূপতি ১ম সার্গোন খৃঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরে সেই নগরে একটী লাইব্রেরি স্থাপন করেন। উহাতে বাবিলোনিয়ার জ্যোতিষ্ গ্রন্থগুলি সংগৃহীত ছিল। সার্গোন্ লাইব্রেরির গ্রন্থ রক্ষকের নাম ছিল—ইব্‌নি-সারু; ইহার মত প্রাচীনপুস্তক রক্ষকের নাম আর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাবিলোনিয়ার অন্যান্য প্রধান নগরেও এইরূপ লাইব্রেরি স্থাপিত ছিল আসিরিয়া রাজ্যের নিনেভে নগরে অসুরবনিপাল তাঁহার রাজধানীতে একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহাতে প্রায় দশ হাজার খণ্ড ফলক (Tablet) রক্ষিত ছিল। ঐগুলি একত্র করিলে বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় পাঁচ শত পৃষ্ঠার পাঁচ শত খণ্ড পুস্তক হইবে। উহার অধিকাংশ টেবলেট এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

পুরাতন মিসরেও অনেক পুস্তকালয় ছিল। রাজা ওসিমান্দ্যাসের লাইব্রেরির দ্বারের উপরে "আত্মার ঔষধালয়" নাম খোদিত ছিল। প্রথম রামসেসের লাইব্রেরিও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ভুবন বিখ্যাত "আলেকজাণ্ড্রিয়া লাইব্রেরি" প্রথম টলেমি স্থাপন করেন এবং তৎপুত্র উহার শ্রীবৃদ্ধি করেন। কেহ কেহ বলেন উক্ত লাইব্রেরিতে ৭ লক্ষ পুস্তক ছিল; তত্তাবতের অধিকাংশই রোমীয়, গ্রীসীয়, ভারতীয় ও মিসরীয় গ্রন্থ। খৃঃ ৩৯১ অব্দে খৃষ্ট আর্চবিশপ থিওফিলাসের ইঙ্গিতে সাধারণ লোক এই পুস্তকালয়ের অনেক গ্রন্থ বিনষ্ট করে এবং ৬৪১ অব্দে খলিফা ওমরের সৈন্যদল উহার নষ্টাবশিষ্ট বিনষ্ট করে। তদানীন্তন পৃথিবীতে এত বড় লাইব্রেরি আর ছিল না।

গ্রীসেও রাজাদের লাইব্রেরি ছিল। গ্রীসের মাসিডোনিয়ার লাইব্রেরির পুস্তক দিয়াই রোমে লাইব্রেরির পত্তন হয়।

পুরাতন ভারতে ও চীনেও যে স্থানে স্থানে পুস্তকালয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের সময়ে বিহারে বিহারে ধর্ম্ম গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত। ভারতে সাহিত্য চর্চ্চার সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে ও পরে অনেক কাব্য গ্রন্থ রচিত ও রাজ সভায় রক্ষিত হইত। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি

গ্রন্থ যে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে, অন্যত্র না হইলেও, রাজগৃহে, বিদ্যামণ্ডপে, ঋষিদের আশ্রমে সংগৃহীত থাকিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্যই আলেকজাণ্ড্রিয়ান কিম্বা তত্তুল্য কোন লাইব্রেরি ভারতে ছিল না।

মুসলমানদের রাজত্বকাল পৃথিবীর তামস যুগ। এই সময়ে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। ভারতের অনেক পুস্তক যে সে তামসান্ধকারে চির লুক্কায়িত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তামস যুগের অবসানে, বাদসাহ আকবরের সময়ে—বিদ্যাচর্চ্চার পুনরাবির্ভাব সময়ে—দিল্লীর রাজ দরবারে যে বিবিধ গ্রন্থ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসের কথা। যেখানে বিদগ্ধমণ্ডলী সেখানেই পুস্তকাগার এবং গ্রন্থাগারেই বিদ্বানেরা জন্মগ্রহণ করেন। মোগল-কুলতিলক আকবরের রাজসভা—বিদ্বন্মণ্ডলীর সভা ছিল, সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য বিবিধ গ্রন্থ তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল, অনেক বিদ্বৎকুল ধুরন্ধর সে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পূর্ব্বকালে কেবল রাজা ও বিদ্বানেরাই পুস্তক সংগ্রহ করিতেন এবং অধিকারীরাই যথেষ্টরূপে সে সকল পুস্তকের ব্যবহার করিতেন। সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকালয় স্থাপনের প্রথা অনধিক পাঁচ শত বৎসর হইবে আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রথা প্রথমে ইটালিতেই প্রবর্ত্তিত হয় এবং ক্রমশঃ এখন উহা পৃথিবী ময় হইয়াছে।

বর্ত্তমান পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরির মধ্যে কতকগুলি রাজকীয় অর্থে ও কতকগুলি সাধারণের অর্থ সাহায্যে সংরক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বকালের পুস্তকালয়গুলি অযত্ন সুলভ এক একটী প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ছিল; ব্যক্তিবিশেষ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সে সকলের স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতেন। কিন্তু এখন পুস্তকালয় স্থাপন জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে। সমুদয় শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশেই হয় গবর্ণমেণ্টের, না হয় সাধারণের অর্থ সাহায্যে বড় বড় পুস্তকালয় স্থাপিত ও প্রতিপালিত হইতেছে।

পারীর ন্যাসানাল লাইব্রেরির মত প্রকাণ্ড লাইব্রেরি পৃথিবীতে আর নাই। ১৮৯০ সনে উহাতে ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার পুস্তক ছিল। লণ্ডনের "ব্রিটিশ মিউজিয়াম" দ্বিতীয়, ঐ সনে উহার পুস্তকের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার হইয়াছিল। তৃতীয় জর্ম্মেণীর অন্তর্গত মিউনিচ নগরে "রয়েল লাইব্রেরি" ও ৪র্থ সেণ্টপিটার্সবর্গের "ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি" উক্ত সনে উহার প্রত্যেকটীতে ১০ লক্ষ ২৬ হাজার বই ছিল। পঞ্চম বার্লিনের "রয়েল লাইব্রেরি" ২৮৯০ সনে উহাতে ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার পুস্তক ছিল। ইহার পরেই কোপেনহেগেনের "রয়েল লাইব্রেরি" উহার পুস্তক সংখ্যা ঐ সনে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ছিল। এখন ঐ সকল পুস্তকালয়ের গ্রন্থ সংখ্যা অবশ্যই অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মার্কিন দেশের ওয়াসিংটন নগরের "ন্যাসানাল লাইব্রেরি" পঞ্চম হইয়াছে।

ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই বড় বড় অনেক লাইব্রেরি আছে। লক্ষাধিক গ্রন্থ অনেক লাইব্রেরিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে অনেকগুলি লাইব্রেরির পুস্তক পড়িতে কিছুই চাঁদা দিতে হয় না। এক লণ্ডন নগরেই এইরূপ ফ্রী লাইব্রেরির সংখ্যা ১৮৯০ সনে ২১টী ছিল। ইংলণ্ডের দেখা দেখি স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে ও ফ্রী লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে।

ইউরোপের পরেই—আমেরিকার কথা। মার্কিণ দেশে অল্প কালের মধ্যেই অনেকগুলি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে পূর্ব্বে

উল্লিখিত ইউরোপের মত বড় লাইব্রেরি নাই বটে, কিন্তু এত লাইব্রেরি ও এত পুস্তক কোন দেশেই নাই। ওয়াসিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরি-হল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাইব্রেরি ঘর। গ্রেটবৃটন, জর্ম্মেণী, ফ্রান্সের গ্রন্থগুলি একত্র করিলেও ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের পুস্তকের সমান হইবে না। যুক্ত রাজ্যে লক্ষাধিক গ্রন্থ আছে এমন লাইব্রেরির সংখ্যা ১২টীর অধিক হইবে। ১৮৭৬ সনের গণনায় ঐ রাজ্যের লাইব্রেরি সংখ্যা ৩৮৪২টী হইয়াছিল; এবং গ্রন্থ সংখ্যা ১ কোটী ২৫ লক্ষ হইয়াছিল।

কোন্ দেশে কত লাইব্রেরি আছে, কত কত গ্রন্থ আছে, সভ্যতা নির্ণয় করিতে উহা একটী বিচারের কথা হইয়াছে। ভারতবর্ষে নাম করা যাইতে পারে এমন একটী লাইব্রেরিও নাই। যাহাহউক, গবর্ণমেণ্টের যত্নে সরকারী লাইব্রেরিগুলির শনৈঃ শনৈঃ যে উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে সরকারী লাইব্রেরির জন্য গবর্ণমেণ্ট মুদ্রিত প্রত্যেক পুস্তকেরই এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে "বেঙ্গল পাব্লিক লাইব্রেরি"ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইবে। কিন্তু উহাতে কেবল দেশীয় মুদ্রিত পুস্তকই সংগৃহীত হয়।

তেমন বড় লাইব্রেরি না থাকিলেও সরকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এক একটী পুস্তকালয় আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সেই সকল পুস্তকালয় দ্বারা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

পুস্তকালয় যেমন দেশের, তেমনি বিদ্যালয়ের, আবার তেমনি প্রতি পরিবারের বিদ্যালাভের বিশেষ সাধন। দেশে বড় বড় পুস্তকালয় স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের ও বড় বড় লোকের কাজ, নগরে নগরে পুস্তকাগার স্থাপন করা মিউনিসিপালিটীর কাজ, গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের এবং পরিবারে পরিবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপন করা শিক্ষিত মাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

সন্দেহ-ভঞ্জন।

যদিও প্রতিদিনই ছাত্রেরা শিক্ষককে আপন আপন অবোধ্য স্থান জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সদুত্তর লাভ করিয়া থাকে, তথাপি পরীক্ষার মাসেক কি দু মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ সমগ্র পাঠ্যের অধ্যাপনা হইয়া গেলে, বিশেষ বিশেষ দিন সন্দেহ ভঞ্জনার্থ স্থির করিয়া দিলে ভাল হয়। "অমুক পুস্তকে যাহার যে সন্দেহ আছে তাহা অমুক দিন জিজ্ঞাসা করিবে।" শিক্ষক এইরূপ প্রত্যেক বইরই সন্দেহ ভঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। প্রত্যেক কার্য্যই শৃঙ্খলাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্যথা গোলমালে নানা খুৎনাৎ থাকিয়া যায়। পরীক্ষার পূর্ব্বে শিক্ষক অধীত বিষয়গুলির এক একটী গ্রন্থ, কয়েক দিন ধরিয়া পাঠ করিতে বলিবেন। সেই কয়দিনের মধ্যে সেই পুস্তকের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া একদিন সন্দেহ নির্ণয় করিবার জন্য স্থির করিয়া দিবেন।

অনেকে এইরূপ সন্দেহ ভঞ্জনের দিন নির্ব্বাচন ভাল মনে করেন না। কিন্তু আমি ইহার অনেক উপকারিতা দেখিতেছি। প্রথমতঃ ইহাতে ছাত্রদিগকে এক একটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হয়। পরীক্ষার সময়ে এইরূপ পুস্তক সমাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সকলেই এক দিন সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রস্তুত হইয়া আসাতে কঠিন কঠিন স্থানগুলি প্রায়ই পুনরালোচিত হয়; সকল ছাত্রেরই তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। তৃতীয়তঃ অনেকের যে সকল স্থল পূর্ব্বে বুঝিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস ছিল, সেই সকল স্থলে তাহাদের অজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়া সন্দেহ দূর হয়।

সন্দেহ ভঞ্জনের সময় "যাহার যে সন্দেহ আছে জিজ্ঞাসা কর।' এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে হট্টগোল হইয়া কার্য্য ভণ্ডুল না হইলেও অনেক সময় অপব্যয় হয়, এ পাত ওপাত ফিরাইতে ঘুরাইতেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। একজনে যে পাতের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিলেন অন্যদের সে পাত বাহির করিতে করিতেই হয়তো জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইয়া গেল, তাহারা ভাল করিয়া সমুদয় শুনিতেও অবসর পাইল না। কার্য্যতঃ তাহাদের "ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃই সার হইল। এইরূপে শেষে এমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় যে অনেকেই শেষে জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রত্যেক কার্য্যই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট রীতিক্রমে হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ একবার ১০ পাতের, অন্য কেহ ২০ পাতের, অপরে পরে পনর পাতের ইত্যাদি বিশৃঙ্খলভাবে জিজ্ঞাসা প্রথমেই পরিবর্জন করা বিধেয়। এইজন্য একটী ক্রম অবলম্বন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি নিম্নে একটী ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি; ইহা ভিন্ন অন্য রূপ যে কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না তাহা নয়—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রীতিও হইতে পারে। ক্রমটী এই—

প্রত্যেক ছাত্রই নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্ব্বাচিত পুস্তক লইয়া আসিবে। প্রতিজনের হাতেই বই থাকিবে। শিক্ষক বলিবেন একের পাতে যাহাদের সন্দেহ আছে জিজ্ঞাসা কর। একের পাতের সন্দেহ নির্ণয় হইয়া গেলে, কোন সন্দেহ না থাকিলে দুইয়ের পাতের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, ২ পাতের সন্দেহ ভঞ্জন হইলে, এই রূপে ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি পৃষ্ঠা ক্রমে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া যাইবেন। এই ক্রমে সমুদয় পুস্তকখানির সন্দেহ সংশয় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন ইহাতে অনেক সময় বৃথা ব্যয় হইবে। কিন্তু আমি যতদূর দেখি, ইহা অপেক্ষা কম সময়েও সুশৃঙ্খলাক্রমে কার্য্য নির্ব্বাহের উপায়ান্তর দেখি না। যে সকল পৃষ্ঠায় কাহারো সন্দেহ নাই সে সকল পৃষ্ঠার অঙ্ক মাত্র উচ্চারণ করিয়াই শিক্ষক অন্য পৃষ্ঠার নাম করিয়া যাইতে পারেন। অবশ্যই শিক্ষককে ততটুকু সময় থাকিতে হইবে, যতক্ষণে সকল ছাত্রেই সেই পৃষ্ঠায় কোন সন্দেহ আছে কিনা দেখিতে পারে।

আমি একটী কথা ফেলিয়া আসিয়াছি। কথাটী এই:— প্রত্যেক ছাত্রই সন্দেহ স্থির করিবার জন্য যখন যে কোন বই পড়িবে তাহাতে সন্দিগ্ধ স্থান গুলি পেন্‌সিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া আনিবে। সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া গেলে কি তৎপরে কোন সময়ে সে সকল চিহ্ন রবার দিয়া উঠাইয়া ফেলিবে।

ভুল ভ্রান্তি।

ভিন্ন ভাষার বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ—সকল ভাষারই অন্য ভাষা হইতে শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। "দেবভাষা" বলিয়া সংস্কৃতের খ্যাতি, কিন্তু এ দেবভাষায়ও ফিনিসীয় ও গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হইতে শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাও এই সাধারণ গতি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভাব ও বিদেশীয় দ্রব্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভাষার শব্দ-সংযোগ হইয়া থাকে। এই কারণে বাঙ্গলা ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে জঙ্গল, রায়ত প্রভৃতি শব্দ ইংরেজীতে সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ সংগ্রহে ভাষা পরিপুষ্ট হয়, মানহীন বা শ্রীহীন হয় না। ভিন্ন ভাষার শব্দ গৃহীত হইলেও বহুবচন নিষ্পন্ন পদ প্রযুক্ত হয় না। ইংরেজীতে জঙ্গল ও রায়ত প্রভৃতি শব্দের বহুবচন নিষ্পাদনে ইংরেজী রীতিই রক্ষিত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে বাঙ্গলা কি হিন্দী রীতির অনুসরণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি কোন ভাষায় প্রথমার একবচন নিষ্পন্ন শব্দই অন্য ভাষায় মূল শব্দরূপে গৃহীত হইবে, বচন ও বিভক্তি প্রতিভাষারই নিজস্ব সম্পত্তি। এই নিয়মে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলায় শব্দ গৃহীত হইয়াছে ধনী, ক্ষুদ্রমনা, পিতা প্রভৃতি বাঙ্গলা শব্দ উহার দৃষ্টান্ত স্থল। সংস্কৃত শব্দ যে নিয়মে বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়াছে অর্থাৎ যে নিয়মে বর্ত্তমান সময়ে এক ভাষা হইতে শব্দ অন্য ভাষায় সঙ্কলিত হয়, বিভিন্ন ভাষার শব্দও সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গলাতে স্থান গ্রহণ করিবে। কোন ভাষার বহুবচন নিষ্পন্ন শব্দ কোন রূপেই অন্য ভাষায় স্থান লাভ করিতে পারে না। আমরা অনেক বাঙ্গলা পাটীগণিতে দশ ফিট ও পাঁচ পেন্স প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে পাই। ইংরেজীতে ফুট শব্দের বহুবচনে ফিট ও পেনীর বহুবচনে পেন্স হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বহুবচনান্ত ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ ভাষার রীতি সঙ্গত নয়। সুতরাং বাঙ্গলাতে দশ ফিট বা আট পেন্স ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ সাধু নয়, দশ ফুট বা আট পেনী বলিলেই ভাল হয়।

বাঙ্গলায় দারা শব্দের প্রয়োগ আছে; সংস্কৃত দার শব্দের প্রথমার বহুবচনে দারাঃ হয়। বাঙ্গলাতে বিসর্গ লোপ করিয়া দারাই শব্দ হইয়াছে। কেহ যদি এই কিম্বা এইরূপ অন্য কোন উদাহরণ দেখাইয়া ভিন্ন ভাষার বহুবচন নিষ্পন্ন শব্দ প্রয়োগের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিতে চান তাঁহাদের জন্য এই বলিতে পারি, দার শব্দের প্রথমার একবচন নিষ্পন্ন পদ হয় না বলিয়াই ঐরূপ প্রয়োগ সাধু।

পূর্ব্বকালে যে বহুবচন নিষ্পন্ন শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইত না তাহা বলিতে পারি না। পিস্‌রাণ্, মাদরান্ প্রভৃতি পার্সী বহুবচন নিষ্পন্ন বাক্য বাঙ্গলায় কবলা কবুলিয়ত প্রভৃতিতে বহুলিখিত হইত। কিন্তু ব্যবহৃত হইত বলিয়া সে সকলকে ভাষা সম্মত বলিতে পারি না। ভাষা সম্মত হইলেও তাহা পূর্ব্বকার, আধুনিক ভাষার নয়।

তত্ত্ব খবর।

অক্সফোর্ডের ইউনিভারসিটী প্রেসে ১৫০ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ছাপিবার সরঞ্জাম আদি আছে।

রোমের কাটাকম্ব্‌স্ নামক সমাধি স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে ৬০ লক্ষ লোককে প্রোথিত করা হইয়াছে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন ৩৫ লক্ষ ষ্টীল পেন ব্যবহৃত হয়।

সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্রের সংখ্যা ৪৩ হাজার তন্মধ্যে ৫৪০০ খানা দৈনিক।

যুক্ত রাজ্যে ৬৯৫টী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ আছে তন্মধ্যে ১৬৩টী কেবল মেয়েদের জন্য।

তাড়িৎ প্রতি সেকেণ্ডে ২ লক্ষ৮০ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করে।

গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে সমুদ্রের সমস্ত জল শুষ্ক করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করিলে যে পরিমাণ লবণ অবশিষ্ট থাকিবে তদ্বারা ৫০ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ১ মাইল উচ্চ করিয়া পূর্ণ করা যাইতে পারে।

বার্লিনের এক জন জহুরী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এক প্রকার বক্ষঘটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়ির ব্যাস অর্দ্ধ ইঞ্চ মাত্র। একবার দম দিলে উহা প্রায় ২৮ ঘণ্টা কাল চলিয়া থাকে।

সমস্ত ইউরোপের মধ্যে স্পেন দেশে অন্ধের সংখ্যা অধিক।

যে মেলবোর্ণ সহর এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সপ্তম সহর বলিয়া পরিগণিত, মহারাণীর সিংহাসন প্রাপ্তির সময় সেই মেলবোর্ণে মাত্র তেরটী কুটীর ছিল।

সমস্ত পৃথিবীর কয়লার পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ব্রিটন দ্বীপে আছে।

একটা মাকড়সায় যে জাল বুনিতে পারে, তাহা দীর্ঘে দুই মাইলেরও অধিক।

হীরকের অকৃত্রিমতা জানিতে হইলে একটী পরীক্ষা আছে। একখানি কাগজে লেড্‌পেন্সিল দিয়া একটা বিন্দু আঁক, তার পর সেই বিন্দু সমেত কাগজখানা হীরকের উপর ধরিয়া হীরকের অন্যদিক হইতে বিন্দুটীর দিকে চাহিয়া দেখ; যদি একটীমাত্র বিন্দু দেখা যায়, বুঝিবে যতই অল্প দাম হোক সে হীরক অকৃত্রিম, আর যদি অনেকগুলি বিন্দু দেখা যায় কি পূর্ব্বোক্ত বিন্দুটী কম্পিত রেখাবৎ বোধ হয়, তাহা হইলে যতই মূল্যবান হোক বুঝিতে হইবে, এ হীরক ঝুঁটো।

উত্তর ইংলণ্ডের কোন কাপড়ের কারখানায় পুরাতন পঁচা রসি ও দড়ী হইতে মোটা শীতবস্ত্র প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। যত জাহাজের পুরাতন দড়াদড়ী ইহারা সামান্য মূল্যে কিনিয়া লইতেছে, বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে কাল, বাদামী এবং ধূসর প্রভৃতি নানা বর্ণের মোটা শক্ত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

কয়েক বৎসর হইল, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ তারের সাহায্য না লইয়া টেলিগ্রামে সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনে অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; এই মনীষিগণের মধ্যে আমাদের সুবিখ্যাত অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার বোলোন হইতে সাউথ ফোরল্যাণ্ড পর্য্যন্ত তারের সাহায্য ব্যতীত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলে এই উপায় সাধারণের গোচরীভূত হইবে।

রঞ্জেন কিরণের আবিষ্কারের পর হইতেই পণ্ডিতগণ বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকাতে এই কিরণ সাহায্য মুদ্রাঙ্কন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে বলিয়া একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা বলেন এই প্রণালীতে একেবারে পঞ্চাশলক্ষ খানি কাগজ ছাপা হইবে। ফরাসী পণ্ডিত আইজ্জামবার্ড ও এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে অল্প ব্যয়ে সংবাদ-পত্রাদি মুদ্রিত হইতে পারিবে। এই যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। কার্য্যে পরিণত হইলে, ইহাতে মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

সংবাদ।

প্রেসিডেন্সী সার্কেলের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গত ফেব্রুয়ারী মাসে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে হিল সাহেব তাহার স্থানে প্রেসিডেন্সী সার্কেলের ইন্‌স্পেক্টর হইলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ চক্রের ভূতপূর্ব্ব এঃ ইন্‌স্পেক্টর বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর সার্কেলের ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

বরদার গুইকুমার ভারতবাসী যুবকদিগের বিলাতে শিক্ষালাভের সাহায্যার্থ ২৫ লক্ষ টাকা দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শুনা যায়, মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য নোয়াখালীতে একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। নোয়াখালীর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী ফজলুর রহিম সাহেবের বদান্যতায় এই সৎকার্য্য সমাহিত হইয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার চার্লস ইলিয়ট সাহেব বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য একটী পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন। রসায়ন বিষয়ে যিনি কোন মৌলিকত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবেন তাঁহাকে ১৮৯৯ সনের পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

বাঙ্গালী, ইউরোপীয়ান কি এদেশীয় সাহেব যে কেহ সেই পুস্তকের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

১৮৯৯ সনের ডিসেম্বরের শেষে প্রবন্ধগুলি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির নামে ৫৭ পার্কষ্ট্রীট কলিকাতা পাঠাইতে হইবে।

আগামী ১৯০০ সনের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা ১ই মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে এবং এফ এ ও বি, পরীক্ষা ১৯শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে।

১৮৯৯ সনের এম, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও বি এল পরীক্ষা আগামী ২৭শে নবেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে।

আসামের ডিরেক্টর উইল্‌সন সাহেব পাটনার ইন্‌স্পেক্টর হইলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ বুথ সাহেব আসামের ডিরেক্টর হইলেন।

গ্লাসাগা নগরে জাপান গবর্ণমেণ্টের জন্য এক যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মত বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ পৃথিবীতে নাই।

ডাক্তার লিট্‌নার এক সময় লাহোরের অরিয়াণ্টেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ৩০টী ভাষা জানিতেন, বর্ত্তমান কালে একজন প্রধান ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেস।

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। | মাঘ, জানুয়ারী, ১৩০৫। , ১৮৯৯। | ১০ম সংখ্যা।

নানা কথা।

উচ্চ আশা—উচ্চ আশা ক্ষুদ্র হইতে দেয় না। সর্ব্বদা নীচ সংসর্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মনে একটা লক্ষ্য থাকিলে চরিত্র তদনুসারে গঠিত হইয়া আইসে।

সর উইলিয়ম জোন্স—তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কোন বিষয় জানিবার অভিলাষে আপন জননীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ বুদ্ধিমতী নারী সর্ব্বদাই উত্তর দিতেন, "পড়িলেই জানিতে পারিবে।" জ্ঞান লাভার্থ আগ্রহাতিশয় ও মাতার তাদৃশ উপদেশে পুস্তক পাঠে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তিনি এক এক কর্ম্মের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সময় নিরূপণ করিয়া রাখিতেন এবং অতি সাবধান হইয়া সেই সেই সময়ে তত্তৎকার্য্য সমাধান করিতেন। এই মহা ফলদায়ক নিয়ম দ্বারা তিনি বিবিধ বিদ্যা অর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি গ্রীক, লাটিন, ইটালীয়, স্পানিশ, পোর্টুগিস্, ফ্রেঞ্চ, আরবী, পারসী, সংস্কৃত ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। ইংরেজী তাঁহার মাতৃভাষা; কালিদাস বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তিনি বিদ্যানুশীলনের সুযোগ পাইলে কখনও তাহা উপেক্ষা করিতেন না। তাঁহার মনে ধারণা ছিল "অন্যেরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও তাহাতে অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।" ৪৮ বৎসরে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

রোগ—রোগ বিনাশ করিতে আসে না, শরীরকে সংশোধন করিতেও রক্ষাকরিতে আসে, শরীরের যাহা কিছু অভাব বিজ্ঞাপন করে। অনেক সময়ে কেবল বিশ্রামই রোগের ঔষধ। কেবল শরীরের সুস্থতাই রোগের চরম লাভ নয়; রোগ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাও শিক্ষা দেয়। অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র রোগ দ্বারা নিয়মিত হয়। লোভীর লোভ সংবরণ হয়।

অসুর—আমরা জানিতাম সুর বিদ্বেষী বলিয়াই দৈত্যেরা অসুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহা নহে; অসুর বিরোধী বলিয়াই দেবতারা "সুর" নাম লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে অসুর ও সুর সকলেই এক বংশীয় ও অসুর নামে অভিহিত হইত। এক দল বিরোধী হইয়া আপনাদিগকে অসুর বিরোধী "সুর" নাম প্রদান

করিল বা সেই নামে পরিচিত হইল। ইহাদের আদি নাম অহুর বা অসুর। অভিধানে "আদি-দেব" বলিয়া অসুরদের নাম আছে। "আদি-দেবো দিতেঃ সুতঃ" বলিয়া সংস্কৃত অভিধানে উল্লিখিত হইয়াছে।

মানব দেহ—সাধারণ মানব দেহে যে পরিমাণ চর্ব্বি থাকে তাহাতে চারি হইতে সাড়ে সাত পাউণ্ড ওজনের বাতি তৈয়ার হইতে পারে, যত বাষ্প থাকে তাহাতে ৩৬৪৯ ঘন ফুট পরিমিত একটী বাষ্পযানযন্ত্র বাষ্পপূর্ণ করা যাইতে পারে, যত লৌহ থাকে তাহাতে প্রায় ৫০টী সূচী নির্ম্মিত হইতে পারে এবং যে অঙ্গার বা কার্ব্বণ থাকে তাহাতে ৯৩৬০টী কাঠপেন্সিল প্রস্তুত হইতে পারে। মানব শরীরে মাঝারি রকমের এক বাটী চিনি এবং সাড়ে নয় গ্যালন অর্থাৎ প্রায় ২৮ সের জল থাকে। কোন নরদেহস্থ উদ্‌যান (হাইড্রোযান) বাষ্পে একটী ব্যোমযান পূর্ণ করিলে উহা এক জন মানুষকে অনায়াসে শূন্যে লইয়া যাইতে পারে।

চক্ষুঃ শ্রবা—প্রবাদ আছে সর্পের কর্ণ নাই, সর্প চক্ষু দ্বারাই শ্রবণ করে, এই জন্য উহার নাম গোকর্ণ বা চক্ষুঃশ্রবা। একটী জেব ঘড়ী লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে মানুষের চক্ষুতে শ্রবণজনন স্নায়ু আছে। প্রথমতঃ একটী জেব ঘড়ীর এক পৃষ্ঠ চক্ষু বুজিয়া তদুপরি স্থাপন কর। ক্রমে চক্ষুর পাতাটি খুলিয়া দাও দেখিবে পূর্ব্বে যে রূপ শব্দ শুনিতেছিলে এখন তদপেক্ষা অধিক শুনা যাইতেছে। আর এক জনকে ঘড়ীটী ধরিতে বলিয়া তুমি আস্তে আস্তে দুই হাতে দুটী কাণ চাপিয়া ধর; অথবা টেবিলের উপর ঘড়ীটী রাখিয়া দুটী কাণ চাপিয়া তুমি চোখটী ঘড়ীর উপর একবার নিমীলিত করিয়া আর একবার উন্মীলিত করিয়া স্থাপন করিয়া দেখ সহজেই শব্দের উচ্চ নীচতার প্রতীতি হইবে।

পাউণ্ড—পাউণ্ড বা সভরেণ ইংলণ্ডের স্বর্ণ-মুদ্রা। রোমাণেরা ইংলণ্ডে ঐ মুদ্রা প্রচলিত করেন। রোমাণদের সময়ে উহা রৌপ্য মুদ্রা এবং উহার ওজন ২০ শিলিং ছিল। পরে নানা সময়ে উহার মান পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রীর সময়ে রৌপ্য পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ পাউণ্ড ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সেই হইতেই স্বর্ণ পাউণ্ডের চলন; ক্রমে মূল্য বর্দ্ধিত পাইয়া এক সভরেণের মূল্য ৩০ শিলিং হইয়াছিল। পরে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে উহার মূল্য ২১ শিলিং নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু পরে ২১ শিলিংএ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে গিনির চলন হয়; এবং সভরেণের মূল্য ২০ শিলিংই স্থির থাকে। প্রথমতঃ আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি দেশের স্বর্ণে ঐ মুদ্রা নির্ম্মিত হইত বলিয়া উহার নাম গিনি হইয়াছিল। এখন যে কোন দেশের স্বর্ণে গিনি নির্ম্মিত হউক, নাম কিন্তু সেই গিনি।

উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ—গিরি নদী আপনার গন্তব্য পথ আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উন্নত ভূভাগ বা অন্যবিধ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত শিক্ষার ইচ্ছাও গিরি নদীর মত আপনি আপনার পথে প্রধাবিত হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রতিবন্ধক আসিয়া প্রতিকূলতা করিয়া থাকে। সেই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিবার নিমিত্ত শিক্ষককে শিক্ষার্থীর সাহায্য করিতে হয়। শিক্ষক অগ্রে প্রতিবন্ধকটী বুঝিয়া লইবেন, এবং পরে তাহা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যত টুকু প্রতিবন্ধক কেবল সেই টুকুই সরাইয়া দিবেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞান স্রোতঃ আবার আপনা আপনি প্রধাবিত হইবে। এই প্রণালীতে শিক্ষা দান করিলে শিক্ষার্থীর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ হয়।

ব্রহ্মচারী।

[প্রকৃতি-অধ্যয়ন।]

১। আমার আর এক রকম অধ্যয়ন আছে, তাহার নাম রাখিয়াছি প্রকৃতি-অধ্যয়ন।

২। আমি বিবিধ স্থানের ও বিবিধ ঋতুর বিচিত্র শোভা মগ্নহৃদয়ে অধ্যয়ন করি। বেগবতী নদীর, অভ্রভেদী পর্ব্বতের, প্রশান্ত সমুদ্রের, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের, বিহঙ্গমুখরিত কাননের বিচিত্র দৃশ্য আমি অধ্যয়ন করি।

৩। কখন আমি অচলশিখরে উঠিয়া উদয় গিরির, কখন বা অস্তগিরির মুকুট-ভূষণ দিন দেবকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হই। কখন বা উষা, কখন বা সন্ধ্যাকে বলি "বালার্ক সিন্দুর ফোটা কে তোমার ভালে দিল?" কখন বা সাগর-বক্ষে পূর্ব্বদিকে কখন বা পশ্চিম-দিকে স্বর্ণঘটের মত ভাসমান সূর্য্যকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে স্রষ্টার স্তুতিগান করি।

৪। আমি কখন সাগর-কূলে কখন বা সাগর-বক্ষে দাঁড়াইয়া উপরে অনন্ত নীলাকাশ এবং পদতলে অনন্ত বিশাল সমুদ্র দেখিয়া অনন্তের আভাস পাই।

৫। চন্দ্র-নক্ষত্র-শালিনী নিশীথিনীর নীরব হাস্যময়ী জ্যোৎস্নায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কখন বা ভূলোকের কখন বা দ্যুলোকের মনোমুগ্ধকর শোভা সম্ভোগ করি।

৬। কখন বা সন্ধ্যাবসানে পুষ্পবনে বেড়াইতে বেড়াইতে একবার পৃথিবীর ও আর একবার আকাশের ফুটন্ত কুসুমরাশির শোভা নিরীক্ষণ করি। প্রাণটা একবার আকাশের মত উচ্চ হয়, আবার কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র হয়।

৭। নিশীথের নীরব নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে আমার মন উদার ভাবে পরিপূর্ণ হয়। দিবসের কোলাহল নব জীবন দান করে।

৮। আমি জড় প্রকৃতির ন্যায় নর প্রকৃতিও পাঠ করি। বালকের চরিত্রে সরলতা, যুবকের চরিত্রে উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা, প্রৌঢ়ের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও কর্ম্মঠতা এবং বৃদ্ধদের স্বভাবে প্রবীণতা ও সহিষ্ণুতা অধ্যয়ন করি। আমি মানুষের চোখে মুখে তাহার চরিত্র পাঠ করি, কথার মধ্যে তাহার প্রকৃতির ছবি দেখিতে পাই।

৯। আমি জীব প্রকৃতি ও পাঠ করি। আমি প্রভাত ও সন্ধ্যা কালের বিহঙ্গ কোলাহল, বসন্ত কোকিলের কলকণ্ঠ, বৌকথাকও পাখীর নৈশ-গগন-পরিপূর্ণ-স্বরলহরী, ঘুঘুর গভীর বৈরাগ্য ধ্বনি সকলই পাঠ করি। উহারা সকলেই আমার হৃদয়ে নব নব জ্ঞান, ভাব ও শুদ্ধতা উদ্দীপন করে।

১০ আমি কখন বা জন্তুশালায় জীব জন্তুদের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত জ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখিয়া বিধাতা পুরুষকে প্রণাম করি।

১১ কখন বা উদ্ভিদুদ্যানে সেই শোভাই দেখিয়া সে জ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া লই এবং মনে মনে এই বলি, "কত দেশে, কত ভাবে, কতই রচনা, প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য দেয় তোমার করুণা"।

১২। কখন বা যাদুঘরে যাইয়া বিবিধ বস্তু দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি এবং মনে হয় "দেখিবার কতই আছে, জানিবার শেষ নাই।"

১৩। আমি প্রকৃত বস্তুর ন্যায় কৃত্রিম বস্তু সমূহ দেখিয়াও বিস্মিত ও সুখী হই।

এবং মনুষ্যের জ্ঞান ও শক্তিকে ধন্য ধন্য করি।

১৪। আমি নানাবিধ শিল্পে ও কারুকার্য্যে মনুষ্যের ক্ষমতা ও জ্ঞান গরিমা দেখিয়া বিধাতাকে বলি, "মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে এত জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের অধিকারী করিলে?"

১৫। আমি কখন লোক-যাত্রার, কখন বা রেলওয়ে ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া শশব্যস্ত জনতার জীবনীশক্তি দেখিয়া চৈতন্য লাভ করি।

১৬। আমি একান্তে যখন চেতনাচেতন সমগ্র প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহার ভিতরে এক অনন্ত ইচ্ছা, এক অনন্ত শক্তি, এক অনন্ত উচ্ছ্বাস, এক অনন্ত সামঞ্জস্য একই বিধান দেখিয়া "জয় এক পরব্রহ্ম" বলিয়া প্রণাম করি।

[সময়]

১। আমি সময় কে মাণিক বলি, রত্ন বলি, কোহিনুর বলি; কিন্তু কিছুতেই যেন সময় যে কি তাহা বলিতে পারি না। সময় জীবন।

২। ধন সম্পত্তি, মানগৌরব, বিদ্যাজ্ঞান, পুণ্য পরিত্রাণ সকলই, সময়! তোমার সাহায্যে হয়। এখন আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় দান করিলাম।

৩। এক অনন্ত বেগগামী সময় ঝটিকার ন্যায় চলিয়া যাইতেছে; কর্ম্ম-সূত্রে যে উহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে সেই অমৃত পান করে ও অমর হয়।

৪। যিনি সময়ের সমাদর করেন, সর্ব্ব সম্পদ তাঁহার করস্থ।

৫। যিনি যেরূপ সময়ের পূজা করেন, তিনিই সেইরূপ কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন। পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন সকলেই ষোড়শোপচারে সময়ের পূজা করিয়াছেন।

৬। সময়ের অমোঘ অভিসম্পাত। ঋষিবংশ এখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের তপঃসিদ্ধির ফল এখন সময়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সময় যাহাকে যে অভিশাপ দান করে তাহা তৎক্ষণাৎ ফলিয়া থাকে।

৭। আমি এইজন্য সময়কে ভক্তি করি, ভয় করি ও সময়ের প্রসাদ ভিক্ষা করি। সময়ের অযথা ব্যবহার আমার পক্ষে অমোঘ অভিসম্পাত।

৮। কাজ কর্ম্ম, আহার পান, আমোদ বিশ্রাম, পড়াশুনা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আমার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। আমি কোনরূপেই তাহার অন্যথা করি না।

৯। আমার সপ্তাহের একখান সময় পঞ্জিকা আছে আমি স্বয়ংই তাহা প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদেবকে দেখাইয়া শোধিত করাইয়া লইয়াছি। তাহাতে কোন্ দিন কি পড়িব, কি করিব তাহা লিখিত আছে। আমি একটী ঘটিকাযন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া যথাসময়ে যথাকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি।

১০। সময় আমাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, নিযুক্ত রাখে এবং প্রতিনিবৃত্ত করে। আমি সময়ের দাস।

১১। রোগে, শোকে, উৎসবে কিম্বা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কদাচিৎ সময় পঞ্জিকার অন্যথাচরণ করিয়া থাকি।

১২। আমি জানি, সময়কে যাহারা সম্মান করেন, সময় তাহাদিগকে সম্মানিত করে। যাহারা সময়ের অপব্যয় করে তাহারা লাঞ্ছিত হয়।

পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তন।

কামিনীর বয়স অনুমান বার বৎসর। কামিনীর পিতা একজন সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারী। কামিনীর পিতার সঙ্গে একদিন রাজপথে আমার দেখা হইল। "কেমন আছেন" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে বলিলেন, "আমি একটী ছেলে লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি; বয়স হইয়াছে, এ স্কুলে ও স্কুলে পড়াইলাম, কোথায়ও কিছু হইল না। স্কুলের বেতন জরিমানা দেওয়া মাত্র সার। বাসা হইতে স্কুলের নাম করিয়া কোথায় চলিয়া যায়। এখন স্কুল ছাড়াইয়া দিয়াছি। অবাধ্য, গোঁয়ার ও দুষ্ট ছেলে অমন বড় নাই।"

ভদ্রলোকটীর এই দুষ্ট ছেলের নামই কামিনীকুমার। আমি বলিলাম "স্কুল ছাড়াইয়া ভাল করেন নাই।"

তিনি বলিলেন, "কোনরূপেই সে পড়িবে না। লাভের মধ্যে কেবল স্কুলের বেতনও জরিমানা দেওয়া।"

আমি। আপনি কি উহাকে আরো কিছু কাল পড়াইতে পারেন?

তিনি। আমার তো পড়াইতে কোন আপত্তি নাই। যদি পড়ে আমি আনন্দের সহিত উহাকে পড়াইব।

আমি। আমার স্কুলে যদি কামিনীকে ভর্ত্তি করাইয়া দেন, আমি কিছুকাল চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

তিনি। আমার আপত্তি কি? আপনি যদি কামিনীকে কিছু লেখাপড়া শিখাইতে পারেন, আমি নিতান্ত উপকৃত ও বাধ্য হইব।

আমি। তবে আপনি যত্ন করিয়া কালই কামিনীকে আমার স্কুলে পাঠাইয়া দিবেন।

তিনি। আমি চেষ্টা করিব, কামিনীকে বলিব। সে যে আমার কথা শুনিবে আশা করি না।

আমি। যা হউক, আপনি কামিনীকে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। বলিয়া কহিয়া একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

এক দিন গেল, দু দিন গেল। আমি আবার খবর পাঠাইলাম, "কামিনীকে পাঠাইয়া দিবেন।" কামিনীর বাবা মনে করিয়াছিলেন, আমি একটা কথার কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য তিনি কামিনীকে পাঠাইতে বড় যত্ন করেন নাই। তবে দু একবার বলিয়াছিলেন; সে তাহা "শ্রত্বাপিনশ্রুয়তে" ভাবে উড়াইয়া দিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, "দেখিব, আমি কামিনীকে ভাল করিতে পারি কিনা?" আমি পূর্ব্বেই কামিনীর সমুদয় কাহিনী শুনিয়াছিলাম। কামিনীর বাবা প্রস্তাব করা মাত্রই আমার মনে হইল, "আমি দেখিব কামিনীকে ভাল করিতে পারি কিনা? কামিনীর বাবার অসহ্য যাতনার কিছু উপশম করিতে পারি কিনা?" আবার সংবাদ পাঠানে কামিনীর বাবা এবার নানা প্রলোভন দেখাইয়া কামিনীকে সত্য সত্যই আমার স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। দু এক কথার পরেই বুঝিলাম কামিনী দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে, "আমাকে দেখিবে, আমি কিরূপে তাহাকে পড়াই। সে দুষ্টামিতে বড়, না আমি শিক্ষা দিতে বড়!" তাহার সঙ্কল্প দেখিয়াই আমারও মনে সঙ্কল্প হইল, "তোমাকে যেরূপে পারি শিক্ষা দিব। দেখিব, তুমি বড়, না আমি বড়।" প্রথম দিনেই আমি তাহাকে খুব আদর করিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যে দুষ্ট ছেলে তাহা যে আমি জানি

কি মনে করি ঘুণাক্ষরেও তাহা তাহাকে বুঝিতে দিলাম না। আমার কতকগুলি নানারূপ ভাল ভাল ছবি ছিল তাহা তাহাকে দেখাইলাম। প্রায় দু ঘণ্টা কাল তাহা লইয়া নানা প্রকার কথা বলিলাম। সে বুঝিল, আমি তাহাকে ভালবাসি ও আদর করি, তাহার যাহাতে সুখ হইতে পারে তাহার জন্য আমারও মনে টান আছে। কামিনী সারাদিন কি কি করে, কি কি খেলা ভালবাসে, এবং আমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সে সেই সেই খেলা করিবে কিনা? এইরূপ বাজে বাজে প্রসঙ্গেই সে দিনের সময় কাটিয়া গেল। আমি একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ইহার কোন্ ছবিখান ভালবাস?" সে একখান দেখাইয়া দিল। আমি বলিলাম "আজ তুমি এই ছবি খান বাড়ী লইয়া যাও, ভাল করিয়া দেখিবে। কাল ফিরাইয়া আনিবে।" যতক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল লেখাপড়ার কথা একবারও করিলাম না।

কামিনী পর দিন আসিল, ছবি খানা তাহার হাতে। আজ ছেলেদের সঙ্গে তাহাকে দু এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কথাগুলি অতি সহজ, সে অনায়াসেই সে প্রশ্নগুলির উত্তর করিল। উত্তর দেওয়াতে আমার মুখ প্রসন্ন হইল। আমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া কামিনীর মনে একটুকু সুখ হইল। বুঝিলাম কামিনী অনেক দিনের পর সে সুখ অনুভব করিল। কামিনীর ভাগ্যে অনেক দিন কাহারো সেরূপ প্রসন্নমুখ দেখা ঘটে নাই। আমি দেখিলাম ভালবাসা না পাওয়াতে কামিনী জন্তুর মত ভীষণ-প্রকৃতি হইয়াছে। সে মনে করিত, "পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই, সেও কাহারো নয়।" আজ আমার মুখে একটুকু প্রসন্নতা দেখিয়া রুক্ষ ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইল। কামিনী ৪, ৫ দিন এইরূপ স্কুলে যাওয়া আসা করিতে লাগিল, তাহার আর কোন কাজ ছিল না, শ্রেণীতে বসিয়া থাকিত, আমার সঙ্গে আলাপ করিত, আমি জিজ্ঞাসা করিলে, দু এক কথার উত্তর দিত, আর ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করিত।

ক্রমে কামিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইল। কামিনী একটুকু বুঝিল আমি তাহাকে ভালবাসি। ক্রমে আমাকে সুখী করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিল। ৮, ১০ দিন পরে আমি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের স্কুলে পড়িবে?" কামিনী অমনি সম্মত হইল। আমি দেখিলাম কামিনী স্কুল যমালয় মনে করিত, উহাতে যে কিছু মনের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে একদিনের তরেও সে তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। কামিনী স্কুলে চুপে চুপে দুষ্টামি করিত, কিন্তু আমি তখনও তাহাকে দুষ্টামির জন্য কোন শাস্তি দিই নাই। কেবল বলিতাম, "এইরূপ করিও না।" উহাতেই সে অনেক সময় শান্ত থাকিত।

কামিনী স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আমি তাহাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিলাম। দেখিলাম কামিনী এতদিন কিছুই শিখে নাই। কিছুই বলিতে পারে না। আমি অতি যত্নে স্কুলেই তাহার পড়া তৈয়ার করাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু পড়া হইতে তাহার মন একবারে উঠিয়া গিয়াছিল। কিছুতেই পড়া মনে থাকিত না। এই বলিয়া দিই, এই ভুলিয়া যায়। কামিনী নির্ব্বোধ বা জড়-প্রকৃতি নয়। অনেক বিষয়ে সে শ্রেণীর সকলের উপরে ছটা ঘুরাইত; কিন্তু পড়া শিখিতে হইলেই যেন তাহার মন আর একরূপ হইয়া যাইত। আমার মনে হইল শাসনে শাসনে কামিনীর মন ঝালাপালা হইয়াছে। কুইনান খাইয়া মুখ তিতো হইলে

তখন যাহা কিছু মুখে দেওয়া যায় সমুদয়ই তিতো লাগে, উহারও সেই দশাই হইয়াছে। পড়ার কথা মনে হইলেই উহার মন কেমন চমকিয়া উঠে, আর বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্তই লোপ পায়।

আমি অনন্যোপায় হইয়া পড়িলাম। এক দিন কামিনীকে লইয়া কি করিব হঠাৎ মনে এই ভাবনা হইল। অমনি মনে হইল, "কামিনী সর্দ্দারি করিতে বড় চায়, একবার উহাকে পড়াইতে দিয়া দেখি।" আমি বলিলাম, "কামিনী তোমাকে সকলের পড়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।" শ্রেণীর সমুদয় ছাত্রই একটুকু হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "না, কেবল কামিনী নয়, তোমাদের প্রত্যেককেই একে একে শিক্ষকের মত সকলকে পড়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।" কামিনীকে ডাকিয়া আমার নিকটে আনিলাম; সে কি জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া আকুল হইল। কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছে না দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, উত্তর হইল কিনা তোমাকে বলিতে হইবে।" আমি ২, ৩টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কামিনী কিছুই জানে না, কাজেই শুদ্ধাশুদ্ধও কিছু বলিতে পারিল না। কামিনীকে স্বস্থানে বসিতে বলিয়া, শ্রেণীস্থ ভাল একজন ছাত্রকে ডাকিলাম, সে আমার নিকটে আসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। সে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। আমি কামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না এটা তাহার মনে বড়ই লাগিয়াছে। আমি কামিনীকে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। এবার কামিনী কোন রূপে ২, ৩টা সামান্য সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "কামিনী, কাল তোমাকে এই বইর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। উত্তর না হইলে তোমাকে তাহা বলিয়া দিতে হইবে। তুমি কাল প্রস্তুত হইয়া আসিবে তো?" কামিনী প্রফুল্ল মুখে বলিল, "আসিব।"

কাল আসিল, স্কুল বসিল, আমি কামিনীকে বলিলাম, "এস কামিনী, তুমি জিজ্ঞাসা কর দেখি।" কামিনী ২, ১টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু একবার একজনের শুদ্ধ উত্তর, হয় নাই বলিল, ক্লাশ শুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠিল। কামিনী এবার বড় অপ্রতিভ হইল, কিন্তু মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন প্রকাশিত হইল। আমি বুঝিলাম "কামিনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর এরূপ হইতে দিবে না।" আমি একটুকু হাসিয়া বলিলাম, "তুমি ঠকিয়া গেলে, তুমি পড়া দেখিয়া আইস নাই?" কামিনী সে হাসির অর্থ বুঝিল। বলিল, "আমি কাল পড়িয়া আসিব।" আমি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। কামিনী একটুকু লজ্জিত হইয়া নিজ স্থানে যাইয়া বসিল।

আবার কাল আসিল, আজ কামিনী সত্যই যথাসাধ্য ভাল করিয়া বই পড়িয়া আসিয়াছে। গত কল্য হইতে আজ অনেক ভাল করিল। কিন্তু তথাপিও অনেক ত্রুটী রহিল। আমি কিছু দিন এই নিয়মেই পাঠ জিজ্ঞাসার নিয়ম করিলাম। কামিনীর ক্রমে ক্রমে পড়ায় মন নিবিষ্ট হইল। কামিনী এখন শ্রেণীর পড়া একরূপ চালাইতে পারিত।

কামিনীর বন্য প্রকৃতি অনেকটা সংযত হইল। ক্রমে ক্রমে আমার বাধ্য হইয়া উঠিল। প্রতিদিনই নিয়মিতরূপে স্কুলে আসিত এবং সমপাঠীদের কাহারো অপেক্ষা সে কম নয় দেখাইবার জন্য যথাসাধ্য দৈনিক পাঠও একরূপ তৈয়ার করিয়া আসিত। কামিনীর

পড়ায় মনোনিবেশ দেখিয়া তাহার পিতা আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে একখান পত্র লিখিলেন। পত্র পড়িয়া আমারও আনন্দ হইল।

আর এক দিন কামিনীর বাবার সঙ্গে পথে দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া খুব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সেই এক দিন, আর আজ এক দিন। আজ মুখে সে বিষাদ নাই, কথায় নিরাশার কালিমা নাই, জীবনে যেন যাহা দেখেন নাই, এমন নূতন কিছু দেখিতেছেন। কামিনীর কত কথা বলিলেন, কত কথা শুনিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম, পড়ায় মনোযোগ হইলেও আচরণ তেমন ভাল হয় নাই, একটুকু একটুকু পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। এখনও সে বাবার কথা শোনে না, উৎপাত করিতে কম করে না।

আমি কামিনীর বাবাকে বলিলাম, "আপনি কামিনীকে ভাল খেতে পর্‌তে দিবেন, এবং তাহার প্রতি বেশ আদর মমতা প্রকাশ করিবেন। আমার মনে হয় শাসনে শাসনে কামিনীর অস্থি অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে শাসনকে ভয় করে না। শাসনের দ্বারা উহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না।" পিতা বলিলেন, "কামিনী সময়ে সময়ে এমন কুব্যবহার করে যে উহাকে কোনরূপেই ভালবাসিতে পারি না। অনেক সময় একেবারে অসহ্য হয় বলিয়াই শাসন করি।" আমি বলিলাম, "শাসন করিয়া দেখিয়াছেন, এখন আদর করিয়া দেখুন।" কামিনীর পিতা সম্মত হইলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কাল আমি কামিনীকে একখান খাতা বই তৈয়ার করিয়া আনিতে বলিব। আপনি তারিখ দিয়া কামিনী বাড়ীতে কিরূপ পড়ে ও ব্যবহার করে তাহা লিখিয়া সই দিয়া দিবেন। এবং বিদ্যালয়ে কামিনী কিরূপ পড়া দেয়, কিরূপ ব্যবহার করে আমিও তাহা লিখিয়া সই দিয়া দিব। স্কুলে কিরূপ থাকে আপনি দেখিবেন, বাড়ীতে কিরূপ ব্যবহার করে আমি দেখিব। কিন্তু সর্ব্বোপরি ভাল করিবার মূলমন্ত্র আদর ও ভালবাসা, আপনি ইহা ভুলিবেন না।"

আমরা পরস্পর বিদায় হইলাম। পরদিন স্কুলে যাইয়াই কামিনীকে বলিলাম, "কামিনী কাল বাড়ী হইতে তুমি একখান খাতা বই তৈয়ার করিয়া আনিবে।" পরদিন কথামতে কামিনী খাতা বই তৈয়ার করিয়া আনিল, আমি সেই বইর প্রথম পাতে কামিনীর নাম লিখিয়া দ্বিতীয় পাতে এই সকল নিয়ম লিখিলাম।

১। প্রতিদিন স্কুলে কিরূপ ব্যবহার কর ও পড়া দাও তাহা আমি বইতে লিখিয়া দিব। বাড়ী যাইয়া তাহা তোমার বাবাকে দেখাইবে।

২। বাড়ীতে তুমি কিরূপ পড় ও সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার কর তাহা তোমার বাবাকে দিয়া প্রতিদিন লেখাইয়া আনিবে। তিনি তাহাতে সই দিয়া দিবেন।

৩। বই খান প্রতিদিন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে।

নিয়মের নীচে আমি সই দিয়া তারিখ লিখিয়া দিলাম। নিয়মগুলি পড়িয়া শুনাইলাম। তৃতীয় পাতে "পড়া বেশ দিয়াছে। আচরণও ভাল" লিখিয়া আবার সই দিয়া, তারিখ দিয়া বইখান কামিনীর হাতে দিয়া বলিলাম, "সাবধান তুমি যদি এক দিন বই ফেলিয়া আইস বড় শাস্তি দিব।"

কামিনী সাপের মাথায় ধুলা পড়ার ন্যায় সকল কথাই অগত্যা স্বীকার করিল। হাত পাতিয়া বইখান ও লইল। পরদিন বইখান ফিরাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতে তাহার বাবার কোন মন্তব্য লিখিত ছিল না। বলিল, "বাবাকে বই দিয়াছিলাম, তিনি কিছু লিখিয়া দিলেন না।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আজও দিবে এবং তিনি যাহা লিখিয়া দেন কাল আনিয়া দেখাইবে।" পরদিন বই আনিয়া দেখাইল। কামিনীর বাবা তাহাতে লিখিয়া দিয়াছেন "স্বভাব ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম, "বাড়ীতে ভাল মন্দ যে যে ব্যবহার করে সমুদয় লিখিয়া দিবেন। রাত্রে ও দিনে কিরূপ পড়াশুনা করে তাহাও লিখিবেন।"

কামিনীর বাবা এই হইতে সমুদয় বিষয় বিস্তারিত লিখিয়া দিতেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল কামিনী বাসায় ভাল ব্যবহার করিত না, বাবার কথা শুনিত না, যাকে তাকে মারিত ও গালাগালি দিত। আমি এই সকল বিবরণ পড়িয়া কামিনী কি কি করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতাম এবং তাহার মুখে সমুদয় শুনিতাম। আলাপে বুঝিলাম সঙ্গদোষে কামিনীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। স্কুলে না যাইয়া কু-সঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়া নানা প্রকার দোষে নিপতিত হইয়াছে। আমি তাহাকে সে বাড়ীতে কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহার একটা মোটামুটি নিয়ম করিয়া দিলাম। তাহার দোষের জন্য কোন শাস্তি দান করিতাম না, কেবল "অন্যায় করিয়াছ" বলিতাম। কিন্তু দোষগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতাম।

কামিনী ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিল। পড়াও বলিতে পারিত, স্বভাব ও অনেক ভাল হইল। প্রায় দুই বছর কাটিয়া গেল। কামিনীর বাবা মনে করিলেন, ছেলের অনেক বয়স হইল, আর কত কাল বাঙ্গালা স্কুলে পড়াইবেন? একদিন আমাকে বলিলেন, "কামিনীকে ইংরেজী স্কুলে দিতে চাই, আপনি কি বলেন?" আমি বলিলাম, "আর কিছুকাল আমার কাছে রাখিলে ভাল হইত।" তিনি কি মনে করিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু কামিনীর নাম কাটাইয়া ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

কয়েক বৎসর পরে আবার যখন কামিনীর বিষয় অনুসন্ধান করিলাম, শুনিলাম কামিনীর আবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-প্রকৃতি আবার জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। কামিনী পিতার কেবল নয়, শিক্ষকেরও অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুলে কামিনীর নাম কাটা গিয়াছে। কামিনী যাকে তাকে মারে, গুণ্ডার দলের একজন হইয়াছে। সকলে তাহার নামে কাণে হাত দেয়।

এ বহুবৎরের কথা; এখন কামিনী কোথায়, এবং তাহার পিতাই বা কোথায় বলিতে পারি না। কামিনীর আবার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা জানি না। তবে বিদ্যাশিক্ষা সেই সমাপ্ত।

বিদ্যালয়ের সরঞ্জাম।

কেবল ছাত্র ও শিক্ষক লইয়া বিদ্যালয় হয় না। বিদ্যালয়কে শিক্ষার সাধন করিবার জন্য আরো অনেক আসবাব আবশ্যক করে। নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদান করিলাম।

(১) বিদ্যামন্দির—অনেকে যেমন তেমন একখান গৃহে স্কুল করিতে পারিলেই পরি-

তৃপ্ত হন। যেখানে বিদ্যালয় নাই সেখানে প্রথমতঃ কেবল বিদ্যাশিক্ষাই লক্ষ্য থাকিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু চিরকালই সে লক্ষ্যে আবদ্ধ থাকিলে সুফলের আশা নাই। সব বিষয়েই লক্ষ্য ও আশা ক্রমশঃ উন্নত করিতে হয়। প্রথমে যেমন তেমন গৃহে স্কুল হইত বলিয়া যে, চিরদিনই বিদ্যালয় আস্তাবল বা গো-শালা থাকিবে তাহা শাস্ত্রের কথা হইতে পারে না। স্কুল গৃহ সম্বন্ধে ক্রমশঃ উন্নতভাব আমাদের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। ঠাকুর-গৃহ যে শ্রদ্ধা ভক্তিতে নির্ম্মিত হয় বিদ্যামন্দিরও সেই ভাবে প্রস্তুত হইলে কখনও কুৎসিৎ বা হেয় হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালয় একটী সুন্দর গৃহ হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুযায়ী গৃহ প্রশস্ত ও বায়ু চলাচলের জন্য উপযুক্ত দ্বার ও বাতায়ন থাকা প্রয়োজন। নিকটে গড় খাই কি নিম্নস্থান থাকিলে জল জমিয়া মেলেরিয়া বা দুর্গন্ধ উঠিতে পারে। বিবেচনা পূর্ব্বক সে সকল আপদ্ দূর করিতে হইবে। স্কুলগৃহের নিকটে জঙ্গল থাকাও বিধেয় নয়। স্কুলের নিকট একটুকু খোলা মেলা স্থান থাকিলে অনেক বিষয় সুবিধা হয়।

স্কুল গৃহের ভিটা বেশ উচ্চ থাকিবে, বর্ষাকালে যেন চতুর্দ্দিকের ভূমি সিক্ত হইয়া উহাকে ড্যাম্প বা সেতসেতে করিতে না পারে। বায়ুতে যেন বৃষ্টির সময় জলকণা গৃহাভ্যন্তরে আনিতে না পারে এইজন্য উপযুক্ত ছাইচ্ বা ছন্‌ছা রাখিতে হইবে। বারন্দা থাকিলে তো ভালই। একশ্রেণীর অধ্যাপনা দ্বারা যেন অন্যশ্রেণীর অধ্যাপনার ব্যাঘাত না হয় এই নিমিত্ত যথাসম্ভব মধ্যে মধ্যে বেড়া দিয়া বিভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। চারিদিকের বেড়াগুলি যতদূর সম্ভব পুরু করিলে হিম, বাত ও রৌদ্র আসিতে পারে না। স্কুলগৃহ পাঁচ হাতের কম উচ্চ করা উচিত নয়।

বিলাতে প্রত্যেক বালকের জন্য ন্যূনকল্পে ৮ বর্গফুট স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। এই হিসাবে ২০ হাত লম্বা ও ১০ হাত প্রশস্ত গৃহের মধ্যে ৫৫ জনের অধিক ছাত্রের স্থান হইতে পারে না। গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে প্রতি জনের বাসার্থ আরো অধিক স্থানের প্রয়োজন। আমাদের দেশে এখনও জন হিসাবে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের সময় আইসে নাই; কিন্তু ছাগলের মত মানুষকে এক ঘরে রাখা যায় না এইটী মনে রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

বিদ্যামন্দির কেবল সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিলেই যথেষ্ট হইল না। অতি যত্নে নিত্য উহার সৌন্দর্য্য রক্ষণাবেক্ষণও করিতে হয়। দালান হইলে মধ্যে মধ্যে ছাদে উঠিয়া দেখিতে হয়, যেন কোন গাছ উঠিয়া ছাদ নষ্ট না করে। গৃহ হইলে, বেড়া গুলি কি খামে উই উঠিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বেড়ায় মাটির উপর আধ হাত আল্‌কাতরা বা কোলতার মাখিয়া দিলে উই অনেক বারণ থাকে। গৃহ একটুকু নষ্ট হইলেই মেরামত করাইলে অতি অল্প ব্যয়েই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। নচেৎ তৎপরে বহু ব্যয় পড়িয়া থাকে।

(২) গৃহ সামগ্রী—বিদ্যালয়ের আয়ও বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছার উপর দ্রব্য সামগ্রী অনেক নির্ভর করে। কিন্তু তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ ভাল দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কোন উপায়ই পরিত্যাগ করিবেন না এইমাত্র বলা যাইতে পারে। পর্য্যাপ্ত আসবাব থাকিলে, স্কুলে ছাত্র আসিবার সেও একটা আকর্ষণ হয়। দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষকের উপবেশনার্থ এক

একখান চেয়ার, আগন্তুক কেহ আসিলে তাঁহার জন্য ও ২, ১ খান অধিক চেয়ার রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষকের নিমিত্ত এক একখান টেবিল রাখা কর্ত্তব্য। চেয়ার টেবিল সকল শিক্ষকের জন্য করিবার সংস্থান না হইলে, অন্ততঃ ২, ৩ খান চেয়ার ও ২, ১ খান টেবিল থাকা নিতান্তই দরকার। আজ কালের দিনে চেয়ার টেবিল বিদ্যালয়ের অপরিহার্য্য অঙ্গ। চেয়ারের সুবিধা না হইলে নিম্ন শিক্ষকদের জন্য একখানা ষ্টুল হইতে পারে, কিন্তু সম্মুখে অন্ততঃ একখান ক্ষুদ্র টেবিল না থাকিলে কোনরূপে শিক্ষাদান কার্য্যের সুবিধা হয় না। ছাত্রদের বসিবার জন্য বেঞ্চ, বিদ্যালয়ের আবশ্যকীয় আর এক অঙ্গ। এ সকল অঙ্গে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে অঙ্গ ভঙ্গ নিবন্ধন সৌষ্ঠবের হানি হইবে এবং কেহ পড়িতে আসিবে না। যেমন জিনিস পত্র তৈয়ার করিতে হইবে, তেমনি সযত্নে সে সকল রক্ষা করিতে হইবে উহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরেও সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে সাবান জল দিয়া কাষ্ঠ সামগ্রী গুলি ধৌত করিলে এবং সুবিধা হইলে বৎসরে একবার বার্ণিস্ লাগাইলে জিনিসগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে থাকে।

(৩) ইহার পরেই পাঠ্য ও নিত্য ব্যবহৃত পুস্তক ক্রয় করা। পুস্তক গুলি রাখিবার জন্য একটী সামান্য রকমের আলমিরার ও প্রয়োজন। প্রতি বিদ্যালয়ের এক একটী লাইব্রেরি থাকাও অতি প্রয়োজনীয়। অন্ততঃ বৎসরে ১০। ১২ খান করিয়া পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেও কালে একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরি হইতে পারে। সভ্য দেশে লাইব্রেরি বিদ্যালয়ের উত্তমাঙ্গ।

(৪) ব্লাকবোর্ড—শিক্ষাদান কালে সুশিক্ষকগণ নিরন্তর ব্লাকবোর্ডের ব্যবহার করিয়া থাকেন। মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা লিখিয়া শিক্ষা দিলে সে শিক্ষা হৃদয়ে প্রস্তরাক্ষরে অঙ্কিত থাকে। লিখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য ব্লাকবোর্ডই একমাত্র সাধন। যিনি যত বোর্ডের ব্যবহার করিয়া শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষাদানে তত কৃতী। সর্ব্ব প্রকার শিক্ষাদানই ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে সম্পাদিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবহারার্থ এক একখান ব্লাকবোর্ড থাকিলে অধ্যাপনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ব্লাকবোর্ড মধ্যে মধ্যে কালী দিয়া নূতন করিয়া লইতে হয়। অনেক স্কুলের ব্লাকবোর্ড গুলি লিখিতে লিখিতে কালি উঠিয়া গিয়াছে; এখন তাহাতে আর চকের দাগ পড়ে না। এইরূপ হতশ্রী বোর্ডেরও অন্যান্য দ্রব্যাদির শ্রীসম্পাদন করা প্রধান শিক্ষকের অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

ব্লাকবোর্ডের একধারে দুটী লৌহ বেষ্টিকা লাগাইয়া তন্মধ্যে একখান যষ্টি রক্ষার স্থান করিলে ভাল হয়। বোর্ডের লিখিত বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় প্রদর্শককে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখাইতে হয়। এইরূপ প্রদর্শন কালে হস্ত ব্যবহার করা যায় না, যষ্টির সাহায্য লইতে হয়। যষ্টির দৈর্ঘ্য দুই কি আড়াই হাত করা আবশ্যক এবং ব্লাকবোর্ডের রঙ দেওয়ার কালে উহাকেও কালো করিয়া রাখিলে বেশ দেখায়। যষ্টির আকার সম্ভবতঃ মোটা ও ক্রমশঃ সরু করিলে দেখিতে সুন্দর ও ব্যবহারের সুবিধা হয়। বোর্ডে দেখাইয়া সেই লাঠী গাছ ঐ বেষ্টিকাদ্বয়ের মধ্যে রাখিতে হয়। বোর্ডের উপরে ফ্রেমের মাঝখানে একটি দেড় ইঞ্চি লম্বা লৌহকীলক লাগাইয়া রাখিলে তদবলম্বে মানচিত্র ঝুলাইয়া সুবিধামতে দেখাইতে পারা যায়।

(৫) ম্যাপ ও গ্লোব—প্রত্যেক স্কুলেই বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, এশিয়া, ইউরোপ ও পৃথিবীর মানচিত্র রাখা আবশ্যক। আফ্রিকা ও আমেরিকার মানচিত্রও রাখা বিধেয়। আয়ে কুলাইলে একখান গ্রেটব্রিটনের মানচিত্রও রাখা ভাল। আপন আপন জেলার মানচিত্র স্কুল বিদ্যালয়ে রাখা কর্ত্তব্য। একটী সামান্য রকম ভূগোলক রাখিলে পৃথিবীর আকার অনায়াসেই বুঝিতে পারে। তৎসাহায্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

ইউরোপে অনেক বিদ্যালয়ে ম্যাপ গুলি দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখে। কিন্তু এদেশে সেইরূপ মানচিত্র রাখা নিরাপদ নয়। মানচিত্রগুলি টিনের খোলে বা কাল কাপড়ের খোলে রাখিয়া দিলে অপরিষ্কৃত বা শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে না।

(৬) একটী ঘড়ী—স্কুলের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ সময়ের স্থিরতা ও নিয়মিততা অতি প্রয়োজনীয়। একটী ঘটিকা-যন্ত্র না থাকিলে কোনরূপেই যথা সময়ে যথোক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ঘটিকা-যন্ত্রই কার্য্য-নিয়ন্তা ও কার্য্য-পরিচালক। অতি সামান্য রকমের একটী টাইম্‌পিস্ রাখা আজ কাল আর তেমন ব্যয়সাধ্য নয়। ৩, ৪ টাকা ব্যয় করিয়া সামান্য পাঠশালাতেও একটী ঘড়ী রাখা যাইতে পারে। যদি একান্ত ঘড়ী রাখার সুবিধা না হয়, রৌদের ছায়া ধরিয়া ধরিয়া এক এক কার্য্যের সময় স্থির করা মন্দ নয়।

(৭) বস্তু মঞ্জুষা—নানাপ্রকার বস্তু সংগ্রহ করিয়া একটী আলমিরা কি তদভাবে ঝাপিতে রাখিয়া দিলে সময়ে সময়ে ছাত্রেরা সে সকল দেখিয়া নানাপ্রকার বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ধান, চাউল, পাথর, লৌহ, তাম্র, পারদ, প্রভৃতি অধাতব ধাতব বিবিধ বস্তু সংগ্রহ অতি অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসেই হইতে পারে। সময়ে সময়ে শিক্ষকেরা তাহার এক একটী বস্তু লইয়া নানাপ্রকার বস্তুর গুণও শিক্ষা দিতে পারেন।

(৮) বিবিধ চিত্র—অনেক বিষয় চিত্র দেখিয়া সহজেই শিক্ষা করা যায়। বড়লোকের, ঐতিহাসিক ঘটনার, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির চিত্র লট্‌কান থাকিলে ছাত্রগণ অনায়াসেই সে সকল দেখিয়া অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে।

(৯) এট্‌লাস ও অভিধান—প্রত্যেক স্কুলেই একখান এট্‌লাস ও একখান অভিধান রাখা অতি দরকার। অতি দরকার বলিয়াই ইহাদের বিষয় পৃথক্ উল্লেখ করিলাম।

(১০) স্কুল লাইব্রেরি— অধ্যয়ন শিক্ষকের চির ব্যবস্থা। অধ্যয়ন-বিমুখ শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিড়ম্বনা। বিদ্যালয় সংস্থ একটী পুস্তকালয় না থাকিলে শিক্ষকদের অনির্ব্বাণ পাঠলালসা কোনরূপেই তৃপ্ত হয় না। ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং আমাদের দেশেও গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়গুলিতে এক একটী পুস্তকালয় আছে। মধ্যমশ্রেণীর কোন বিদ্যালয়েই প্রায় লাইব্রেরি নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইয়া একটী সামান্য পুস্তকালয় স্থাপন করা এখন তেমন অসাধ্য ব্যাপার নয়। গ্রাম্য শিক্ষকগণ একবার এদিকে যত্ন করিয়া আপনাদের ও গ্রামবাসীদের উন্নতির সোপান স্থাপন করিতে পারেন।

অযাত্রা।

অযাত্রা কোন দেশের কেবল কুসংস্কার নয়, নিরবচ্ছিন্ন কালের আবর্জ্জনা ও নয়। দিনে দিনে বিন্দু বিন্দু জল বাষ্পীভূত হইয়া ঘনঘটার উৎপত্তি করে, আকাশ ছাইয়া ফেলে। বিন্দু বিন্দু লোকের অসুবিধা পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটা অযাত্রার নিশান হইয়াছে। অগণ্য নক্ষত্ররাজি ভূতল হইতে দেখিতে পাই সমুদয়ই একতলে—আকাশ-চন্দ্রাতপে অসংখ্য কোহিনুর জ্বলিতেছে। কিন্তু উহারা তিনটী একতলে নাই, সুদূর হইতে দেখি বলিয়া একতলবৎ প্রতীত হয়। অযাত্রার বিষয় গুলিও অতীতের অসংখ্য কালস্তরে এক একটী করিয়া জন্মিয়াছে; কিন্তু আমরা কালের বহুদূর হইতে দেখিতেছি, কাজেই সে সমুদয় গুলি কালের অগম্য নীলাম্বরে দেখিতে পাই।

যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত খনা বিজ্ঞানের কণ্ঠে কণ্ঠে দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"মন চলে যখন, যাত্রা করবে তখন।" যাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণ সর্ব্ববাদিসম্মত! কিন্তু সকল লোক সমান নয়, গোবরগণেশই অনেক। কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "স্ত্রীলোকের মন নাই।" একথা সত্য না হইলেও অনেকের মন যে সাত সমুদ্র তের নদী খেওয়াইয়াও পাওয়া যায় না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে অনেকেই বলেন—"আমার মনটা কেমন কেমন করিতেছে।" ইহার অর্থ, তাঁহার মন কি বলিতেছে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। ইহারা মনের শব্দ শুনিতেছেন; কিন্তু ভাষা বুঝিতে পারেন না। মনের ভাষা অনেকেই বুঝিতে পারে না, অনেকে একটায় আর একটা বুঝিয়া হিতে বিপরীত করে। কবিগুরু কালিদাস একশ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে "সাধু" বলিয়াছেন। তিনি বলেন "সতাম্ হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃ প্রবৃত্তয়ঃ।" সাধুরা সন্দিগ্ধ বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিবেন। সুতরাং আত্মপ্রত্যয়লব্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলের নাই—কেবল সাধুদেরই আছে। খনাও সেই অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ মনের চলনই যাত্রার শুভক্ষণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অলস ও দীর্ঘসূত্রীদের যাত্রার সুসময় কোন পাঁজিতেই লিখে নাই। ইংরেজী বল, কি সংস্কৃত বল, মিসর বল, কি গ্রীস বল, সত্যযুগ বল, কি কলিযুগ বল, সর্ব্বভাষায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, ইহাদের অনন্ত অযাত্রা! ইহাদের ক্ষণ দগ্ধ, দিন দগ্ধ, মাস দগ্ধ, বৎসর ও দগ্ধ!! এক কথায় ইহাদের হৃদয় দগ্ধ!! ইহারা যাত্রা করিয়াও কুস্বপ্ন দেখে, যাত্রাকালে হাঁচি টিকটিকীর শব্দ শুনিতে পায়—আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যে কাজে যার মন চলে না সে কাজে তার অযাত্রার তরঙ্গ "পঞ্চতরঙ্গে" সারি বাঁধিয়া একটীর পিছনে আর একটী ছুটে। তুমি কত বাঁধা কাটিবে? দুষ্ট সরস্বতী তাহার কাঁধে চাপা, সে কেবল বিভীষিকা চারিদিকে দেখিতে পায়, চারিদিকে টিক্‌টিকীবংশ টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া উঠে। খনা বলেন "আজ তোমার মন চলে না, অযাত্রা।" বিজ্ঞান ও তাহাই বলেন।

ইংরেজী বিজ্ঞানে "Will force" বলিয়া একটা কথা আছে। ইহার অর্থ ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছাবল। বল ভিন্ন গতি হয় না, গতি ভিন্ন যাত্রা নাই। যাত্রা কেবল শরীরের গতি নয়, মনের গতি ও আবশ্যক। অতএব যাত্রার নিদান

গতি, গতির নিদান বল, বলের নিদান ইচ্ছা। ইচ্ছা না থাকিলে অমৃতযোগ, সিদ্ধিযোগ, পাপ-প্রতিঘ যোগ হইয়া উঠে—অমৃতে অমৃতে বিষ হয়।

মন না চলিবার অনেক গুলি কারণ আছে। "বাড়ীমুখ বাঙ্গালীর" বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া এক বর্গির হাঙ্গাম। কাশীতে ৩ বার ভূমিকম্প হইলে বাঙ্গালী অতিকষ্টে অতি শোকে একবার অতি সাধের বাড়ী ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে সময় স্থির করিতে পারে। "শাকান্নভোজন অপ্রাবাস" যে জাতির পরম দুঃখ সে জাতির পঞ্জিকাতে যাত্রার সময় যখন তখন দূরে থাক, কদাচিৎ পাওয়া গেলেই সৌভাগ্য। বাঙ্গালী প্রবাসে যাইতে পরলোক দর্শন করে এবং প্রবাস হইতে ফিরিয়া ঘরের ছেলে ঘরে আসিলে তাহার পুনর্জন্ম লাভ হয়। দারিদ্র্যের অঙ্কুশাঘাতে মন একবার অস্থির হইয়া উঠে বলিয়াই বাঙ্গালী কখন কখন যাত্রার শুভক্ষণ প্রাপ্ত হয়। আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া বাঙ্গালীর খণ্ডমৃত্যু।

অসময় যাত্রার আর একটা প্রধান অন্তরায়। ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কেহই পার্য্যমানে ঘরের বাহির হয় না। আকাশে ঘনঘটা দেখিলে দূর স্থানে যাত্রা অযুক্ত। বর্ষাকালে যখন তখন মূষলধারে বারি বৃষ্টি হয় সকলে তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘরের বাহির হয়। কিন্তু অসময়ে মেঘগর্জ্জন হইলে ঝটিকাবর্ত্ত প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা বলিয়া প্রাচীন সমুদয় জাতির মধ্যেই "অকালিক দেবগর্জ্জন" বিধাতার অনভিমত সূচনা করিত। অধিকন্তু, লোক যাহার জন্য প্রস্তুত নয় তাহাই তাহার কেমন একটা বাঁধা বাঁধা লাগে। অকালে মেঘগর্জ্জন ও সে বাঁধা বাঁধার জন্যই অমঙ্গল সূচনা করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রকৃতির বহু পরিবর্ত্তন হয়, মেঘ, বৃষ্টি, জলবৃদ্ধি, বাত্যা প্রভৃতি প্রায় সেই সেই তিথিতেই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত "পক্ষান্তে মরণং ধ্রুব।" বলিয়া পক্ষান্তে যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলিতে হইল, ব্যবস্থা আবহমানকাল হইতে দুই প্রকার। সকল জাতিতেই উহার দ্বিরূপ পরিলক্ষিত হয়। এক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক, আর এক ভীতি-প্রদর্শক। ভয় দেখাইবার জন্য যে বিধি তাহা একটুকু অতিরঞ্জিত বা সম্ভাবিত কুফলের শেষকথা। "পক্ষান্তে মরণং ধ্রুবং" এখানে ও ব্যবহার দ্বিরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১) পক্ষান্তে গমন করিবে না, (২) গমন করিলে ধ্রুব মৃত্যু জানিবে। ১ম কথাটী ব্যবস্থা, ২য় কথা অকরণে তাহার শাসন—সম্ভাবিত বিপদের শাসনের ব্যবস্থার শেষ ফলই লিখিত থাকে—সমগ্র দণ্ডবিধিই ইহার সাক্ষী।

কেবল মেঘ, বৃষ্টি, শীত, বাতই যে অযাত্রা তাহাও নয়, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে চলা দুষ্কর এইজন্য মধ্যাহ্নও পথিকের সুসময় নয়। হাটিয়া পথ চলিতে হইলে দিবসের প্রথম ভাগ অতি মনোরম। এইজন্য প্রকৃতি বল আর বিজ্ঞান বল, কি মানবের সহজ জ্ঞানই বল, শাস্ত্রের মুখে বলিলেন "উষা করোতি কল্যাণং যদি পূর্ব্বং ন গচ্ছতি।" উষাযাত্রা কল্যাণকর, যদি পূর্ব্বমুখে যাইতে না হয়। পূর্ব্বমুখে যাইতে বালাতপ একেবারে মুখের উপর ঝক্ মক্ করিয়া পড়ে, ছত্রদ্বারা আবরণ করিলে ও পথরোধ হয়। এই জন্য "যদি পূর্ব্বং ন গচ্ছতি" ব্যবস্থা হইল।

আমরা ব্যবস্থা পাইলাম "উষাযাত্রা অতি শুভকর; কিন্তু পূর্ব্বমুখে উষাযাত্রা নাই।" ইহা হইতেই আমরা অবান্তর আরো একটী ব্যবস্থা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু অনুমান

হইলেও উহা জ্যামিতির অনুমানের ন্যায় অভ্রান্ত। সে অনুমানটী এইঃ—বেলা উঠিলে অযাত্রা, বা শুভযাত্রা নয়। চারিদণ্ড কি এক প্রহরের সময় তুমি অনাহারে অন্যত্র দূরস্থানে গমন করিবে ইহা সাধুসম্মত নয়।

পূর্ব্বে ঘড়ি ছিল না, ৮ কি ৯ টার সময় অন্যত্র গমন বিহিত নয় বলিতে পারিত না; দণ্ড ছিল কিন্তু সামান্য লোকে দণ্ডের মান ও জানিত না। সামান্য লোককে সময় বুঝাইতে হইলেই উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে হইত। সে উপায় অবশ্যই সামান্য রকমের। যাহারা উষা বুঝেনা, তাহাদিগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বা অরুণোদয়ের সময় না বলিয়া বলিতে হয়—

"ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।
তাহার নাম শ্রীউষা॥"

প্রত্যূষে যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে তাহাদের সহিত যাত্রীর সাক্ষাৎ হইলে শুভফলে। কারণ উষাযাত্রা ভিন্ন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব। এইজন্য যাত্রাকালে মেথরের মুখ দেখিলে শুভ হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখনকার কালে কলিকাতার যাত্রীর পক্ষে মুটে মজুর দর্শন বা গঙ্গাস্নানে কাহাকে যাইতে দেখিলে শুভযাত্রা বলা যাইতে পারে, কারণ প্রত্যূষে যাত্রা না করিলে সে সকল দর্শনকরা যায় না। জালুয়ারা এবং গোয়ালারা প্রভাতে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করে এইজন্য তাহাদের দর্শনেও শুভফলে বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকলই উষা যাত্রার ফল।

বেলা উঠিলে যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে যাত্রাকালে তাহাদের দর্শন অমঙ্গলকর—ইহার অর্থ, বেলা উত্তীর্ণে যাত্রাকরা কর্ত্তব্য নয়। এই জন্যই অযাত্রার ব্যবস্থায়—

"আগে ধোবা পাছে নাই।
সে পথে না যেয়ো ভাই॥
সে কথাও পায় ঠেলি তামার
যদি সাম্‌নে না পড়ে [illegible]॥"

ইহার অর্থ, ধোবা, নাপিত, তেলি যাত্রাকালে দর্শনে অশুভ হয়। এই সকল ব্যবসায়ীরা, রোদ উঠিলে, স্ব স্ব ব্যবসা কার্য্যে গমন করে। এইজন্য বেলা উত্থানে যাত্রা না করিলে ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। ইহার অর্থ বেলা উঠিলে যাত্রা করিবে না। এখনকার মত শাস্ত্র করিলে বলিতে হইত, "কাচারী যাত্রী কেরাণী বাবুর দর্শন অযাত্রা।" কারণ তাঁহাদিগকে ৮,৯ টার সময় যাইতে হয়, এত বেলায় যাত্রাই অযাত্রা।

কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের অযাত্রার লক্ষণ গণনা করিলে চলে না। রেলগাড়ী বা ষ্টীমার আজ ৮ টার সময় ছাড়িবে, তুমি যদি অযাত্রা বল রেলগাড়ী বা ষ্টীমার চলিয়া যাইবে তুমিই পড়িয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে পাথিকদিগকে অতিথি হইয়া আহারের সংস্থান করিতে হইত, নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আহার জুটিত না। এখন আহার্য্য বস্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পার, স্থানে স্থানে পান্থশালা বা হোটেলের অপ্রতুল নাই, দু আনার কাছে দশ পয়সা দিলে তৎক্ষণাৎ ডাল ভাত পাইবে। আর এক কথা, এখন আর সে ক্ষুদ্র তরণী নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের জাহাজ বাত্যোত্থিত তরঙ্গ নিকর অবহেলা করিয়া, সাগরবক্ষঃ বিদারণ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং অমাবস্যা বা পূর্ণমাসীকে ভয় করিবার কারণ নাই। ঝড়বৃষ্টি রেলপথ কি জলপথ কিছুরই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। রেলের গাড়ীতে চড়, রেলগাড়ী শ্রাবণের ধারা বা বৈশাখের ঝড়ের প্রকোপ ভ্রূভঙ্গিতে উড়া-

ইয়া দিয়া হু হু করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি যাত্রী, সব দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক একটুক বাতাস বা এক বিন্দু জল তোমার গায় লাগিবে না। অতএব তোমার অমাবস্থায় বা পূর্ণিমায় ভয় কি? রেলের ষ্টেসনে ষ্টেসনে দেখিবে অমাবস্থা বা পূর্ণমাসী দিনে ও কত যাত্রী রেলে চড়িতেছে। জাহাজেও সেইরূপ এখন আর দিন ক্ষণের বিধি ব্যবস্থা অনেকে মানে না। অনেকে যাত্রা করিয়া শুভক্ষণের মাহাত্ম্য রক্ষা করে।

একথা সত্য যে বিঘ্নবিপদ দেখিয়াই এক একটা নিষেধবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখন সে সকল আশঙ্কিত বিপদের কোন সম্ভাবনা না থাকিলে সে বিধির অসুবিধা করা কুসংস্কার বই কিছু নয়। যাত্রা বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষণালক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সে সকলের তত্ত্ব নির্ণয় করা বহুকাল ও বহুজন সাপেক্ষ।

দেশ কালভেদে অযাত্রার বিধি স্বতন্ত্র। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে—

"করিআ ব্রহ্মণ গোর চামর।
ইন্‌কে সাথ ন উতরিয়ে পার॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ও গৌরবর্ণ চামারের সঙ্গে নদী পার হইবে না।

উছট্ খাইলে বা হাঁচি পড়িলে হিন্দুদিগের ন্যায় প্রাচীন রোমাণদের ও অযাত্রা হইত। হাঁচিপড়াটা সর্দ্দির পূর্ব্ব লক্ষণ, সর্দ্দি সংক্রামক হইলে উহার নাম হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। সর্দ্দি পূর্ব্বকালে হয়তো প্লেগের ন্যায় সংক্রামক ছিল— একজনের হইলেই সে বাড়ীর শত জনের হইত। এইজন্য বাড়ীর একজনের সর্দ্দি হইলেই উহা ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা হইত; এবং গমনোন্মুখ ব্যক্তির অন্যত্র যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

গ্রীকদের মধ্যে ঈগল, শকুনি, কাক প্রভৃতিও গণকাচার্য্য ছিল। উহারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিতে পারিত। উহাদের শব্দ বিশেষ বা গতি স্থিতি যাত্রার শুভাশুভ বলিতে পারিত। হিন্দুদের মতে শকুনি, কাক, শিবা প্রভৃতি ও ভবিষ্যদ্বক্তা। উহাদের শব্দ ও গতি বিধি ও শুভাশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

কত দেশে যে কত কিছু শুভযাত্রা বা অযাত্রার চিহ্ন ছিল ও আছে তত্তাবৎ বিনির্ণয় করা অতি উদ্যমের কার্য্য। এবং সে সকলের কারণ-সূত্র স্থিরকরা ততোধিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতা-সাধ্য।

যাত্রার দিন ক্ষণ চিরকালই আবশ্যক এখন ও দিন ক্ষণ দেখা আবশ্যক। তবে পাঁজি স্বতন্ত্র হইয়াছে। আগে ছিল কালেজের ব নবদ্বীপের পঞ্জিকা, এখন পঞ্জিকার নাম হইয়াছে "টাইম্ টেবিল" বা সময় পত্র। কোন্ সময়ে কোন্ ট্রেণ ছাড়িবে, কতটার সময় কোথায় পৌঁছিবে তাহা দেখিয়া যাত্রার সময় স্থির করিতে হয়। তুমি প্রসিদ্ধ গণকাচার্য্য দ্বারা লগ্ন স্থির করিয়া যাত্রা করিলে কিন্তু ষ্টেসনে যাইয়া দেখিলে ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে তখন অতি শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রাও ভঙ্গ হইল। অতএব যে রেল্‌ওয়ে টাইম টেবিল দেখিয়া লগ্ন স্থির না করিবে তাহাকেই এইরূপ যাত্রাভঙ্গ করিতে হইবে।

যাত্রার আরএকটা অসুবিধা জলকষ্ট। পথ চলিতে চলিতে পিপাসায় তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতে ও বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে পারে। সে সময়ে যদি একবিন্দু বারি পান করিতে না পার তোমার গতি কি হইবে? অনেক বছর জল দুর্ভিক্ষ হয়, পুরনারীবর্গ শূন্য কলসী কক্ষে লইয়া পল্লীর পর পল্লী পার হইয়া জল আনিতে যায়। তুমি যদি এরূপ শূন্য কলসী

ক্ষে লইয়া জল অন্বেষণে নারীগণকে ইতস্ততঃ হিতে দেখ, বুঝিবে তুমি পিপাসার সময়ে জল হইবে না, তুমি সে দুর্দ্দিনে দুরদেশে যাত্রা করি-বনা। অতএব শূন্য কলসী দেখিলে তোমার "অযাত্রা" মনে রাখিবে। জল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া অযাত্রা, শূন্য কলসী তাহার পরিচায়ক। কিন্তু জল দুর্ভিক্ষ হয় নাই, অথচ একটী শূন্য কলসী দেখিলেই, যেমন যাত্রাগানে বৃন্দা বলিয়াছিল—

"শূন্য কলসী লইয়া কক্ষে দক্ষে দাঁড়াব।
দেখায়ে শ্যাম জলজাক্ষে যাত্রা ভাঙ্গিব॥"

যাত্রাভঙ্গ হইবে, ইহা কথার ভাব ছাড়িয়া, অক্ষরানুসরণ বা অল্পদর্শিতা।

যেখানে যাইতে হইবে, যে যে দেশ দিয়া যাইতে হইবে, সে সকল বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। দেশকালাভিজ্ঞতা যাত্রার সময় নির্ব্বাচনে নিতান্তই প্রয়োজন। যে স্থানে যাইবে যাত্রার পূর্ব্বেই মন তথায় চলিয়া যাইবে। তোমার শরীর যেখানে আছে সেখানের টিকটিকীর শব্দ আর তুমি শুনিতে পাইবে না। কেবল তুমি নও, তোমার বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেহ তাহার শব্দ লক্ষ্য করিবেনা; তখনই বুঝিবে তোমার মন যাত্রা করিয়াছে, তুমি এখন পদনিক্ষেপ করিলেই হয়।

এখন দেশ কাল, যান বাহন সকলই নূতন হইয়াছে, যাত্রার সময় ও নূতন রকমের হইয়াছে। পূর্ব্বে পঞ্জিকা না দেখিলে যাত্রার সময় নির্ব্বাচন হইত না; কারণ তখন বাত্যা বৃষ্টিও অন্যান্য প্রাকৃতিকপ্রতিবন্ধক-মুক্ত হইবার তেমন উপায় ছিল না। এখন রেল, জাহাজ, স্থানে স্থানে হাট বাজার ও আশ্রয় স্থান প্রভৃতি হইয়াছে, এইজন্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় লোক অনায়াসেই যাতায়াত করিতে পারে। এখন যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই রেলওয়ের টাইম টেবিল দেখিতে হয়, টাইম টেবিল এখন নূতন যুগের "নূতন পঞ্জিকা"। সে পঞ্জিকাসম্মত না হইলে তোমার "মাহেন্দ্রক্ষণ" ও "অযাত্রা"।

দরিদ্রাবস্থা।

দরিদ্রাবস্থা দর্দ্দুরকের ন্যায় কদাকার কিন্তু উহার মস্তকে মণি থাকে।

দরিদ্রাবস্থা সমাজের মেরুদণ্ড, উহার উপরেই মানবসমাজ দণ্ডায়মান।

প্রকৃতি সকলের সাম্যরক্ষা করে। কেহ ধন সম্পত্তিতে হীন হইলে, অন্যদিক দিয়া তাহা পোষাইয়া যায়।

গরীবেরা শারীরিক স্বাস্থ্য, বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

গরীবেরা বিনয়ী ও নিরীহ প্রকৃতি। সাধারণের দুঃখ কষ্ট অনায়াসেই পরিমাণ করিতে পারে। সহানুভূতি তাহাদের সহজাত গুণ।

দরিদ্রেরা সুখী হইবার অনেক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়। তাহারা স্বল্পসন্তুষ্ট।

দরিদ্রেরা সহিষ্ণু, অবস্থার কশাঘাতে তাহারা অচল।

গরীবদের আত্ম-কাহিনীই সুখময় রাজ্যে প্রবেশের দ্বার।

দুঃস্থদের দল ক্ষমতাশালী ও পরিপুষ্ট। অতএব হে দরিদ্র! তুমি ভীত বা আপনার অবস্থায় ম্রিয়মাণ হইও না।

ফ্রান্সের সুগৃহীতনামা বলণ্টিন জামিরে ডুবালের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার পিতা মাতা, কতকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এই কড়ার ভিখারী ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে বিবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়াছিলেন।

সুইডেনের জগদ্বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ লিনিয়স অতি দীন গ্রামপুরোহিতের পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ও নগণ্য হইয়াও অলোক সামান্য বুদ্ধি শক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্য সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ আইজাক নিউটনের পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিতেন। বিদ্যাভ্যাসে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় নিউটন গণিতে, জ্যোতিষে ও প্রাকৃত বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় লোক হইয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশে লক্ষী সরস্বতীর চিরবিবাদ—ধনীর গৃহে বিদ্যাদেবীর পদধূলি পড়ে না, বিদ্যানের গৃহে লক্ষীর বাস আকাশ-কুসুম। ইহা কবির অতিকল্পনা নয়, দেশের ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে উহার সাক্ষ্যদান করিয়াছে বলিয়াই লক্ষী সরস্বতীর বিবাদ সমাজে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে মহাকবি কালিদাস একদা কবিতা রচনা করিতে আদিষ্ট হইলে বলিয়া ছিলেন—"অন্ন চিন্তা চমৎকারে কাতরে কবিতা কুতঃ।" এত বড় পণ্ডিত কালিদাসেরও ঘরে অন্ন সংস্থান ছিলনা। ভারতের পণ্ডিতকুল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষোপজীবী—অতি পুরাতন কাল হইতে।

দুর্ব্বিগাহ ধীশক্তি সম্পন্ন রঘুনাথ শিরোমণি দুঃখিনী বিধবা জননীর অতিকষ্টে প্রতিপালিত হইয়া মৈথিল গৌরবলক্ষ্মী নবদ্বীপে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তর্কশাস্ত্রে তদানীন্তন ভারতে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কলঙ্কার বংশপত্র জ্বালাইয়া তদালোকে পাঠ অভ্যাস করিতেন। অর্থাভাবে তৈল কিনিয়া রাত্রিতে পড়িতে পারিতেন না। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিপ্রতিভাবলে শিরোমণির সমকক্ষ ও একজন প্রধান তার্কিক হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের মহিমাময় চিত্রে জগদীশের প্রতিকৃতি চির সমুজ্জ্বল তাঁহার প্রণীত "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" ও "তর্কামৃত" তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

বঙ্গের শিরোভূষণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অতি গরীবের সন্তান ছিলেন। পিতার মাসিক দশ টাকা মাত্র আয় ছিল। এই অল্প আয়ে সাতটী পুত্র, তিনটী কন্যা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ, কদর্য্য স্থানে বাস, অপকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এইরূপ অবস্থার লৌহক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইলেন।

বঙ্গের অন্যতর তমোহা শিরোরত্ন অক্ষয়কুমার দত্ত ও সম্পন্ন পিতার সন্তান ছিলেন না। অর্থাভাবে নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন করেন, পরে একজন আত্মীয়ের সাহায্যে আড়াই বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। স্বয়ং অনুশীলন করিয়া জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিকসেক্‌সন, ক্যালকুলাস প্রভৃতি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

অতএব হে দরিদ্র! তুমি আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া যার তার কাছে ভিক্ষার্থী হইও না। বরং সামান্য কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তথাপি অন্যের গলগ্রহ হইবে না। তুমি ভিক্ষা করিয়া লঘুতা প্রকাশ করিলে, হস্তস্থিত মণি অতল-সাগর-জলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

শিক্ষক-সমিতি।

সভা সমিতি বর্ত্তমান কাল-তরঙ্গের শিরোভূষণ। পূর্ব্বকালে এক এক জন বড়লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহবা ধরণীতে, কেহবা এক এক দেশে, এক এক বিষয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বিধান—দশ জনে মিলিয়া কাজ করা। পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে একজন মাত্র ছিলেন, এখন সে ক্ষেত্রে দশ জন দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যেখানে দশ জন সমকক্ষ, সেখানে একজনের সার্ব্বভৌমত্ব বিধিবিহিত নয়—কাল ধর্ম্ম সে অদ্বিতীয়ত্ব চূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্বে দশ জন ছিল না, বলিয়াই একজনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত।

সভাতে ভাবের বিনিময়ে, চিন্তা ও মানসিক শক্তিসমূহের উন্মেষ ও বিকাশে জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হয় ও কার্য্যশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সভা সমিতির বাল্যাবস্থা; সভাগুলি এখনও কার্য্যক্ষমতারূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। এদেশে অন্যান্য সকল বিষয়েই সভার ভাব একরূপ প্রবেশ করিয়াছে বলা যাইতে পারে; কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকদের মধ্যে সে ভাব অতি বিরল। বলিতে পারি, এখনও শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের দিব্য দর্শন লাভ হয় নাই,—আমরা মুক্ত হৃদয়ে ভূত ভবিষ্যৎ দেখিতে পারি না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সভা করিবার বলবতী ইচ্ছা, জ্বলন্ত উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা দেখা যায়; কিন্তু তাহাদের সেই অগ্নিময় উচ্ছ্বাস ও প্রকৃতির নিষ্পেষণে—হাতুড়ি আঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষক ও পরিদর্শকদিগের মধ্যে এখনও সে চেষ্টার অরুণোদয় হয় নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শাসনের উৎকর্ষসাধন, ছাত্র বিশেষে অধ্যাপনার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ও শিক্ষা-সঙ্কটগুলির যথাযথ মীমাংসা করিবার জন্য যে, সমিতির দরকার, তাহা এখনও লোকের বোধগম্য হয় নাই।

ভারতে লর্ড রিপণের আমলে কয়েক জন শিক্ষা-প্রবীণ লোক ভারতীয় শিক্ষার "ভবিষ্য পুরাণ" লিখিতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন; উহার নাম হইয়াছিল "শিক্ষা কমিশন" বা শিক্ষা-সমিতি। সে কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর সার্ আলফ্রেড্ ক্রফট্ সাহেব দারজিলিঙ্গে বঙ্গদেশের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর দিগকে লইয়া এক সভা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব

চক্রের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রায় দীননাথ সেন সাহেব ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রধান প্রধান শিক্ষক, আসিষ্টাণ্ট ও ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগকে লইয়া একবার একটী সভা করিয়াছিলেন। ইহাভিন্ন মাদ্রাজে বড় বড় শিক্ষকদের এক সমিতি আছে, তাহাতে শিক্ষা বিষয়ক বিবিধ আলোচনা হইয়া থাকে। গত অধিবেশনে লাট সাহেব সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ গতবারে প্রদান করিয়াছি। মাদ্রাজের এই সভার কার্য্য আমরা বিশেষরূপে অবগত নই। কিন্তু মোটের উপর বলা যায় আমাদের দেশে শিক্ষকদের কি পরিদর্শকদের নিয়মিত কোন সভা সমিতি নাই।

আমাদের বর্ত্তমান ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পেডলার সাহেব এদেশে এরূপ সভা সমিতির বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া পাটনা ডিভিশনের বিগত বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"that in my opinion periodical conferences are desirable.

* * I would even go so far to say the great urgency of having at least annual conferences between the Circle Inspector the Assistant Inspector and all the Deputy Inspectors. At such conferences all the varying subjects which constitute efficient school inspection and efficient administration could be discussed in turn."

তাঁহার মতে—সময়ে সময়ে স্কুল পরিদর্শকদের সভা হইলেই ভাল হয়। অন্ততঃ বৎসরে একবার ইন্‌স্পেক্টর, আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ও ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টরগণ সমবেত হইয়া কিরূপে বিদ্যালয় দর্শন ও পরিচালন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক।

এই বিষয় উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ডাক্তার মার্টিন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন—ইন্‌স্পেক্টরগণ অন্ততঃ প্রতি পাঁচ বৎসরে সকলে একটী সভা করিয়া এবং প্রত্যেক ইন্‌স্পেক্টর দুই কি তিন বৎসর অন্তর একত্র হইয়া পরিদর্শন বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হয়। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরও প্রস্তাবটি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু চূড়ান্ত হুকুম দিবার পূর্ব্বে সভায় কি কি কার্য্য হইবে এবং কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে তত্তাবৎ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক মনে করেন।

এই সকল পড়িয়া মনে করিতেছি, পরিদর্শকদের সমিতি অগৌণেই হইবে, উহা বার্ষিক বি পঞ্চবার্ষিক যেরূপই হউক। আমরা পরিদর্শকদের সমিতির ন্যায় শিক্ষকদের সমিতি ও অতি প্রয়োজনীয় মনে করি। বিলাতে পরিদর্শকদের ন্যায় শিক্ষকদেরও সমিতি আছে। এবং সে সকল সভার সাহায্যে অধ্যাপনার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরিদর্শকদের সভায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিচালন কার্য্যের পর্য্যালোচনা ও উৎকর্ষ সাধন হইবে; কিন্তু অধ্যাপনার উন্নতি অধ্যাপকদের সমিতি না হইলে সম্ভবপর নয়।

পরিদর্শকদের সমিতির এক অন্তরায় ব্যয়-বাহুল্য। পরিদর্শকদের ভাতা প্রভৃতির ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষক সমিতির সেরূপ ব্যয় বহনের প্রয়োজন হয় না। দুইজন পরিদর্শক একত্র মিলিতেই ভাতা চাই, কিন্তু এক স্কুলের এমন কি এক নগরের সমুদয় শিক্ষকই বিনা ভাতায় সম্মিলিত হইতে পারেন। এই জন্য প্রতি জেলায় শিক্ষক সমিতির স্থাপনা অতি সহজ। এমন কি প্রতি মাসে উহার এক একবার অধিবেশন হইতে ও একটি পয়সা ব্যয় বহন করিতে হইবে না। অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীরও তেমন প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেব সভা সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেই শিক্ষক সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। প্রতি জেলার শিক্ষকগণও সমবেত হইয়া সেরূপ সভা করিতে পারেন। কিন্তু এদেশে তেমন কার্য্য-প্রবর্ত্তক শক্তি নাই বলিয়া ডিরেক্টর সাহেবের সে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হইতেছে।

আপাততঃ যে যে নগরে কলেজ আছে সেই সেই নগরে এক একটি শিক্ষক-সমিতি-কার্য্য পরীক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কার্য্য আশানুরূপ হইলে পরে প্রতি জেলায় সভার প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে।

মাসের কোন এক শনিবার ২ টার পরে নগরস্থ সমুদয় শিক্ষক কলেজ গৃহে সমবেত হইয়া এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে অধ্যাপনার সময়েরও কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যুত শিক্ষকগণ এইরূপ সভার সাহায্যে সমধিক কার্য্যক্ষম ও বহুজ্ঞ হইতে পারিবেন। এরূপ সভাদ্বারা যে দেশে শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে ইহাতে তিল মাত্রও সন্দেহ নাই।

প্রতি সভার কার্য্য অন্যান্য জেলার সভায়ও পরিদর্শকদের নিকট প্রেরিত হইলে তদ্দ্বারা উহার কার্য্যকারিতা আরো বর্দ্ধিত হইবে।

এইরূপ সভায় স্কুল পরিদর্শকগণও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে উপস্থিত থাকিলে আলোচিত বিষয়ে নানাতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে।

আমরা স্থানে স্থানে এইরূপ শিক্ষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছি।

সংবাদ পত্র-পরিচালন।

এদেশে ইংরাজ ও দেশীয় দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র বাহির হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পাইওনিয়ার, ইংলিশম্যান, ডেলি-নিউস, মিরর, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজার প্রভৃতি প্রধান। আমাদের কার্য্যের সহিত তুলনায় এই সকল প্রাত্যহিক পত্র বাহির করিতে অনেক অধিক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম হইয়া থাকে। এদেশের সংবাদপত্রের এখনও তত আদর হয় নাই বলিয়া অত্রত্য ইংরাজী পত্রসমূহের ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২,৩ হাজারের অধিক গ্রাহক নাই। অথচ এক একখানি প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র বাহির করিতে সকলকেই সবিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ইহাদের সহিত বিলাতের প্রাত্যহিক পত্রগুলির তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তথায় এক একখানি প্রাত্যহিক পত্রের এক লক্ষ দেড় লক্ষ গ্রাহক। প্রত্যহ এত কাগজ ছাপা হইয়া গ্রাহকবর্গকে বিলি করা হইয়া থাকে, অথচ কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় না। বিলাতে কি প্রণালীতে এবং কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা, শুনিলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সম্প্রতি

বিলাতের পত্রান্তরে একখানি প্রাত্যহিক পত্রের সবিস্তৃত পরিচালন-কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে ; পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা উহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিলাতে কার্য্যবিবেচনায় সম্পাদক অপেক্ষা সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, সহ-সম্পাদককেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। সম্পাদক কেবল সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিয়া থাকেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, সম্পাদকীয় মতামত সম্বন্ধে কাগজের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় যেন কোন পার্থক্য না ঘটে। কারণ তাহা হইলে সম্পাদককেই নিন্দনীয় হইতে হয়। ইহা ব্যতীত কাগজে কোন গ্লানি বা নিন্দাপূর্ণ কথা বাহির হইলে সম্পাদকেরাই তাহার নিমিত্ত দায়ী থাকেন। এবং তজ্জন্য বা অন্য কোন কারণে মকর্দ্দমা মামলা উপস্থিত হইলে, সম্পাদকদিগকে লইয়াই টানাটানি হইয়া থাকে ; সহ-সম্পাদকদিগকে আদালতে বা বাহিরের লোকের নিকট কোন বিষয়ে দায়ী থাকিতে হয় না। সম্পাদক বা তাঁহার অন্য কোন সহকারী প্রেরিতপত্রগুলি খুলিয়া পড়িয়া দেখেন। প্রকাশোপযোগী পত্রগুলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রগুলি দেখা ভিন্ন সম্পাদক আর কোন কার্য্য করেন না। কাগজের অবশিষ্টাংশ পুরাইবার ভার সহকারীর হস্তে অর্পিত থাকে। লিডস্-মারকরি, লিভরপুল-কুরিয়ার, গ্লাসগো-হেরাল্‌ড, ডেলিনিউস প্রভৃতি বিলাতের প্রাত্যহিক পত্রগুলিতে ৭২ হইতে ১০৮ "কলম" বা স্তম্ভ আছে। ইহার মধ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ৩, ৪ স্তম্ভ গিয়া থাকে ; ২৫ হইতে ৫০ স্তম্ভ বিজ্ঞাপনাদিতে যায় ; বাকী ৪০, ৫০ স্তম্ভ সংবাদ ও স্থানীয় সভাসমিতির কার্য্য-বিবরণাদিতে পূর্ণ থাকে। সহকারী সম্পাদককে এই ৪০, ৫০ স্তম্ভ প্রত্যহ লিখিয়া দিতে হয়।

আবার এত সংখ্যক কাগজ ছাপা হইবে এবং এত অধিক লিখিতে হইবে বলিয়া সেখানে প্রাতঃকাল হইতেই কার্য্য আরম্ভ হয় না,—সন্ধ্যার পর হইতেই হইয়া থাকে। এই সময়ে দুই একজন করিয়া লেখক (সহকারী সম্পাদকের সহকারী) আফিসে উপস্থিত হইতে থাকেন। তাঁহাদের নিকট হেড-আফিস হইতে সন্ধ্যার পর তারযোগে সংবাদ আসিতে আরম্ভ হয়। প্রথমে বাজার-দর ও জাহাজাদি গতিবিধির সংবাদ আইসে। সংবাদগুলি একজন সহকারী দেখিয়া কম্পোজিটারের ঘরে পাঠাইয়া দেন। রয়টার, সেণ্ট্রাল নিউস প্রভৃতি কোম্পানীর লোকেরা পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তারযোগে যে সকল সংবাদাদি পাঠাইয়া থাকেন, এই সময়ে তাহাও স্থানীয় পোষ্ট-আফিস সমূহ হইতে উপস্থিত হইতে থাকে। এই সকল সংবাদ আফিসে পৌঁছিবা মাত্রই কম্পোজিটারদিগের হস্তে অর্পিত হয় না। সংবাদগুলি কোথা হইতে আসিতেছে, কোন্ বিষয় সম্বন্ধে আসিতেছে, কিরূপভাবে চলিয়াছে, ইত্যাদি নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া দিতে হয়। রাত্রি ৮টার সময় সহকারী সম্পাদক উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কত স্তম্ভ লিখিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। বিজ্ঞাপনাদি বাদে যত স্তম্ভ লিখিতে হইবে তাহা জানিয়া লইয়া তিনি ঐ সকল সংবাদের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

সহকারী সম্পাদকের অতিশয় স্মরণশক্তি থাকা চাই, এবং তাঁহার লিখিত বিষয়গুলিতে কতস্থান পূরণ হইবে তাহাও জানা চাই। স্মরণশক্তি না থাকিলে একই কাগজের মধ্যে একবিষয় দুইবার যাইতে পারে ; আবার কোন বিষয় পূর্ব্বে যেরূপভাবে লেখা হইয়াছে, পরে সেরূপভাবে লেখা নাও হইতে পারে। এই কারণে তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তির আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার কণ্ঠাগ্রে থাকা আবশ্যক। নতুবা নগরাদির অবস্থান ও অন্যান্য তত্ত্বাদি সম্বন্ধে ভুল বিবরণ প্রকাশ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে পরদিবস সম্পাদককে তজ্জন্যে সাধারণ্যে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। এই জন্য সহসম্পাদককে সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া লিখিতে হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার সহকারীদিগকে স্থানীয় সংবাদাদি আবশ্যকানুসারে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া দিতে বলিয়া দেন। সহকারীরা স্থানীয় সভাসমিতির অধিবেশনের, কার্য্য-বিবরণ ও বক্তৃতা, এবং আদালতের আবশ্যকীয় মকর্দ্দমাদি সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাইতে থাকেন, তাহা অমনি তদনুসারে লিখিতে থাকেন। এই সময়ে আবার হেড-আফিস হইতে কতকগুলি সংবাদ আইসে, এবং ঐ সংবাদ সমূহ যে কয়েক পংক্তিতে লিখিত হইবে, সেইসঙ্গে তাহাও বলিয়া পাঠান হয় ; যথা—অমুক বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ৭৫ লাইন লিখিতে হইবে ; —অমুক স্থানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, ঐ সম্বন্ধে ১০০ লাইন লিখিতে হইবে;—অমুক স্থানে রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, —তৎসম্বন্ধে ৫০ লাইন লিখিতে হইবে, ইত্যাদি। সহকারী সম্পাদক এই সংবাদগুলি একত্রিত করিয়া, তাহাতে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া তাঁহার সহকারীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া থাকেন। আবার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের সময় উহার সুবিস্তৃত কার্য্যবিবরণাদি আসিয়া থাকে। এই বিবরণ প্রকাশে অনেক সময় গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। কখনও যেরূপ আশা করা যায়, হয় ত তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া গেল ; আবার কখন বা কম হইয়া পড়িল। এতদুভয়েরই জন্য সহকারী সম্পাদককে প্রস্তুত থাকিতে হয়। বেশী হইলে কাগজে তাহার স্থান সঙ্কুলন করিতে হয় ; আর কম হইলে তাঁহাকে স্বয়ং অন্য বিষয়ে লিখিয়া দিতে হয়।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া তিনি হিসাব করিয়া দেন যে, ইহাদ্বারা কাগজের সমুদয় স্থান পূরণ হইবে ; আর কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক নাই। তদনুযায়ী কাজ চলিয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময়ে অর্থাৎ রাত্রি ১২ টা কি ১ টার সময় হয় ত তারযোগে আবার কোন বিশেষ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সহকারী সম্পাদককে তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ প্রকাশের স্থান সঙ্কুলন করিতে হয়, এবং যতক্ষণ সম্ভব অপেক্ষা করিয়া, ঐ সম্বন্ধে যত কিছু নূতন সংবাদ আইসে, তাহা বিশদরূপে লিখিতে দিতে হয়। এই সময়েই তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া থাকে। কারণ, নূতন বিষয়টী যত স্থান অধিকার করিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা আন্দাজ করিয়া লইয়া, সেই হারে পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিষয় তখনও কম্পোজ হইতে যায় নাই, তাহা কমাইতে হয়।

ইহার পর প্রুফ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সহ-সম্পাদক তাহা দেখিয়া আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনাদি করিয়া দিতে থাকেন। প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিবার অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ ছাপা হইতে আরম্ভ হয় ; কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের এত অল্প সময় বাকী থাকিতেও শেষ যে নূতন সংবাদ আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আবার

তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়া আরও নূতন খবরাদি জানিয়া লওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত সহকারী সম্পাদকের সহকারী-দিগের নিকট হইতে লিখিত বিষয়গুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইলে, তিনি উহা দেখিয়া দিতে থাকেন। সময়ে সময়ে হয়ত কোন লেখা পছন্দ না হইলে তাঁহাকেই তাহা লিখিয়া দিতে হয়। আবার এই কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যখন যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আইসে, তিনি তাহাকেই তদ্বিষয়ে উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার সহকারীরা তাঁহাকে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কম্পোজিটারেরা ও নানাকথা জিজ্ঞাসা করে,—বিরক্ত না হইয়া তাঁহাকে সকলের কথারই সমানভাবে উত্তর দিতে হয়।

এইরূপে রাত্রি ৮ টা হইতে রাত্রি প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া সহ-সম্পাদক বিশ্রামলাভ করিতে আরম্ভ করেন। ৮ ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে কাগজের কার্য্য ও শেষ হইয়া যায়; সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে ৫০, ৬০ স্তম্ভ বিষয় লিখিত, সংশোধিত, অক্ষরে গ্রথিত, ও তাহার প্রুফ সংশোধিত হইয়া যায়! ব্যাপারখানা কি, বুঝিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সহকারী সম্পাদকের সহকারীরা প্রায়ই নূতন লোক হইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাঁদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া লন। ইহাঁরা কিন্তু একটু কাজের লোক হইলেই চম্পট দেন; এবং তজ্জন্য সহ-সম্পাদকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উপর আবার তাঁহার আইন কানুন সবিশেষ জানা চাই। নতুবা তাঁহার কোন অপরিপক্ক সহকারী দ্বারা হয়ত কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর—উক্ত সহকারীর কোন পূর্ব্ব-আক্রোশবশতঃ—কোন গ্লানিপূর্ণ বা নিন্দার কথা বাহির হইয়া যাইতে পারে। এ সমস্তও তাঁহাকে বিশেষরূপে দেখিয়া দিতে হয়। নতুবা অনেক সময় অনর্থক নিগ্রহভোগ ও অর্থক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বিলাতের কোন মিউনিসিপ্যাল সভার এক অধিবেশনে জনৈক সভ্য অপর কোন অনুপস্থিত সভ্যের নামে বলিয়াছিলেন, "তিনি ঘুষ লইয়াছেন।" কোন কাগজের সংবাদদাতা সভার কার্য্যবিবরণ পাঠাইবার সময় তাহা যথাযথ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সহ-সম্পাদকের সহকারীও তাহা না দেখিয়া ছাপিতে দিয়াছিলেন। সহ-সম্পাদকও ব্যস্ততা প্রযুক্ত উহা দেখিতে পান নাই; সুতরাং উহা ঐরূপভাবেই বাহির হইয়াছিল। যাঁহার নামে ঐ কথা বাহির হইয়াছিল পরদিবস তিনি ঐ কাগজের স্বত্বাধিকারীর নামে তজ্জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। স্বত্বাধিকারী ৭, ৮ হাজার ব্যয় করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিলেন। সহকারী সম্পাদকের সামান্য ভুলে বিলাতে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে ৬, ৭ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একখানি কাগজের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। আবার এক একখানি সংবাদ পত্র পরিচালনার জন্য কত লোক নিযুক্ত আছে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এদেশ অপেক্ষা সুসভ্য দেশসমূহে সংবাদপত্রের আদর আছে। তথায় গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এবং তাহারা তাহাদের দেয় টাকাও যথাসময়ে চুকাইয়া দিয়া থাকে। এদেশে ইহার কিছুই নাই। এই কারণে এদেশে সংবাদপত্রের এত অবনতি, আর বিলাত প্রভৃতি সুসভ্য দেশে সংবাদপত্রের এত উন্নতি। (সময়)

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। | ফাল্গুন, ১৩০৫। ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯। | ১১শ সংখ্যা।

নানা কথা।

জরা—ইন্দ্রিয়-সংযম, আহার-নিয়মরক্ষা, সার্ব্বকালীন প্রফুল্লচিত্ততা ও শরীর পটুতা জরাকে পরাভূত করিবার উপায়। অনিয়মে সত্বর জরা আগমন করে।

দান—মানব চরিত্র গঠনের যতগুলি উপকরণ আছে, দান উহার মুখ্য একতর। দানদ্বারা চরিত্র উদার, সহানুভূতিশীল ও মধুর হইয়া উঠে। ভুবিবিশ্রুত নিউটন বলিতেন—"যাঁহারা জীবদ্দশায় দান না করেন, তাঁহাদের দান দানই নয়।" "শূকর মুখ" দাতার উপখ্যানে "নানা দানং ময়াদত্তং রত্নানি বিবিধানি চ। নদত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরমুখঃ॥" বলিয়া কটুভাষীর দানের কু-কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত দাতা কখনও কটুভাষী হন না।

জোয়া'রে বাতাস—প্রাকৃত ভূগোলে বাতাবর্ত্ত, ঘূর্ণিত বাতাবর্ত্ত, ধূলিধ্বজ, বাণিজ্য বায়ু, মৌসুম বায়ু, উত্তর-পূর্ব্ববায়ু প্রভৃতি বিবিধ বায়ুর নাম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে যে বাতাস উৎপন্ন হয়, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। না থাকিবার কারণ সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ গ্রীষ্মমণ্ডলও তন্নিকটস্থ স্থানে যেরূপ, হিমমণ্ডল ও তৎসন্নিহিত ভূভাগে তেমন প্রবল নয়। আমাদের প্রাকৃতভূগোলগুলি ইংরেজীর অনুবাদ বা ভাষ্য। ইংরেজদের দেশ হিমমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী কাজেই সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ জনিত বাতাসের পরিবর্ত্তন ইংরেজ কি ইউরোপীয়দের পক্ষে তেমন অনুভূত হয় না। চন্দ্রার্কের আকর্ষণে জলের উচ্ছ্বাসের ন্যায় বায়ুরও উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। বরং বায়ুর অন্তরাকর্ষণ জল অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া জল অপেক্ষা বায়ু অধিক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এইজন্য জোয়ারের সমকালেই বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হয়, এই বেগবান্ বায়ুকে "জোয়া'রে বাতাস" বলে। দেশীয় নৌকা সর্ব্বদাই এই বাতাসের সাহায্যে পাল উড়াইয়া চলে। সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যের আকর্ষণে একরূপ বায়ুবিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে, উহার নাম "পোহাতে বাতাস" বা Morning Breeze। পোহাতে বাতাসের সাহায্যেও দেশীয় নাবিকেরা পাল দিয়া বড় বড় নদী পার হইয়া থাকে।

সংস্কার—সংস্কারের কাজ চির অফুরন্ত। অনেকের বিশ্বাস সংস্কার একবার হইলেই আর সে হৃদয়ে বা সমাজে কলঙ্ক-স্পর্শ করিতে পারে না।—যেমন মাজা ঘসা তৈজস পত্র, দুই দিন থাকিলেই কলঙ্ক মাখা হয়, সেইরূপ সংস্কারের কাজও বন্ধ থাকিলে সমাজ বা মানব হৃদয় মরিচা ধরে। যতদিন লোক আছে, লোকসমাজ আছে ততদিন সংস্কারের কাজও আছে। যে লোক বা যে সমাজ মনে করে তাহাদের সংস্কারের আর আবশ্যক করে না, তাহারা হয় মৃত, না হয় অন্ধ—জীবনী শক্তি নাই বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতি উন্নত সমাজেরও মধ্যে সংস্কার আবশ্যক হয়। মাজা ঘসা সব বিষয়েই আবশ্যক।

শলাকা পরীক্ষা—শলাকা পরীক্ষা পূর্ব্বকালের চতুষ্পাঠিতে শেষ ও কঠিন পরীক্ষা ছিল। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শলাকা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উহা এইরূপ—একটী সূচ্যগ্র লৌহশলাকা পুথির পত্রের উপর বিদ্ধ করিলে শেষে যে পত্র বিদ্ধ হইবে সেই পত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হইত। ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাকা কখন সবলে কখন বা অল্প বলে পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া শেষ বিদ্ধ নূতন নূতন পত্র ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া যাইত। বাসুদেবকে শতবারে শত পত্র ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল।

রঘুনাথ শিরোমণি—একদিন রঘুনাথ কোন কঠিনতর সমস্যার মীমাংসার্থ নবদ্বীপের পার্শ্বস্থ পর্ণক্ষেত্রে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এরূপ গাঢ় মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, পক্ষিগণ যে তাহার গাত্রে মলত্যাগ করিয়াছিল তাহাতেও সংজ্ঞালাভ হয় নাই। দিবা রজনী এইরূপে অতিবাহিত হয়। পরদিন প্রাতঃকালে চৈতন্য দেবের হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জল মস্তকোপরি নিপতিত হওয়াতে সচেতন হন। মনের এরূপ প্রগাঢ় বিনিবেশ না হইলে কেহ বড়লোক হইতে পারে না। রঘুনাথ বঙ্গদেশের নৈয়ায়িক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইহা হইতেই নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ইনি ন্যায়-শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যা-সাগরের ন্যায় "শিরোমণি" বলিলে কেবল রঘুনাথ শিরোমণিকেই বুঝায়। ইহাঁর রচিত গ্রন্থ গুলির সাধারণ নামও "শিরোমণি"।

দেড়বুড়ি—কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন "মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি।" এই হইতেই "দেড় বুড়ির" প্রচার। প্রথমে অতি সামান্য অর্থকে লোকে "দেড়বুড়ি" বলিত "দেড় বুড়ির মাহিনা চাঁটগায় বরাত্। আস্‌তে যেতে মায়না খরাত্।" কিন্তু এখন অতি সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর বুঝাইতে সর্ব্বত্রই "দেড় বুড়ি" প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—দেড় বুড়ির কাজ, দেড় বুড়ির ভাবনা ইত্যাদি।

আগম বাগীশী কাণ্ড—প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ রাত্রিতে কালীমূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজান্তে সেই রাত্রিতেই উহা বিসর্জ্জন করিতেন। এইরূপ নিত্য কালী পূজা করিতেন, লোকে উহার কিছুই জানিত না। এই জন্য যে সকল ঘটনা হঠাৎ প্রকাশিত হয় এবং লোকে কোন কারণ স্থির করিতে পারে না উহাকেই "আগমবাগীশী কাণ্ড" বলিয়া থাকে।

চক্ষুর ভাষা—কেবল রসনাই ভাব ব্যক্তির উপায় নয়। রসনা যত ভাব ব্যক্ত করে, চক্ষু তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করে। চক্ষুর অশব্দ ভাষার শক্তি, রসনার শক্তি অপেক্ষা তেজস্বিনী। চক্ষু নীরবে যত কথা বলে, রসনা তাহার অনেক গুলিরই অনুবাদ করিতে পারে না। চক্ষুর ভাষাই দিঙ্মাত্র ইংরেজী, বাঙ্গালা, পার্শী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রেমমাখা চক্ষু, রোষকষায়িত লোচন, প্রতিভাদৃপ্ত দৃষ্টি, লজ্জিত নয়ন, কত সুধা, কত গরল, কত স্বর্গ, কত নরক, কত জল, কত অগ্নি প্রকাশ করে!! চক্ষু কখন বা সুধার উৎস, কখন বা বিশ্বনাশী আগ্নেয়-গিরির অগ্নি প্রবাহ উদ্‌গীরণ করে।

রায় কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুর—ইহাঁর জন্মভূমি দক্ষিণ বিক্রমপুর। নিজের জন্মভূমি, কর্ম্মভূমি ও অন্তভূমি চট্টগ্রাম। ৫২ বৎসর বয়স গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুর অনন্ত শান্তি-ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইনি কর্ম্মবীর বলিয়া এদেশে সাধারণে বিদিত ছিলেন। এইরূপ অক্লান্তকর্ম্মা লোকের যেরূপ পদোন্নতি, গৌরব ও ক্ষমতা হওয়া উচিত ইহাঁর তাহার কিছুরই অন্যথা হয় নাই। পরসেবা ইহাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। ইনি আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত অপরিচিত, স্ব-দেশী বিদেশী কাহারো সেবা করিতে পরাঙ্মুখ হন্ নাই। চট্টগ্রাম কোর্টঅবওয়ার্ডসের জেনেরাল ম্যানেজার করিয়া ভগবান্ তাঁহার হাতে অতুল ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য যখন যাহার যে কোন অভাব হইত অনায়াসেই তিনি তাহা পুরণ করিতে পারিতেন। কেহ তাঁহাকে আপন অভাব জানাইলে তিনি আত্মকার্য্য-জ্ঞানে তাহা সম্পাদনে যত্ন করিতেন। রাজাও ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে কখনও অসন্তুষ্ট করিতেন না। জেলার কমিশনর, কালেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষ-গণ তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লেখা পড়ায় একজন বড়লোক ছিলেন না। কিন্তু উদ্যম ও কার্য্যদক্ষতায় পরিচিহ্নিত ছিলেন। তাঁহাকে অনেক কাজ করিতে হইত; কিন্তু কখনও তিনি কার্য্যভারে পরিশ্রান্ত হন্ নাই। এই কার্য্য ক্ষমতাই তাঁহাকে ধনে, মানে, পদে, গৌরবে উন্নত করিয়াছিল। সর্ব্বগুণে বিভূষিত কেহ থাকে না। দু একটী গুণের পরমোৎকর্ষই লোককে সমাজের সিংহাসনে বসাইয়া দেয়।

ব্রহ্মচারী।

[আমোদ]

১। আমার আমোদ নির্দ্দোষ ও পবিত্র। উহা আমার শরীর মন উভয়কেই সুস্থ ও সুখী করে।

২। কি অধ্যয়ন, কি আহার পান, কি কাজ কর্ম্ম, সকলেই আমার আমোদ হয়।

৩। পড়িবার সময়ে যোগমগ্ন হই কেন? প্রকৃতির যবনিকাভ্যন্তরে কি দেখিয়া কি শুনিয়া, অত মুগ্ধ হই কেন? সজন নগরে ও বিজন বনে আমার নব নব ভাবোচ্ছ্বাস হয় কেন? কখন বা সকলে মিলিয়া তাণ্ডব সংকীর্ত্তন, কখন বা একাকী নির্জ্জনে গুণ গুণ রবে সঙ্গীত করি কেন? সকলেরই এক উত্তর, আমি আমোদ পাই।

৪। আমি প্রকৃতির বিচিত্রতা দেখিয়া মানুষের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া আমোদ পাই; বিশ্রামেও আমার আমোদ। কার্য্যে ও ক্রীড়া কৌতুকে আমি সমান আমোদ করি।

৫। ভগবানের গুণস্তুতিতে আমার নিত্য আমোদ। সাধু সজ্জনের সঙ্গে সঙ্গতি ও আমার আমোদের নিদান।

৬। আমি এক আমোদে পরিশ্রান্ত হইলে আর এক আমোদের রস পান করি।

৭। অনেক মিষ্টির পর টক্, অনেক রসের পর নীরস, অনেক মধুর চিন্তার পরে কঠোর চিন্তায় আমার আমোদ হয়।

৮। আমি পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া মধুর চিন্তা-রস পান করি। অবিশ্রান্ত চিন্তা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর গুণ গুণ গান করিয়া বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করি।

৯। পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান কালে আনন্দ লহরী তুলিয়া সন্তরণ করি।

১০। মৃদু হাসি আমার মুখের ভূষণ, অট্টহাসি কদাচিৎ করিয়া থাকি।

১১। কূর্দ্দন, উল্লম্ফন, দৌড়ন, ভ্রমণ, গৃহ মার্জ্জন, দ্রব্যাদি পরিষ্করণ, বৃক্ষসেবা এসকল আমার ব্যায়াম-মিশ্র আমোদ।

১২। আমি নারীজাতিকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া সম্মান করি, তাঁহাদের প্রতি কোন কুভাব-পোষণ করি না। তাঁহাদের কোন কিছু লইয়া হাস্য পরিহাস কি আমোদ করি না। অতি পবিত্র ভাবে নারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকি।

১৩। আমি বিশুদ্ধ গান শুনি ও বিশুদ্ধ গান করি। আমি অশ্লীল বা কুভাব উদ্দীপক গান শুনিলে কাণে হাত দিই।

১৪। পতিতা নারীদের নাচ গান আমার চক্ষু কর্ণের শূল। আমি কদাচিৎ থিয়েটার দেখিতে যাইয়া থাকি। যে থিয়েটারে বারবনিতারা অভিনয় করে, সে থিয়েটার আমার কালকূট—দেশের মৃত্যুর নিদান।

১৫। আমি মধ্যে মধ্যে ভোজবাজি, আতস বাজি কি অন্যরূপ তামসা দেখিয়া আমোদ সম্ভোগ করি।

১৬। তাস, পাশা, দপা অনর্থের মূল বলিয়া আমি ও সকল খেলা ভাল বাসি না। আমোদে অনর্থ—অমৃতে গরল।

১৭। আমি কখন কখন সুবক্তাদের মুখামৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। সভা সমিতি করিয়া সদালোচনায় আমোদ প্রাপ্ত হই।

১৮। আলাপে আমার আমোদ হয়। বন্ধু জনের বিশ্রব্ধ আলাপ সর্ব্বপ্রকার শান্তি ও অবসন্নতা দূর করে। প্রতিদিন নৈশ আহারের সময়ে বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিয়া গল্প স্বল্প করিয়া বিমল আনন্দভোগ করি। বিশ্রাম সময়েও মধ্যে মধ্যে আমাদের মধ্যে গল্পামোদে হাসির তরঙ্গ উঠে।

১৯। নিন্দাচর্চ্চা আমি ভাল বাসি না। নিন্দুকের কুৎসাব্যঞ্জক হাস্য পরিহাস হইতে আপনাকে সাবধানে দূরে রাখি।

২০। পংক্তি ভোজনে আমার আমোদ হয়। দশ জনে মিলিয়া একত্রে আহার স্বর্গের সুধা-পান। কখন বা দু একজন বন্ধু আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আমি সে অমৃতকণা পান করি।

২১। সময়ে সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট ফুটবল, টেনিস, কপাটি, ছি দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়া আমোদিত হই। জিত হার আমার তেমন লক্ষ্য থাকে না। ব্যায়াম চর্চ্চা ও বিশুদ্ধ আমোদই মনকে প্রসন্ন রাখে।

[শয়ন]

১। আমি দিবসের কার্য্য ও পাঠ সমাপন করিয়া শয়ন করি।

২। আমি একাকী এক শয্যায় শয়ন করি।

অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত না হইলে কখনও অন্যের সহিত শয়ন করি না। আমি রুগ্ন ব্যক্তির সহিত কখনও একত্র শয়ন করি না।

৩। আমি নিদ্রার অধীন নই। কদাচ অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতে পারে না।

৪। আমি শয়নের স্থানে শয়ন করি। পড়িবার স্থানে কখনও নিদ্রা যাই না।

৫। আমি শয়নের পূর্ব্বে শয্যা রচনা করিয়া লই, বিছানায় ধূলি বালি কিছু থাকিলে ঝাড়িয়া ফেলি। অপ্রস্তুত শয্যায় শয়ন করা আমার অনভ্যস্ত।

৬। আমার শয্যা আড়ম্বর শূন্য—খাট তোষক লেপ শিয়রের বালিশ আস্তারণ ও মশারি সকলই সামান্য, কিন্তু সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি পাশের বালিশ ব্যবহার করি না।

৭। আমি লেপ ও বালিশে ওয়ার ব্যবহার করি; আমার মশারি সূক্ষ্ম বস্ত্রের, বায়ু তাহার ভিতর দিয়া সহজেই চলাচল করিতে পারে।

৮। সচরাচর শয়ন কক্ষের মস্তকের দিকের একটী জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করি। ঝড় বৃষ্টি শীতবাতে সমুদয় গবাক্ষই বন্ধ করিয়া দিই। আমি এইরূপে শয়ন করি, প্রবহমাণ বায়ু আমার মুখে ও মস্তকে লাগে; কদাচও, কেবল পায় লাগিতে পারে না।

৯। আমি রোগে বা শোকে অভিভূত না হইলে দিবা নিদ্রা যাই না। অতি মাত্রায় রাত্রি জাগরণ কি অতি পরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলে কদাচিৎ দিবা নিদ্রায় ক্লান্তি-দূর করিয়া থাকি।

১০। আমি প্রতিদিন যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয়ন করি। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সময়ের অন্যথা করি না। গল্প বা নাটক নভেল পাঠ করিতে আমি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখি "শয়ন-কাল অতিক্রম করিব না।"

১১। একটী ম্যাচবাক্স সর্ব্বদাই আমার বালিশের নীচে থাকে। শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে উহার অনুসন্ধান করি এবং যথাস্থানে রাখিয়া দিই।

১২। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপে তৈল আছে কিনা দেখিয়া লই, না থাকিলে তৈল দিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করি।

১৩। শয়নের পূর্ব্বে প্রদীপ দিয়া একবার বিছানা ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

১৪। শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে আমার আবশ্যকীয় বই গুলি ও দ্রব্যাদি যথাযথরূপে সজ্জিত করিয়া রাখি। এবং আগামী কল্য কি কি বই পড়িব, কতদূর পড়িব ও কি কি কাজ করিব তাহা ডায়েরিতে লিখিয়া রাখি।

১৫। শয়নের পূর্ব্বে ভগবানকে স্মরণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করি।

১৬। নিদ্রাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখন বা পাঠ্য বিষয়ের, কখন বা কোন সাধু মহাজনের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে বিমল সুখানুভব করি।

১৭। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি শান্তিদাতা ভগবানের নাম গ্রহণ ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া শয্যা উত্তোলন করি।

শিক্ষকের পরিচয়।

আমাকে সকলে শিক্ষক বলে; কিন্তু আমি কিছুই শিক্ষা দিই না। আমি বলি, আমি শিক্ষক নই, কিন্তু কেহ তাহাতে আস্থা স্থাপন করে না। লোকে বলে, "তোমার স্কুল আছে, ছাত্র আছে, ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয়, উত্তীর্ণ হয়। তবে তুমি শিক্ষা দাও না, শিক্ষক নও, ইহার মানে আমরা বুঝি না।"

শিষ্য ও আচার্য্যের ভাবটা আমাদের দেশের অস্থি মজ্জা। "গুরু কে?" ইহার উত্তরে যে দেশ বলে, "এক অক্ষর যিনি শিক্ষা দেন তিনিই গুরু", সে দেশে শত শত গুরুর অভাব কস্মিন্ কালেও ঘটে না। সে দেশ গুরুবংশের ব্রহ্মোত্তর ভূমি, সে দেশে শিষ্য পাওয়াই দুর্ঘট। সে দেশে সকলই শিক্ষক, আমিও শিক্ষক।

কালীকান্ত শিরোমণি বিক্রমপুরের একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনন্দনের সমগ্র সংগ্রহ তাঁহার ক্ষুদ্র রসনাতে মুদ্রিত ছিল। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কয়েক খান সংহিতাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। একদা স্মৃতির একটী কূট কথা লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ হইতে ছিল। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন "মনু" তিনি পড়েন নাই, নিজে নিজে দেখিয়াছেন মাত্র। কিন্তু মনুসংহিতায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনু আপনি পড়েন নাই, ইহার অর্থ কি?" তিনি বলিলেন "গুরু গম্য না হইলে পড়িয়াছি বলিতে পারি না।" মনু আমি গুরুর নিকট পড়ি নাই। নিজে নিজে দেখিয়াছি। "গুরুগম্য" আমাদের দেশের শিক্ষার ভিত্তি। কাজেই নিজে নিজে কিছুই শিখা যায় না। ইহা আমাদের শিক্ষা জ্যামিতির প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। তুমি যদি কিছু শিখিয়া থাক, গুরুর নিকট শিখিয়াছ। আমার স্কুল আছে, অনেকে পড়িতে আসে, কাজেই, আমিও বহু শিষ্যের গুরু বা শিক্ষক।

ভাবিয়া দেখি, মন আমার কোনরূপেই আপনাকে গুরু বা শিক্ষক বলিতে রাজি নয়। কাজেই আমি গুরু বা শিক্ষক নই। দশজনে বলে বলুক, কিন্তু আমি আপন মনে বলি "আমি শিক্ষক নই।"

একজন ওমেদার তাহার শিক্ষকের এক-খান সার্টিফিকেট আবেদন পত্রের সঙ্গে দিয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে—"He read with me" কথাটা আমার প্রাণে লাগিল, নীরবে প্রাণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিল। প্রাণ বলিল কথাটা একটুকু ভুল হইয়াছে। আমি লিখিলে "I read with him" লিখিয়া দিতাম। এবং বুঝিতাম সত্যই সে আমার সহিত পড়ে নাই, আমিই তাহার সহিত পড়িয়াছি। আমি জানি অধ্যয়ন শিক্ষার আরম্ভ মাত্র, অধ্যাপনায় উহার পূর্ণতা হয়। লোক চিরকালই শিক্ষা করে, শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা করাটা মুখ্য, শিক্ষা দেওয়া গৌণ বা আনুসঙ্গিক। পৃথিবীতে গৌণ কর্ম্মই নিরন্তর উক্ত হয়, মুখ্য কর্ম্ম সর্ব্বদাই অনুক্ত বা চির আঁধারে আবৃত থাকে। এই জন্য সংসারে আত্মা অপেক্ষা শরীরের প্রাধান্য। এই নিমিত্তই শিক্ষাকরা না বলিয়া শিক্ষাদান বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র শিক্ষক সকলেই শিক্ষা করে সকলেই ছাত্র।

সে যাহউক, গৌণ পক্ষেও আমি শিক্ষা দিই না। অনেকে সে শিক্ষা দেন। আমি ছাত্রদিগকে কি বলি, কি করি, তাহার দু একটা নমুনা দিতেছি। তাহা হইলেই আমার কথাটা

বিশদ হইবে। কেহ আমাকে কোন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বলি "অভিধানে কি এ শব্দ নাই?" যদি বলে, "দেখি নাই।" "আমি বলি" অভিধান আন, অর্থ বাহির কর।" অর্থ বাহির করিয়া যদি বলে, "নানা অর্থ লিখিত আছে, কোন্ অর্থ হইবে বুঝি না।" আমি বলি, "বইর সঙ্গে মিলাইয়া দেখ কোন্ অর্থ হইবে?" বইর সঙ্গে মিলাইয়া যখন উহার ঠিক অর্থ বলে, তখন আমিও বলি "ঠিক হইয়াছে।" কেহ কখন কোন একটী আঁক না করিতে পারিয়া আমাকে কষিতে দিলে, আমি বলি, "তুমিই আরম্ভ কর।" সে যখন কষিতে থাকে, আমি এক মনে দেখিয়া যাই। যেখানে ভুল করে সংশোধন করাইয়া লই। যেখানে ঠেকে কারণ জিজ্ঞাসা করি। সে কাঠিন্য দূর করিবার উপায়টী মাত্র নির্দ্দেশ করি। এইরূপে নিজেই সেই অঙ্কটী কষিয়া ফেলে। এইজন্য আমি মনে করিতে পারি না, আমি কিছু শিক্ষা দিই। কেহ পথিককে পথ বলিয়া দিলে তো সে আর সেই পথিকের শিক্ষক হয় না? আমি তবে কেন শিক্ষক হইব? আমার কাজ পথ বলিয়া দেওয়া মাত্র।

এক কথায় আমার পরিচয় দিতে হইলে আমি বলিব "আমি উত্তর সাধক।" ছাত্রেরা নিজেরাই পড়ে, নিজেরাই বোঝে। যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি বলি, "ঠিক হইয়াছে।" কখন কখন বলি, "আবার কর, ঠিক হয় নাই।" কাজেই আমি শিক্ষাদান করি না বলিয়াই শিক্ষক নই। আমি হাঁ, না করি বলিয়া উত্তর সাধক।

তবে একটা কথা—শিক্ষাদান না করিলে ছাত্রেরা নূতন বিষয় কিরূপে শিক্ষা করে? ইহার উত্তর—নিজে নিজে শিক্ষা করে। আমি পথ বলি, তাহারা সে পথে চলে। তাহারা পড়ে, বলে, আমি শুনি। তাহারা চলে, করে, আমি দেখি। কেহ আছাড় পড়িলে আমি কদাচিৎ তাহাকে হস্তাবলম্বন দিই, সে তদবলম্বনে আপনিই উঠে। আমি হাতে ধরিয়া কাহাকে কখন উঠাই না। পতিতকে যিনি হাতে ধরিয়া উঠান তিনিই শিক্ষক। অজ্ঞানকে যিনি জ্ঞান দান করেন, যে জানে না, বুঝে না, তাহাকে যিনি বুঝাইয়া দেন তিনিই শিক্ষক, আমার সে কাজ নয়।

আমি কিছুই বুঝাইয়া দিই না, বুঝিয়া লই। প্রত্যেক বিষয়ই কিরূপে নিজে নিজে বুঝিতে হয় তাহার সূত্র ধরাইয়া দিই। প্রত্যেক বস্তুই অনেকগুলি পরমাণু সমষ্টি। বস্তুর পরমাণুরন্যায় প্রতি বিষয়েরই অণু বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে। যখন কোন ছাত্র কোন বিষয় বোঝেনা বলে, তখন সেই বিষটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করি এবং উহার যে অংশটী ছাত্রটীর বোধগম্য তাহা হইতে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করি। এইরূপ প্রশ্নোত্তর পরম্পরা সে অগম্য বিষয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, এবং পরিশেষে সমগ্র বিষয়টী তাহার বোধায়ত্ত হইয়া পড়ে। আমি বলি, "যাহা বুঝিতে চাহিয়াছিলে তাহা তোমার বোঝা হইয়াছে।"

সাহিত্যের কোন ভাব বুঝিতে না পারিলে আমি সমস্ত বিষয়টীর একটী ছবি আঁকিতে বলি। আঁকা বর্ণনাতে হইলেও যেন প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছে এইরূপ না হইলে ছাড়ি না। তার পর বলি, "এখন বল তোমার মনে কি কি ভাবের উদয় হইতেছে?" জিজ্ঞাসাকারী আপনিই একে একে সমুদয় বলিয়া যায়। আমি তাহাকে কোন কথা বলিনা; কিন্তু তাহার বলার শেষ না হইতে হইতেই সে বলে, "বুঝিয়াছি"। ইহাতে আমার কাজ কেবল প্রবহমাণ স্রোতের

সম্মুখের জঞ্জাল দূর করিয়া দেওয়া। স্রোতঃ আপনিই প্রবাহিত হইতে থাকে।

আমার আর এক কাজ—আমি প্রহরী। আমি শ্রেণীতে বসিয়া পাহারা দিই। বিদ্যালয়ের নিয়মের কেহ অন্যথা করিলে শাসন করি। আমি কেবল নিয়মরক্ষা জন্যই শাসন করি। আমার শ্রেণীটী একটী নিয়মতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য। আমি সেই রাজ্যের চিরজাগরিত প্রহরী। আমি নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যভিচার সহ্য করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা, ছাত্রশিক্ষক সকলেই নিয়মকে পূজা করিতেও ভয় করিতে শিক্ষাকরে। আমি যদি নিয়মের নূতন কোন একটা নাম করিতে স্বত্ববান্ হইতাম, তবে উহার "নি" কাটিয়া "যম" নাম রাখিতাম। তাহা হইলেই সকলেই উহাকে ভয় করিত, ভক্তিও করিত। কেবল উপসর্গটী উপরে পড়িয়া নানাবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিয়াছে। চোখে ধূলা দিয়া লোকে কথা বা শিষ্টাচারের যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হয় না। সৈনিক জাতির মধ্যে নিয়ম আর যম একই কথা। নিয়ম ভঙ্গ করিলেই কৃতান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়। বাঙ্গালী জাতি সৈনিক জাতি নয়, নিয়মের মর্য্যাদা জানে না। অনায়াসে নিয়মভঙ্গ বা শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। এইজন্য আমি সহস্র লোচনে শ্রেণীর নিয়ম রক্ষায় নিযুক্ত থাকি। আমার ক্রোধ বা বিদ্বেষভাব চরিতার্থ করিতে আমি শাসন করি না। বরং সেরূপ কোন ভাব হইলে আত্মসংযম শিক্ষা করি। বিদ্যালয়ের নিয়ম আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসি। এইজন্য আমি নিয়মভঙ্গের নিমিত্ত গুরুতর শাসন করিয়া থাকি।

সত্য বলা।

অনেকের মতে সত্য বলাই পরম ধর্ম্ম। সত্যের মহিমাকীর্ত্তনে সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই পরিপূর্ণ। কেবল মাত্র সত্য কথনের জন্য আদিম কাল "সত্যযুগ" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। "সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম" ইহার অর্থ সত্যযুগে কেহই মিথ্যা বলিতে জানিত না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি যুগচতুষ্টয় সত্য কথনেরই সোপান পরম্পরা। ত্রিপাদ সত্য কথা বলিয়া ত্রেতা, দ্বিপাদ সত্য কথা বলিয়া দ্বাপর এবং একপাদ সত্য বলিয়া কলিযুগ প্রসিদ্ধ। এই যুগধর্ম্মালোচনার একটী গূঢ়তত্ত্ব এই :—অসত্য ক্রমে মানব সমাজে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজে মিথ্যা বলাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বিদিত সত্যের অপলাপ করা কাহারও সাধ্যাধীন নয়। সত্য বলাই মানব প্রকৃতি-নিষ্ঠ-ধর্ম্ম—যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, যাহা বলিলাম, যাহা করিলাম, তাহার কোনটীরই ব্যতিক্রম করিয়া বলা বিনা কারণে হইতে পারে না। যতই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় কার্য্য কারণ বুদ্ধিও ফলাফল বিচার শক্তি ততই বাড়ে। বুদ্ধিও তখনি লাভক্ষতির কণ্টী ধরিয়া লোককে অসত্য বলিতে প্রবর্ত্তিত করে। অসত্যবাদিতা ও ভীরুতা কার্য্য-কারণ-বিপর্য্যয়। মৃষাভাষণে ভীরুতা জন্মায়, আবার ভীরুতাও মিথ্যা বলিতে প্রবর্ত্তিত করে। বহু বৎসরের দাসত্ব লোককে ভীরু ও মিথ্যাবাদী করে। স্বার্থান্ধতা, কখন কখন অসত্যকেও সত্যবৎ

প্রকটিত করিয়া মিথ্যা বলায়। বিবিধ পাপ দুর্ব্বলতায়, এবং লোকসমাজে আত্মমর্য্যাদা ও প্রধান্যরক্ষা করিতে যাইয়া লোকে মিথ্যাকথনে প্রবর্ত্তিত হয়।

শিশুকাল মানব জীবনের সত্যযুগ। শৈশবে কেহই অসত্য বলিতে পারে না। অথবা মানব শিশু যতদিন ফল চিন্তা করিতে পারে না, সহজ-সত্যের পথে চলে, ততদিনই তাহার শৈশব। কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির সহিত শৈশবের পতন হয়; কল্পনা করিতে জানে না বলিয়া অনেকের বাল্যাবস্থায় এমন কি যৌবনেও শিশুত্ব দেখা যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন শিশুর আত্ম-সীমার মধ্যেই কল্পনা শক্তির প্রাগুদয় লক্ষিত হয়। কল্পনা-প্রিয় শিশু গল্প রচনা করে। সমবয়স্কদিগকে চকিত বা ভীত করিবার মানসে কখন কখন অদ্ভূত অসত্য কথা প্রচার করে। কখন বা শুদ্ধ আমোদই এইরূপ জল্পনা বা কল্পনার মূলে অবস্থিত থাকে।

লোকের মনের দিকে চাহিলেও সত্য বলিবার বাধা উপস্থিত হয়। প্রকৃতি গঠিত না হইলে কেহ অপ্রিয় সত্য বলিতে পারেনা। অনেকে ভদ্রতার নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া সত্যের মুখে পাথর চাপা দিয়া রাখে। অনেক শিশু শাসন ভয়ে অপ্রিয় সত্য একেবারে গিলিয়া ফেলে এবং "হা" কে "না" করে। বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি না পাইলে লোকে ফলাফলও আপনার লাভ ক্ষতি বুঝিতে পারে না।

বালকেরা আমোদের জন্য অনেক সময় মিথ্যা ঘটনা রচনা করে কিংবা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে। কৃষ্ণদাসের মত মিথ্যা কাহিনীর জন্ম দানকরা বুদ্ধিমান আমোদ-প্রিয় বালকের পক্ষে বিরল উদাহরণ নয়। অনেক বালক স্মৃতিদৌর্ব্বল্য বা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ যথাযথরূপে সমস্ত কথা বলিতে পারে না। কিন্তু তাহারা মিথ্যা বলে-না। কাজ না থাকাতেই "আষাঢ়ে গল্প" এর সৃষ্টি। যাহাদের তেমন কাজ কর্ম্ম নাই, যাহারা "নিদ্রয়া কলহেন বা" কোনরূপে সুদীর্ঘ সময় অতিপাত করে, তাহারাই তিলকে তাল করে। যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে রাত দিন দৌড়াদৌড়ি করে, তাহারা কোন বিষয়ে মিথ্যা রচনা করিবার অবসর পায় না। কার্য্যব্যস্ত লোকের কল্পনা শক্তি অমানিশার চন্দ্রকলা, থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না।

আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া অনেকে "কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকে।" উহা আপাততঃ মিথ্যা না হইলেও মিথ্যার জন্মভূমি—কপটতা। সঙ্কোচ ও কপট-ব্যবহার মিথ্যা বলিতে সঙ্কেত করে। সঙ্গিদোষে লোক অনেক সময়ে মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে। যাহাদের কার্য্যকারণ জ্ঞান তেমন বিকসিত হয় নাই তাহারা প্রায়ই এইরূপে বিভ্রান্ত হয়। এইজন্য অসভ্যেরা বা অশিক্ষিতেরা সভ্য বা শিক্ষিতদের সঙ্গে মিলিয়া "সারগুণ না পাইলেও ছারগুণ পায়।"

উদ্দেশ্য বিহীন মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি সহজেই দমন করা যায়। আমোদার্থ মিথ্যা বলার ইচ্ছা দমনকরাও তেমন কঠিন নয়। মিথ্যা রক্ত মাংসে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এক-টুক সামান্য শাসনেই উহা নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু স্বার্থমূলক মিথ্যার স্বাদ পাইলে শিশুরাও সহজে তাহা পরিহার করিতে পারে না।

অনেক পরিবারে শিশুরা মিথ্যা বলিতে উপদিষ্ট হয়। অনেক পরিবারে, গুরুজনদিগকে প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ করিতে দেখিয়া প্রথম প্রথম শিশুরা অবাক্ হয়, কিন্তু পরে

নিজেরাও অসঙ্কোচে তদনুসরণ করিতে ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করে না।

সত্য বলা স্বাভাবিক হইলেও শিশুপ্রকৃতিতে অতি সতর্কভাবে উহার প্রহরিতা করিতে হয়। কৃষক যেমন বেড়াদিয়া আপনার কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করে, বালক প্রকৃতির চারিদিকে সেরূপ শক্ত বেড়া না দিলে কখন কোন্ অলক্ষ্যসূত্র ধরিয়া অসত্য প্রবেশ করিবে বলা যায় না। শিশুকে অতি মাত্রায় শাসন করিলে ভয়ে সে মিথ্যা বলিয়া পার পাইতে চেষ্টা করে। প্রহারিত ও অতিতাড়িত শিশুবংশই মিথ্যাবাদিদলের প্রধান সেনা।

কোন্‌গুলি সামান্য দোষ, কোন্‌গুলি বড় দোষ তাহা স্থির করিতে অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের বিশেষ দক্ষতা থাকার প্রয়োজন। লঘুদোষে গুরুতর শাস্তি দিলে হিতে বিপরীত হয়। শিশুরা আগুন লইয়া খেলা করিলে অনেক বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। শিশুরা প্রকৃতি জানে না বলিয়া ঐরূপ খেলা করা উহাদের পক্ষে একটা গুরুতর অপরাধ নয়। কিন্তু একবার নিষিদ্ধ হইয়া পুনরায় করিলে গুরুতর দোষ হইল। শিশুদের অবাধ্যতাই অশেষ দোষের আকর। কিন্তু অনেক অভিভাবক অবাধ্যতা অপেক্ষা অকার্য্যকরণ-জনিত ফলকেই গুরুতর মনে করেন। অস্থিরতা, কৌতূহল-পরায়ণতা, প্রাকৃতিক নিয়মের অজ্ঞতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ শিশুরা দ্রব্যাদি ভাঙ্গে, বিশৃঙ্খল করে ও নষ্ট করে। এইগুলি শিশুদের পক্ষে মহাপরাধ নয়। অনেক জনক জননী অসহিষ্ণু হইয়া এই সকল সহজ দোষের জন্য গুরুদণ্ড বিধান করেন।

শিশুরা অতি সহজেই পিতা মাতার বাক্য মনের পার্থক্য ধরিতে পারে। পিতা মাতা মনে একভাব রাখিয়া মুখে আর এককথা বলিলে শিশুরা কপট ব্যবহারে দীক্ষিত হয়, এবং উহাতেই মিথ্যা বলিবার সূত্রপাত হয়। শিশুদের নিকট অভিভাবকদের সর্ব্বদাই অমায়িক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; আদর করিতে ও মন মুখের দ্বৈধভাব পরিহর্ত্তব্য।

যে সকল বালক মিথ্যা বলিতে শিখিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু সময় দিলে সত্য বলিতে বাধ্য হয়। ইহাদিগকে তাড়াতাড়ি কোন কিছু বলিতে পিড়াপিড়ি করা ভাল নয়।

কোন বালক মিথ্যা বলিলে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সত্য বলিতে বৃথা চেষ্টা না করাই ভাল। ভয় প্রদর্শন করিলে সে মিথ্যার অনন্ত জাল ছড়াইয়া বসিবে। বরং সত্য বলিতে উৎসাহিত করিলে কথিত মিথ্যা প্রত্যাহার করিবে।

শিশুরা সত্য বলে; কিন্তু উহা সত্যবাদিতা বলা যাইতে পারে না। সংসারের নানা পরীক্ষার ভিতরে যাহার সত্য প্রকৃতি বিচলিত না হয় সেই সত্যবাদী। সত্যবাদিতা যাহার চরিত্রের বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাকে যেরূপে ইচ্ছা কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু সত্য মিথ্যার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান বালককে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ঘুণাক্ষরে ও অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইতে হইবে না। এইরূপ বালককে "তুমি ইহা করিয়াছ কিনা?" জিজ্ঞাসা করিলে সে চকিত হইয়া বলিবে "না"। উহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই বলিবে "তুমি উহা করিয়া থাকিলেও আমি তেমন বিরক্ত হইব না। কিন্তু তুমি যদি করিয়া থাক এবং না বল তবে বড়ই অসন্তুষ্ট হইব।"

এইরূপ মুখ বন্ধ করিয়া বলিলে সত্য কথা বলিতে তেমন ভীত হয় না। কখন বা মিথ্যা বলিলে কি কঠিন শাস্তি পাইবে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলে সত্য বলিয়া ফেলে। যখন কোন বালক অসতর্কতা নিবন্ধন কোন বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলায় এবং কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার নিকটে আইসে, তখন তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবে "আমি জানি তুমি জানিয়া শুনিয়া জিনিসটী ভাঙ্গ নাই, তুমি অসবধান ছিলে বলিয়াই ভাঙ্গিয়াছে। অতএব অসাবধনতার জন্যই আমি শাস্তি দিব, জিনিস ভাঙ্গিয়াছ বলিয়া কোন কঠিন শাস্তি দিব না। এখন সত্য বল।" এরূপ বলিলে বালক বালিকারা অসত্য বলিতে সঙ্কোচিত হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

বস্তু সংগ্রহ মানবের অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসার অজস্র উত্তেজনার ফল। মানব কৌতূহল-বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কেবল অন্যের উদ্ভাবিত তত্ত্ব জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া নূতন তত্ত্ব নির্ণয়ে তাহার সহজেই আগ্রহ জন্মে। সে আগ্রহ উদয়োন্মুখী প্রতিভার জটিল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত মর্ম্মোৎঘাটনে তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। মঞ্জূষা বা মিউজিয়ম (বস্তু সংগ্রহ) মানবের সেই উদ্দীপ্ত অনুসন্ধিৎসার পরিপক্ক ফল।

বস্তু সংগ্রহ অতীতের কীর্ত্তিস্তম্ভ ও ভবিষ্যজ্ঞান রাজ্যের তোরণ দ্বার। এক একটী মিউজিয়ম পৃথিবীর ইতিহাস, কালের অভিনয়, প্রকৃতির বিপর্য্যয় এবং মানবের ক্ষুরধার-বুদ্ধি ও শিল্প-চাতুর্য্যের অভ্রান্ত সাক্ষী। দেব ভাষায় অঙ্কিত ইহার আত্ম-চরিত্র ইহারই ভিতর, দিব্যচক্ষে অধ্যয়ন করিতে হয়। ইহাতে অতীতের জ্ঞান বর্ত্তমানের চিন্তায়, অতীতের ক্রিয়া বর্ত্তমানের ভাষায় অভিব্যক্ত। ভবিষ্যত্ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বীজ ইহাতেই উপ্ত রহিয়াছে।

মিউজিয়ম শিক্ষার্থীর জ্ঞান-তীর্থ; ইহার সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যে অজ্ঞানান্ধকার ক্ষয় হয় এবং অনন্ত জ্ঞান রাজ্যের মহিমান্বিত মধুর জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্যে অন্তশ্চক্ষু ঝলসিয়া উঠে। ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্য ও বৈভব দেখিয়া প্রাণ মন মুগ্ধ ও বিমল আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

এই বস্তু মঞ্জূষা বা (Museum) মিউজিয়মের ইতিহাস সুদূর কালগর্ভে নিহত। অতি প্রাচীনকলে নব বিদ্যাধরীর (Nine Muses) মন্দিরকেই মিউজিয়ম বলা হইত। এই সকল মন্দির বিদ্যাধরী দিগের অধিষ্ঠান স্থান বলিয়া বিজ্ঞান, শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যা আলোচনায় উৎসর্গীকৃত হইত। ইহাদের মধ্যে খৃঃ পূর্ব্ব ২৮০ অব্দে স্থাপিত আলেকজেন্দ্রিয়া মিউজিয়ামই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই খানে একটী লাইব্রেরি ছিল এবং নানা স্থান হইতে বিদ্বন্মণ্ডলী এখানে সমবেত হইতেন। ইউরোপে শিক্ষাযুগের পুনরাবির্ভাবের পর হইতেই চিত্র বিদ্যার, ভাস্কর বিদ্যার এবং প্রত্ন তত্ত্বাদি সংগ্রহের নাম মিউজিয়াম রাখা হয়। প্রাকৃত ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদি ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিবিধ বস্তুসংগ্রহ বর্ত্তমান কালের মিউজিয়ামের প্রধান সম্পত্তি। কোন কোন মিউজিয়ামে এখন কেবল বিজ্ঞান

বিশেষ বা শিল্প বিশেষের সংগ্রহই রক্ষিত থাকে। এইরূপ মিউজিয়ামের মধ্যে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও তদন্তর্গত দক্ষিণ কেনসিংটন মিউজিয়ামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীতে এত বড় মিউজিয়াম আর কোথায়ও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা কলিকাতার যাদুঘর, আলীপুরের চিড়িয়া খানা, শিবপুরের উদ্ভিদুদ্যান ও বেঙ্গল পাব্লিক লাইব্রেরি দেখিয়াছেন তাহাদিগকে ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই সকল গুলিরই একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। পুস্তক সংখ্যায় পৃথিবীর যাবতীয় লাইব্রেরির মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও জীবতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব প্রভৃতির সংগ্রহের নিমিত্ত ইহা মিউজিয়াম নামেই সর্ব্বত্র বিশেষ পরিচিত।

বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ ও চিকিৎসক স্যর হান্স স্লোয়েন মৃত্যুকালে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ৫০ হাজার মুদ্রিত পুস্তক, ৩৬৬০ খানা হস্তলিখিত গ্রন্থ, শিল্প ও প্রাকৃত ইতিহাসের বিস্তীর্ণ বস্তুসংগ্রহ প্রভৃতি ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে কেবল মাত্র ২০ হাজার পাউণ্ড মূল্য গ্রহণে সাধারণের জন্য দান করেন। ইহাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সূত্রপাত। তৎপর হারলিয়ান ও কটনিয়ান লাইব্রেরিদ্বয় ইহার সঙ্গে মিলাইয়া মণ্টেগহাউসে ১৭৫৯ অব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় জর্জ্জ তাহার মিসরীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ এই মিউজিয়ামে দান করেন। ১৮২৩ খৃঃ অঃ আবার তদীয় পুত্র চতুর্থ জর্জ্জ তাহার পিতার লাইব্রেরি ও দান করেন। এই সকল দান রক্ষণের জন্য বিস্তৃত গৃহের আবশ্যক হইলে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে ঐ বাড়ী বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই লাইব্রেরির পুস্তকের ও পাঠকের সংখ্যা এত অধিক হইল যে তজ্জন্য আর একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যক হইল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা এই বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে ৩ বৎসরে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইল। মিউজিয়ামেরই উত্তর-পার্শ্বে অর্দ্ধ সংসৃষ্টভাবে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাঠাগারটী গোলাকার ও সুপ্রশস্ত। ইহাতে ৩ শতেরও অধিক পাঠকের অধ্যয়নের স্থান আছে। ইহার গুম্বজের উচ্চতা ১০৬ ফুট এবং ব্যাস ১৪০ ফুট। লাইব্রেরির স্থান সমাবেশ প্রশংসনীয়। বৈদ্যুতিক উপায়ে নির্ম্মিত লৌহ তক্তা চর্ম্মাবৃত করিয়া তাক্ করা হইয়াছে। এই তাক্ গুলি ঘাতসহ লৌহদণ্ডের উপর স্থাপিত। বহির্দেয়াল সংলগ্ন তাক্‌গুলি ব্যতীত আর সকল গুলিই ডবল। একপ্রকার লৌহ জাল দিয়া বইগুলি লম্বালম্বি বিভিন্ন করা হইয়াছে। এই বইএর আলমারা গুলি দৈর্ঘে ৩ মাইল উচ্চতায় ৮৪ ফুট। একখানা ৮ পেজী মাননসই বইএর স্থান অনুসারে এই তাক্‌গুলির পরিমাপ করিলে দৈর্ঘে ২৫ মাইল এবং ঐরূপ দশলক্ষ বই রাখিবার স্থান হইবে। এতদ্ব্যতীত পাঠাগারেও ৬০ হাজার বই রাখিবার স্থান আছে।

দান, ক্রয়ও সাহায্যে নানা সংগ্রহের দ্রুতবৃদ্ধি হইল। স্থানাভাব নিবন্ধন ট্রাষ্টীগণ সুধু প্রাকৃত ঐতিহাসিক সংগ্রহ অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব এবং খণিজতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য আর এক নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৮৩ সনে পার্লিয়ামেণ্ট ইহার

জন্য ৮০ হাজার পাউণ্ড প্রদান করেন। ১৮৮১ সনে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে সর্ব্বসমেত ৪ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ক্রমওয়েল রোডে এই নব মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইল। পশ্চিমদিকে গ্রীসীয় স্থপতিবিদ্যা প্রদর্শনের নিমিত্ত একটী গ্যালেরী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বদিকে মুদ্রাযন্ত্রের, হস্তলিখিত গ্রন্থের ও সংবাদ পত্র পাঠকদিগের স্থান করা হইয়াছে।

মিউজিয়ামের সমস্ত দ্রব্য প্রথমতঃ তিন ভাগে সজ্জিত ছিল। মুদ্রিত পুস্তক, হস্তলিখিত গ্রন্থ ও প্রাকৃত ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি। এই সকলেরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী বিভাগ হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকবিভাগ (এতৎসঙ্গে ম্যাপাদিরও একটী ভিন্ন উপবিভাগ আছে), হস্ত লিখিত গ্রন্থবিভাগ, ড্রইং ও মুদ্রণ বিভাগ, প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব, গ্রীক ও রোমাণ পুরাতত্ত্ব, মুদ্রা ও পদক বিভাগ, ব্রিটিশ ও মধ্যকালের প্রত্নতত্ত্ব ও জীব জাতির ইতিহাস বিভাগ, প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিভাগ, ভূ-তত্ত্ব বিভাগও খনিজতত্ত্ব বিভাগ। এতগুলি বিভাগের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা এই কয়েকটী বিভাগের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব।

মুদ্রিত পুস্তক—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিভাগ। স্যর হান্স স্লোয়েন মাত্র ৫০ হাজার বই দিয়াছিলেন। ১৭৫৭ অব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ সপ্তম হেন্‌রী হইতে সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত লাইব্রেরিটী দান করেন। ইহার সঙ্গে ক্রেনমার ও কেসবনের লাইব্রেরিটীও ছিল। ষ্টেসনার্স হলে যে সমস্ত বই রেজেষ্ট্রী হইত রাজ্ঞী এনের রাজত্বকালে উহার এক এক খণ্ড পুস্তক রয়েল লাইব্রেরিতে থাকিত। দ্বিতীয় জর্জ্জ এই মিউজিয়ামে সেই অধিকার প্রদান করেন। অতঃপর তৃতীয় জর্জ্জ ১৬৪০ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে যে সমস্ত অন্তর্দ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস ও বিস্তীর্ণ সংগ্রহাদি যাহা দান করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত হকিন্স ও ডাক্তার বার্ণির সঙ্গীত পুস্তকালয়, গ্যারিকের নাটক সংগ্রহ, বাঙ্কের প্রাকৃত ইতিহাস ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে বহুমূল্য বিবিধ পুস্তকের ও নাম করা যাইতে পারে। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে চতুর্থ জর্জ্জ তাহার পিতার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে সংগৃহীত যে প্রকাণ্ড পুস্তকালয়টী দান করেন, তাহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে রাইট অনারেবল গ্রেণবিল মৃত্যুকালে ২০,২৪০ খণ্ড পুস্তক সম্বলিত তাহার পুস্তকালয় এখানে দান করেন। সেই বৎসরই রবার্ট মরিসনের সংগৃহীত চীন দেশীয় পুস্তকালয়গুলিও এই মিউজিয়ামের হস্তগত হয়। এইরূপে মৃত্যু কালীন দান গ্রহণ, ক্রয়ও আকস্মিক দান প্রভৃতি পাইয়া মিউজিয়ামের লাইব্রেরি এখন পৃথিবী মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি হইয়াছে। ইহার মুদ্রিত পুস্তক সংখ্যা এখন ১০ লক্ষ ৫০ হাজার, মুদ্রিত ম্যাপের সংখ্যা ৫০ হাজারের ও উপর; এতদ্ভিন্ন ২০ হাজার হস্ত লিখিত ম্যাপও আছে।

এই লাইব্রেরিতে যিনি প্রবেশাধিকার পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে "ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রধান পুস্তক রক্ষক"এর নিকট আত্ম-পরিচয়, বাসস্থান এবং তৎসঙ্গে কাহারও একখানি অনুরোধ পত্র সংযোজিত করিয়া আবেদন করিতে হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে পাঠাগারে বৈদ্যুতিক আলোক প্রবর্ত্তনের পর হইতে পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধিপাইয়াছে। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৪১০২

জন পাঠক ও ১৪০২৪৭৫ খানা বই আলোচিত হইয়াছে। হস্ত লিখিত গ্রন্থ গুলি সংগ্রহকারক দিগের নামানুসারে ১০ ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থ গুলি প্রাকৃত ইতিহাস, ঔষধ বিধি, ব্রিটেনের ইতিহাস, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস, আইন, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে লিখিত। ১৮৮৭সনে এই বিভাগে ৫০ হাজারেরও অধিক গ্রন্থ, ৪৭ হাজার সনন্দ ও রেজেষ্ট্রী, প্রায় ১০ হাজার সিলমোহর, ছাঁচ প্রভৃতি ছিল।

ড্রইং ও মুদ্রণ—উইলিয়ম হোয়াইটের মৃত্যু কালীন দান হইতে নির্ম্মিত নূতন বাড়ীতে এই সকল রক্ষিত আছে। রেভারেণ্ড ক্রেকি-রোড ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ও পেইন নাইট ১৮২৪ খৃঃ অব্দে এই মিউজিয়ামে নানাবিধ ড্রইং ও মুদ্রিত চিত্রাদি দান করিয়া যান।

এই সংগ্রহে ইংরেজী ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় স্কুল সমূহের মৌলিক ড্রইং খোদাই কার্য্য এবং বিখ্যাত শিল্পিগণের অঙ্কিত ও চিত্রিত ছবি হইতে মুদ্রিত চিত্রাদিও আছে। এই বিভাগে পূর্ব্বতন ইটালীয়, জার্ম্মণ, হলণ্ড ও ফ্লেণ্ডার্স দেশীয় খোদাই চিত্র বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন। ড্রইংএর মধ্যে রাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো, ডিন্সি, এলবার্ট ডুরার প্রভৃতির এবং জলরংএর চিত্রের মধ্যে ডেভিড কক্স, গার্টিনের এবং মুলারের সুন্দর সুন্দর আদর্শ চিত্র রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি জাপানী চিত্র ও ড্রইং এই মিউজিয়ামের জন্য ক্রীত হইয়াছে।

প্রাচ্য প্রত্ন তত্ত্ব—এই বিভাগে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ বৎসর হইতে মুসলমানকাল (৬৪০) খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তর মিসরীর কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল রহিয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যগণ আলেক্‌জেন্দ্রিয়া অবরোধের সময় ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। ভাস্কর কার্য্য সকল গাঢ়কালো কঠিন প্রস্তরে অথবা ঈষৎ শুভ্র, ধূসর অথবা রক্তাভ প্রস্তরে খোদিত। এই গুলিই প্রায়ই কোন প্রকাণ্ডকায় মানবমূর্ত্তি অথবা রূপকার্থ বোধক প্রতিমূর্ত্তি। নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত বহুবিধ চূর্ণ প্রস্তরও এখানে আছে।

দ্বিতলে কাষ্ঠ, ধাতু, প্রস্তর অথবা চীনা মাটিতে মিসরীয় দেবমূর্ত্তি, পবিত্র জন্তুর মূর্ত্তি, পারিবারিক জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেমন কাপড় চোপড়, অলঙ্কার, গৃহ সামগ্রী; শিল্প ও লিখনের সরঞ্জাম, লৌহবর্ম্ম ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি, মৃত্যু ও সমাধি সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি, যেমন সুরক্ষিত মৃতদেহ, সমাধি বাক্স, মৃতদেহের সঙ্গে প্রাপ্ত সিদ্ধি-মাদুলী ও নানাবিধ অলঙ্কারাদির নষ্টাবশেষ রক্ষিত আছে।

আসিরীয় প্রত্ন-সংগ্রহ মিসরীয় গ্যালেরীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত। এইগুলি নিমরদ, খোর্সাবাদও কয়উনজিক প্রভৃতি স্থানের ভাস্করবিদ্যার নমুনা; গ্রীসীয় ও রোমাণ প্রত্ন-বস্তুসহ ঐসকল কতিপয় গ্যালেরীতে সজ্জিত। এথেন্স ও আটিকার ভাস্কর কার্য্যই এল্‌গিন গ্যালেরীর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে পার্থিনের চিত্রই বিশেষ প্রশংসনীয়। এসকল যদিও এখন নিতান্ত হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তথাপি এই সকল গ্রীসীয় শিল্প চাতুর্য্যের বিশিষ্ট কীর্ত্তিধ্বজা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

গ্রীক-রোমাণ-ভাস্কর কার্য্য বিভাগ দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার অনেকগুলি চার্লস টাউন্‌লি মহোদয়ের সংগৃহীত। ইহার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর রোমীয় পৌরাণিক খোদিত চিত্র আছে। নীচে রঙ্গীন কাচ অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সজ্জায় অঙ্কিত নানারকমের জীব জন্তুর প্রতিকৃতি, স্থপতি বিদ্যা ও চিত্রবিদ্যার

খণ্ড-আভাস, পবিত্র ও পারিবারিক যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি রহিয়াছে। দক্ষিণ ইটালী হইতে আনীত গ্রীক ও রোমাণদিগের শিল্প নৈপুণ্যের নানাবিধ আদর্শ স্যর উইলিয়ম টেম্পল ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে এই মিউজিয়মে দান করেন।

পদক ও মুদ্রা—গ্রীক, রোমাণ, মধ্যযুগ ও আধুনিক, ইংরেজী এবং প্রাচ্য এই পাঁচবিভাগে সময়ানুক্রমে মুদ্রা ও পদকগুলি সজ্জিত।

ব্রিটিশ ও মধ্যযুগ পুরাতত্ত্ব ও জীব জাতির ইতিহাস—এই বিভাগে প্রস্তর ও ব্রঞ্জযুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সংগ্রহই অধিক। কেল্ট জাতির ছোড়া, তরবারি, ঢাল ও তৎকালিক কুম্ভকারের কার্য্য প্রভৃতির নিদর্শন রহিয়াছে। এংগ্লো সাক্‌সন কালের সমাধি ঘট, অঙ্গাভরণ, অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি, জীবজাতির ইতিহাসের মধ্যে পুরাতত্ত্ব ও আধুনিক ব্যবহারের জন্য বস্তু উভয়ই আছে।

দক্ষিণ কেন সিংটনের প্রাকৃত ইতিহাস মিউজিয়াম অর্থাৎ জীবতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সংগ্রহ প্রভৃতি ব্রিটিশ মিউজিয়ামেরই অন্তর্গত।

জীবতত্ত্ব বিভাগ—এই বিভাগের গ্যালেরীতে তৃণ পূর্ণ স্তন্যপায়ী জন্তু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য জাতীয় জন্তু এবং আলোক বিকীর্ণকারী ও শব্দকারী শম্বুক জাতীয় জীব দেহের কঠিন অংশাদি রক্ষিত আছে। ব্রিটেন জাত জন্তু দিগের জন্যই একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট আছে। নীচের ঘরে পতঙ্গ অস্থি কঙ্কাল ও স্পিরিটে রক্ষিত অন্যান্য আদর্শ রহিয়াছে।

উদ্ভিদ বিভাগ—স্যর হান্স স্লোয়েনের উদ্ভিদ সংগ্রহ এই বিভাগেস আদিসূত্র। সর্ব্ব প্রথমে ৮ হাজার জাতীয় উদ্ভিদ ছিল। এই সংগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ সনে আরো ৯ হাজার প্রকারের উদ্ভিদ ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

ভূ-তত্ত্ব বিভাগ—এই বিভাগে নানাবিধ বৃক্ষও জীবকঙ্কালাবশেষ, স্তরীভূত জান্তবাস্থি প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগানুসারে রক্ষিত। ইহার অধিকাংগই দ্বিতীয় স্তরীভূতাবস্থায় পরিণত। উহার অনেকগুলি ডাক্তার ফল্‌কনর ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

খনিজতত্ত্ব বিভাগ—এই বিভাগের সমস্ত ধাতব পদার্থই রাসায়নিক শ্রেণী বিভাগানুসারে সজ্জিত। সাধারণের অর্থ সাহায্যে এই মিউজিয়ামের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ইহার প্রত্যেক জিনিসের গায়েই এক একটী লেবেল আটা আছে। তাহাতে ঐ জিনিসের নাম, উহার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি লিখিত আছে। উহাতে শিক্ষার্থীবিশেষ উপকার-সাধন হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের সৌষ্ঠব।

পর্য্যাপ্ত উপকরণ সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হয় না। দ্রব্যাদির অপ্রতুল না থাকিলে ও অনেকের গৃহ লক্ষ্মীছাড়া। গৃহলক্ষ্মী অনেক যত্নে বাঁধা থাকেন। গৃহ ও গৃহ দ্রব্যাদির সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে সকলের অভ্যাস থাকে না। আমাদের সৌন্দর্য্য বোধের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে; উহার বৃদ্ধি হইতে আরো অনেক সময় লাগিবে।

সৌন্দর্য্যানুরাগ না জন্মিলে কোন কিছুরই সৌষ্ঠব সাধন করিতে মন উঠে না; প্রত্যুত শোভা সম্পাদনার্থ ব্যয়টা অপব্যয় মনে হয়। সৌন্দর্য্য জ্ঞান ভূরিদর্শনের ফল। যাহারা বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছে তাহারাই পরস্পর তুলনা করিয়া সুন্দর ও কুৎসিত স্থির করিতে পারে। সৌন্দর্য্যানুরাগ ও কর্ম্মঠতা থাকিলে সহজেই লোকের সৌষ্ঠব-সম্পাদনে প্রবৃত্তি জন্মে।

সুশৃঙ্খলা ও শ্রীসম্পাদন উভয়ই সৌষ্ঠবের কারণ। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সম্পাদনকরা একটা গুরুতর কথা। গৃহ নির্ম্মাণ কালেই কোন্ শ্রেণী কোথায় বসিবে, কোন্ ঘর কত বড় হইবে, কোথায় আফিস থাকিবে, কোথায় লাইব্রেরি হইবে, শিক্ষকেরা কোন্ ঘরে বিশ্রাম করিবেন ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিতে হয়। যেমন তেমন একটা গৃহ করিলে সব বিষয়ে সুবিধা হয় না। কোন্ শ্রেণী কোথায় বসিবে উহার একেবারে সৌরসী বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। ছাত্র সংখ্যা ও সুবিধা অনুসারে মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণী গুলিতেই অধিক ছাত্র থাকে; এইজন্য সেই সেই শ্রেণী অপেক্ষাকৃত বড় করিতে হয়।

শ্রেণী স্থাপনের বিষয় ইহার পরেই বিবেচ্য। ঘরটীর গঠন অনুসারে শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে কিরূপে বসাইলে অধ্যাপনার সুবিধা হইতে পারে সর্ব্বাগ্রে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। শিক্ষক কোন্‌মুখী হইয়া কোথায় বসিবেন তাহাও তৎসঙ্গে নির্দ্ধারিত হইবে। ব্লাকবোর্ড কোথায় থাকিবে তাহার স্থানও ঠিক হইবে। গৃহ নির্ম্মাণ কালেই এই সকল বিষয়ের মোটামুটি একটা ভাব থাকিবে।

বিদ্যালয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের উপর স্কুল গৃহের সৌষ্ঠব রক্ষার ভার রাখা কর্ত্তব্য। তিনি প্রতিদিন একবার বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বস্থান এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পরিদর্শন করিবেন। কোথায় ময়লা বা কোন দ্রব্য অপরিচ্ছন্ন থাকিলে ভৃত্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। কেবল ইহাও পর্য্যাপ্ত নয়, বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্তাকে এই সকলের উপরেও সর্ব্বদা চোখ রাখিতে হয়। অন্যান্য শিক্ষকদিগের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। অনেক শিক্ষক চোখ বুঝিয়াই অধ্যাপনার কার্য্য সমাপন করেন। আবর্জ্জনা জঞ্জাল প্রভৃতি তাঁহাদের চোখের উপরে থাকিলেও একবার ফিরিয়া দেখেন না। এইরূপ শিক্ষকদের সৌন্দর্য্যানুরাগ বৃদ্ধি করাও প্রধান শিক্ষকের অন্যতর কার্য্য।

বিদ্যালয় প্রতিদিন ঝার দেওয়া আবশ্যক। ঝার দেওয়া চাকরের কাজ। কিন্তু আমাদের গ্রাম্য পাঠশালা গুলির কথা দূরে থাক, অনেক মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়েও চাকর নাই। যে বিদ্যালয়ে চাকর নাই সেখানে প্রায়ই ছাত্রদিগকে চাকরের কাজ করিতে হয়। ঝার দেওয়াটা চাকরের কাজ বলিয়া যে উহাতে অপমান লাগিয়া রহিয়াছে তাহা নয়। যাহারা লেখা পড়া জানে তাহারা সকল কাজই ভাল করিয়া করিতে পারে, ইহা মনে রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ঝার দিতে ও অপমান জ্ঞান থাকে না। বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য্য সাধারণতঃ দৈনিক ঝার দেওয়ার উপরেই নির্ভর করে। যেমন বিদ্যালয় ঝার দেওয়া, সেইরূপ উহার চতুর্দ্দিক ও প্রাঙ্গন পরিষ্কার রাখাও আবশ্যক। গৃহ প্রাঙ্গন প্রতিদিন না পারিলেও প্রতি সপ্তাহে একবার ঝার দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলও উঠাইয়া ফেলাইতে হইবে।

কেবল ঝাড় দিলেই যথেষ্ট হইল না। অনেক বিদ্যালয়ের মেজে বেশ পরিষ্কার, কিন্তু উপরের দিকে লূতাতন্তু-জালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড ঝুলিয়া রহিয়াছে। সেদিকে যে কখনও কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছে বোধ হয় না। মাসে এক বার গৃহের বেড়া বা দেওয়াল ঝাড়িয়া ফেলান কর্ত্তব্য। একটী অনতি দীর্ঘ দণ্ডের মাথায় গৃহ মার্জ্জনী বা লতা পাতা বাঁধিয়া তৎসাহায্যে সুবিধামতে এই পরিষ্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। চাকর প্রতিদিন কোন্ সময়ে ঘর ঝাড় দিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেখানে চাকর নাই, সেখানে কে কোন্ সময়ে আসিয়া ঝাড় দিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা বিধেয়। প্রতিদিনের ন্যায় সপ্তাহেও মাসে ঝাড় দেওয়ারও দিন ও সময় ঠিক থাকিবে। প্রধান শিক্ষক কি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সে সকল ঠিক করিয়া দিবেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক ঝাড় দেওয়ার দিন রবিবার হইলেই ভাল হয়।

ঘর ঝাড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ও ঝাড়িয়া ফেলান বিহিত। সাহেবেরা যে স্কুলে কাজ করেন সে স্কুলে প্রতিদিন দ্রব্যগুলি ঝাড় না দিলে চাকরের রক্ষা নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে বিদ্যালয়ের কর্ত্তা, সেখানে কদাচিৎ জিনিস পত্র গুলির প্রতি মায়া মমতা প্রকাশ করা হয়।

ঘরের মেজে কাঁচা হইলে সপ্তাহে একবার গোবর লেপার বন্দোবস্ত করিতে হয়। চাকর থাকিলে সেই সেকাজ করিবে; চাকর না থাকিলে কোন কাহাকেও মাসিক বেতন দিয়া সে কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। গৃহ লেপনে কোন ছাত্রকে নিয়োগ করা ভাল নয়।

যদি পাকা ঘর হইলে বৎসরে একবার চুণকাম করান কর্ত্তব্য। একান্ত পক্ষে দু বৎসরে একবার চুণকাম না করাইলে কোন রূপেই গৃহের শোভা রক্ষা পায় না।

বৎসরে একবার জীর্ণ সংস্কার করা কর্ত্তব্য। কেবল গৃহের নয়, দ্রব্যাদির ও সেই সঙ্গে জীর্ণ সংস্কার করিলে ভাল হয়। সামান্য সামান্য সংস্কারের অভাবে ভাল জিনিস নষ্ট হইয়া যায়। যখন তখন মেরামত করিলে অতি সামান্য ব্যয়েই কার্য্য হইতে পারে এবং জিনিসও ভাল থাকে। বাৎসরিক জীর্ণ সংস্কার বিদ্যালয়ের দীর্ঘাবকাশের সময়ে হইলে অধ্যাপনার কোন ব্যাঘাত হয় না।

ব্লাকবোর্ড ভিজা গামছা দিয়া প্রতিদিন একবার পুছিয়া ফেলিলে বা জল দিয়া ভাল করিয়া ধোয়াইলে বেশ পরিষ্কার ও ভাল থাকে। শুক্‌নো নেক্‌ড়া দিয়া বোর্ড পুছিলে রঙ্ শীঘ্র উঠিয়া যায় এবং চকের দাগ ভাল পড়ে না। কিন্তু ভিজা নেক্‌ড়া দিয়া সর্ব্বদা বোর্ড পুছিলে সেরূপ হয় না; বোর্ডের রঙ্ বেশ থাকে, চকের দাগও স্পষ্ট পড়ে। একখান নেক্‌ড়া বা রুমাল প্রতিদিন ভিজাইয়া বোর্ডের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলে বোর্ড পুছিবার কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। চক গুলি খণ্ড খণ্ড না করিয়া লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া লইলে লিখিবার সুবিধা হয়। বড় বড় স্কুলে বাক্সের চক ব্যবহার করা হয়। সে গুলি চকের পেন্সিল এবং লিখিতে বড়ই সুবিধাজনক। দাম অধিক পড়ে বলিয়া সেরূপ চক পেন্সিলের অল্পই ব্যবহার দেখা যায়। সর্ব্বত্রই প্রায় বাজারে চক ব্যবহৃত হয়। খণ্ড খণ্ড চক দিয়া লিখিলে লেখা ভাল হয় না, মোটা হয়, দু চার ছত্তরে বোর্ড ভরিয়া যায়। এইজন্য পেন্সিলের মত লম্বা লম্বা করিয়া চক কাটিয়া লইলে বেশ সুবিধা হয়। দশ বার আনা দিয়া একখান ক্ষুদ্র করাত কিনিয়া

তৎসাহায্যে ৪।৬ অঙ্গুলি বড় চক্ খণ্ড গুলি কাটিয়া পেন্সিল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। গ্রাম্য স্কুল গুলিতে না হইলেও জেলা স্কুল ও হাইস্কুল গুলিতে অনায়াসেই এইরূপে নির্ম্মিত চক-পেন্সিল প্রচলন করা যাইতে পারে। দপ্তরী কি অপর চাকরকে সে ভার দিলেই সে অবসর কালে সেরূপ চক পেন্সিল প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারে। চক পেন্সিল দিয়া একবার লিখিলেই উহার ফলোপধায়িতা অতি সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বৎসরান্তে বেঞ্চ, চেয়ার, বোর্ড প্রভৃতি কাঠের জিনিসগুলিতে নূতন রঙ্ দেওয়া কর্ত্তব্য। বোর্ডে রঙ্ দিতে হইলে কেরোসিন প্রদীপের ভূষা ও গর্জ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া তৈলকালী করিবে। পরে উহাতে অল্প পরিমাণে তার্পিণ মিশাইলে উৎকৃষ্ট বোর্ডের রঙ্ প্রস্তুত হয়। এরূপে মিশাইতে হইবে যেন তৈল কালী পাত্‌লা বা ঘন না হয়। বোর্ড জল ও সাবান দিয়া উৎকৃষ্টরূপে ধুইয়া ফেলিয়া বেশ শুখাইলে উহাতে রঙ্ লাগাইতে হয়। একমুটো নেকড়ায় রঙ্ মাখিয়া উহাই বোর্ডে ঘসিয়া ঘসিয়া দিতে হয়। আজ একবার দিয়া কাল আবার দিতে হয়। দু বার দিলেই রঙ্ বেশ হয়। গর্জ্জন তৈলের পরিবর্ত্তে তিসির তৈল দিলে আরো ঝক্ ঝকে হয়, কিন্তু মূল্য একটুকু বেশী পড়ে। বোর্ডের রঙ্ অল্প অল্প উঠিতে থাকিলেই আবার রঙ্ দেওয়ার সময় হয়। তাহা হইলে বোর্ড ভাল থাকে।

কাঠের অন্যান্য দ্রব্য ও আগে সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। পরে ফ্রেঞ্চ পালিস লাগাইলে বেশ ঝক্ ঝকে হইয়া নূতন হয়। ফ্রেঞ্চ পালিস কি অন্য রকমের বার্ণিস বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার মূল্য অনেক পড়ে। সামান্য একরূপ পালিস অল্প ব্যয়ে ঘরে তৈয়ার করিয়া লইতে পারা যায়। একসের গর্জ্জন তৈলে এক পোয়া রজন দিয়া একটা পাতিলে করিয়া জ্বাল দিলেই রজন গলিয়া যায় এবং তৈল ফুটিতে থাকে। তখন নামাইয়া রাখিয়া ব্যবহারের সময়ে তার্পিণ তৈলের প্রক্ষেপ দিয়া লইলেই বেশ বার্ণিস হয়। সেরকে আধপোয়া তার্পিণের প্রক্ষেপই যথেষ্ট। গর্জ্জন না দিয়া তিসির তৈল দিলে বার্ণিস বেশ উজ্জ্বল হয়। বোর্ডের রঙ্ দেওয়ার ন্যায় অন্যান্য কাঠের জিনিসেও বার্ণিস দিতে হয়। বৎসরে একবার বার্ণিস লাগাইলে কাঠের জিনিসগুলি বিশ্রী হইতে পারে না। অনেক বিদ্যালয়ের চেয়ার টেবিল দেখিলে উহার যে কেহ মা বাপ আছে মনে হয় না। মাটী ও ধূলি জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ঔদাসীন্য ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান-বিহীনতার সাক্ষ্য দান করে।

গৃহের বেড়াতে কেহ গেরুয়া মাটী ও গর্জ্জন তৈল মিশ্র লাগাইয়া সুন্দর করিয়া থাকে। কিন্তু ঢাকা জেলায় কচি গাবের রস ও চাউলের কুরা মিশাইয়া একরূপ দেশীবার্ণিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা লাগাইলে বাঁশের বেড়া বেশ দব্‌দবে দেখায়, উই উঠিতে পারে না। গর্জ্জন তৈলের পরিবর্ত্তে ভূষার সহিত ঐরূপ গাবের রস মিশাইলে ও বোর্ডের রঙ্ তৈয়ার হইতে পারে। যেখানে গর্জ্জন কি তিসির তৈল পাওয়া দুষ্কর, সেখানে একান্তপক্ষে "গাব কালী" দিলেও বোর্ডের রঙ্ মন্দ হয় না। এবং একরূপ বিনা ব্যয়েই উহা সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপে বিদ্যালয়ও উহার দ্রব্য সামগ্রী লক্ষ্মীর বাস-ভবন করিয়া রাখা শিক্ষক ছাত্র সকলেরই গুরুতর কর্ত্তব্য।

আবৃত্তি। (Reading.)

লিখন ও পড়নই ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন লেখা ও পড়া সুন্দর করিবার দিকে তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। ঐ উভয়ই এখন উপায় হইয়াছে, উদ্দেশ্য নাই। আমরা পূর্ব্বে "হস্তলিপি" নামক প্রবন্ধে লিখার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে পাঠ করার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে পঠন ও বানান করা একসঙ্গেই আরম্ভ করা হইত। কিন্তু এখন ভাল পড়িতে না পারিলে বানান করান হয় না। শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ বা তদ্রূপ কোন পুস্তক সহজে আবৃত্তি করিতে পারিলে বানান জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখনও এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁহারা বর্ণপরিচয় হইলেই অমনি বানান জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এইরূপ নিয়মে সময়ের অপব্যয় ও শিক্ষাদান কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

পড়া আরম্ভ করার পূর্ব্বেই অনেক বিষয় শিখাইতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে পড়া হইতেই শিক্ষার আরম্ভ হয়। দেশী শিক্ষকগণ পড়াকেই ভিত্তি করিয়া আর যাহা হয় শিক্ষা দেন। বিলাতে ও অন্যান্য শিক্ষিত দেশে বর্ণ পরিচয় করাইবার পূর্ব্বেই এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে শিশুদের বুদ্ধি, নিয়মিততা, শৃঙ্খলা প্রভৃতির শিক্ষালাভ হয়। যখন আমাদের দেশে সেরূপ সুবিধা হইবে তখন ৬,৭ বৎসরে পড়াইতে আরম্ভ করাইলেও লাভ বই লোকসান হইবে না।

লেখা পড়া অনেকে আমোদচ্ছলে শিক্ষা দেওয়া ভাল মনে করেন। শিশুদিগকে সকল বিষয়ই আমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের ভাবে শিক্ষা দিতে হয়। আমরা শিক্ষার দুইভাগ করিতে পারি। (১) আমোদ, (২) শিক্ষা বা কর্ম্মশিক্ষা। শিশুদিগের যাহা কিছু শিক্ষা সমুদয়ই আমোদের মধ্যে পরিগণিত। শিশুদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে হইলে আমোদের মত শিক্ষা দিতে হয়। এইজন্য বাঙ্গালা ভাষায় সচিত্র নূতন নূতন পুস্তক প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা বয়স্ক হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তাহাদের সচিত্র রং তামসার বই ধরিয়া শিক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না। যাহারা আমোদের বয়স অতিক্রম করিয়াছে তাহাদিগকে লেখা পড়াও কর্ম্ম-শিক্ষার মত শিক্ষা প্রদান করিতে হয়। ৭,৮ বছরে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলে ওরূপ সচিত্র পুস্তক ব্যবহারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশে লেখা পড়াই একমাত্র শিক্ষার বিষয়। কাজেই ৪,৫ বছরেই পড়াইতে আরম্ভ করান হয়। এবং এইজন্য সচিত্র ও আমোদ জনক পাঠ সমূহের দ্বারা পড়া আরম্ভ ও অভ্যাস করাইতে হয়।

প্রথমতঃ বর্ণগুলির ঠিক ঠিক উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এক একটী বর্ণের নাম শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল না। ব্যবহারে উহাদের প্রকৃত উচ্চারণও শিক্ষা দিতে হয়। যথা অ শিক্ষা দিয়াই অ-জর, অ-শনি, অ-বশ অ-জগর প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে বলিলে ভাল হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের মুখে মুখে শব্দ গুলি বলিবে। এবং "অ"র ব্যবহার শিখিবে।

বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণগুলির প্রকৃত উচ্চারণই উহাদের নাম। এমন অনেক ভাষা আছে যাহাতে বর্ণগুলির নাম ও তাহাদের প্রকৃত উচ্চারণ স্বতন্ত্র। সে সকল ভাষায় এই রীতি অপেক্ষা সমধিক ফলোপধায়ক অন্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালাভাষায়ও কয়েকটী বর্ণের নাম ও উচ্চারণ বিভিন্ন আছে। দু'টী বর্ণের তৎসম উচ্চারণ পৃথক করণার্থ ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। যথা—স্বরের অ, স্বরের আ, হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি। আবার ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে মূর্দ্ধণ্য ণ ও ষ, দন্ত্য ন ও স, তালব্য শ ইত্যাদি। আমার মতে এই সকল বর্ণের নাম না শিখাইয়া কেবল উচ্চারণটী বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। যখন বোধোদয় কি নূতন পাঠের মত বই পড়িবে তখনই ঐসকল বর্ণের নাম বলিয়া বানান করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আমোদ-প্রিয় ও অশিক্ষা-নিরত শিশুদিগকে বর্ণ পরিচয় করাইবার জন্য "ছবি খেলনা" "ছবি ও গল্প" প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন বই হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্রেণীর বালক বালিকার জন্য আমি সে সকল বই উৎকৃষ্ট পাঠ্য বই বলিতে পারি না। যাহাদের শিক্ষা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে তাহাদিগকে ঐরূপ বই হইতে শিক্ষা দিলে প্রকৃত শিক্ষার সময় বিলম্বিত হইয়া পড়ে। আমোদ ও শিক্ষা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ করা কর্ত্তব্য। আমোদের সময় শিশুর শক্তি অনুসারে ন্যূনাধিক করিতে হয়। কিন্তু একটী কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, আমোদ প্রথম সোপান মাত্র, শিক্ষাই চিরজীবনের লক্ষ্য। অতএব শিক্ষাশক্তির উন্মেষ হইলেই আমোদের বিষয় কমাইয়া আনিতে হয়। আর একটী কথাও শিক্ষাদাতার মনে রাখা আবশ্যক যে, আমোদ উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ যত কমাইয়া আনিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। কেবল আমোদে মনের বন্ধন শিথিল হয়। অতএব যত শীঘ্র হইতে পারে আমোদের পরিবর্ত্তে শিক্ষা প্রচলন করিতে হইবে।

পঠন প্রথমে আরম্ভ করিলেও পঠনের অব্যবহিত পরেই লিখনের ও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উহাতে একে অন্যের উৎকর্ষ সাধন করে। প্রতি বিষয়ের সঙ্গেই বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা হইলে শিক্ষা সরস হয়। পঠনের সঙ্গেও শিক্ষার্থীর চিত্তের বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

কেবল মাত্র নিম্ন প্রাইমেরী পরীক্ষায় আবৃত্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। অনেক ছাত্রই সে পরীক্ষা দেয় না; যাহারা দেয় তাহারা ও কোনরূপে পার পাইয়া যায়। আবার যাহারা আবৃত্তির পরীক্ষা গ্রহণ করেন তাহারা সে বিষয়ে তেমন কড়াকড়ি করেন না। আর কোন পরীক্ষায়াই আবৃত্তির উৎকর্ষ পরীক্ষিত হয় না। শিক্ষকগণ এই জন্য আবৃত্তি বিষয়ে তেমন যত্ন করেন না। এই জন্য পরিদর্শকদিগকে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দান করিতে হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শ্রেণীর বালকদিগেরই আবৃত্তি বিষয়ে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আবৃত্তি অভ্যাস করাইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়;—

১। স্বর শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রের শ্রবণযোগ্য—নাতি উচ্চ, নাতি নীচ।

২। প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ।

৩। প্রত্যেক শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ।

৪। প্রত্যেক শব্দের পরে সম বিশ্রাম।

৫। গদ্য হইলে কথা বার্ত্তার ন্যায় অথচ অর্থবোধ হইতে পারে এইরূপে পাঠ করা।

৬। পদ্য হইলে যতি অনুসারে এবং অর্থবোধ হইতে পারে এইরূপ পাঠ করা। যে ছন্দে বর্ণের লঘু গুরু ভেদ আছে সে ছন্দে সেরূপ করিয়া আবৃত্তি।

৭। তিন চার জন একত্রে পাঠ করিলে প্রতি শব্দের পর বিশ্রাম কাল আপনিই নিয়মিত হইয়া আইসে।

আবৃত্তি কেবল আবৃত্তির জন্য নয়। ভাল করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিলে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়, অথবা অনেক বিষয়ে স্বভাবসংযত না হইলে ভাল করিয়া পড়িতে পারে না। আবৃত্তির এত গুণ দেখিয়াই অনেকে ভাল আবৃত্তির পক্ষপাতী।

প্রথমতঃ আবৃত্তিতে চক্ষু, কর্ণ ও মনের যুগপৎ পরিচালনা হয়।

দ্বিতীয়তঃ চঞ্চল বালক তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়। স্থির ভাবে পড়িতে অভ্যাস করিলে তাহার চরিত্রে ধীরতা আইসে।

তৃতীয়তঃ উন্মনস্ক বালক সমান বিশ্রাম রক্ষা করিতে পারে না। সে কোথায় বা অধিক ক্ষণ কোথায়ও বা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে। কারণ বিশ্রামকালে তাহার মনে অন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। সম বিশ্রাম কাল অভ্যাস হইয়া আসিলে তাহার সে উন্মস্কতা তিরোহিত হয়।

পাঠ অভ্যাস করাইতে শিক্ষক প্রথমে পড়াইয়া শুনাইবেন। অনেক শিক্ষক সর্ব্বাগ্রে ছাত্রদিগকে পড়িতে বলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ছাত্র একবার কোন শব্দের ভুল উচ্চারণ করিলে তাহার সংশোধন করিতে তাহার অনেক সময় লাগে। সত্য বটে শিক্ষক একবার পড়িয়া দিলে ছাত্রবর্গের উহা পাঠ করিতে তেমন আয়াস করিতে হয় না, তেমন বুদ্ধি ও শক্তির চালনা হয় না। কিন্তু না হইলেও যাহারা পাঠ অভ্যাস করিতেছে তাহাদিগকে নূতন নূতন শব্দের উচ্চারণ শিক্ষকের বলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

যাহারা গৃহে শিক্ষা লাভ করে তাহাদের আবৃত্তি ভাল হইয়া থাকে। ভাল হইবার একতর কারণ আবৃত্তি অধিক করে, আর এক কারণ—গৃহ-শিক্ষক প্রায়ই পাঠ্য বিষয় অগ্রে পাঠ করিয়া শুনান। অধ্যেতার তাহা শুনিয়া শুনিয়া ভাল পাঠাভ্যাস হয়। বিদ্যালয়ে সেরূপ সুবিধা হয় না।

তত্ত্ব খবর।

মেলবরণ সহরে আদৌ ভিখারী নাই।

একজন পূর্ণবয়স্ক লোক প্রতিবারে প্রায় এক ছটাক ওজনের বায়ু নিশ্বাসযোগে গ্রহণ করে।

পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে প্রতিনিয়ত প্রায় ১২ লক্ষ লোক ভাসমান রহিয়াছে।

রঞ্জেন আলোকের সাহায্যে সংবাদপত্র ও পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতঃপর মুদ্রাকর, মুদ্রাযন্ত্র কিছুরই আবশ্যক হইবে না।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল লোক অধিক দিন বাঁচিয়া থাকেন তাঁহাদের প্রায়

অধিকাংশ লোকই অধিক রাত্রে নিদ্রা যাইয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর আমাদের মহারাণী তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব ওয়েলেস্ এবং তাঁহার পত্নীর ১ কোটি ফটোগ্রাফ প্রস্তুত হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া সে সকলগুলিই বিক্রীত হইয়া যায়।

গনণা করিয়া স্থির করা হইয়াছে পৃথিবীতে প্রতিমিনিটে ৭০ জন লোক জন্মগ্রহণ করে এবং ৬৯ জনের মৃত্যু হয়। এই প্রকারে প্রতিবৎসর পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ ৩ শত করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন সহরের আবর্জ্জনারাশি পোড়াইবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে ধোঁয়া হয় না এবং তাহার ভস্ম দ্বারাও অনেক কাজ হইতে পারে। পোড়াইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তদ্বারা কল কারখানাও চলিতে পারে।

করিয়া দেশে ৭টী আশ্চর্য্য আছে। শূন্যে একটী ভাসমান প্রস্তর আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন মাটির উপর পড়িয়া আছে। যদি একটী দড়ির দুইদিকে ধরিয়া সেই পাথরের নীচে দিয়া টানিয়া লওয়া যায় তবে কোনও বাধা পাওয়া যায় না। একটী পাহাড় আছে তাহাতে অতি শীতের সময়েও আগুন জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। একটী মন্দিরের নিকটে কতকটা জায়গায় কোনও লতাগুল্ম এমন কি ঘাস প্রর্য্যন্ত নাই। কথিত আছে যে ঐ মন্দিরে বুদ্ধের একফোঁটা ঘর্ম্মজল আছে। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী নিকট দিয়া আসিয়া সেই পবিত্র ঘর্ম্ম অপবিত্র করিতে সাহস হয় না।

পাখীর ন্যায় মানুষও যাহাতে উড়িতে পারে, অনেক দিন হইতে সে প্রকার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি জর্জ ডেভিড্সন নামক একজন স্কট্লণ্ডবাসী পনের বৎসর পরিশ্রমের পর বায়ুভরে চলিতে পারে এমন একটী যন্ত্রের নমুনা তৈয়ার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কেবল একটী মাত্র লোক পাখীর ন্যায় উড়িয়া যাইবে তাহা নয়, একশত ফুট লম্বা একটী যন্ত্র শত শত মণ ভারি জিনিষ লইয়া বায়ুভরে চলিয়া যাইতে পারিবে এবং ইচ্ছামত ইহাকে চালান যাইবে। লণ্ডন সহর হইতে আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর তিন হাজার মাইল; ডেভিড্সন বলেন, তাঁহার নির্ম্মিত একটী বড় যন্ত্রের সাহায্যে দশ ঘণ্টায় লণ্ডন হইতে নিউয়র্ক যাওয়া যাইবে।

সপ্তাহের সাত দিনই পবিত্র। রবিবার খৃষ্টানের, সোমবার গ্রীকের, মঙ্গলবার পারস্যবাসীর, বুধবার আসিরিয়ানদের, বৃহস্পতিবার মিসরীর, শুক্রবার মুসলমানের ও শনিবার হিন্দুদিগের।

ওক্সলস্ দেশের ৫ লক্ষ লোক ইংরাজী জানে না। স্কট্লণ্ডের ৪৪ হাজার ও আয়র্লণ্ডের ৩২ হাজার লোক এখনও ইংরাজী জানে না।

আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো রাজ্যে জনৈক জর্ম্মাণ মৃত্তিকা গর্ত্তে এক প্রাচীন নগর আবিষ্কার করিয়াছেন। জগতের ইতিহাস যুগের পূর্ব্বে নাকি এইনগর স্থাপিত হইয়াছিল।

আরিজনার মানমন্দিরে প্রফেসার পিকারিং শনি গ্রহের নবম চন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

পৃথিবীতে ৪ হাজার কাগজের কারখানায় প্রতি বৎসর গড়ে ৭৯০ কোটী তা কাগজ প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর লোক সংখ্যা দেড়শত কোটি গড়ে প্রতি জনে প্রায় ৬ তা কাগজ ব্যবহার করে। সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডে বেশী

কাগজ ব্যবহৃত হয়। তৎপর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জার্ম্মণী, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, মেক্সিকো, রুশিয়া, স্পেন এবং অন্যান্য দেশ ৬০ কোটী তা কাগজ পত্রিকার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ পত্রিকার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাগজ ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে ৯০ লক্ষ ইহুদী আছে।

একজন রুশিয়ান ধনী তাঁহার জন্মভূমি সেভিনোকাতে একটী কাগজের দালান তৈয়ার করাইয়াছেন। তাহাতে ১৬টি কামড়া আছে। একজন সুদক্ষ মার্কিণ দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণ করিতে ৮০,০০০ রুবল্ ব্যয় হইয়াছে। উহার স্থায়িত্ব পাথরের দালান হইতে অধিক দিন হইবে।

পৃথিবীর ওজন, ৫,৮৮২,০৬৪,০০০,০০০,০০০,০০০ টন।

সমালোচনা।

"স্মৃতিবিদ্যা বা স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের উপায়।" গ্রন্থকারের নাম নাই। মূল্য ।০ আনা। আমরা পুস্তক খান পড়িয়া বিশেষ সুখী হইলাম। পুস্তক খান ক্ষুদ্র—ডিমাই ১২ পেজী ৭৯ পৃষ্ঠা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় মনের স্বরূপ এবং স্মৃতির কার্য্য প্রণালী, ২য় অধ্যায়ে সম্বন্ধহীন শব্দ মনে রাখার প্রক্রিয়া, ৩য় অধ্যায়ে বর্ণাঙ্ক মনে রাখার নিয়ম, ৪র্থে নাম মনে রাখার উপায়; ৫মে সাধারণ বিষয় কিরূপ উপায়ে সহজে স্মৃতিগম্য থাকে, ৬ষ্ঠে ইন্দ্রিয় শক্তির বৃদ্ধির দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির কথা; ৭মে এক কার্য্য এক সময়ে করা দ্বারা একাগ্রতা বৃদ্ধি, ৮মে স্মৃতি বর্দ্ধক অন্যান্য ক্রিয়া এবং স্মৃতি নাশের উপায়, এবং ৯মে অন্য মনস্কতার প্রতিবিধান লিখিত হইয়াছে।

স্মৃতিবিদ্যা বিষয়ে বঙ্গভাষায় এই সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। স্মৃতিশক্তি জীবন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের মহান্ সহায়। স্মৃতি দৌর্ব্বল্যে অনেকে কোন পরীক্ষাই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যেরূপ ধান্য যব প্রভৃতি শস্যের চাষ করিতে হয়, সেইরূপ স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তির নিয়মিত রূপে চাষ আবশ্যক করে। স্মৃতিশক্তি মানব মনে কিরূপে চাষ করিতে হয় সুকৃষকের মত গ্রন্থকার তাহারই উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থখান শিক্ষাদান প্রণালীর উত্তমাঙ্গ। আমরা প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য উহার এক একখণ্ড ক্রয় করিতে অনুরোধ করি। প্রত্যেক শিক্ষক মনোনিবেশ সহকারে গ্রন্থখান অধ্যয়ন করিলে শিক্ষাদান-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা লাভ করিবেন। আমরা আশ্বিন মাসের অঞ্জলিতে ১৪০ পৃষ্ঠায় স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায় বলিয়া এডুকেশন গেজেট হইতে যে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই গ্রন্থেরই। গ্রন্থকার শত মুখে অনুশীলনের স্তুতিগান করিয়াছেন। অনুশীলন ব্যতীত কোন বিষয়েই কৃতিত্বলাভ অসম্ভব। আমরাও গ্রন্থকারের কণ্ঠেকণ্ঠ দিয়া বলিতেছি। "অনেক তরুণ বয়স্ক পাঠক হয়ত শুনিয়াছেন যে, সংসারে এমন সকল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পঠদ্দশায় বিশেষ পরিশ্রম না করিয়াও অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা। যুবক পাঠকেরা যেন কখনও ভাবেন না যে, তাঁহারা

বিনা পরিশ্রমে প্রতিভাশালী বা genius হইতে পারিবেন। বেকন্, মিল্টন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম বা জগদীশচন্দ্র কেহই বিনা পরিশ্রমে বিনা সাধনায় হইতে পারেন নাই। যেমন রোম বা কলিকাতা একদিনে নির্ম্মিত হইতে পারে না, তেমনই এই স্মৃতিবিদ্যা অথবা অপর কোন বিদ্যাতেই হঠাৎ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।"

গ্রন্থের নাম স্মৃতিবিদ্যা হইলেও ইহাতে প্রতিভা, অভিনিবেশ, অনুশীলন প্রভৃতির কথা এবং উহাদের বর্দ্ধনের উপায় কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। অবশ্যই স্মৃতির সঙ্গে এসকলের "হর-গৌরী" সম্বন্ধ বলিয়াই অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রন্থকার সে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন।

।০ চারি আনা ব্যয় করিয়া সকলকেই একবার গ্রন্থখান ক্রয় করিয়া পড়িয়াও তৎসহিত আত্ম-চিন্তাশক্তি পরিচালনা করিয়া দেখুন। একগুণ ব্যয়ে শতগুণ লাভবান্ হইবেন।

সংবাদ।

ডাঃ এম্, এ, ষ্টিন কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন।

আসামস্থ স্কুলের শিক্ষকদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ১৮৯৯ সনের ১লা জুন হইতে সরকারী স্কুলের যে সকল শিক্ষক ৫০ টাকার বেশী বেতন পান না, তাঁহারা যে স্কুলে কাজ করেন, সেই স্কুলে নিজের একটী ছেলেকে বিনা বেতনে এবং একটীকে অর্দ্ধ বেতনে পড়াইবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের অধ্যয়নার্থী ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী ছাত্রগণ মধ্যে একজনকে তত্রত্য জেলা বোর্ড মাসিক ১০ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন এবং বেলগাছিয়ার পশু চিকিৎসালয়ে যাহারা অধ্যয়ন করিবে তাহাদের একজনকে মাসিক ৭ টাকার হিসাবে বৃত্তিদিবেন। যে সকল ছাত্রী কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করিবে তাহাদের এক জনকে মাসিক ১০ টাকা হিসাবে এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করিবে এরূপ ছাত্রীদিগের মধ্যে দুই জনের প্রত্যেককে উক্ত জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক মাসিক ৭ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৫২৬ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এফ এ, পরীক্ষায় ৮৬৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিএ পরীক্ষায় ৯৯ জন অনারে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৩৬৪ জন পাশকোর্সে হইয়াছে।

অঞ্জলি।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১ম বর্ষ। | চৈত্র, ১৩০৫। মার্চ্চ ১৮৯৯। | ১২শ সংখ্যা।

নানা কথা।

শিক্ষা বিস্তার—জার্ম্মেণিতে শতকরা অর্দ্ধজন, সুইজারলাণ্ডে তিন জন, স্কটলাণ্ডে চারি জন, ফ্রান্সে সাত জন, মার্কিন দেশে দশ জন মূর্খ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জনে কিছুই লিখিতে পড়িতে জানে না। পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মেণি সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত। শিক্ষার ব্যয় গ্রেটবৃটনে লোকপ্রতি প্রায় চারি শিলিং, বেলজিয়মে দুই শিলিং তিন পেনী, ফ্রান্সে এক শিলিং ছয় পেনী এবং রুসিয়াতে সাড়ে তিন পেনী পড়ে। বঙ্গদেশে শিক্ষার ব্যয় প্রতিজনে আড়াই আনা বা তিন পেনী।

ভারতের প্রধান নগর—ভারতবর্ষে ২২২টী নগরে বিশ হাজারের অধিক লোকের বাস। ২৮টী নগরে লক্ষাধিক লোক বাস করে। কেবল মাত্র কলিকাতা ও বোম্বের লোক সংখ্যা আট লক্ষের উপরে। এই দুই নগর ভিন্ন ৫ লক্ষের অধিক লোকের বসতি ভারতের আর কোন নগরে নাই।

শিক্ষক—পৃথিবীর বড় বড় লোকেরাই প্রাচীনকালে শিক্ষক ছিলেন। আর্য্য ঋষিগণই ভারতের পুরাতন শিক্ষক, তাঁহাদের কেহ ঋষি, কেহ মহর্ষি, কেহবা দেবর্ষি ছিলেন। গ্রীস দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস শিক্ষক ও শিক্ষক কুলের গুরু ছিলেন। তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও আরিষ্টটল্ শিক্ষক ছিলেন। বড় বড় ধর্ম্ম প্রচারকগণও শিক্ষক বলিয়াই কীর্ত্তিত হন। শাক্য, কৃষ্ণ, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রবীণ শিক্ষক (Great Teacher) বলিয়া সমাদৃত। সব বিষয়েই উচ্চ নীচ আছে; ইহাঁরা যেমন শিক্ষক কুলের চূড়ামণি তেমনি পদরজঃ ও অনেক আছে। "হারায়ে তাড়ায়ে কাশ্যপ গোত্র" এর মত ও অনেক শিক্ষক আছে। অন্য উপায় নাই বলিয়া অনেকে শিক্ষক হইয়াছে। আমাদের দেশের পাঠশালাগুলিতে সেরূপ শিক্ষকের অভাব নাই। অল্প অনুসন্ধানেই উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়েও এরূপ শিক্ষক পাওয়া যায়। একজন শিক্ষকের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। জনৈক ধর্ম্মযাজক একদা স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি কি শিক্ষা দেন?" শিক্ষক বলিলেন "কিছুই না।" ধর্ম্মযাজক পুন-

রায় প্রশ্ন করিলেন "কেন?" শিক্ষক বলিলেন "কারণ আমি কিছুই জানি না। আমি পূর্ব্বে শূকর চরাইতাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই শিক্ষক হইয়াছি।"

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম ভূগোলের নমুনা বাজার। ভূগোলের প্রায় সমুদয় এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সাগর, হ্রদ, নদী, প্রণালী, দ্বীপ, অন্তরীপ, মালভূমি, গিরিসঙ্কট প্রভৃতি সকলই আছে। উহাদের দেশ প্রচলিত বিভিন্ন নাম আছে। যথা—সাগর=বাহের দরিয়া, উপসাগর=খাড়ি, প্রণালী=খাল, উৎস=ঝর্ণা, জলপ্রপাত=সহস্র ঝরা, গিরিনদী=ছরা, দ্বীপ=দিয়া, অন্তরীপ=টেক্ বা ঠোটা, হ্রদ=ঢেপা, পর্ব্বত বা পাহাড়=মুড়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ=টিলা, উপত্যকা=থলি, গিরিসঙ্কট বা পাস=ঢালা। চট্টগ্রামের সাগরকূলে দাঁড়াইলে দূর হইতে জাহাজ আগমন দেখিয়া পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাগর বেলায় মধ্যাহ্ন ময়ূখমালায় বালুকা-সাগরে মরীচিকা পরিদৃষ্ট হয়। ফেণী নদীতে বান, কর্ণফুলী ও শঙ্খ প্রভৃতি নদীতে বন্যা, সমুদ্রতীরস্থ কুতুবদিয়া ও অন্যান্য স্থানে সাগরোর্ম্মি, কাক্স বাজারে "পাঁচগড়িয়া" নামে জলাবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের নানা নাম—প্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব বলেন—উত্তরদিক হইতে ভারত নামে এক যোদ্ধৃজাতি উত্তর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাহাদের বাসস্থান বলিয়াই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। ইহারাই আর্য্যবংশের আদি। ইহারা সিন্ধু নদের তীরে বাস করিত বলিয়া সিন্ধুস্ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। জেন্দ ভাষায় সিন্ধুস্কে হিন্দুস্ বলিত, পাঠানেরা তদনুসারে সিন্ধুবাসীদিগকে হিন্দু এবং হিন্দুদের বাসস্থান বলিয়া হিন্দুস্তান (হিন্দুস্থান) বলে। গ্রীকেরা হিন্দুস্ শব্দ আরো কোমল করিয়া ইণ্ডুস্ বা ইন্দাস্ বলিতে থাকে। এই ইণ্ডাস্ হইতেই "ইণ্ডিয়া" নাম হইয়াছে।

টাকা গণিয়া লওয়া—যাহারা কারবার করে টাকা পয়সা হাতে আসিলেই তাহারা গণিয়া লয় এবং চলাচল পরীক্ষা করিয়া দেখে। টাকা পয়সা বিষয়ে এই নিয়ম সকলেরই অনুসরণ করা ভাল। অনেকে এরূপ গণিয়া লওয়া অভদ্রতা মনে করেন এবং যাহার হাত হইতে পাইলেন তাহার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ হইবে ভাবিয়া গণনায় ও পরীক্ষায় ক্ষান্ত থাকেন। কিন্তু না গণিয়া বা বিনা পরীক্ষায় টাকা পয়সা লওয়ার দোষ এই যে, যদি কোনরূপে গণনায় ভুল হয় বা অজ্ঞাতসারে অচল টাকা পয়সা হস্তান্তরিত হয় তবে উহা এইরূপ ভাবে যত জনের হাত অতিক্রম করিয়া আইসে তাহাদের একে অন্যকে সন্দেহ করেন। যাহাতে লোকের সাধুতার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে তাহা সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। পরে যেন এইরূপে সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত না হয় এই জন্য টাকা পয়সা হাতে আসিলেই তাহা গণিয়া ও পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আবার পৃথিবীতে ভুল-ভ্রান্তি ও কম হয় না, আবার বক ধার্ম্মিক ও অনেকে আছে; সমুদয় দিক দেখিয়া হাত বদল করিতেই টাকা পয়সা গণনা ও পরীক্ষা করিয়া লওয়া ভাল। কল্পিত লজ্জা বা ভদ্রতাকে একটুকু সঙ্কোচিত করিয়া ভবিষ্যৎ কল্পনা ও সন্দেহের হস্ত হইতে আপনাকেও অপরকে মুক্ত করাই ভদ্রতার প্রকৃষ্ট নীতি।

ড্রেকোনিক ব্যবস্থা—ড্রেকো এথেন্সের প্রসিদ্ধ সংহিতা কারক। ৬২১ পূঃ খৃঃ অব্দে তিনি সংহিতা প্রণয়নের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি অতি ভাল লোক ছিলেন; কিন্তু লঘু গুরু

অভেদে সকল অপরাধেরই শাসন প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করেন। এই জন্য সকলে তাঁহার ব্যবস্থা "শোণিত লিখিত" বলে। এখন অতি কঠোর শাসন ব্যবস্থাকেই "ড্রেকোনিক ব্যবস্থা" (Draconic Laws) বলা হয়। সোলন ড্রেকোর নিয়মাবলির সংশোধন করিয়া শিথিল শাসন ব্যবস্থা করেন।

উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ—একটী কথা আছে "চর্ম্মময় মোষকের একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেই তদ্দ্বারা সমস্ত জল নিঃসারিত হইয়া যায়।" চরিত্রের একটী মাত্র উচ্ছৃঙ্খল ভাবই ছারপোকার বংশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র চরিত্রের মধুরতা বিনষ্ট করে। আবার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র লোক একটী মাত্র ব্যবস্থা ষোল আনা পালন করিতে গেলেই সমগ্র প্রকৃতি সংযত হইয়া আইসে। যাহাদের স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল, তাহাদের নিমিত্ত একটী মাত্র বিষয়ে শৃঙ্খলা ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। সব বিষয়ের শৃঙ্খলার আটাআটি করিলে "বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চিকা" হয়।

ব্রহ্মচারী।

[অধ্যাপনা]

১। আমার অধ্যয়নেরই প্রকারান্তর অধ্যাপনা। আমি যাহা নূতন শিখি তাহা অন্যকে না শিখাইয়া থাকিতে পারি না।

২। আমি কোনখানে নূতন কিছু শুনিলে বা নূতন কিছু দেখিলে তাহা ভাই ভগ্নীদিগকে ও বন্ধুবর্গকে শুনাইয়া সুখানুভব করি।

৩। আমি যে নূতন জ্ঞান পাই, নূতন তত্ত্ব লাভ করি, কে যেন আমার প্রাণে বসিয়া তাহা অন্যকে শিখাইতে বলেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না বলি, মনে শান্তি পাই না। অন্যকে শিখাইয়া আমার জ্ঞান আরও মার্জ্জিত হয়। তখন আমি আপন মনে বলিতে থাকি "দানেন বুদ্ধিমায়াতি বিদ্যারত্নং মহাধনং।"

৪। সতীর্থ বন্ধুরা যখন যাহা জিজ্ঞাসা করেন, আমি যতদূর পারি সরলভাবে তাহা বুঝিয়া দিই। আমি সাধ্যমতে কোন বিষয় গোপন রাখি না।

৫। অতএব কোন বিষয় কেবল আমিই শিখি আর কেহ যেন শিখিতে পারে না, এরূপ কুটিল ইচ্ছা কখনও আমি পোষণ করি না। শ্রেণীস্থ সকলে সব বিষয় ভাল করিয়া শিখিলে আমার আহ্লাদ হয়।

৬। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে শ্রেণীস্থ কোন বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা নাই। আমার প্রতিযোগিতা পূর্ণ আদর্শের সহিত—ব্যক্তিবিশেষের সহিত নয়।

৭। কেহ আমার নিকট কিছু শিখিতে চাহিলে অতি যত্নে তাহা শিখাইয়া দিই। এক গুণ শিক্ষা, শিখাইলে দশ গুণ হয়।

৮। আমি সার বুঝিয়াছি—অধ্যাপনা ব্যতীত কেবল অধ্যয়নে কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। কেবল অধ্যয়ন গৃহে প্রবেশের দ্বার মাত্র।

৯। অসময়ে বা আমার কার্য্যের সময়ে কেহ কিছু শিখিতে আসিলে আমি বিনীতভাবে তাহাকে বলিয়া দিই "আপনি অনুগ্রহ করিয়া অমুক সময়ে আসিবেন।" সুবিধা

করিতে পারিলে তখনই শিখাইয়া দিই।

[আয় ব্যয়]

১। আমি নিয়মিতরূপে আয় ব্যয় লিখিয়া রাখি। জমা খরচের খাতার এক পাতেই বামদিকে জমা ও ডানদিকে খরচ হেডিং (শিরোনাম) লিখি। জমার নীচে তারিখ দিয়া যে দিন যে টাকা আমার খরচের জন্য হাতে আইসে লিখিয়া রাখি। তদ্রূপ তারিখ দিয়া প্রতিদিনের খরচও খরচের নীচে লিখি। আহার ও দুগ্ধ প্রভৃতির খরচ মাসে একবার দিয়া থাকি, সে সকল এক সঙ্গেই লিখিয়া রাখি। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয় যখন যাহা হয় তাহাই দিন দিন লিখি।

২। আমার সামান্য আয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ে কত খরচ করিব মাসের প্রথমেই তাহার মোটামুটি একটা হিসাব স্থির করি। কখন অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হইলে পূর্ব্বের মাসেই পরবর্ত্তী মাসের আনুমানিক একটী ব্যয়ের হিসাব অভিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দিই।

৩। আমার ব্যয়ের এই কয়েকটী বিষয় আছে;—

[ক] নিয়মিত ব্যয়—আহার, বাসাভারা, দুগ্ধ, জলখাওয়া, স্কুলের বেতন, ধোবার ব্যয় প্রভৃতি।

[খ] নৈমিত্তিক ব্যয়—জুতা, বস্ত্র, পুস্তক, চিকিৎসা ব্যয় প্রভৃতি।

[গ] দান ও ধর্ম্মার্থ ব্যয়।

[ঘ] বাজে খরচ—কাগজ, কলম, ডাক মাসুল, জুতা মেরামত প্রভৃতি।

৪। আমি প্রতি মাসেই দান ও ধর্ম্মে যথাসাধ্য কিছু কিছু দিয়া থাকি।

৫। মাসান্তে জমা ও খরচে মিলাইয়া দেখি। বাকী না মিলিলে সত্যোদ্ধার পূর্ব্বক মিল করিতে যত্ন করি। কোনরূপে না মিলিলে "হিসাব রাখা হয় নাই" বলিয়া বাকীটা খরচ লিখিয়া রাখি।

৬। পীড়া কিংবা তদ্রূপ আকস্মিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সেবিংস্‌বেঙ্কে আমার কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে। কোন মাসে আকস্মিক কোন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহার কিছু খরচ হইলে অভিভাবকের নিকট হইতে তাহার হিসাব দিয়া সেই টাকা আনি। এবং পুনরায় বেঙ্কে জমা দিয়া দিই।

৭। হাতে দুই এক টাকার অধিক রাখিনা। বেশী টাকা হাতে আসিলে সেবিংস্‌বেঙ্কে জমা দিই। এবং আবশ্যক মতে বাহির করিয়া আনি। এই জন্য সেবিংস্‌বেঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার দুই একখানা ফরম সর্ব্বদাই নিকটে রাখি।

৮। পাছে আমার অসাবধানতা বশতঃ কেহ অপহরণ করিবার সুবিধা পায় এই জন্য আমি টাকা পয়সা যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখি না। আমি সর্ব্বদাই মহর্ষি ঈশার "Do not tempt Your brother" (ভ্রাতাকে প্রলোভনে পাতিত করিও না।) মহামন্ত্র স্মরণে রাখিয়া টাকা পয়সা সতর্কভাবে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখি।

৯। আমি বিশুদ্ধ আমোদ ও তামসা প্রভৃতি দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকি। এবং জমা খরচে উহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখি।

১০। মাসান্তে আমার আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব অভিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দিই। আমোদ প্রভৃতির জন্য কিছু ব্যয় হইয়া থাকিলে অতি স্পষ্ট করিয়া তাহা লিখিয়া দিই।

১১। ব্যয় সম্বন্ধে অভিভাবক যে মত প্রকাশ করেন এবং উপদেশ দেন তাহা যত্নে পাঠ করি, এবং তদনুসারে ব্যয় নির্ব্বাহ করি।

[রোগ]

১। স্বাস্থ্যই সকল কার্য্যের ও সুখের নিদান। আমি সর্ব্বদাই উহার মধ্যে ভগবানের স্নেহ দয়া উপভোগ করি।

২। রোগ আমাকে ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাসী করিতে পারে না।

৩। রোগের সময় সুস্থতার সুখ এবং সুস্থতার সময় রোগের যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকি।

৪। রোগের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করি। রোগ আমাকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষাদান করে। রুগ্নাবস্থায় আমি যত সহ্য করিতে পারি, ততই আরাম পাই।

৫। আমি রোগের সময় সুস্থতার মূল্য বুঝি। অমাবস্যা না থাকিলে কেহ পূর্ণচন্দ্রের গৌরব বুঝিত না। রোগ সুস্থতার সুখ বুঝাইয়া দেয়।

৬। আহার পানে কত সুখ, লঙ্ঘন তাহা বুঝাইয়া দেয়। প্রতিদিন ক্ষুধার সময়ে অন্ন পাই, পিপাসায় জল-পান করি। কিন্তু তাহা যে কি মহামূল্য দান পীড়িত ব্যক্তিই বুঝিতে পারে; সুস্থ ব্যক্তি কদাচিৎ সে সুখ অনুভব করে।

৭। তিক্ত কষায় ঔষধ, বিস্বাদ পথ্য সুস্থাবস্থার প্রতিদিনের সামান্য আহার পান কত মিষ্ট বুঝাইয়া দেয়।

৮। কখন কখন ঔষধ ও পথ্য সেবনের সময়ে মনে হয় সুস্থ থাকিতে যে আহার পানের জন্য কৃতজ্ঞতা দান করি নাই এ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত।

১০। পুণ্যাত্মা সক্রেটিসের অবলীলা ক্রমে বিষ পানের কথা স্মরণ করিয়া কেষ্টার অয়ল, কুইনাইন প্রভৃতি খাইতে আমার ন্যক্কার বা অনিচ্ছা হয় না।

১১। রোগের সময় মাতৃ দেবীর ব্যস্ততাপূর্ণ স্নেহ-মাখা মুখ, সুধাময় হস্তপরামর্শ, কত আরাম, কত শান্তি দান করে!

১২। নিকতটস্থ গুরুজনের ও বন্ধুবর্গের সেবা শুশ্রূষায় ধরাতল স্বর্গ প্রতীয়মান হয়। কখন মূর্চ্ছাপগমে যখন প্রথম চৈতন্যোদয় হইতে থাকে মনে মনে বিতর্ক হয় "ইহারা দেব দেবী, না নর নারী; আমি স্বর্গে না পৃথিবীতে।"

১৩। সুস্থাবস্থার সামান্য আহার পান, রুগ্নাবস্থায় রাজভোগ অমৃতভোগ বলিয়া প্রতীতি হয়।

১৪। বহুদিনের পর "আরোগ্য স্নান" করিয়া অমৃতাভিষেকে আনন্দিত হই। রোগের সময় আমার যাহা যাহা খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু রোগ বশতঃ খাইতে পারি নাই, সুস্থ শরীরে সে সকল আহার করিয়া তৃপ্ত হই; এবং রোগাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা দান করি।

১৫। রোগোন্মুক্ত হইয়া চিকিৎসক এবং সেবা শুশ্রূষাকারীদিগকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দান করিয়া কৃতার্থ হই। এতৎসঙ্গে ভগবানের অপার করুণা স্মরণ করিতে ও বিস্মৃত হই না।

প্রশ্নোত্তর প্রণালী।

শিক্ষা প্রণালী কর্ত্তারা প্রশ্নোত্তর ধারাকে শিক্ষাদান করিবার প্রধান উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রশ্ন ও উত্তর দান করাকেই সচরাচর প্রশ্নোত্তর ধারা বলা যায়। কিন্তু কতকগুলি অসংসম্বদ্ধ জিজ্ঞাসা ও তদুত্তরকে "প্রশ্নোত্তর ধারা" বলা সঙ্গত নয়। জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর লাভ জ্ঞানপরীক্ষার্থ একটী উপায়; কিন্তু উহাকে শিক্ষাদানের ধারা বলা যাইতে পারে না। কারণ উহাদ্বারা শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষা প্রণালীতে এই ধারার বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"এই ধারা অনুসারে শিক্ষক প্রশ্ন করেন ছাত্রেরা তাহার উত্তর দেয়। এই ধারা দ্বারা তিনটী কার্য্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ যে বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করা যাইবে উপদেশ দানের অগ্রে সেই বিষয় ঘটিত প্রশ্ন করিলে বালকদিগের তাহার কতদূর জানা আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এবং তাহা বুঝিলে যথাযোগ্য উপদেশ দিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ পাঠ দানের মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিলে বালকদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহারা তাহা বুঝিতেছে কিনা এবং উপদিষ্ট বিষয় তাহাদিগের আয়ত্ত হইতেছে কিনা ইহার পরীক্ষা হয় এবং পাঠেও বালকেরা অভিনিবিষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ এই ধারা দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্য ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।"

পূর্ব্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারকে আমি শিক্ষাদানের ধারা বলিতে পারি না। উহার প্রত্যেকটীই জ্ঞান পরীক্ষার্থ প্রশ্ন ও উত্তরলাভ মাত্র। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ শিক্ষাদান কার্য্যে এইধারা বিনিয়োগ করিলেই উহাকে ধারা বলা যাইতে পারে। যদি প্রশ্নোত্তর পরম্পরা কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলব্ধ হয় তবেই উহা একটী ধারা বলা যাইতে পারে। নচেৎ কেবল কতকগুলি প্রশ্নোত্তরকেই "প্রশ্নোত্তর ধারা" বলা যাইতে পারে না।

যদি কেহ এইরূপ জিজ্ঞাসা ও উত্তর লাভই "প্রশ্নোত্তর ধারা" বলিতে অভিলাষী হন, তবে প্রশ্নোত্তর পরম্পরা নূতন বিষয় শিক্ষাদানকে অন্য কোন নামে অভিহিত করা বিধেয়। উভয় প্রশ্নোত্তর হইলেও একটী অপরটী হইতে স্বতন্ত্র। একটী উত্তরদাতার শিক্ষার পরীক্ষা, অপরটী উত্তরদাতাকে নূতন শিক্ষা দান করা। কেহ প্রথমটীকে "প্রশ্নোত্তর ধারা" বলিলে শেষোক্তটীকে আমি "প্রশ্নোত্তর প্রণালী" বলিব। যদি কেহ ইহাতে আপত্তি করেন আমি প্রশ্নোত্তর প্রণালী" না বলিয়া "কথোপকথন" বলিব।

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস এই প্রণালীর উদ্ভাবন কর্ত্তা। তিনি গ্রীক বালকবৃন্দকে সাধারণ সূত্র বুঝাইয়া দিতে প্রশ্নোত্তর প্রণালীর অনুসরণ করিতেন। নানা উদাহরণ দেখাইয়া এক একটী সাধারণ সত্য প্রতিপন্ন করিতেন। এই শিক্ষা প্রণালীকে "কথোপকথন প্রণালী" (Dialectic) বা প্রশ্নোত্তর প্রণালী বলা যাইতে পারে। কোন বিষয় নূতন শিখাইতে ইহার মত উৎকৃষ্ট প্রণালী আর নাই। এই প্রণালীর প্রধান উপযোগিতা এই যে নূতন তত্ত্ব পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত জ্ঞানের উপর স্থাপিত থাকে। যেমন সোপান পরম্পরা দুরারোহ অট্টালিকার শিরোদেশে অবলীলাক্রমে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ স্বতঃ বিকসিত তত্ত্ব পরম্পরা নব নব বিষয় জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে।

গোপাল বাবুও স্বীয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানা-বিষয়ক পাঠ দান কালে "কথোপকথন" প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। রসায়নের তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করিয়া কিম্বা উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের সত্য গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিখিলে যেরূপ পাষাণাঙ্কিত হয় সাধারণ সত্য কি কোন তত্ত্ব ও প্রশ্নোত্তর প্রণালী ক্রমে শিক্ষাদান করিলে তদ্রূপ জ্ঞানাঙ্কিত হইয়া থাকে। এইরূপ শিক্ষাদানে সময় বেশী লাগে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হয়—অজ্ঞানীরও জ্ঞান জন্মে।

প্রশ্নোত্তর প্রণালী-ক্রমে কোন বিষয় শিক্ষাদান করিলে শ্রেণীস্থ সর্ব্বজন বিদিত একটী বিষয়কে প্রথম সোপান করিয়া লইতে হয়। নানা প্রশ্ন করিয়া শিক্ষার্থীদের তৎসম্বন্ধে জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সোপানের উপর আর একটী সোপান নির্ম্মাণ করিতে হয়। দ্বিতীয় সোপানটী পূর্ব্বের সোপানের মাপ দুই হওয়া আবশ্যক। অনেকে এক লম্ফে দুই তিন সিড়ি অতিক্রম করিয়া এমন এক স্থানে উপস্থিত হন যে পূর্ব্বের সোপান লক্ষ্যও হয় না। কেহ বা এই প্রণালীতে শিক্ষাদান-কালে সোপান পরম্পরা নির্ম্মাণ না করিয়া দু তিনটী সোপানযুক্ত পৃথক পৃথক সোপানাবলি নির্ম্মাণ করেন। এবং শেষে সবগুলি মিলাইয়া দেন। যাহারা শিক্ষাদান কালে দুই, তিন সিড়ি ফেলাইয়া যান, তাহাদের শিক্ষাদান সম্যক্ ফলদায়ক হয় না। ছাত্রদের অন্তরে উহা আটিয়া বসে না।

প্রশ্নোত্তর প্রণালীর প্রশ্নই সর্ব্বস্ব। সুতরাং বিচক্ষণতার সহিত প্রশ্ন না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। প্রশ্নগুলি এরূপ সুকৌশলে একটীর পর আর একটী হইবে যেন তাহাতে জ্ঞানের লহরীর পর লহরী উঠে। আবার প্রতি প্রশ্নই শিক্ষকের বাঞ্ছিত উত্তর প্রতিপাদক হওয়া আবশ্যক। আমি এক লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন করিলাম যদি তাহার উত্তর গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিয়া যায় তবেই মুস্কিল হইল। কদাচিৎ উত্তরটী সীমাবহির্ভূত হইলেও তাহাকে ফিরাইয়া উদ্দেশ্যের দিকে আনিতে হয়। কিন্তু বার বার এইরূপ হইলে শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। এইজন্য এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করা অতি বিজ্ঞ শিক্ষকের কার্য্য। অথবা এই প্রণালীতে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলে আপনা হইতেই শিক্ষকের বিজ্ঞতা জন্মে।

এই প্রণালীতে যে বিষয় শিখাইতে হইবে একেবারেই সে বিষয়ে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়। যদি সেরূপ প্রশ্ন করা হয় তাহা হইলে শিক্ষার্থী কিছুই বলিতে পারিবে না; যদি উত্তর দানে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে বিষয়ে তাহাকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতা নাই বুঝিতে হইবে। মনে কর রামের বিষয় শিক্ষা দিবে। এখন যদি প্রশ্ন কর "রাম কে বলিতে পার? রাম কোন্ দেশের রাজা ছিলেন? রামের পিতার, মাতার, ভ্রাতৃগণের ও পত্নীর নাম কি?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাহারা পারে তাহারা রামের বিষয় জানে। কাজেই রামের বিষয়ে শিক্ষাদান তাহাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

রামের বিষয় যাহারা জানে না তাহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির সদুত্তর লাভ করা অসম্ভব। তাহদিগাকে নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন করিতে হয়। "অযোধ্যা দেশ দেখাও? উহার সীমা বল? এই দুটী প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিয়াই শিক্ষক বলিবেন "এদেশে অতি পূর্ব্বকালে

রাম নামে একজন রাজা ছিলেন।"

অথবা প্রশ্নগুলি এইরূপও হইতে পারে। "তুমি বুড়া লোককে হঠাৎ ময়লা মাড়াইতে দেখিয়াছ? সে কি বলে? রাম রাম, মহাভারত মহাভারত বলে কেন? রাম কে বলিতে পার?" এতদুত্তরে রাম, অযোধ্যার প্রাচীন রাজা ছিলেন, শুদ্ধ চরিত্র ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম দশরথ, পত্নীর নাম সীতা ছিল। এইরূপ সামান্য পরিচয় দান করিয়া আবার তৎসম্বন্ধেও তৎসংসৃষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন। প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে এইরূপে শিক্ষাদান করিতে হয়।

সকল বিষয় প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় না। পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ-দ্বারা যে যে বিষয় শিক্ষা দিতে হয় সে সকল বিষয়ে এই প্রণালী সুখপ্রদ হয় না। পদার্থের গুণ ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিষয়ক পাঠ দান এই প্রণালীতে উত্তমরূপে হইতে পারে। গণিতের শিক্ষাদানে এই প্রণালী একেবারেই খাটে না। কিন্তু সাধারণ সংজ্ঞা বুঝাইতে এই প্রণালী গ্রহণ করা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে সকল বিষয়েই এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিয়া সুফল লাভ করা যায়।

একদেশ-দর্শিতা।

লর্ড কার্জ্জন এদেশে আসিয়াই ইংরেজজাতির একটা দুর্ব্বলতার কথা বলিয়াছেন তাহা এই :—ইংরেজেরা যখন যেদিকে ঝোঁকেন সেই দিকেরই সীমা অতিক্রম করিয়া যান। তাহারা কোন বিষয়ের নিন্দা করিতে লাগিলে খুবই নিন্দা করেন, প্রশংসা করিতে লাগিলে খুবই প্রশংসা করেন।"

লর্ড কার্জ্জন ইংরেজ জাতির যে দুর্ব্বলতার কথা বলিয়াছেন উহা মানবজাতি গত দুর্ব্বলতা। তবে উহা কোন জাতিতে কিছু অধিক কোন জাতিতে কিছু কম। সাধারণ মানুষ একদেশদর্শী। আবার এক একদেশদর্শী না হইলে এক একদিগের সমুদয় ভাগ সম্যক্ ও সূক্ষ্মরূপে প্রতিভাত হয় না। লোকে যদি একবার এদিকে আবার ওদিকে চায় তবে কোনদিকেরই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কোন কিছু অধ্যয়ন করিতে হইলেই একেবারে তাহাতে ডুবিতে হয়। যাহারা কোন বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশ করেন তাহারা উহার এক এক দেশ অতি সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কোন কাহারও বা কোন বিষয়ের অন্ধকারময় ভাগ দেখিতে দেখিতে কেবল অন্ধকারই দেখেন; তদ্রূপ আলোর ভাগ দেখিতে দেখিতে কেবল আলোই দেখেন। ইহা সম্যক্ দর্শনেরই প্রথম উপায়।

কিন্তু উপায় হইলেও অনেকে কেবল একদেশ দেখিয়াই সমুদয় দেখিলেন মনে করেন। এইজন্য অনেকেই নিন্দুক বা স্তাবক হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ নিন্দুক বা স্তাবক যেন কেহ বলিতে না পারে সে পথ বন্ধ করিবার জন্য নিন্দা করিতে যাইয়া ভাসা ভাসা দু একটা প্রশংসার ছিটা দেন এবং স্তুতিগান করিতে যাইয়া আনন্দ মনে দু একটা নিন্দার কথা বলিয়া থাকেন। সব লোকের এবং সব বিষয়ের দুদিক আছে; শিক্ষার ত্রুটী এবং ধর্ম্ম বিষয়ে গোড়ামি লোককে সাধারণতঃ একদেশদর্শী করিয়া তোলে।

একটা অন্ধকারময় গৃহে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে কেহ প্রবেশ করিলে গৃহস্থিত সমুদয় বস্তুই দেখিতে পায়। কিন্তু বাতির রঙ্ যেরূপ সমস্ত বস্তুই সেই রঙ্গের দেখায়—বর্ত্তিকার জ্যোতিঃ লাল হইলে লাল, সবুজ হইলে সবুজ দেখায়। জ্ঞানের আলোক দিয়াই একজন আর একজনকে বা বিষয় বিশেষ দেখিয়া থাকে। জ্ঞানের বাতির তৈল পূর্ব্বশিক্ষা বা পূর্ব্ব সংস্কার। সুতরাং সে তৈল যে রঙ্গের হইবে আলোকও যে সে রঙ্গের এবং সমুদয় যে সে রঙ্গের দেখাইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়। এই জন্যই "সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ" নীতিকথার জন্ম হইয়াছে।

ধাবমান অশ্বের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করা মাত্রই উহা থামিয়া দাঁড়ায় না। পরিচালক যদি কোথায়ও উহাকে থামাইতে চান অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উহাকে স্থগিত দেখিতে পান। কোন কিছুর নিন্দা বা স্তুতিতে মন সুশিক্ষিত অশ্বের মত প্রধাবিত হয়, উহাকে সত্যের লাগাম দিয়া সংযত না রাখিলেই নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট ভূমি অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। কর্ম্মপ্রধানচিত্ত বেগগামী অশ্বের মত প্রধাবিত। ইংরেজ জাতি কর্ম্মপ্রধান জাতি সুতরাং তাহারা যে নিন্দা প্রশংসায় সীমা অতিক্রম করিবেন তাহা বিচিত্র নয়!

সঙ্কীর্ণতা বা উদারতার অভাব মনকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। সে অনুদারতা আপনার দোষ ও পরের গুণ দেখিবার ববনিকা হইয়া দাঁড়ায়। কেবল আপনার নয়—আপনার পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম্ম, দেশ পর্য্যন্তও মমত্ব সীমা বিস্তার করিয়া লয়। পক্ষান্তরে পর সদাই পর থাকে। এই কারণে বিচার শক্তি ও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না; এবং দোষগুণের মধ্যবর্ত্তী আবরণও উন্মোচিত হয় না শিক্ষার দোষই এই অনুদারতার জন্মদাতা।

স্বার্থও অন্ধকারে ফেলিয়া দেয়, লোকে দোষ গুণ দেখিতে পায় না। স্বার্থপর লোকের হাতে অপরের বিচার ভার অর্পণ করিলে সে একদিক দেখিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিচারের সময় তাহার নিজের স্বার্থ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে, সুতরাং অতিরঞ্জন তাহার উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে।

বিদ্বেষ নিজেই অন্ধকার। পরের সাধুতা বা গুণরাশির উপর গভীর অন্ধকার স্তররূপে পড়িয়া থাকে, কিছুই দেখিতে দেয় না। বিদ্বেষপরবশ হৃদয় কখন বা পরের গুণরাশিতে কলঙ্কারোপ করিয়া সুখানুভব করে। সে যে পরদোষ অতি রঞ্জিত করিবে বা লোকের সচ্চরিত্রতার বাতি নিবাইয়া অপরকে কেবলই অন্ধকারময় দেখাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

পরস্পর প্রতিযোগীরা একে অপরের কুৎসা করিয়া থাকে। উহা চিরদিনই সত্যের বেলা ভাসাইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়—কখন বা জ্ঞাতসারে কখন বা অজ্ঞাতসারে। অনুমিতও সম্ভাবিত দোষগুলিও একসূত্রে গ্রথিত হইয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন বা হৃদয়ের আবেগে মিথ্যাও সত্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আইসে।

অলসেরাও বিশ্ব-নিন্দুক। তাহারা মনে করে তাহারা যেমন কিছু করিতে পারে না, জগতে সকলেই সেরূপ ক্ষমতা বিহীন। এই

জন্য কাহারো নূতন কিছু দেখিলেই তাহাতে কোন না কোন একটা দোষ ধরিয়া থাকে। ইহাদের মতে সমুদয়ই পুরাতন, নিতান্তপক্ষে কোনটা বা প্রকারান্তর মাত্র। ইহারা বর্ত্তমান সকলের ভিতরে কেবল আপনার ছবিই দেখিতে পায়—সকলেই অকর্ম্মণ্য, কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব।

আর একদল বিশ্ব-নিন্দুক আছে তাহারা আত্ম-প্রশংসা পিপাসু। তাহাদের কাছে আত্ম-প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগে না। তাহারা আপনার যাহা কিছু তাহাই ভাল দেখে, অপরের সমুদয় নিন্দার্হ। কেহ অন্যের প্রশংসা করিলে তাহারা তাহার উপরে একটী "কিন্তু" বসাইয়া দিবে, সে কিন্তুটী এমন যে দুগ্ধে গো-মূত্র ছিটা—সমস্ত দুধকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহাদের মতে ভাল লোক তাহাদের স্তুতিগায়কেরা। যাহারা তাহাদের কার্য্য সমর্থন করেনা, লেখা ভাল বলে না তাহারা বোকা বা কিছুই বোঝে না। অতিরঞ্জন ইহাদের ব্যবসা।

অহঙ্কারীরা কর্ণাট রাজপ্রিয়ার কণ্ঠে কণ্ঠদিয়া মুক্তকণ্ঠে ব্রহ্মা, ব্যাস ও বাল্মীকির যশোগান করে। কিন্তু বর্ত্তমান বংশের কেহই তাহাদের চক্ষে পড়ে না, কেহ নাম করিলেও ফুৎকার দিয়া উড়াইয়া দেন। অতীতের যশোগান কর, তাহারা মৃদঙ্গ বাজাইয়া তাল দিবে। ভবিষ্য পুরাণ গাও তাহাতে বাঁশরী বাজাইয়া সুর দিবে। কিন্তু বর্ত্তমানের কথা উঠিলেই বলিবে "আঁধারের পর আঁধার কিছুই নাই।" ইহারা King maker বা রাজনির্ম্মাতার বংশ। মনে করেন আমি যাহাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাইতে পারি। যাহাকে ইচ্ছা বড় করিতে পারি। আমার রসনা বা লেখনী জগতের প্রতিনিধি। ইহারাও অতিরঞ্জনের ব্যবসা চালাইয়া থাকে, ইহাদেরও অতি গতি।

স্তাবকেরা ও সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায়। তাহারা তৃণকে বৃক্ষ করে, ধূলিকণাকে পর্ব্বত করে। যদি কারণ চাও সূক্ষ্ম কারণ দিবে, বিজ্ঞান চাও একটা না একটার নাম করিবে, রূপক বলিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিবে। স্তাবকেরা স্তব করে ২,১ জনের। কিন্তু স্তব চায় সংসার শুদ্ধ লোকের। স্তাবকেরা মনে করে স্তব করাই জগতের একমাত্র কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। কাজেই ইহারাও অতিবাদী।

সময়ের ব্যবহার।

সময়ের ভিতর দিয়া বহুবিধ আহ্বান আসিতেছে; সময়ে সময়ে সেই সমস্ত আহ্বানের সম্মুখে আমরা বধির হইয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশের ভাগ্যচক্রে নিপতিত অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে কোন্ কাজ আগে করা উচিত, ইহা স্থির করাও একটী কষ্টকর ব্যাপার। এই সমস্যার মধ্যে আমরা কখন কখন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা আমাদের ত্রুটী। প্রতিদিনই নূতন নূতন কাজ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক ঘণ্টারই নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে। যদি আমরা এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পন্নভাবে রাখিয়া দিই, তবে আমাদের সমস্ত দিনের কাজ নষ্ট হইয়া যায় এবং রাত্রিতে আমাদিগকে অতীত শুভ মুহূর্ত্তসমূহের জন্য ও সময়ের অপব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিতে হয়। যিনি চলিষ্ণু মুহূর্ত্ত সমূহের সদ্ব্যবহার করিতে জানেন, তিনিই জ্ঞানী।

অধ্যয়নের প্রথম অবস্থাতেই প্রত্যেক ছাত্রের দৈনিক কাজ সকল সুশৃঙ্খল মতে ভাগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে অনেক উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু যত সুশৃঙ্খলার সহিতই উপায় উদ্ভাবন করা যাউক না কেন, অলক্ষিত নানারূপ প্রতিবন্ধকতা আসিয়া সমস্তই ব্যর্থ করিয়া ফেলে। এই সমস্ত সুশৃঙ্খল উপায় কখনই সময়ের ফাক ও গহ্বর সমূহ পূর্ণ করিতে পারে না।

আলস্য, তন্দ্রা, নেশাপান ও দীর্ঘ-সূত্রিতা এই চারিটীই সময়ের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এতদ্দোষ চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত ব্যক্তিরাই সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। প্রত্যেক ছাত্রেরই এই সমস্ত দোষ-স্পর্শ-শূন্য হওয়া উচিত। উল্লিখিত দোষগুলি যে ছাত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় সে কখনই সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

আলস্য সময়ের প্রধান প্রতিবন্ধক। সাধারণতঃ এদেশবাসী যুবক ছাত্রদিগকেই ইহা সর্ব্বদা আক্রমণ করিয়া থাকে। অলস ব্যক্তিরা কখনই সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। একটী সংস্কৃত প্রবাদ আছে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥" পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্যোগী লোকদিগের লক্ষ্মী সহায় হয়, আর "দৈবেই আমাদিগকে দিবে" ইহা কাপুরুষ অথবা অলস ব্যক্তিদিগের উক্তি। জিরেমি টেলার (Jeremy Taylor) বলেন "আলস্য জীবিত মানুষকে প্রোথিত করে।" অলস ব্যক্তি দ্বারা ঈশ্বরের এবং মানবের কোন কাজই সাধিত হয় না। সোলন (Solon) বলেন "যে ব্যক্তি কোন কাজ করে না, তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।" পরিশ্রম এই দোষ সংশোধনের প্রশস্ত উপায়। একটী পুরাতন প্রবাদ আছে যে "নিষ্কর্ম্মা মন শয়তানের বাসা।"

আলস্যের পর তন্দ্রাকে আমরা সময়ের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। বেশী নিদ্রাতে জীব মাত্রই নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। প্রত্যেক ছাত্রেরই নিদ্রার উপর আধিপত্য থাকা কর্ত্তব্য। ছয় ঘণ্টার বেশী কোন ছাত্রেরই ঘুম যাওয়া উচিত নয়। নিদ্রার উপর আধিপত্য ছিল বলিয়াই নেপোলিয়ান সমস্ত ইউরোপ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

রোগাবস্থায় অম্ল যেরূপ অনিষ্ট জনক ছাত্রাবস্থাতে নেশাপান করাও তদ্রূপ। ছাত্রেরা নেশাপান করিয়া অনেক মূল্যবান সময় বৃথা করিয়া থাকে। নেশাপানে সময়ে সময়ে ছাত্রদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। তাহাতে দৈনিক কার্য্য কলাপ সুশৃঙ্খলাক্রমে সমাহিত হয় না। বেশী নেশাপানে কখন কখন ছাত্রেরা কাশ, যক্ষ্মা, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ প্রভৃতি ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়।

শেষের দোষটী দীর্ঘসূত্রিতা। দীর্ঘ-সূত্রিতা আলস্যের প্রিয়সহচর। অলস ব্যক্তিরাই দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে। এই দীর্ঘ-সূত্রিতা ছাত্রদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ-সূত্রিতার জন্য ছাত্রেরা দৈনিক কার্য্য সকল নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারে না; সেই জন্য তাহারা পাঠাবস্থাতে কোন সুখ অনুভব করিতে পারে না। তাহাদের সমস্ত জীবন দুঃখে এবং মনস্তাপে অতিবাহিত হয়।

অনেক সময় ছাত্রেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ সকল তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া রাখে। এরূপ কখনই করা উচিত নয়; বরং সেই সকল দৈনিক কাজগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ দিন অতীত হইলে সেই সমস্ত

কাজের জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। অবশেষে ছাত্রেরা সেই সমস্ত ক্ষুদ্র কাজই বহুমূল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে পরকালে ও সুখ অনুভব করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক ছাত্রেরই নিজের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা, সর্ব্বদা সচকিত থাকা এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে সমস্ত কাজ উপস্থিত হয়, সেই সকল কাজ সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। কখন বা আমাদের সম্মুখে অনেক কাজ একত্রে উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যে কাজটী খুব নিকটে সেইটীই সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন করিবে; তারপর একটি একটি করিয়া সমস্ত কাজগুলি শৃঙ্খলার সহিত সমাধা করা উচিত। সুশৃঙ্খলরূপে কাজ সমাধা হইলেই সুখ অনুভব করা যায়। যে ছাত্র সময়ের সদ্ব্যবহার এবং সুশৃঙ্খলরূপে দৈনিক কাজ সমাধা করে, সেই কেবল গুরুজনের ও পিতা মাতার ভালবাসার পাত্র হয়। সেই কেবল বিশ্রামে সুখ অনুভব করিতে পারে এবং তাহার জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়।

সময় দ্রুতগতি বটে, কিন্তু পরিশ্রমীর নিকট সময়ের গতি অতি মন্থর। যত্নসহকারে এক একটি করিয়া মণি মাণিক্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে শেষে অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর মুকুট প্রস্তুত হয়, সেইরূপ দৈনিক কাজ সকল এক একটি করিয়া শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন করিলে জীবন ঐশ্বর্য্য ও মধুরতায় পূর্ণ হয়। একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—"সময় স্বর্ণ সোপানের ন্যায় স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। উহা আমাদিগের নিকটে ঈশ্বরাদেশ সমূহ বহন করিয়া আনে।" যদি আমরা সেই সকল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য কাজগুলি যথা সময়ে সম্পাদন করি, তবে আমরা উন্নতিলাভ করিয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিব। আর যদি তাহা না করিয়া আমরা কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে কোন প্রকার ত্রুটি বা শিথিলতা প্রদর্শন করি, আমাদের উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত এবং আমাদের স্বর্গ লাভের আশা ও নিষ্ফলা হইবে।

স্যর্ এণ্টনি ম্যাক্‌ডনেল ও শিক্ষা।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ছোটলাট স্যর এণ্টনি ম্যাক্‌ডনেল বাহাদুর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় শিক্ষা সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় এবং সর্ব্বতোমুখী প্রসারিত প্রতিভার পরিচায়ক অতি সারগর্ভ একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সমস্তই দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই জন্য তাহার যথা সম্ভব সারাংশ আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া প্রদান করিলাম।

অনেকেই বলেন আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পূর্ব্বানুসৃত পথ ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছি। দেশীয় শাসনাধীনে শিক্ষা কেবল অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আমাদিগের ও সেই শ্রেণী হইতেই শিক্ষা প্রদান আরম্ভ করা উচিত ছিল; এবং যাহাদিগের শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ ছিল, প্রারম্ভেই তাহাদিগের সম্মুখে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারোৎঘাটন করিয়া দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। আমাদিগের ত্রস্ততা তাহাদিগের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষার বহ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছে তাহার

তৃপ্তি হয় না বলিয়াই সে আকাঙ্ক্ষা-বহ্নি তাহাদের পক্ষে বরং একটা বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার অর্থ কি এই নহে—আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কার নিয়া আমরা আমাদের নিজের বদ্ধমূল বিশ্বাসই রক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং শিক্ষা যে কোন শ্রেণী বিশেষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইবে এই প্রাচ্যভাব আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। এই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাব হইতে দেখিতে গেলেও আমরা অন্যায় করিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। কিন্তু আমার মনে হয়, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত লর্ড মেকলের প্রভাব লোককে ইংরেজী শিক্ষার দিকে অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ভাষা সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষা দিলে আরও ভাল হইত।

এইরূপে অতীত ও বর্ত্তমান এতদুভয়ের অবকাশ ক্রমেই অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং এই নূতন শিক্ষার ফল ও অনেকাংশে সুনিশ্চিত হইত। যাহা হউক, ভারতের প্রাচীন মূলভাষা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা যতই গুরুতর হউক না কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে এখন আর আমরা অতীতের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমাদের স্কুল ও কালেজে আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং এই নূতন জ্ঞান শিক্ষার সুবিধা গুলি আয়ত্ত করিতে করিতে আমাদিগের চালচলনে যে সকল অসঙ্গত পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে তাহার প্রতিবিধানার্থ আমাদিগের তদুপরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই বিষয়টী বর্ত্তমান দেশীয় সমাজের একটী গুরুতর আলোচ্য বিষয়।

এই বিষয় এবং এইরূপ আরও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে দেশীয় সমাজ কেবল গবর্ণমেণ্টেরই অনুবর্ত্তন করিতেছে। এই প্রশ্ন কতিপয় বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। লর্ড রিপণের শিক্ষা কমিসন রিপোর্টেই জানা যাইবে ইহা কিরূপ আগ্রহ ও গভীর গবেষণার সহিত আলোচিত হইয়াছিল। লর্ড ডফারিণের শাসন সময়ে ইহা স্কুল ও কালেজে "নীতিশিক্ষা ও শাসন" এই পরিবর্ত্তিত নামে আলোচিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা পরিচালনা প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন বটে কিন্তু নীতিশিক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে প্রশ্নের মীমাংসা কেবল লোকের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। কোন জাতির নৈতিক পুনর্জ্জীবন সঞ্চার কোন গবর্ণমেণ্টই করেন নাই, ইহার সাক্ষী জগতের ইতিহাস। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক প্রত্যাশা করেন—সামান্য একটী পল্লি-গ্রামের স্কুল স্থাপন হইতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত। কিন্তু নৈতিক পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে নিজেরাই আপনাদের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়া লইবে।

ইহা অবশ্যই একটী শুভ চিহ্ন যে দেশীয় লোক এখন ইহা স্বীকার করিতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিও নূতন-জ্ঞান, প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইতেছে। ইহার ফল যে কি দাঁড়াইবে তাহার পূর্ব্বানুমান করা অবিবেচনার কার্য্য। ভূতপূর্ব্ব স্যর হেন্‌রী মেইনের ন্যায় দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানকারিগণ বলেন ইহাতে প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন হইবে। সকল মানব মনই যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুগত হইত, তবে হয়ত ইহার ফল এরূপও হইতে পারিত। কিন্তু মনের রাজ্যে ভাবই প্রধান; ধর্ম্মচিন্তারূপ স্পর্শমণি সংস্পর্শে আধুনিক বিজ্ঞানের

নূতন আবিষ্ক্রিয়া সকল আমাদিগের উচ্চাভিলাষের বা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের উপায়ে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

বর্ত্তমান স্বাধীনতারভাব অথবা সম্মাননার অভাব, ইহাকে যে নামে অভিহিত করা যাউক না কেন, আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার অনিবার্য্য ফল। ইহার নিরাকরণ করা কোন শিক্ষক এমন কি সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষেও অসম্ভব। ইহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, শিক্ষাকেই মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার একমাত্র উপায় মনে করিলে চলিবে না। চরিত্র গঠনে শিক্ষা যে সুফল প্রদান করে তাহারও একটা সীমা আছে। জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ সমূহ কেবল স্কুল গৃহেই শিক্ষা হয় না, শিক্ষা ভারতের জন্য অনেক করিয়াছে ও করিবে কিন্তু কেবল শিক্ষা হইতে উন্নত চরিত্র লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

অনেকেই বলেন শিক্ষা প্রারম্ভেই ধর্ম্মের সহিত অনুস্যূত হওয়া ভাল; আমার মতও তাহাই। ভারতবর্ষে এই দুইটীর সম্মিলন অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধেই নিরপেক্ষ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের পক্ষেও স্কুল কালেজে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এই প্রশ্নের একমাত্র সদুত্তর আমার মনে হইতেছে, স্বাধীন ম্যানেজারগণ, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক গ্রাণ্টইন্‌এইড্‌ প্রথানুযায়ী স্কুল কালেজ স্থাপন করিয়া তথায় জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও অবাধে প্রচলিত করিতে পারেন। শিক্ষা যেন রাজনৈতিক চর্চ্চার অত্যধিক ফল প্রসব না করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য, আমার মনে হয়, রাজভক্তি এবং শৃঙ্খলা বিধির বিরুদ্ধে যেন কোন স্কুল কালেজেই শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহার পরিদর্শন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত স্কুলে শিক্ষার গুণানুসারে আবশ্যক হইলে আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিবেন। এই একটী মাত্র উপায়ই মনে হইতেছে, ইহাতে শিক্ষা ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে তিনি কেবল ১৮৮৭ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম খোলা হইলে স্যর এলফ্রেড লায়েল মহোদয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে ভারতে সে উপায় অবলম্বন করিবার সময় এখনও হয় নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের উচ্চ অভিলাষ সম্বন্ধে তাহার শেষ কথা এই:—ছাত্রদিগের রাজনীতিতে মিশামিশি করা অনুচিত, কিন্তু যাহারা বয়স্ক এবং শিক্ষিত তাহাদের ইহাতে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। আপনারা যে শাসনাধীনে আছেন এবং যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহার প্রত্যাশিত এবং অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে আপনারা আপনাদিগের বিচার শক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিচালনা করিবেন। আমি আশাকরি, আপনারা যে শিক্ষা পাইয়াছেন তদনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আপনারা ইহা করিবেন। ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইবেন না। বর্ণনাকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, এবং ভাষার উত্তেজনা দিয়া যুক্তির গভীরতা নিরূপণ করিবেন না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্ব্ব সাধারণের কার্য্যে অন্যায় ধারণা, অসদ্ভাব এবং বৃথা সন্দেহ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন গবর্ণমেণ্ট জ্ঞানকে ভয় করেন না অজ্ঞানতাকেই ভয় করেন। সর্ব্বোপরি সকল বিষয়ে মনে রাখিবেন "নিজের কাছে খাটি হইতে পারিলে সকলের কাছে খাটি হইতে পারিবেন।" দিনের পর যেমন রাত্রি আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় সেই রূপ নিজের কাছে খাটি হইলে অন্যের কাছে আপনা আপনিই খাটি হইতে পারিবেন।

ছাত্র-সমিতি।

প্রতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছাত্রদের এক একটী সভা আছে। কোথায় বা প্রধান শিক্ষক, কোথায় বা অন্য শিক্ষক উহার সভাপতি। কোথায় বা কেবল ছাত্রগণই উহার সর্ব্বেসর্ব্বা। এই সভাগুলির প্রধান কর্ত্তব্য-কার্য্য লিখিতে ও বলিতে শিক্ষা করা। আলোচনা ও নীতি বিষয়ক উন্নতি সাধন ও উহাদের অন্যতর উদ্দেশ্য। কেবল ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রভৃতির জন্য ও অনেক বিদ্যালয়ে "ক্লাব" আছে, উহাও একরূপ সভা।

প্রতি কার্য্যেরই সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক। বিদ্যালয় সংসৃষ্ট অনেক গুলি সভাই হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, কাজেই জড়ত্ব প্রাপ্ত। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে কিন্তু উহাদের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। সেই রচনা, সেই বক্তৃতা, সেই আলোচনা, কোথায় বা পুরাতন বিষয়গুলি পর্য্যন্ত চক্রাবর্ত্তনে দুই তিন বার ঘুরিয়া উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ সভার স্থিতি জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী, সাগরতরঙ্গবৎ উত্তাল হইলেও অচিরেই সাগরের কুক্ষিগত, বিজলীঝলা সম দীপ্তিশালী হইলেও ক্ষণ প্রভাময়, কুসুমের মত সুন্দর ও সৌরভময় হইলেও দিনান্তেই ভূপতিত। আকাশে অসংখ্য উল্কা পরিভ্রমণ করে, প্রতি রজনীতে কত উল্কাপাত আমাদের নয়নগোচর হয়। সভার আকাশেও সেরূপ কত ছাত্রসভা সময়ে সময়ে লীলাসম্বরণ করিতেছে।

অনেকের মতে, যাহারা এই জন্মিল এই মরিল, তাহাদের না জন্মানই ভাল ছিল। এই সূত্রে প্রতিদিন অসংখ্য কীটাণুর জন্ম মৃত্যু নিষ্ফল, অসংখ্য কুসুমের জীবনলীলা অকারণ, অসংখ্য লহরী লীলা আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু আমরা বলি পদার্থ বা ঘটনা যত ক্ষুদ্র হউক, যত অল্প স্থায়ী হউক প্রত্যেকেই আত্মলক্ষ্য-সাধন করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। ছাত্র সভাগুলি ও নিয়তির ইঙ্গিতে জন্মলাভ ও উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তিরোহিত হয়।

পরিবর্ত্তনের দুইটী প্রকার আছে; এক প্রকার ব্যক্তিগত বা ঘটনাগত, আর একপ্রকার সমাজগত বা সমষ্টিগত। প্রথমটীর নাম বয়োবৃদ্ধি, দ্বিতীয়টীর নাম যুগান্তর। শিশু পরিবর্ত্তিত হইয়া বালক হয়, বালক যুবক ও যুবক বৃদ্ধ হয় উহার নাম বয়োবৃদ্ধি। আর মনুষ্য পূর্ব্বে গর্ত্তে বাস করিত, পরে গৃহী হইল, এখন অট্টালিকায় বাস করে উহার নাম যুগান্তর। যেমন বাস ভবন তেমনি আহার, যান প্রভৃতি বিষয়েও যুগান্তর হইয়াছে। এইরূপ প্রতি ঘটনারই কালান্তরে যুগান্তর ঘটে।

বর্ত্তমান ছাত্র সমিতিগুলির দিকে তাকাইলেও উহাদের যুগান্তর কাল উপস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। লিখিতে, বলিতে, আলোচনা করিতে, কিম্বা নীতিবিনির্ণয় করিতে কেবল

উহারা এখন ব্যস্ত নয়; আবৃত্তি, অভিনয় ও বিবিধ সাধু আমোদ উহাদের অঙ্গসঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার নবযুগের অরুণোদয়ের উপলব্ধি হইতেছে; কারণ এ সকলে আর ছাত্র বৃন্দের মন উঠে না। বৃক্ষ পত্র যখন পাকিয়া যায়, নীরস হয় তখনই নবপত্রোদ্গমের আসন্ন কাল। যখনই কোন বিষয় নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখনই উহার পরিবর্ত্তন কাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। এবং তখন নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত না করিলে অচিরেই তাহার বিনাশ সাধিত হয়। বর্ত্তমান ছাত্র-সমিতি গুলির নীরসতাই উহাদের নূতন কিছু প্রবর্ত্তনার সূচনা করিতেছে।

প্রতি কার্য্যেরই দুইটী লক্ষ্য থাকে—এক সেই কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করা, আর এক ভবিষ্যৎ আর একটী কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান কার্য্যটিকে সুদৃঢ় সোপান করা। সুতরাং কেবল বর্ত্তমান কার্য্য উৎকৃষ্ট হইলেই কোন কার্য্যেরই সম্যক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। বীজ বৃক্ষের জন্য, বৃক্ষ ফলের জন্য, ফল আবার বীজোৎপাদনের নিদান। প্রতি কার্য্যই এইরূপ পরবর্ত্তী আর একটি কার্য্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইলে উহাকে প্রকৃত কার্য্য বলা যাইতে পারে। ছাত্র জীবনের কার্য্য সংসার জীবনের কারণ—বিকাশোন্মুখ কারণ হওয়া আবশ্যক। এদেশী ছাত্র জীবনের একটা কলঙ্ক আছে—ছাত্রেরা মুখ-সর্ব্বস্ব,লেখনী-সর্ব্বস্ব,সংসার জীবনে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের নাম গন্ধও থাকেনা। সকলের সম্বন্ধে এ কথা সত্য না হইলে ও অনেকের সম্বন্ধেই উহার প্রতিবাদ করা যায় না। ছাত্রেরা সভা সমিতিতে যেরূপ কথাবার্ত্তা বলে, যেরূপ আলোচনা করে, সুদীর্ঘ রচনা করে, পরের জন্য দেশের জন্য ভাবে, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা জল রেখার ন্যায় অচিন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, ছাত্র জীবনের সভা সমিতিতে ভবিষ্য জীবনের উপাদান সংগৃহীত হয় না। ছাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য কথা বা ভাবসংগ্রহ, সংসার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কার্য্য। জীবন কাব্যের প্রত্যেক সর্গের অন্তেই পরবর্ত্তী সর্গের আভাস থাকা প্রয়োজন। ছাত্র জীবনের ভাবের সঙ্গে কার্য্যের আভাস না থাকিলে ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রে সে ভাব শুখাইয়া যায়, কার্য্য-প্রণালী অতীতের সাক্ষ্যদানে সমর্থ হয় না।

এই জন্য আমাদের ছাত্র সমিতি গুলির সংস্কার আবশ্যক। সে সংস্কার সংসার জীবনের কার্য্যের উপাদান হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে আমরা কার্য্যক্ষেত্রের শিক্ষালাভ করিতে পারি না। সে শিক্ষা লেখা পড়া কথাবার্ত্তায়ই পর্য্যবসিত হয়। আমাদের ছাত্র-সমিতিগুলি সে শিক্ষার উপায় করিলে উহাদের নূতন সংস্কার ও উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বিলাতের একটী বালক সভার উদ্দেশ্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সভার নাম "সহৃদয় বালক সেনা" সভার নিয়ম এইঃ—

১। প্রত্যেক সভ্য জীবে দয়া করিবেন।

২। কোন সভ্য পাখীর বাসা ভাঙ্গিবেন না, বা পাখী দেখিলে গুলি করিবেন না।

৩। প্রত্যেক সভ্য আপন অপেক্ষা দুর্ব্বলতর মনুষ্য বা পশু পক্ষীকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন।

৪। কোন সভ্য "পারি না", "পারিব না" বা "করিব না" এই প্রকার কাপুরুষোচিত কথা ব্যবহার করিবেন না।

৫। অশ্লীল বাক্য কখনও উচ্চারণ করিবেন না।

৬। প্রত্যেক সভ্য পিতা মাতা ও শিক্ষকদিগকে হৃদয় মনের সহিত শ্রদ্ধা করিবেন ও সর্ব্বদা তাঁহাদের বাধ্য থাকিবেন।

বাধ্যতা, ভদ্রতা ও সদাচরণ শিক্ষা দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ছাত্র জীবনে কিছু কিছু সৎকার্য্য শিক্ষা না করিলে ভবিষ্য জীবনে সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য সভার উদ্যোগিগণ বিবিধ উপায়ে, বালক সেনাদিগকে সদনুষ্ঠান করিতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। দুই বৎসরে ৭৫ হাজার বালক এই সভার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইয়াছে। কখন নানাপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদ কখন বা সমবেত ভোজন, কখন বা পুরস্কার দান দ্বারা সভ্যদের নব নব উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এই সভার যত্নে বিলাতে বালকেরা সাধু ও সৎকর্ম্মশীল হইতেছে।

এই আদর্শে আমাদের ছাত্র-সমিতি গুলির সংস্কার করিলে নিম্নলিখিত কয়েটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়;—

[১] সমস্ত জীবনের জন্য কয়েকটী ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। তন্মধ্যে দুই একটী "করিব" এবং দুই একটী "করিব না"। যেমন আমার আয় অতি সামান্য হইলেও তাহা হইতে নিয়মিতরূপে কিছু দান করিব। কায়মনোবাক্যে দুর্ব্বলের সাহায্য করিব, প্রাণপণে কথা প্রতিপালন করিব ইত্যাদি। "করিব না" যথা—নেশাপান করিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, পরের দ্রব্য হরণ করিব না ইত্যাদি।

এই সকল ব্রত দেশের ও সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

[২] আলোচনা কার্য্য-প্রতিপাদক হওয়া প্রয়োজন। সাধু ইচ্ছা বা সন্নীতি সমূহ কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার প্রণালী ও উপায় প্রদর্শন বিষয়ক আলোচনা হইলে কার্য্যক্ষেত্রের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

[৩] কার্য্য সাধন—যে সকল কার্য্যদ্বারা স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি সাধুগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে সতীর্থ বন্ধু বা প্রতিবেশীদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা। পরোপকার, সেবা, বাধ্যতা শিক্ষাকরা যাইতে পারে এরূপ এক একটী অনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত রাখা।

কেবল বাচনিক শিক্ষা কাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে শক্তিদান করিতে পারে না। এইজন্য আমাদের অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকিতে কথায় ভবিষ্য জীবনের যেরূপ আভাস দান করেন সেইরূপ হইতে পারেন না; অনেকে একেবারে বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছাত্র জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাময় স্বপ্ন মনে করেন।

ছাত্র জীবনেই কার্য্যক্ষেত্রের পথ পরিষ্কার করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যদ্বারা আপনাকে ভবিষ্যতে বড় বড় কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র জীবনেই কার্য্য বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং তাহা দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারে এ বৃক্ষক না বনস্পতি হইবে।

এই জন্য আমাদের ছাত্র সমিতিগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার করা আবশ্যক। ভবিষ্য জীবনে ছাত্রগণ কিরূপ নীতির অনুসরণ করিবে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ করিবে, কিরূপে পরিজন ও স্বদেশ বিদেশের হিতসাধন করিবে, ছাত্র সমিতিরই এই সকল লক্ষ্য থাকিবে। কিন্তু প্রত্যেক সমিতিরই লক্ষ্যানুযায়ী কার্য্য করিবার একটী বিভাগ থাকিবে। এখন শিশু হইতে অশীতিপরের

কার্য্য করিবার সময়, এ সময়ে মুখ-সর্ব্বস্ব ও লিপি-সর্ব্বস্ব হইয়া কাহারো থাকা বিহিত নয়। বর্ত্তমান সময়ের যদি কোন নাম করিতে হয় তবে উহার নাম "কার্য্যযুগ" হইবে। এই কার্য্যপ্রবণ যুগে ছাত্র সমিতি গুলিও কার্য্যশক্তি সম্পন্ন হইলে নীরস ও জীবন্মৃত হইবে না।

আমিষ ভোজন।

আমিষ ভক্ষণের ঔচিত্যানুচিত্ত বিচার আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু জাতির আমিষ ভোজনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিব বলিয়াই এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মাংসাশী মানব জাতি পৃথিবীর আদিম অধিবাসী, জগতের বাল্য ইতিহাস সে তত্ত্বের প্রচারক। সেই আদিম কালের অসভ্য মানব আমমাংসে উদরপূর্ত্তি করিত। মানুষ পরে শস্য ভোজী হইলেও আমিষের স্বাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। জগতের আর্য্য অনার্য্য সকল জাতিতেই এই ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে।

ভারতীয় আর্য্য জাতি মদ্য মাংস লইয়া পার্শীদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে মদ্য মাংস লোভী একদল দাঁড়াইল, আর একদল শস্য ভোজনের পক্ষপাতী হইল। এইরূপে দলাদলির সৃষ্টি হইল, নিন্দা ও নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। প্রথমোক্তেরা বিতাড়িত হইয়া "প্রত্নৌকা" বা প্রাচীন বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। শস্য ভোজনের পক্ষপাতী দল "পারসীক" নামে অভিহিত হইল। যে আর্য্যইতিহাস ঋষিবংশের পুণ্যকাহিনীতে পরিপূর্ণ তাঁহারা মদ্যপ ও আমিষভোজী এ কথা বিনা সাক্ষীতে অনেকেই গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। এই জন্য ভারতীয় প্রত্ন তত্ত্বের খনি রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের একটী কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—

"The relation of the agriculturists with the shepherds was not always of the most peaceful kind. Their respective habits of life were such as to make them antagonistic to each other. The shepherds had the most frequent opportunities of indulging in animal food and fermented drink, and they did not fail to make the most of these opportunities. The agriculturists were necessarily driven to depend principally on the products of their fields, and they subsisted on vegetable diet" (Rajendra Lal Mitra's Indo Aryans article XX. "Primitive Aryan")

অর্থ—কৃষক ও মেষপালক আর্য্যদিগের মধ্যে বড় সদ্ভাব ছিল না। তাহাদের স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার এককে অন্যের শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল। মেষপালকেরা মাংসাশী ও উগ্রসুরাপায়ী ছিল এবং তত্তৎ বিষয়ে তাহাদের প্রচুর সুবিধা ও ছিল। কৃষকেরা অনন্যগতি হইয়া ক্ষেত্রজাত আহার্য্যেই সাধারণতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

সামাজিক ইতিহাসের একটী বিচিত্র নিয়ম এই যে "প্রত্যেক আচার ব্যবহারই অত্যন্ত হইয়া সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।" প্রত্যেক নূতন আচার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে

অতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অত্যন্তে বাপাস্ত দর্শন করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছে, অত্যন্তের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া উহার সীমারেখা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যদিগের অনির্ব্বাণ আমিষ ক্ষুধার ও অতিবৃদ্ধি হইয়া মন্দাগ্নি হইল। অনাসক্ত শাক্যসিংহ "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ঘোষণা করিয়া জীব হিংসার মুখে পাথর চাপা দিলেন। নিরামিষভোজী নববংশ জন্মধারণ করিল।

গয়াতে বিষ্ণুপদ আছে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধতীর্থেও বিষ্ণুপদ আছে। এই বিষ্ণুপদ বুদ্ধের পদ চিহ্ন কিনা বিতর্ক হয়। দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার। সুতরাং বুদ্ধই বিষ্ণু নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নয়। বৌদ্ধেরা বিষ্ণুপদকে বুদ্ধেরই পদাঙ্ক বলেন, হিন্দুরা বিষ্ণু পদ বলেন। বিষ্ণুপদ হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই পূজিত। বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদের মতই অহিংসা-পর। এই সকল সামঞ্জস্য দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বৌদ্ধধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে হিন্দু সমাজে প্রচ্ছন্নরূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

যাহউক, বৌদ্ধদিগের "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" মন্ত্র আর্য্যাচারের মেরুদণ্ড হইল। আমিষ ভোজন অধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মের ঢোল আর্য্যগৃহে বাজিয়া উঠিল।

আর্য্য গৃহে মদ্য মাংস লইয়া আবার দলাদলি আরম্ভ হইল, এবার সুরাপায়ী মাংসাশীরা শাক্ত এবং শস্যভোজীরা বৈষ্ণব নামে পৃথক্ হইলেন। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া কাহাকেও অন্যত্র যাইতে হইল না। পুরাতন আর্য্যেরা যেমন পরস্পরের উপাস্য দেবতাকে গালাগালি করিতেন এবারও সে নিন্দা চর্চ্চার ত্রুটী হইল না। মদ্য মাংস লইয়া আর্য্যদিগের বংশ পরম্পরা বিদ্বেষ ও শত্রু-ভাব বর্ত্তমান যুগে ও সংক্রামিত হইয়াছে। অখাদ্য মাংস ভোজনের জন্য বর্ত্তমান সংস্কারক দলের প্রতি অন্যান্য হিন্দুদিগের দলাদলির ভাবই তাহার সাক্ষী।

বৈষ্ণবেরা তো নিরামিষভোজী হইলেনই, অন্যান্য হিন্দুদিগের উপরেও নিরামিষ আহারের সাময়িক ব্যবস্থা হইল। শাস্ত্রকারেরা ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে, রবিবারে, সংক্রান্তিতে এবং বর্ষবৃদ্ধি দিনে আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা শারীরিক সুস্থতার জন্য, না কেবল নিরামিষের জন্য বিহিত করিলেন বলিতে পারি না।

সকল প্রকার আহার্য্য বস্তুরই বৃদ্ধির সময় পালন করিতে হয়। পশু পক্ষী মৎস্যাদিরও বংশ বৃদ্ধির সময় পালন না করিলে অচিরেই নির্ব্বংশ হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সর্ জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব মৎস্য বংশ পালনের জন্য জাল ছিদ্র বড় করিবার জন্য এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে চাহিয়া ছিলেন। তাহা হইলে ক্ষুদ্র মৎস্য গুলি বড় হইয়া আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ অধিক হইতে পারিত। সে ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয় নাই। জীবজননীদিগকে ভক্ষণ করিলে বংশ লোপের সম্ভাবনা বলিয়া হিন্দুরা মেষী, ছাগী প্রভৃতির মাংস ভোজন করেন না। পক্ষীও মৎস্যের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার করিয়া আহার করা সর্ব্বদা সম্ভবপর নয় বলিয়াই সেরূপ বিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিত্যক্ত হইলেও, যে যে মাসে পশু-পক্ষী-মৎস্য জননীরা সসত্ত্বা থাকে সে সে মাসে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসী বলিয়াছেন—

"বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥"
"নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥"

উদ্ধৃত কবিতা দুইটীতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈশাখ ও মাঘ মাসে নিরামিষ আহার প্রশস্ত। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ পুণ্যমাস বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে গণিত। এই তিন মাস অনেকেই নিরামিষ আহার করিয়া থাকে। এই তিন মাসে পশু, পক্ষী, মৎস্যাদির ছানা হইয়া থাকে বলিয়াই ওরূপ নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সময়ে আমিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইলে জীব-মাতার সঙ্গে সন্তানগুলির বিনাশ ও অবশ্য-ম্ভাবী; কাজেই আহার্য্য জীবের অপ্রতুল হইবে। কোথায়ও দুর্গাপূজারপর হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত ইলীশ মৎস্য ভোজনের ব্যবস্থা নাই। সে সময়ে মৎস্য মাতা অণ্ড প্রসব করে এবং শিশু মৎস্যদিগকে প্রতিপালন করে। সময়ে সময়ে এইরূপ নিরামিষ ভোজনের নিয়ম প্রতিপালন আহার্য্য জীবের বংশ বৃদ্ধির জন্যই করা হইয়াছে অনুমিত হয়।

অনারেবল জষ্টিস্ এম্ জি রাণাডে এম্, এ, এল এল বি, সি, আই, ই।

বোম্বাই হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী অনেক দিন হইল, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশীয় এডুকেশন্যাল ম্যাগেজিন নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আপনার পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা হইতে সেইটির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশার্থ পাঠাইলাম—

ইনি একজন উচ্চবংশসম্ভূত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বোম্বাই এলফিনষ্টোন্ কলেজের একটী সমুজ্জ্বল রত্ন, উক্ত কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বীয় প্রতিভাগুণে সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে "প্রিন্স অফ ইণ্ডিয়ান গ্রাজুয়েটস্"—অর্থাৎ বোম্বাই অঞ্চলের গ্রাজুয়েটদলের অগ্রণী যা অভিহিত হন।

কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর তিনি এল-ফিনষ্টোন্ কলেজের সিনিয়ার ফেলো নিযুক্ত হইয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করেন এবং কলেজ হইতে যে সুযশঃ লইয়া বাহির হইয়াছিলেন উক্ত পদে কার্য্য করিয়া সেই যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইনি পুনায় শিক্ষা বিভাগে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর কাল ঐ পদে কার্য্য করতঃ ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে কোলাপুরে জজীয়তী পদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর মার্চ্চ মাসে এলফিনষ্টোন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদে মনোনীত হন। এদেশীয়ের পক্ষে উক্ত কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইতে পাওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। রাণাডে এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া এরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৮৬৮ সালের অক্টোবর হইতে উক্ত কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপকের পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করিলেন।

দেশীয়েরা ইংরাজী সাহিত্যের ভাল অধ্যাপক হইতে পারেন না বলিয়া এ যাবৎ যে একটা অপ বাদ ছিল রাণাডের এই নিয়োগ ব্যাপারে তাহার খণ্ডন হইল। ফলে, ঐ পদে অনেকানেক ইউ-রোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিয়া যেরূপ ভাবে কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিলেন, রাণাডের কার্য্য কুশলতা তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনকই হইয়াছিল।

১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাণাডে কার্য্যের দ্বারা সকল পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ তিন বৎসর কালের মধ্যে তাঁহাকে মাঝে মাঝে কিছু দিন করিয়া অপর কার্য্যে ও নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। কিছু দিন হাইকোর্টের রিপোর্টারের কার্য্য করেন, কিছুদিন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করেন এবং কিছুদিন ছোট আদালতের জজীয়তী ও করিয়াছিলেন। এ সকলের পর আবার আসিয়া উক্ত অধ্যাপকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এইরূপে যখনই তাঁহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে তিনি প্রশংসা ও যশোলাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী সে পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর বিশিষ্ট প্রমাণ কি হইতে পারে?

ঐ সময়ে স্যর আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট ব্যারনেট বোম্বাইয়ের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিবার সময় ফ্রামজি কাউয়াসজি ইনষ্টিটিউটে তাঁহাকে বিদায়কালীন অভিনন্দন করণোদ্দেশ্যে যে সভা আহূত হইয়া ছিল সেই সভায় অভিনন্দন পত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে ডিরেক্টর বাহাদুর রাণাডের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এলফিন্‌ষ্টোন কলেজ এ যাবৎ যে সকল রত্ন প্রসব করিয়াছে রাণাডে তন্মধ্যে একটি সমুজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার বুদ্ধি অগাধ, অত্যন্ত প্রখর এবং প্রকৃতই অতি অদ্ভুত। তাঁহার মনও অতিশয় প্রসর—সঙ্কীর্ণতা বিরহিত।"

রাণাডে যে সময়ে এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ছাত্রগণ আজও পর্য্যন্ত রাণাডের অধ্যাপনার উল্লেখ করিয়া বলেন, "শিক্ষাদান সম্বন্ধে ওরূপ ক্ষমতা এবং ওরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য আর কাহাতেও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।" একবার কলেজের একটা লম্বা ছুটীর সময় রাণাডে কলেজ লাইব্রেরীর সমগ্র ইতিহাস গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া লইয়া উহাদের সকলের অন্তর্গত সার সার বিষয়গুলি অবলম্বনে ছাত্রদের নিকট "লেকচার" দিতে আরম্ভ করেন। ঐ সমস্ত লেকচার এত সুন্দর হইয়াছিল যে স্বয়ং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর মিঃ চাটফিল্ড এবং উক্ত কলেজেরই কোন কোন অধ্যাপক উহা শুনিতে আসিতেন। স্থায়ী স্মরণশক্তি থাকায় রাণাডে কোন একখানি পুস্তক আদ্যো-পান্ত একবার পড়িয়া লইয়াই উহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন।

মৃত জষ্টিস তেলাঙের ন্যায় রাণাডে পর্য্যায়ক্রমে এক বৎসর হাইকোর্টের আদিম বিভাগে এবং আর এক বৎসর আপীল বিভাগে ওকালতী করতঃ এডভোকেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া চীফ জষ্টিস কর্ত্তৃক সংগঠিত পরীক্ষক বোর্ডের নিকট পরীক্ষা দিয়া উহাতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ সালের নবেম্বর মাস হইতে ১৮৭৩ সালের ফেব্রু-য়ারী মাস পর্য্যন্ত পুনায় প্রথম শ্রেণীর সবজজের পদে কার্য্য করেন এবং ঐ পদেই তাঁহাকে পাকা করিয়া দেওয়া হয়। এইসময় হইতে তাঁহার পরি-শ্রম কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কারণ উক্ত কার্য্য ব্যতিরিক্ত তাঁহার উপর প্রায়ই অন্যান্য কার্য্যের

ভার অর্পিত হইত। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে নাসিক, ইয়োলা এবং ঢুলিয়ার সবজজের কার্য্য করিতে পাঠান হইয়াছিল। ১৮৮০ সালে খান্দেশে কিছু দিনের জন্য জেলার জজয়তী পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮১ সালে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কৃষি সংরক্ষণ আইন অনুসারে সব জজের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। পুনা ও সেতারা জেলার নিম্ন আদালত সমূহের কাজ কর্ম্ম পরিদর্শনকরা এক্ষণে তাঁহার কার্য্য হইল এবং কিছুকাল পরে তিনি এই পদে পাকা হইলেন। ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পুনা ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিন মাস কালের জন্য তাঁহাকে ডেকান কলেজে আইনাধ্যপকের কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন বিষয়ে উহা কমাইতে পারা যায় কিনা, তাহা বিবেচনার জন্য একটি কমিটী সংগঠিত করা হইয়াছিল। কয়েকটি স্থলে হিসাব পত্রের কার্য্যে রাণাডের দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ায় ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত কমিটীর একজন মেম্বর নিযুক্ত করেন। এবং উল্লিখিত সমস্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার সুখ্যাতির পরিচয় স্বরূপে তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করা হয়।

জষ্টিস তেলাঙের মৃত্যুর পর ১৮৯৩ সালের নবেম্বর মাস হইতে রাণাডে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়া এ যাবৎ কর্ম্ম করিতেছেন।

বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড রী এবং লর্ড হ্যারিস উভয়ের শাসন সময়েই অনেকবার রাণাডে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সুপরামর্শ দান করতঃ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

এই সকল ব্যতিরিক্ত রাণাডে একজন সমাজ সংস্কারক ও রটেন। ইনি সোসিয়াল কন্‌ফারেন্সের একজন প্রধান পাণ্ডা—উহার কতকটা প্রাণস্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইনি মিঃ ভান্দারকর ও চন্দ্রবর্কের ন্যায় বোম্বাই প্রার্থনা সমাজেরও জনৈক সদস্য।

রাণাডের পড়া শুনা বিস্তর। সরকারী ও বেসরকারী নানাকার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও তাঁহার অধ্যয়ননিরতি সমভাবেই আছে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য এবং অর্থব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক কোন নূতন গ্রন্থ বাহির হইলেই রাণাডে উহা আনাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতীয় অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের ন্যায় রাণাডের বুদ্ধি বৃত্তি জড় ভাবাপন্ন নহে, তিনি তাঁহার অধ্যয়নের ফল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখাইয়া থাকেন। ভারতে কৃষি, রাজনীতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি তিনি যেমন ভাল বুঝেন আর কেহই তেমন ভাল বুঝেন না বলিয়াই অনেকের ধারণা।

পুনা সার্ব্বজনিক সভা হইতে "কোয়ার্টার্লি জার্ণল নামে" যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হয়, উহাতে রাণাডে ভারতের শিল্পোদ্ধার প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান এংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় ঐ সকলের বিস্তর সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল।

রাণাডে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সদস্য। বোম্বাই এবং অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র আইন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবেন পরবর্ত্তীবারে আবার পরীক্ষা দিবার সময় পূর্ব্ববারে যে বিষয় গুলিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন সে বিষয় গুলির পরীক্ষা আর

তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না, কেবল যে বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন সেই বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইবে। শ্রীযুক্ত রাণাডের চেষ্টাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংস্কারটি সাধিত হইয়াছে। ইহার জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের নিকট তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জগদীশ্বর শ্রীযুক্ত রাণাডেকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয়ে উন্নতি অতঃপর ইহাঁ দ্বারা সাধিত হইতে পারিবে।

(এডুকেশন গেজেট।)

সংবাদ।

কমো নগরীতে একটী বৈদ্যুতিক প্রদর্শণীর ব্যবস্থা হইতেছে। প্রদর্শণীর কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক বিদ্যাবিদগণের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন। তার বিহীন বৈদ্যুতিক বার্ত্তা ও "হার্টজিয়ান" তরঙ্গের আবিষ্কর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক পণ্ডিত অধ্যাপক হিউজেস্ এই প্রদর্শনীতে আগমন করিবেন।

বিগত ৩রা মার্চ্চ সুইফ্ট নামক একজন ধূমকেতু আবিষ্কারক একটী ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা রাত্রি ৪॥০ টার সময় পূর্ব্বাকাশে দেখা যায়।

মাদ্রাজের স্কুল সমূহের ডিরেক্টর মাননীয় ডাক্তার ডানকান সাহেব মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্‌সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৯৯ সনের ভারণেকুলার মাষ্টারসিপ পরীক্ষার প্রথম গ্রেডে ৬৩, দ্বিতীয় গ্রেডে ৭৪, এবং তৃতীয় গ্রেডে ৮৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কালেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তথায় এফ, এ, পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়া হইবে।

পৃথিবীর মধ্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অধ্যাপনার জন্য প্রসিদ্ধ। গণিতের অনার পরীক্ষায় যাঁহারা ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণহন তাঁহাদিগকে "র‍্যাঙ্গলার" (Wrangler) বলে। যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তাঁহাদিগকে সিনিয়ার অপ্‌টিমিস্" (Sinior optimes) এবং যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন তাঁহাদিগকে "জুনিয়ার অপ্‌টিমিস্ (Junior optimes) বলে। যাঁহার নাম এই শ্রেণীর সকলের নিম্নে থাকে তাঁহাকে "উডেন্‌স্পুন"(Wooden Spoon) অর্থাৎ"কাষ্ঠের চামিচ" বলে। র‍্যাঙলারদের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রথম হন তাঁহাকে "সিনিয়ার রাঙলার" (Senior Wrangler) বলে। "সিনিয়ার র‍্যাঙলার" সমগ্র সভ্য জগতের গণিত শাস্ত্রবিৎ বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট বিশেষরূপ প্রতিপন্ন ও সম্মানিত। এ বৎসর একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সন্তান মিঃ পারঞ্জপে "সিনিয়ার রাঙলার" হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম এইক্ষণে ২৫ বৎসর মাত্র। ইনি পুনার ফারগুসেন কলেজের ছাত্র। ১৮৯৬ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত একটী বৃত্তি পাইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। এযাবৎ কোন ভারতবাসী "সিনিয়ার র‍্যাঙলার" হন নাই। ইহার চরিত্র ও বিদ্যার অনুরূপ। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৭০৲ বেতনে ফার্‌গুসন্ কলেজে ২০ বৎসর কাজ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। লর্ড কুর্জ্জন মিঃ পারঞ্জপের কৃতকার্য্যতায় আনন্দিত

হইয়া ফার্‌গুসন্ কলেজের অধ্যক্ষের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

১৮৯৯ সনের মার্চ্চ মাসে যে কোয়াটার শেষ হইয়াছে, সেই কোয়াটারে বাঙ্গালা ভাষায় স্কুল পাঠ্য ৭৫ খানা এবং অন্যান্য রকমের ৬৮ খানা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক পত্র ৮৩ খানা মুদ্রিত হইয়াছে।

বেলগাছিয়ার পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় এতদিন স্কুল ছিল। এ বৎসর হইতে উহা কলেজে পরিগণিত হইল। পূর্ব্বে দুই বৎসর পড়িতে হইত, এখন হইতে তিন বৎসর পড়িতে হইবে। ইংরাজিতে শিক্ষাদান হইবে। যাহারা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বা কোন হাই-স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছে অথবা মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা পড়িতে পারিবে। এই বিদ্যালয়ে ৫৲ হারে ৩০টী বৃত্তি দেওয়া যাইবে।

ভারতের টেলিগ্রাফের সকল তারগুলি জোড়া দিলে ষোল লক্ষ মাইল লম্বা হয়; সকল স্তম্ভগুলি মুখের সহিত মুখ মিলাইয়া রাখিলে পঞ্চাশ হাজার মাইল লম্বা হয়; পাঁচকোটি খবর বৎসরে এই ভারতবর্ষের তারের মধ্যদিয়া যাতায়াত করে; পাঁচ হাজার উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী নিয়ত এই তারের কার্য্য করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক মোট আয় এককোটি টাকা; প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন ১৮৫০ অব্দে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বসান হয়। মেডিকেল কলেজের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার ওসাগনাসি প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। আগামী উনিশ শত অব্দে ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফ বিভাগের জুবিলি হইবে।

ইটালীতে একটী দার্শনিক সভার অধিবেশন হইবে। নানাদেশের পণ্ডিতগণ প্রতিনিধি স্বরূপ সেই সভাতে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিবেন। কোচবিহার রাজ তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপাল বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ শীলকে সেই সভাতে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র বাবু সেই সভাতে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ব্রজেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে অতি উপযুক্ত ব্যক্তি। বেদ, বেদান্তে, ষড়দর্শনে ভারতীয় নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার যেমনি অভিজ্ঞতা, আবার পাশ্চাত্য প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি তেমনি সুপণ্ডিত। তিনি গ্রীক, জর্ম্মন, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাতে মহা পণ্ডিত।